মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

স্বৈরাচারী সরকারের পতন

উৎসর্গ

১৯৯৬ সালের বাংলাদেশের
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাগণ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

অভিনব দায়	৯
উপদেষ্টা নিয়োগ	১৩
রাষ্ট্রপতি	১৯
প্রশাসন	২৩
টাঙ্গাইলে টর্নেডো	২৮
অর্থনীতি	৩৬
পররাষ্ট্র বিষয়	৪১
সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদের প্যারোলে মুক্তি	৪৬
২০ মের ঘটনা	৪৯
সরকারের জনসংযোগ	৫৮
সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন	৬৩
তথ্যমাধ্যম ও রাজনৈতিক দলসমূহ	৬৬
নির্বাচন কমিশন	৮৫
শান্তিশৃঙ্খলা	৯৪
নির্বাচন পর্যবেক্ষক	১০৯
নির্বাচনোত্তর পর্যালোচনা	১২০
সরকার সম্পর্কে সংবাদপত্রের কিছু কথা	১৩১
নির্বাচন-প্রাক্কালে প্রদত্ত ভাষণ	১৩৯
তত্ত্বাবধায়ক সরকার তত্ত্ব ও তার ভবিষ্যৎ	১৫০

পরিশিষ্ট ১

জাতির উদ্দেশে প্রথম ভাষণ	১৭৩
বাংলা নববর্ষের স্বাগত ভাষণ	১৭৭
জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারদের উদ্দেশে ভাষণ	১৮০
বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে ভাষণ	১৮৮

www.pathagar.com

জাতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্র-জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভাষণ ১৯২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনে ভাষণ ১৯৭
জাতির উদ্দেশে ভাষণ ২০৩
জাতীয় পর্যায়ে নজরুল-জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভাষণ ২০৫
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ ভাষণ ২১১
জাতির উদ্দেশে ভাষণ ২১৬
জাতির উদ্দেশে বিদায়ী ভাষণ ২২০

পরিশিষ্ট ২

রাদিও ফ্রঁস অ্যাতারনাশিওনাল ২২৯
ডব্লিউটিএন ২৩১
জার্মান বেতার তরঙ্গ ২৩৪
বিবিসি রেডিও ২৩৭
ভয়েস অব আমেরিকা (বাংলা বিভাগ) ২৪০
বাংলাদেশ বৈদেশিক সংবাদদাতা সমিতির (ওকাব) সঙ্গে বৈঠক ২৪৩
দাউদ খান মজলিস, ভয়েস অব আমেরিকা ২৫২
বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) ২৫৬
অ্যালবাম ২৫৯
গ্রন্থপঞ্জি ২৭১
নির্ঘণ্ট ২৭৩

www.pathagar.com

অভিনব দায়

আমার অবসর নেওয়ার আর দিন দশেক বাকি। একদিন সকালে রমনা থেকে বেড়িয়ে এসে ওপরে উঠে শুনি, কারা যেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। নিচে নেমে দেখি পড়ার ঘরে বসে আছেন একজন ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের এক কিশোরী কন্যা। ভদ্রলোকটিকে দেখে মনে হলো তিনি কোনো পিরের খাদেম। আমি তাঁদের বসতে বললে ভদ্রলোক আমাকে দুটো পোস্টার দিলেন। পোস্টারে লেখা :

বিসমিল্লাহ রাহমানির রাহিম
আল্লাহ সর্বশক্তিমান বাংলাদেশের রাখো মান
বরাবর,
সম্মানিত বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি
মো. হাবিবুর রহমান (আল-আমিন)
সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা-বাংলাদেশ
এবং সম্মানিত সেনাবাহিনী প্রধান লে. জে. সৈয়দ আবু সালেহ মুহাম্মাদ নাসিম (বাদশা)
প্রধান সেনা দপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ

আপনার নিকটের অতি সুপরিচিত বন্ধু, যার সাথে নিজেই ওয়াদা করিয়াছেন। আপনার সেই বন্ধু নিম্ন ঠিকানায় অবস্থান করিতেছেন। মুল্যবান শাসক ও ন্যায় বিচারক হিসেবে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিবেন। সেই হেতু সরাসরি আপনার বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করিবার দাবি জানাইতেছি।

ইহা ইহকালিন ও পরকালিন দাবি।

নিবেদক
আপনার বন্ধুর হেফাজতকারী গুনাহগার
সাইদুর
নিমগাছী কবরস্থানের দক্ষিণে
থানা : রায়গঞ্জ, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

বানানদোষে দুষ্ট বন্ধুর বার্তা স্পষ্ট নয়। আমি অভ্যাগতদের সামনে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা কারা? আপনাদের কে পাঠিয়েছেন? এসবের অর্থ কী? এসব লেখালেখি করে কোনো অশুভ পাঁয়তারা করলে আপনাদের তো জেল-জরিমানা হতে পারে।'

তাঁরা কোনো উত্তর দিলেন না। আমি বললাম, 'মেয়েকে সাথে করে ভোর সকালে এসেছেন। ওর খাতিরে নাটোরের কাঁচাগোল্লা খেয়ে যান।'

তাঁরা নিঃশব্দে প্রাতরাশ সেরে বিদায় নিলেন। বলতে গিয়েও ভদ্রতা করে তাঁদের আমি বললাম না যে জীবিত বা মৃত কোনো পীরের মধ্যস্থতার ওপর আমার তেমন কোনো আস্থা নেই।

ব্যাপারটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। পুরোনো কাগজ ফেলতে গিয়ে সেই পোস্টারটা দেখতে পেলাম। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় জানলে এর একটা এত্তেলা করে দেখা যেত।

আমি প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব থেকে অবসর নেওয়ার পূর্বেই সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে আমাকে ২৫ বৈশাখ ১৪০২/৮ মে ১৯৯৫ জাতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৩৪তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সুলিখিত ভাষণ থেমে থেমে সুন্দর করে পড়েন।

আমি আইনের জগৎ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন, সে-সম্পর্কে কিছু কথা বলি। আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট কলহের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'কলহ অক্ষমের উত্তেজনা প্রকাশ, তাহা অকর্মণ্যের এক প্রকার আত্মবিনোদন।' বয়কটবিরোধী রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনকে সকল প্রকার ধর্মঘট ও আন্দোলন থেকে সারাক্ষণ বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। প্রধানমন্ত্রীর এ কথাগুলো নিশ্চয় শুনতে ভালো লাগে এবং তিনি একাধিকবার অনুমোদনসূচক করতালি দেন।

ওই অনুষ্ঠানে উপসংহারে আমি বলি, 'হঠাৎ করে আকস্মিক দুর্ঘটনায় বাংলা ভাষার সব লেখা যদি মুছে যায় বা উবে যায়, কেবল রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী বেঁচে থাকে, তবু আমরা তা-ই নিয়ে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব।'

মঞ্চ থেকে নেমে শ্রোতাদের সারিতে বসতে না-বসতেই অনেকে জিজ্ঞেস করলেন আমি কোথায় থাকি। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলেন, আমি বিএনপিতে যোগদান করছি কি না। আমি স্মিত হেসে উত্তর দিই, 'এ ধরনের দূরতম কোনো অভিলাষ আমার নেই।'

একদিন আমার বন্ধু অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর অনুরোধে একটি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যস্তরের এক নেতাকে আমার সঙ্গে কিছু কথা বলার অনুমতি দিই। ওই ব্যক্তি আমাকে দেশের নানা দুর্দশার কথা জানিয়ে বললেন, আমি এই অবস্থার পরিবর্তনে কোনো ভূমিকা নিতে পারি কি না। আমি তাঁকে

www.pathagar.com

বলি, আমি দেশোদ্ধারে নেই, তবে সাংবিধানিকভাবে কোনো দায়িত্ব নির্দিষ্ট হলে তা ভেবে দেখতে পারি। আমার কথা সুখকর ছিল না। আমি পরিষ্কার করে বলি যে, আমি কোনো অসাংবিধানিক তৎপরতায় নিজেকে জড়াতে চাই না এবং এমন কোনো কাজে আমার উৎসাহ নেই যাতে সংবিধানের কোনো সংশোধন অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়ায়।

কয়েক মাস পরে একদিন সকালে একজন আইনজীবী একটা জরুরি ব্যাপারে দেখা করার জন্য আমার সময় চান। আমি কিছু বলার আগে তিনি ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। অগত্যা আমি তাঁকে আসতে বলি। তিনি প্রথমেই দেশের অবস্থা ও দুর্দশার কথা তুলে আমাকে বললেন, কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা ও সচিব আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম, এ ধরনের সাক্ষাৎকারে আমি মোটেই আগ্রহী নই। পূর্ব-অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ যেন আমার বাসায় হঠাৎ করে চলে না আসেন। দেশোদ্ধারের ব্যাপারে আইনজীবী ভদ্রলোক বড় মর্মাহত হয়ে ফিরে গেলেন।

শপথ নেওয়ার পূর্বে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি—সেনাবাহিনীতে যাঁর বেশ কিছু পরিচিত লোক ছিলেন—আমার স্ত্রীকে টেলিফোনে হুঁশিয়ার করে দিলেন, আমি যেন কোনো ঝকমারি দায়িত্ব না নিই। এ হবে একটা আগুন নিয়ে খেলার মতো বিপজ্জনক ব্যাপার।

পরে শপথ নেওয়ার আগের দিন এক ভদ্রমহিলা টেলিফোনে নিজেকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলে পরিচয় দিয়ে আমাকে বললেন, তিনি কেবল রক্ত দেখছেন; আমি যেন সাবধান হই। পরে সেই মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করে আরও কিছু বলতে আমার বাসায় ঢোকার চেষ্টা করলে প্রহরীরা তাঁকে বাধা দেয়। টেলিফোনে যখন তিনি অনুমতি চান, তখন আমার শ্যালক হায়দারকে আমি বলি, ভদ্রমহিলাকে তুমি নিরস্ত্র করো। তুমি কেমন পারো, তার ওপর নির্ভর করছে তোমাকে ব্যক্তিগত সচিব করা হবে কি না। হায়দারের ধমকে ভদ্রমহিলা অন্তর্ধান করেন। আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ দেখা হয়নি।

৩০ মার্চ ১৯৯৬ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করতে যান। সে সময় বিএনপির অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান আমার বাসায় আসেন। আমি তাঁকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারসংক্রান্ত ত্রয়োদশ সংশোধনী প্রসঙ্গে কথা জিজ্ঞেস করলে সে সম্পর্কে তিনি কিছুই বললেন না। সাইফুর রহমানের কাছে তার কপিও ছিল না। সাইফুর রহমান, বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবদুস সালাম তালুকদার এবং অন্যতম নেতা শামসুল ইসলাম প্রায়ই আমার বাসায় আসতেন। আমার কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতাম। সালাম তালুকদার প্রায়ই দুঃখ করে বলতেন, 'আপনার সঙ্গে কথা বলে কী লাভ? আপনি আমার অনুরোধ রাখেন না।'

www.pathagar.com

আমি তাঁকে বলতাম, 'লাভ তো আমার। আপনাদের অনুযোগ-অভিযোগের কথা আমি জানতে পারছি।'

নির্বাচনের ব্যাপারে অতি উৎসাহী এক রাজনৈতিক দল থেকে অনুযোগ করা হয়, বঙ্গভবনে নাকি এমন একটি কথা উঠেছে যে আমি প্রোটোকল মানছি না। আমি বললাম, 'আমার এখন কোনো প্রোটোকল নাই। আমি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বা অনাহূত হয়ে কিছু করতে চাই না।' পরে মাননীয় রাষ্ট্রপতি টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করলেন আমি ত্রয়োদশ সংশোধনী পেয়েছি বা দেখেছি কি না। পরে ওই সংশোধনীর একটি কপি তিনি আমাকে পাঠিয়ে দেন।

আমি অবসর জীবনটা নিরিবিলি কাটাব বলে ভেবেছিলাম। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উটকো দায়িত্ব গ্রহণ করতে আমি কোনো উৎসাহ বোধ করিনি। আমি এই দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করলে সংবিধানের ৫৮গ(৩) শর্ত অনুসারে আমার অব্যবহিত পূর্বে যিনি প্রধান বিচারপতি ছিলেন, তাঁকে রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করতে পারতেন। আমার অব্যবহিত পূর্বে প্রধান বিচারপতি ছিলেন সাহাবুদ্দীন আহমদ। আমি বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের বাসায় গিয়ে তাঁকে বললাম, এর আগে তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে একটা নির্বাচনের তত্ত্বাবধান করেছেন। এ ছাড়া প্রশাসনের সঙ্গে বহুদিন যুক্ত থাকায় প্রশাসনের কাছ থেকে তিনি এ ব্যাপারে সম্ভাব্য সব সহযোগিতাই পাবেন। আমি বললাম, 'আমি যদি প্রধান উপদেষ্টা হতে সম্মত না হই, তাহলে সেটা দেশের জন্য খুব ভালো হবে। আপনার মতো একজন অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিত্ব থাকতে আমার এ কাজ নেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।'

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন প্রবলভাবে আপত্তি তুললেন। তিনি বললেন, 'দেশের অবস্থা পাল্টেছে। রক্তগঙ্গা বইবে। আমি কেন এ দায়িত্ব নেব?'

আমি বললাম, 'দেশে রক্তগঙ্গার আশঙ্কা আছে জেনে সাহস করে আপনারই এগিয়ে আসা উচিত।'

তিনি বললেন, 'আপনি না করবেন না। আপনি না করলে বল যে গড়িয়ে কোথায় যাবে, তা কেউ জানেন না। দেশে অশান্তি ঠেকাতে আপনার না করা উচিত নয়।' এরপর তাঁর কাছে ঘন ঘন নানা টেলিফোন আসতে দেখে আমি তাঁকে সালাম জানিয়ে ভারাক্রান্ত মনে বিদায় নিই।

www.pathagar.com

উপদেষ্টা নিয়োগ

বিচারক-জীবনে সমাজে আমার যাতায়াত ও চেনাজানা অত্যন্ত সীমিত ছিল। উপদেষ্টা নিয়োগের সময় আমি অন্যদের মতামতের ওপর নির্ভর করি। তবে সে কারণে কোনো ঝামেলায় পড়িনি। অনেকে ভেবেছিল, আমি আমার বন্ধুবান্ধবের মধ্য থেকে উপদেষ্টা নিয়োগের জন্য সুপারিশ করব। যাঁরা একবার উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাঁদের আমি প্রথমেই বাদ দিয়েছিলাম। উপদেষ্টা হওয়ার জন্য প্রার্থীর অভাব ছিল না। দেশের বাইরে থেকেও কেউ কেউ ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। আমার পরিচিত যাঁরা আগ্রহী ছিলেন, আমন্ত্রিত না হওয়ায় তাঁরা কেউ মন খারাপ করেননি।

আমার বন্ধু আবদুল মোমিনের ছোট ভাই পরমাণু-বিজ্ঞানী ড. আবদুল মতিনের সঙ্গে অনেক সময় আমি সকালে রমনায় বেড়াতাম। তিনি উপদেষ্টা হতে রাজি হবেন কি না, জানতে চাইতেই তিনি না করলেন। আবদুল মোমিন আওয়ামী লীগের একজন প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। আমি যাতে কোনো বিব্রতকর অবস্থায় না পড়ি, সে কথা ভেবে ড. মতিন রাজি হননি। আমার অনুরোধে তিনি ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর কথা বলেন।

আমার বন্ধু সৈয়দ আলী কবীরকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি অর্থ মন্ত্রণালয়ের ভার নিতে পারবে?'

তাঁর সাফ জবাব, 'ধন্যবাদ, আমি উপদেষ্টা হতে চাই না। কোনো কারণে আমি তোমার ক্ষতি করতে চাই না। আমি তোমার বিরাগভাজনও হতে চাই না।'

আমি তাঁকে বললাম, 'তুমি বলো কাকে করা যায়।'

তিনি ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের নাম বললেন। ড. মাহমুদকে আমি চিনতাম না। আরও বেশ কয়েকজন উপদেষ্টাকেই আমি চিনতাম না। এ ব্যাপারে আমি

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি ও প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ছাড়াও অনানুষ্ঠানিকভাবে যাঁদের সঙ্গে আলাপ করতাম, আলী কবীর ছিলেন তাঁদের একজন। আমি যখন তাঁকে বললাম ব্যবসায়ী মহল থেকে একজন উপদেষ্টা হলে ভালো হয়, তখন তিনি সৈয়দ মঞ্জুর এলাহীর নাম বললেন। আমি তাঁকে চিনতাম না। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আলী কবীরের পরামর্শ গ্রহণ করলাম।

আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা নিয়োগ করার সময় কতগুলো দিকে লক্ষ রাখি। তার মধ্যে ছিল তাঁদের সততা, দক্ষতা এবং নির্বাচনপ্রার্থী দলপ্রধানদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ক্ষমতা। আমি কোনো বিশেষ দলের অনুমোদনে বা সুপারিশে কাউকে গ্রহণ করার চেষ্টা করিনি। তবে অনেকের কথা আমি রেখেছি, যেমন জামায়াতে ইসলামী একজনের নাম করলে তাঁকে আমি উপদেষ্টা নিয়োগ করি।

সামরিক বাহিনী থেকে জেনারেল সৈয়দ আবু সালেহ মুহাম্মদ নাসিম একবার নানা প্রশ্ন নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করি, সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে কাকে উপদেষ্টা বানানো যায়?

তিনি গোটা সাত-আটেক নাম দেন। আমি ডা. সিরাজ জিন্নাহকে টেলিফোন করলাম। তিনি জানালেন, এ কাজ তিনি করতে পারবেন না। জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমান তখন ছিলেন অবসর প্রস্তুতিকালীন ছুটিতে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা নিয়োগ করার সময় অন্যান্য মানুষের পাশাপাশি অনেক সময় রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসের মতামতও আমি নিয়েছি। রাষ্ট্রপ্রধানকে মোস্তাফিজুর রহমান সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন, 'আপনি জানেন না?'

আমি বললাম, 'কী?'

তিনি বললেন, 'উনি তো শেখ হাসিনার ফুপা।'

আমি বললাম, 'তাই নাকি! আচ্ছা, ঠিক আছে। আমাদের ডাক্তার মেজর জেনারেল আবদুর রহমান খান সম্পর্কে আপনি কী বলেন?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, জেনারেল খান শান্ত মানুষ। আপনি নিতে পারেন।'

আমি তখন ডাক্তার খানকে উপদেষ্টা পরিষদে নিলাম।

তিনটি প্রধান দলের কাছ থেকে এবং তাদের বাইরে থেকে যাতে সহজেই আমার কাছে সুপারিশ বা আপত্তি আসতে পারে, সেই পথ আমি খোলা রেখেছিলাম। অবশেষে যে ১০ জন উপদেষ্টা শপথ গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে ড. মুহাম্মদ ইউনূস, এ জেড এম নাছিরউদ্দিন, ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ ও সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী—এই চারজনের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় শপথ অনুষ্ঠানে। উপদেষ্টামণ্ডলীতে প্রধান তিন রাজনৈতিক দলের মনোনীত কেউ না কেউ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সংখ্যালঘুদের মধ্যে কাউকে নেওয়ার জন্য কোনো পরামর্শ বা সুপারিশ আসেনি। আমার ভাগ্য ভালো, উপদেষ্টাদের কাছ থেকে আমাকে কোনো বিড়ম্বনা পোহাতে হয়নি। উপদেষ্টারা সবাই স্বনামখ্যাত ছিলেন।

www.pathagar.com

সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ (১৯৩২-২০০৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বিএ অনার্স ও এমএ, লন্ডনের লিংকন্স-ইন থেকে বার-অ্যাট-ল এবং লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস থেকে অর্থনীতিতে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৫৮ সালে সাবের্ক পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন, ১৯৭৬ সালে অ্যাটর্নি জেনারেল হন। তিনি দুবার (১৯৭৮-৭৯ ও ১৯৮৯-৯০) বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি 'কোম্পানি ল রিফরম' কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি কোম্পানি অ্যাক্ট-১৮১৩ সংস্কারের রিপোর্ট ও সুপারিশসহ প্রণয়ন করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা ও নেপালসহ বিভিন্ন দেশের নির্বাচনে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস (জ. ১৯৪০) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বিএ অনার্স ও এমএ এবং ১৯৭০ সালে আমেরিকার ভ্যানডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬২ সালে তিনি চট্টগ্রাম কলেজে অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত হন। পরে আমেরিকার মিডল টেনিসি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে সহকারী অধ্যাপক, ১৯৭২-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের প্রধান, ১৯৭৫-১৯৮৯ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মসূচির পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের জনসংখ্যা নীতিবিষয়ক জাতীয় কমিটি, ভূমি পুনর্গঠন কমিটি, শিক্ষা কমিশন, স্বাস্থ্য শিক্ষাবিষয়ক প্রেসিডিন্সিয়াল কমিটি, জাতীয় ঋণসালিশি বোর্ডের সদস্য ছিলেন। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ ইউনূস ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, ১৯৮৫ সালে সেন্ট্রাল ব্যাংক পদক এবং ১৯৮৭ সালে স্বাধীনতা দিবস স্বর্ণপদক লাভ করেন। বিদেশেও তিনি বেশ কিছু পদক পান। ১৩ অক্টোবর ২০০৬ শান্তির জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান।

অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হক (জ. ১৯২৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ও এমএসসি, ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএস ডিগ্রি এবং লিডস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে শিক্ষকতা জীবনের সূচনা করেন এবং ১৯৮৩-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১-৯৫ সালে তিনি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

শেগুফতা বখত চৌধুরী (জ. ১৯৩১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বিএ অনার্স পরে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমপিএ ডিগ্রি লাভ

www.pathagar.com

করেন। জনাব চৌধুরী ১৯৫৫ সালে সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিসে যোগদান করেন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

এ জেড এম নাছিরউদ্দিন (জ. ১৯৩৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক হিসেবে ১৯৬০ সালে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। উপদেষ্টা নিয়োগ লাভের আগ পর্যন্ত তিনি গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

মেজর জেনারেল (অব.) ডা. আবদুর রহমান খান (জ. ১৯২৮) কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৫১ সালে এমবিবিএস পাস করেন। তিনি আর্মি মেডিকেল কোরে যোগ দেন। তিনি ১৯৬৪ সালে লন্ডন ও গ্লাসগো থেকে এফআরসিপি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৪ সালে এফআরসিপি (লন্ডন) এবং এফসিপিএস (মেডিসিন) অর্জন করেন। ১৯৮৫ সালে সামরিক চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি বারডেমের মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন। পরে তিনি বারডেমের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ (জ. ১৯৪৮) ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৮ সালে যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। তিনি বিভিন্ন সময়ে সরকারের বেশ কিছু টাস্কফোর্স ও কমিটিতে নেতৃত্ব দান করেন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনাসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর বহু গবেষণামূলক প্রকাশনা রয়েছে।

সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী (জ. ১৯৪২) ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি এপেক্স ট্যানারি গ্রুপ ও পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। মেট্রোপলিটান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, এমপ্লয়ারস অ্যাসোসিয়েশন, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, ফিনিশ্‌ড্ লেদার এক্সপোর্টারস অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন।

ড. নাজমা চৌধুরী (জ. ১৯৪২) রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে অনার্স ও এমএ ডিগ্রি এবং ১৯৭২ সালে লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ১৯৮৪-১৯৮৭ সাল পর্যন্ত চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বেইজিং এনজিও ফোরাম '৯৫-এর বাংলাদেশ জাতীয় প্রস্তুতি কমিটি ও স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারপারসন ছিলেন। অধ্যাপক বারবারা নেলসনের

www.pathagar.com

সহসম্পাদনায় আমেরিকার ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর লেখা *উইমেন অ্যান্ড পলিটিকস ওয়ার্ল্ডওয়াইড* গ্রন্থের জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির ১৯৯৫ সালের ভিক্টোরিয়া শাক পুরস্কার লাভ করেন।

ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী (জ. ১৯৪২) ১৯৬৩ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুরকৌশল বিষয়ে বিএসসি ডিগ্রি লাভ করে সেখানেই প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৫-১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তিনি বহুতল ভবন নির্মাণ কৌশলের ওপর উচ্চতর গবেষণা করে সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। তিনি ১৯৯২-৯৩ সালে ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশের সভাপতি ছিলেন। তিনি যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ প্যানেলের একজন সদস্য। তিনি উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের বিষয়ে মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করেন।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে দশজন উপদেষ্টা নিয়োগ করেন ৩ এপ্রিল বিকেলে বঙ্গভবনে তাঁরা শপথ গ্রহণ করেন। পরে উপদেষ্টাদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করা হয়:

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রধান উপদেষ্টা: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংস্থাপন, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, তথ্য, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগ।

সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ: আইন, বিচার ও সংসদ এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ এবং বন ও পরিবেশ।

অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হক: শিক্ষা, যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতিবিষয়ক।

শেগুফতা বখত চৌধুরী: শিল্প, বাণিজ্য, পাট এবং বস্ত্র।

এ জেড এম নাছিরউদ্দিন: কৃষি, খাদ্য, মৎস্য ও পশুসম্পদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ এবং ভূমি।

মেজর জেনারেল (অব.) আবদুর রহমান খান: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং ধর্মবিষয়ক।

ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ: অর্থ এবং পরিকল্পনা।

সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী: যোগাযোগ, নৌপরিবহন, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত।

ড. নাজমা চৌধুরী: শ্রম ও জনশক্তি, সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক।

ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী: বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ এবং পানিসম্পদ।

www.pathagar.com

আমার ভাগ্য ভালো, উপদেষ্টাদের কাছ থেকে আমাকে কোনো বিড়ম্বনা পোহাতে হয়নি।

এপ্রিল ১৯৯৬ ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে এক সমাবেশে শেখ হাসিনা বলেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান দশজন উপদেষ্টা নিয়োগ করেছেন, এর মধ্যে দুয়েকজন বিএনপির স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেছেন। কাজেই তাঁরা কতটুকু নিরপেক্ষতা রাখবেন সে প্রশ্ন তোলা যায়।'

১৬ এপ্রিল ১৯৯৬ সাহিত্যিক শওকত ওসমান এক খোলা চিঠিতে বলেন, 'কবির ভাষায় বলা যাক আপনি দায়িত্ব নিয়েছেন অশ্লেষার রাক্ষসী বেলায়।' তিনি উপদেষ্টামণ্ডলীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁদের 'আহাদা আশারা কাওকাবান' বা 'একাদশ নক্ষত্র' বলে অভিহিত করেন।

আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে একজন বললেন, 'আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে লোকে নাকি প্রশ্ন করছে, শেষমেশ মীরজাফরের দেশ থেকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়ে এলেন।'

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মীরজাফরের জন্ম বা দেশ কোথায়?' তিনি এই প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলে আমি তাঁকে বললাম, মীরজাফরের জন্ম ইরাকের নজফে। ভাগ্যান্বেষী এই উড়নচণ্ডী ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মুর্শিদাবাদের নবাব হন।

ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুযায়ী আমি শপথ গ্রহণ করলে রাষ্ট্রপতি আমাকে বললেন বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী এক মহাসমাবেশে ভাষণ দিতে চান। আমি বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ও শেখ হাসিনাকে টেলিফোন করে জানালাম, তাঁদের কোনো কাজে এলে আমাকে কেউ যেন টেলিফোন করতে ইতস্তত না করেন।

আমি আশা প্রকাশ করি, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার আশ্বাস দেবেন। শপথ নেওয়ার পর রাত সাড়ে নয়টার দিকে জামায়াতে ইসলামীর কয়েকজন নেতা দেখা করতে চাইলে আমি তাঁদের রাতে না এসে পরদিন সকালে আমার সঙ্গে চায়ে যোগ দিতে বলি। জামায়াতে ইসলামীই প্রথম রাজনৈতিক দল, যারা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের সহযোগিতা দানের কথা বলে।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি

দেশের রাষ্ট্রপ্রধান মাননীয় রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসের সঙ্গে আমি এক সম্মানজনক ও সৌহার্দ্যময় সম্পর্ক রাখতে সচেষ্ট ছিলাম। আমি তাঁর প্রায় সব অনুরোধই রক্ষার চেষ্টা করি। উপদেষ্টামণ্ডলীর পরামর্শক্রমে দু-একটি অনুরোধ রক্ষা করতে পারিনি। তিনি একজনকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমা দিতে চেয়েছিলেন। আমরা তাঁর মধ্যে কোনো যথার্থ কারণ লক্ষ করিনি। তিনি এরশাদকে প্যারোলে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। সে অনুরোধ আমরা রক্ষা করতে পারিনি। প্রতিরক্ষা বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তা আমরা বাড়তে দিইনি।

২০ মে ১৯৯৬ সামরিক বাহিনীতে উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটে যাওয়ার কিছুদিন পর ৪ জুন ওভারসিজ করেসপন্ডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ওকাব), অর্থাৎ বাংলাদেশ বৈদেশিক সংবাদদাতা সমিতির সদস্যদের সঙ্গে এক প্রশ্নোত্তর বৈঠকে আমাকে প্রশ্ন করা হয়, 'কোনো কোনো রাজনৈতিক দল ও সংবাদপত্র এই বলে জল্পনা করে থাকেন যে বর্তমান সরকারের অভ্যন্তরে দ্বৈত শাসন চলছে। আপনি কি বর্তমান সরকারের প্রকৃত অবস্থাটা ব্যাখ্যা করবেন?'

আমি বলি, 'দেখুন, গরিবের পৃষ্ঠপোষক অনেক। আর বাংলাদেশ সম্পর্কে যেমন আশঙ্কা আছে, তেমনি উপদেশদাতারও অভাব নেই। উন্নয়নশীল যেকোনো দেশে নির্বাচন-মরশুমে আপনারা অসংখ্য ভবিষ্যদ্বক্তা দেখবেন, যাঁরা কেবল অমঙ্গল দেখতে পান। আমার দিক থেকে এটুকু বলতে পারি, আমার সে রকম কোনো আশঙ্কা নেই। আমরা একটা সাংবিধানিক আয়োজনের মধ্যে কাজ করছি। বর্তমানে যে সাংবিধানিক ব্যবস্থাটি রয়েছে, তা শুধু আপনাদের কাছেই নয়, আমাদের নিজেদের কাছেও অপরিচিত। তবে আমার কাছ থেকে জেনে নিন যে এ

www.pathagar.com

দেশে সরকার একটাই আছে। এখানে কোনো দ্বৈত শাসন নেই। সাংবিধানিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন কর্মকর্তা এখানে অবশ্য বিভিন্ন দায়িত্ব সম্পাদন করে থাকেন। কিন্তু এক সরকার হিসেবে একই ছন্দে কাজ করার ব্যাপারে আমার জন্য এটা কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না এবং দাঁড়াবেও না। আপনার প্রশ্নের যদি যথাযথ উত্তর না দিয়ে থাকি, তাহলে আমাকে অনুপূরক প্রশ্ন করতে পারেন।'

তখন তাঁরা বলেন, 'আপনার ও মহামান্য রাষ্ট্রপতির মধ্যে সম্পর্ক কেমন? সেই সম্পর্ক কি ভালো ও কার্যোপযোগী?'

আমার উত্তর ছিল, 'আমি দুই দশকের বেশি সময় ধরে রাষ্ট্রপতিকে চিনি। উনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর আমি তাঁকে শপথ পাঠ করিয়েছিলাম। আবার আমি দেশের প্রধান বিচারপতি হওয়ার পর উনি আমাকে শপথ পাঠ করিয়েছিলেন। আলাপ-আলোচনার জন্য আমাদের দুজনার মধ্যে বেশ ভালো সম্পর্ক রয়েছে।'

এরপর প্রশ্ন করা হয়, 'কেউ কেউ বলেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করার জন্য সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীতে অন্যতম সুনির্দিষ্ট যে বিধান রাখা হয়েছে, আপনার তা জানা ছিল না। এ সম্পর্কে অনুগ্রহ করে কিছু মন্তব্য করবেন কি?'

উত্তরে বলি, 'নির্বোধেরাই বলবে আমি তা জানতাম না। এই সাংবিধানিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোরও কোনো অর্থ নেই। তবে আমি যেটার ওপর জোর দিয়েছিলাম তা হচ্ছে, আমি বলেছিলাম প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে আমার সঙ্গে অবশ্যই সহযোগিতা করতে হবে। আমি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলাম যে আমাকে পূর্ণ সহযোগিতা দেওয়া না হলে আমি এ দায়িত্বভার নেব না। কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী পত্রিকার মারফতে জানান যে আমাকে সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়া হবে। আবার কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে দেখা করেন, কোনো কোনো সময় টেলিফোন করে বলেন যে আমাকে পূর্ণ সহযোগিতা দেওয়া হবে। আমার কোনো বন্ধু এমনও বলেছিলেন যে, 'তুমি ওনাদের কাছ থেকে লিখিত অঙ্গীকার নিয়ে রাখো না কেন!' আমি তাঁদের বলেছিলাম, 'মুখের কথাই তো যথেষ্ট। দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধেই এ ব্যাপারে আমার কোনো অভিযোগ নেই। তাঁরা আমার সঙ্গে কতখানি সহযোগিতা করছেন, সেটা প্রশ্ন নয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকলকে আমি সরকারের সহযোগিতা কত দূর পৌঁছে দিতে পারছি, সেটাই হলো আমার ভাবনার ব্যাপার, যা আমি আগেও আরেকটি বার্তা সংস্থার কাছে বলেছি।'

www.pathagar.com

ওই দিন ভয়েস অব আমেরিকা থেকে ইংরেজিতে আমার একটি সাক্ষাৎকার সম্প্রচার করা হয়। আমাকে প্রশ্ন করা হয়, 'অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস কী ভূমিকা পালন করছেন? একটি নতুন নির্বাচিত সরকার গঠনের পর তাঁর অবস্থান কী হবে?'

আমি বলি, 'রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের প্রধান। পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তিনিই রাষ্ট্রপতি হিসেবে বহাল থাকবেন। তাঁর নির্দিষ্ট কতকগুলো সাংবিধানিক দায়িত্ব রয়েছে। আমি সরকারপ্রধান। আমারও কতগুলো বিশেষভাবে উল্লিখিত সাংবিধানিক দায়িত্ব রয়েছে। আমরা একসঙ্গে কাজ করছি। নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণভাবে, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে, সে জন্য আমরা নির্বাচন কমিশনকে সম্ভাব্য সব সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছি।'

এর আগে ১ জুন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভার দুজন সদস্য কন্সটেন্স এ মোরেল্লা ও এডওয়ার্ড আর রয়েস এবং সিনেটর ডেভ ডুরেনবার্গার রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসের কাছে পৃথক ফ্যাক্স বার্তা পাঠান। একটা মুক্ত ও প্রকাশ্য পরিবেশে সামরিক কর্মকর্তারা যাতে নিরপেক্ষ বিচার পান, সে ব্যবস্থা করার জন্য আহ্বান জানিয়ে সিনেটর ডেভ ডুরেনবার্গার তার চিঠিতে উল্লেখ করেন যে, বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যেই তিনি সেক্রেটারি রবিন র‍্যাফেল ও রাষ্ট্রদূত ডেভিড মেরিলের সাথে কথা বলেছেন।

অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক কমিটি ফর ডেমোক্র্যাসি অ্যান্ড জাস্টিস ইন বাংলাদেশ জেনারেল নাসিমের পক্ষে অস্ট্রেলিয়া থেকে একজন আইনজীবী নিয়োগের কথা বলেন। তাঁরা বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে উন্মুক্ত পরিবেশে জেনারেল নাসিম ও অন্যদের বিচার অনুষ্ঠানের দাবি জানান। ইউরোপীয় মানবাধিকার কমিশনের বিচারক জাঁ লুই পটিটি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল নাসিমসহ অন্য সেনাকর্মকর্তাদের গোপন আদালতে বিচার হলে বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির চরম অবনতি হবে। ক্ষুণ্ন হবে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি।

ডা. জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সম্প্রতি নিউইয়র্কের ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের এক প্রতিবাদ সভা হয়। সভায় সেনাকর্মকর্তাদের বিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। জেনারেল নাসিমের নিউইয়র্কপ্রবাসী ভাই ডা. এনাম সেখানকার এক পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকারে বলেন, জেনারেল নাসিম চক্রান্তের শিকার। তাঁকে এ অশুভ চক্রান্ত থেকে মুক্ত করতে না পারলে, অন্য দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদেরও একই পরিণতি হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ৯০ দিনের। তবু তার কাছে দেশের লোকের প্রত্যাশার শেষ ছিল না। যেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজ করার সুযোগ বা

www.pathagar.com

অবকাশ নেই এবং যেখানে তার প্রতিবিধান বা প্রতিকার করার ক্ষমতা নেই, সেসব ব্যাপারেও আবেদন-নিবেদন ও প্রস্তাব-সুপারিশের ফাইল আমার দপ্তরে উঁচু হয়ে ওঠে।

সেনাকর্মকর্তাদের প্রসঙ্গে বিভিন্ন ফ্যাক্সের অনুলিপি আমার কাছেও পাঠানো হয়। এসব আমাকে ভাবিত করে তোলে। অনেক ভেবেচিন্তে আমি মনস্থ করি, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে একবার দেখা করে আমার দুর্ভাবনার কথা তাঁকে বলে আসি। এরপর সময় নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমি বলি, 'দেশের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হলে আপনার নাম হবে, সুনাম বৃদ্ধি পাবে। এ জন্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি এমন কোনো পদক্ষেপ নেবেন না যাতে করে দেশের নির্বাচন ব্যাহত হয়।'

এরপর আমরা দুজন কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে রইলাম। বাইরে ফটোসাংবাদিকেরা ছবি নেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছেন। হাস্যোদ্দীপক কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করলাম। তেমন কিছু মনে এল না। অবশেষে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় একটা হাসি দিলাম। আমার সৌভাগ্য, সেটি প্রাণবন্ত হয়েছিল, কষ্টকৃত বা কাষ্ঠহাসি ছিল না। মনে যখন দুশ্চিন্তা ভর করে, মুখ তো তখন হাস্যোজ্জ্বল করেই রাখতে হয়।

জাপানি পর্যবেক্ষকগণ যখন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে যান, তখন তাঁদের মধ্যে বাংলা জানা একাধিক লোক ছিলেন। আমি খবর পেলাম, 'দেশে নির্বাচন কী বা কেমন হচ্ছে আমি তেমন কিছুই জানি না'—রাষ্ট্রপতির মুখে বাংলায় এই বক্তব্য শুনে নাকি জাপানি পর্যবেক্ষকরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন।

তাঁরা যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তখন দেখি অতিথিদের সংখ্যা অনেক বেশি। একটা গ্লাস কম পড়ে গেল। আমার গ্লাসটা পর্যবেক্ষক দলের নেতার মহিলা দোভাষীকে তুলে দিলাম। এরপর আবহাওয়া কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলে আমি তাঁদের বলি, সব কিছু পরিকল্পনামতো সুষ্ঠুভাবেই চলছে।

আমি বরাবর উপদেষ্টাদের অনুরোধ করে এসেছি যেন তারা রাষ্ট্রপতিকে সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে অবহিত করে রাখেন। আমি আবারও তাঁদের একই অনুরোধ করি, যাতে অভিমানের কোনো ঘটনা না ঘটে।

আমি আমার বিদায়ী ভাষণে বলি, 'আমাকে সরকারের দায়িত্ব পালনে মাননীয় রাষ্ট্রপতি বরাবর উৎসাহ দিয়ে এসেছেন সরকারি সকল কর্মে সর্বপ্রকারে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন। আমি আমার পক্ষ থেকে ও উপদেষ্টাবর্গের পক্ষ থেকে তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।'

www.pathagar.com

প্রশাসন

যেকোনো রাষ্ট্রের প্রশাসনে আমলার প্রয়োজন অপরিহার্য। যত দিন সাম্রাজ্যের স্বার্থের প্রতি আমলাদের আনুগত্য প্রশ্নাতীত ছিল, তত দিন ব্রিটিশরা নিজের মনের মতো দেশ শাসন করে। ১৯৩৫ সালে প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন আংশিক প্রবর্তিত হওয়ার পর নির্বাচিত সরকারের আমলে নিরপেক্ষ প্রশাসনে ফাটল দেখা দেয়। ১৯৪৭ সালের পর নিরপেক্ষ আমলা এক বিপন্ন প্রাণীর দশা পায়। দিন দিন চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, উপদেষ্টা নিয়োগ বা সরাসরি প্রতিমন্ত্রী নিয়োগের ফলে আমলাদের মধ্যে রেষারেষি বৃদ্ধি পায় এবং বিনা কর্মে বিশেষ কর্তব্যভারে বেশ কিছু আমলা অকার্যকর হয়ে থাকে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আমি একবার দুদিনের বৈরাগী বলে অভিহিত করি। তিন মাসের জন্য আমলাদের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া বেশ মুশকিল ছিল। পাঁচ বছরের যে সরকার অধিষ্ঠিত হবে তার হাবভাব আগে থেকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টাকে অস্বাভাবিক বলা যায় না।

২৫ এপ্রিল ১৯৯৬ জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারদের উদ্দেশে আমি বলি :

> আজ আমি প্রথমেই আপনাদের পরিষ্কার করে বলে দিতে চাই, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গুরুদায়িত্ব পালনে বর্তমান সরকারের নির্বাহী ক্ষমতা নিরঙ্কুশ ও প্রশ্নাতীত। নির্বাচন কমিশনকে সুষ্ঠু নির্বাচনে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রজাতন্ত্রের পরিসম্পদ ও নিরাপত্তা বাহিনীসহ প্রয়োজনীয় জনবল নির্বাচনে নিয়োজিত করার পূর্ণ ক্ষমতা এই সরকারের রয়েছে। নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের প্রয়োজন একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশের। এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার গুরুদায়িত্ব আপনাদের। নির্বাচন সুষ্ঠু ও পক্ষপাতহীন পরিচালনায় আপনারা ইতিবাচক ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবেন, আপনাদের নিকট আমাদের এবং সমগ্র জাতির এই প্রত্যাশা।
>
> বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অব্যবহিত পূর্বে যে সরকার দেশে প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করেছিল আমরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছি। সরকার পরিবর্তনের

www.pathagar.com

সঙ্গে সঙ্গে দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাংবিধানিক ও আইনি রেওয়াজ অনুযায়ী পরিবর্তন হয় না।

দেশের স্বার্থে, সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ধারাবাহিকতার লক্ষ্যে এবং বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আমরা পূর্ববর্তী সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা ও কর্মকাণ্ডে কোনো পরিবর্তন আনয়ন করিনি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলী পূর্ণভাবে গঠিত হওয়ার পর প্রায় এক পক্ষকাল নানাভাবে যাচাই পরীক্ষা করার পর আমরা প্রশাসনে কিছু রদবদল করেছি। এই পরিবর্তনের জন্য পূর্বের সরকারের প্রতি বা কোনো সরকারি কর্মচারীর প্রতি কোনো দোষ বা গুণ আরোপ করা সমীচীন হবে না। এটি কোনো শুদ্ধিকরণ ব্যবস্থা নয় বা কাউকে জনসমক্ষে হেয় করার জন্যও নয়। যেকোনো নতুন সরকারকে প্রশাসনের কিছু পরিবর্তন আনতেই হয়। যেকোনো নতুন সরকারের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থাকবেই—বিশেষ করে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশাসন ভিন্ন হবে—এটাই দেশের সকল মানুষের আশা।...

সন্ত্রাসীরা অনেক সময় রাজনৈতিক দলের নাম ব্যবহার করে। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আমার অনুরোধ, যারা আপনাদের নাম ভাঙিয়ে সন্ত্রাসী কর্মে উদ্যোগ নেয়, তাদের সঙ্গে যে আপনাদের কোনো যোগাযোগ নেই সেটা সকলের সামনে তুলে ধরুন। সন্ত্রাসীরা সমাজের শত্রু। আমার বিশ্বাস, আগামী নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দল সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত কিংবা সন্ত্রাসকে প্রশ্রয়-আশ্রয় দেয় এমন কাউকে মনোনয়ন দান করবে না। এ ব্যাপারে দেশের সচেতন নাগরিক সমাজ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে মনোনয়ন দানকারীদের ওপর শুভ প্রভাব বিস্তারে প্রয়াস পাবেন।...

বিভিন্ন দেশে অগণতান্ত্রিক সরকারের মাধ্যমে দেশ শাসনের প্রচেষ্টা হয়েছে। আমাদের দেশেও। নানা টানাপোড়েনের পর বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে আমরা একটা নিশ্চিত স্থির বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে দেশ শাসনে জনগণের শরিকানার বিকল্প নেই। সকলের মত নিয়ে সমন্বয় সাধন করে সরকারের কাজ করতে বিলম্ব হয়। সেদিক থেকে গণতন্ত্র একটা বড়ই ঝকমারি সরকার। অনুরূপ ঝকমারি ব্যাপার আইনের শাসন—যা হচ্ছে গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড। গণতন্ত্র ও আইনের শাসন রক্ষাকল্পে বাংলাদেশের জনগণ সংবিধানে অঙ্গীকার করেছেন। সেই অঙ্গীকার পালনে দেশের সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও বদ্ধপরিকর। গণতন্ত্রে আইনের শাসন বজায় রাখতে ও টেকসই উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রয়োজন।...

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো, অনগ্রসর শ্রেণীসহ সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করা। দেশের জনগোষ্ঠীর অর্ধেককে অবহেলিত, অশিক্ষিত এবং অযৌক্তিক ও অন্যায় সামাজিক বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আটকে রেখে জাতি হিসেবে আমরা কোনোদিনই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব না।...

দেশের সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, আদিবাসী ও উপজাতিদের নির্বাচন চলাকালে এবং নির্বাচনোত্তরকালে যাতে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয় সেদিকে আপনারা লক্ষ রাখবেন। জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের সমান অধিকার যেন সমান স্বীকৃতি পায়।

সব শেষে আমি বলি :

আমরা আশা করব, আপনারা এবং আপনাদের অনুসরণে আপনাদের উত্তরসূরিরা, এই দেশে শান্তি ও ন্যায়নীতির ভিত্তি তৈরি করে দেবেন। ভবিষ্যতে কোন রাজনৈতিক দল জয়লাভ করবে এবং আপনাদের অবস্থানের ওপর তা কী প্রভাব

www.pathagar.com

ফেলবে, সে কথা ভেবে আপনারা অযথা কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না। পরম করুণাময়, যিনি আমাদের সকলের অভিভাবক, তিনিই তাঁর অপার অনুগ্রহে আমাদের সকলকে হেফাজত করবেন।

সরকারের আমলাদের মধ্যে একটা পরম গোষ্ঠীবদ্ধতা বিরাজ করে। আমি একবার এক আমলাকে একটা ফাইল সম্পর্কে বললাম, 'এটা কী করে তিন মাস ঘুমিয়েছিল?' আমার প্রশ্নে অসন্তুষ্ট ব্যক্তি তাঁর ওপরওয়ালার কাছে আমার বিরুদ্ধে অনুযোগ করেন। তিনি প্রায় উৎসাহ বা আশকারা দিয়ে বলেন, 'সমস্ত ফাইল তিন মাসের জন্য ঘুম পাড়িয়ে রাখুন।' পরে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি পরামর্শ দেন, 'প্রধান উপদেষ্টাকে নির্বাচন ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট করার তেমন প্রয়োজন নেই।'

ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকলে বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর আসতে থাকে। উড়ো খবর ও কুৎসামিশ্রিত অভিযোগও আসে। আমলাদের সম্পর্কে আমার কাছে নানা অভিযোগ আসে। কেউ কেউ নাকি বেনামিতে বেসরকারি সংস্থার কাজের সঙ্গে উপদেষ্টা হিসেবে জড়িত। তাঁদের অনেকে আবার দক্ষ আমলাও বটে। আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর সচিব আইয়ুবুর রহমানকে কেবল একটা ব্যাপারে দৃষ্টি রাখতে বললাম। তিনি বড় বিচক্ষণ ও কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। তিনি আমাকে বহু দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত রাখেন। একজন সচিব গণসংযোগে নিজেকে এমনই ব্যস্ত রাখতেন যে তাঁর কথা প্রায়ই কাগজে আসত। আমি তাঁকে বলি, এরপর যদি তাঁর কথা কাগজে আসে, তবে আমি ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব। অদক্ষতার জন্য পরে তথ্যসচিবকে বদলানো হয়। পুলিশের তৎকালীন প্রধান পরিদর্শকের স্থলে আজিজুল হককে দেওয়া আমাদের নিয়োগ যে যথার্থ ছিল, তা পরে বোঝা যায়। আজিজুল হক একজন দক্ষ আইজিপি হিসেবে সুনাম অর্জন করেন।

অধ্যাপক ইউনূসকে আহ্বায়ক করে আমি আইনশৃঙ্খলা ও জাতীয় সম্প্রচারসংক্রান্ত একটি বিশেষ উপদেষ্টা পরিষদের ওপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কিছু কাজের ভার অর্পণ করি। মাঝে মাঝে আমি ভাবতাম এটা কি ঠিক করলাম।

অধ্যাপক ইউনূস ত্বরিত গতিতে দুরন্ত কাজ করতে পছন্দ করতেন। কোনো কোনো সন্ধ্যাবেলায় তিনি বলতেন, 'আপনাকে বেশ কয়েকটি ফাইল এখনই দেখতে হবে।'

আমি তাকে বলতাম, 'কাল দুপুর বা সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে কি চলে? আমি সব একটু দেখে নিই।'

তিনি বলতেন, 'ঠিক আছে।'

পরে অনেক ক্ষেত্রে আশু পদক্ষেপ নেওয়ার কোনো প্রয়োজন না দেখলে আমি বলতাম, 'এখনো কি বিশেষ কোনো নির্দেশ দেওয়ার দরকার আছে।'

www.pathagar.com

তিনি হেসে বলতেন, 'না। বাদ দিতে পারেন।'

অধ্যাপক ইউনূসের দেশব্যাপী ক্ষুদ্রঋণের প্রতিষ্ঠানগুলোর বদৌলতে দেশের নাড়িনক্ষত্র বোঝা আমাদের সহজ হয়েছিল।

এক শুক্রবার নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় মসজিদে এসএসএফের কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলাপরায়ণতার আতিশয্যে মুসল্লিদের মধ্যে কেউ কেউ অসন্তোষ প্রকাশ করেন। মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে আমি মিলিটারি সেক্রেটারিকে একটা চিঠি লিখতে বলি। তিনি ইতস্তত করায় আমি জোর দিয়ে বলি যে, আপনারা এমনভাবে চলবেন যাতে লোকের কাছে কথা শুনতে না হয়।

কয়দিন পর ১৬ মে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের এক অনুষ্ঠানে যাই। আমি শৃঙ্খলায় ব্যাপৃত ব্যক্তিদের বলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা সম্মানীয় ও স্পর্শকাতর ব্যক্তি। এমনভাবে আমাদের চলতে হবে যাতে আমরা তাদের কোনো অসন্তোষের কারণ না হই। আমি ওই অনুষ্ঠানে বলি, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রাজনীতি চর্চা এবং তাদের কর্তব্যপরায়ণতা ও দায়িত্বসচেতনতা সম্বন্ধে আজকাল যে সমালোচনা শোনা যায় তার পেছনে রয়েছে এক বড় প্রত্যাশার অপূরণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে বড় মুখ করে অনেক আশা করা হয় বলেই তাঁদের সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতি বা সামান্যতম স্খলন বড় হয়ে দেখা দেয়।'

পরে আমার কানে আসে যে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বহুদিন কোনো সরকারপ্রধানের আগমন এমন নির্বিঘ্ন ও আনন্দদায়ক হয়নি।

জনতার মঞ্চের আমলাদের সম্পর্কে বিএনপির ড. বি. চৌধুরী হুমকি দিয়ে বসলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদেরকে অপসারণ করতে হবে, নইলে বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কি না তা বিবেচনা করে দেখবে। আমি বিএনপির শামসুল ইসলাম ও সাইফুর রহমান সাহেবদের বললাম, 'আপনারা ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার ২৪ ঘণ্টা আগে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই তো পারতেন।'

মন্ত্রিসভার সচিবের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করে ঠিক করলাম, নতুন কোনো ঘটনা না ঘটলে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন নেই। সব দিক ভেবেচিন্তে জনতার মঞ্চের সঙ্গে জড়িত সচিবদের সম্পর্কে শৃঙ্খলাবিষয়ক কোনো কঠোর আইনের প্রয়োগ না করে তাঁদের ওপর তদারকির নজর বৃদ্ধি করি।

৯ মে ১৯৯৬ হাইকোর্ট সরকারের ১৯ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না—সাত দিনের মধ্যে তার কারণ জানানোর জন্য সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের ওপর নির্দেশ দেন। ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী আচরণবিধি অনুসারে কেন তাঁদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনতে সংস্থাপন সচিবকে বলা হবে না—আদালতের আদেশে তার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

এই ১৯ জন কর্মকর্তার মধ্যে ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সচিব সৈয়দ আহমেদ, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, পররাষ্ট্রসচিব ফারুক সোবহান এবং আটটি জেলার জেলা কমিশনার।

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ১০ দিনের জন্য প্রধান উপদেষ্টার মুখ্যসচিব ও অপর আটজন জেলা প্রশাসককে তাঁদের দায়িত্ব পালনে বিরত থাকার আদেশ দেন। ওই রিট পিটিশনে বলা হয়, অসহযোগ আন্দোলন চলার সময় উপরোক্ত কর্মকর্তারা আওয়ামী লীগের নির্মিত জনতার মঞ্চে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এর ফলে সরকারি কর্মচারী আচরণবিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। পিটিশনে আরও বলা হয়, গত ২ এপ্রিল প্রধান উপদেষ্টা সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্দেশে এক ভাষণে বলেন, 'একমাত্র নির্বাচিত সরকার ছাড়া অন্য কোনো মহলের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণার সুযোগ সরকারি কর্মকর্তাদের নেই। সুতরাং এই উপরোক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ এনে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কিন্তু এই ১৯ জনের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে বরং তাঁদের মধ্যে একজনকে প্রধান উপদেষ্টার মুখ্যসচিব এবং অপর আটজনকে জেলা প্রশাসক হিসেবে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদ ওইসব কর্মকর্তাকে আইনগত ও নৈতিক সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বলা হয়, যে ব্যক্তি এই রিট আবেদন করেছেন, তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ছাত্র শাখার একজন সাবেক নেতা। এই রিটের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশাসনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করা। এখন দেশের সর্বোচ্চ আদালতকে বিতর্কিত করে তোলা হচ্ছে। ৩০ মার্চের কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে হাজার হাজার সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে সাহায্য করেছেন। দেশের স্বার্থ রক্ষা করে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী ও দেশপ্রেমিক নাগরিকের দায়িত্ব পালন করেন।

৭ মে হাইকোর্ট বিভাগ প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব সৈয়দ আহমেদ এবং আটজন জেলা প্রশাসক ও নির্বাচন কমিশনের রিটার্নিং অফিসারকে ১০ দিনের জন্য দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধে সরকারপক্ষ আবেদন করলে প্রধান বিচারপতি এ টি এম আফজালের নেতৃত্বে গঠিত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের পাঁচ সদস্যের ফুল বেঞ্চ সংক্ষিপ্ত শুনানির পর হাইকোর্টের আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন।

www.pathagar.com

টাঙ্গাইলে টর্নেডো

১৩ মে ১৯৯৬ টাঙ্গাইলে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয়। এতে ৫০টি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, মারা যায় চারশ আটত্রিশ জন মানুষ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আকাশটা হঠাৎ কালো হয়ে আসে, তারপর সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যায়। প্রায় ১৫০ কিলোমিটার বেগে আসা এই কালবৈশাখীর দাপটে অন্তত ১০ হাজার কাঁচা ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়, গাছপালা ভেঙে পড়ে এবং বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। উড়ে আসা ধাতব পদার্থের আঘাতেও অনেকে গুরুতর আহত হন। বেশির ভাগ লোক তখনো তাদের মানসিক আঘাত কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

১৫ মে টাঙ্গাইল জেলা হাসপাতালে ২৪৫ জন আহত লোক নিয়ে আসা হয়। তাদের মধ্যে ১০ জন মারা যান। আহতদের অবস্থা এমন খারাপ হয়েছিল যে তাদের জখম খুঁজে বের করতে অনেক কষ্ট হয়। তাদের পুরো শরীর প্রথমে সাবান-পানি দিয়ে গোসল করানোর সময় কোথাও জখম আছে কি না এটা খুঁজে বের করা হয়। এমনকি শরীরের দুই-তিন ইঞ্চি ভেতর থেকে কাদামাটি, ধান, খড়-কুটো, বাঁশের ও লোহার টুকরো, টিন বের করা হয়।

১৫ মে সকাল ৯টায় আমি হেলিকপ্টারযোগে টাঙ্গাইল যাই। ঘূর্ণিঝড়বিধ্বস্ত এলাকাটির দুর্গতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য। ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। হেলিকপ্টার থেকে নিচে নষ্ট টিনগুলো দেখে দুমড়ানো কার্বন কাগজের মতো মনে হচ্ছিল। আমাদের দেশের জলবায়ুতে কুঁড়েঘর পড়ে বা উড়ে যেতে পারে। কিন্তু মানুষের দৈহিক ক্ষতি তেমন হয় না। ঘূর্ণিতাড়িত উড়ন্ত টিন বহু লোককে মারাত্মকভাবে আহত করে। হাসপাতালে আহতদের দেখে মনে

www.pathagar.com

হলো, ওরা যেন যুদ্ধক্ষেত্রে জখম হয়েছে। তবে দুর্গতদের সহায়তার জন্য আমি বিদেশি সাহায্যের প্রয়োজন দেখিনি।

হাসপাতালের চত্বরের প্রবেশপথে ঢুকতেই আমি বড় বড় করে ডাক্তারের নাম-ঠিকানা-পদবির সাইনবোর্ড দেখতে পাই। আমি প্রেস সেক্রেটারিকে কিছু ফটো তুলতে বলি। আত্মবিজ্ঞাপনের এমন প্রদর্শনী আমার কাছে বড় বিসদৃশ ঠেকছিল। ফেরার পথে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে আমাকে বলা হলো, ফটো তোলার আগেই সবাই সাইনবোর্ড তুলে ফেলেছেন। একজন সরকারপ্রধানের নির্দেশ কত সহজে ফাঁস হয় এবং তাঁর উদ্দিষ্ট কর্ম কত সহজে বিঘ্নিত বা ব্যাহত হয়, এটি তার এক অতি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত।

১৬ মে ১৯৯৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯ জন বিশিষ্ট অধ্যাপকের সম্মাননা উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আমি বলি, 'মুষ্টিমেয় শ্বাপদ ও সরীসৃপের দৌরাত্ম্যে আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অতিষ্ঠ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে আজ যেন সারা বাংলাদেশ জিম্মি। সমাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধান্যের যে কী গুরুত্ব, তা এই বেদনাদায়ক অবস্থা থেকেই বোঝা যায়। হাতে গোনা কিছু সশস্ত্র সন্ত্রাসী—যারা সকলে শিক্ষার্থীও নয়—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অভয়ারণ্য ভেবে যেভাবে বিচরণ করত তারা হয়তো এখন তা আর পারছে না। এই সন্ত্রাসীদের দোসররা আবার ফিরে এসে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ন না করতে পারে তার জন্য আমাদের সব প্রচেষ্টা নিতে হবে।'

৩০ মে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিটিভিতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রচার বাতিল করা হলে রেডিও-টিভির এই ভূমিকাকে দুঃখজনক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উল্লেখ করে বিএনপি সমর্থকেরা বলেন, এর ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে জনমনে সংশয় ও প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। ওই তারিখে আমি রাজশাহীতে উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের এক সভায় বলি, 'একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে দেশের রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে একজন কর্মচারীরও দায়িত্ব রয়েছে। দেশে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার জন্য সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে বেতার ও টেলিভিশনকে নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলতে হবে।'

১ জুন ১৯৯৬ *দৈনিক দিনকাল*-এর এক বিশেষ প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয় যে, 'বৃটিশ কমন্স সভার সদস্য স্যার ডেভিড স্টীল স্টকহোমভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠানের নাম করে টেলিভিশন থেকে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার ১৫তম শাহাদৎবার্ষিকীর অনুষ্ঠানটি বাতিল করাতে সক্ষম হয়েছেন। ব্রিটিশ কমন্স সভার উক্ত সদস্য আরও একটি বিষয়ে উপদেশ বিতরণ করে গেছেন। তা হলো : সংসদ নির্বাচনের আগে যেন ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান সংক্রান্ত তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা না

www.pathagar.com

হয়।...বাংলাদেশ টেলিভিশন অনুষ্ঠানসূচি থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়ার ওপর আয়োজিত অনুষ্ঠান বাতিল করার অনুরোধ জানিয়ে ডেভিড সাহেব প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিয়েছেন।...ভদ্রলোকের চিঠি পেয়ে আমাদের দেশের সরকার আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে একটি অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে বসে আছেন। অথচ বিগত ১৫ বছর ধরে এই অনুষ্ঠান চলে আসছিল। একজন সাবেক প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত নিরপেক্ষ সরকার আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে এতটাই পক্ষাবলম্বন করতে পারলেন?'

প্রকৃতপক্ষে সরকারের নিরপেক্ষতা রক্ষাকল্পেই ওই অনুষ্ঠান বন্ধ করা হয়। আমি রেডিও-টেলিভিশনকে বলি, বিএনপি বা অন্য কোনো গোষ্ঠী থেকে কোনো অনুষ্ঠান করলে তা যেন বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রচার করা হয়। রাজশাহী থেকে ফিরে এসে সন্ধ্যার খবরের প্রথম দিকে জিয়ার মৃত্যুবার্ষিকীর কোনো দৃশ্য দেখতে না পেয়ে যখন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছি, তখনই টিভির পর্দায় জিয়ার মাজারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের দৃশ্য উদ্ভাসিত হয়।

আমাকে ৪ জুন ১৯৯৬ ওকাবের বৈঠকে প্রশ্ন করা হয়, 'কিছু কিছু সরকারি কর্মচারী সম্পর্কে একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে অভিযোগ উঠেছে। তাঁরা বলছেন যে অন্তত পক্ষে দশজন রিটার্নিং অফিসার গত মার্চ মাসের শেষ দিকে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা যেহেতু রিটার্নিং অফিসার হবেন, তাঁদের নিজ নিজ জেলায় নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ না হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কি?'

এর উত্তরে আমি বলি, 'নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন মনে না করলে আমি এখন কোনো অফিসারকে বদলি করব না। কারণ, নির্বাচনের আর বেশি দেরি নেই। এ অবস্থায় যে পটভূমিই থাক না কেন, যে অভিযোগই উত্থাপিত হোক না কেন, কোনো অফিসারকেই আমি বদলি করতে চাই না। কেননা, আমি মনে করি বর্তমান সরকার সরকারি কর্মকর্তাদের মনে এই বোধটুকু সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছে যে তাঁদের নিরপেক্ষ হতেই হবে। তাঁরা নিরপেক্ষ থাকতে বাধ্য। তাঁরা পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করলে সেটা হবে তাঁদের কর্তব্যের লঙ্ঘন।'

পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু ছেলেমেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে সামরিক সচিব জানতে চাইলেন আমি দেখা করব কি না। তাঁর কথার ঝোঁক ছিল দেখা না করার পক্ষে। আমি বললাম, 'ওরা আমাদের দেশের ছেলেমেয়ে, আমার সঙ্গে দেখা করবে না কেন? আপনি ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন এবং কথাবার্তার এক সারসংক্ষেপ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পাঠাবেন।'

পার্বত্য চট্টগ্রামের ছেলেমেয়েদের আমি স্বাগত জানিয়ে কিছু প্রশ্ন করি। আমি জানতে চাই, 'আমরা তো এক দেশের নাগরিক। আমাদের মধ্যকার বর্তমান সমস্যার সমাধান শান্তিপ্রিয়ভাবে সমাধা হতে পারে না? এক দেশে বাস করলে

www.pathagar.com

সে-দেশে সকল নাগরিকের যাতায়াতের অধিকার থাকবে তো?' অভ্যাগতরা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে ইতিবাচক সায় দেন।

ওই সাক্ষাতের বেশ কিছুদিন পর সচিবালয় থেকে মন্তব্যের জন্য একটা ফাইল আমার সম্মুখে পেশ করা হলে আমি বলি, এর সঙ্গে সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি সংযুক্ত করা হোক। প্রধান উপদেষ্টার ওপর সরকারের নজর ঠিকই রাখা হয়।

একদিন পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক সচিব এসে বললেন, 'শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ-বিরতির শেষ সীমা পার হতে চলেছে, আমরা কী করব?' আমি তাঁকে বললাম, 'তাদের মধ্যে আপনার কোনো লোক বা সংবাদদাতা নেই। তাদের মনের কথা জানার চেষ্টা করেন। নির্বাচনের সময় আমি সব ধরনের সংঘাত পরিহার করতে চাই।' পরে আমাকে জানানো হয় অপর পক্ষ থেকে শান্তি রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে।

আমাদের সমাজে ও প্রশাসনে নানারকম পচা শামুক ছড়িয়ে আছে। তাতে যেন পা না কাটে সে জন্য আমি সাবধান হয়ে চলি। আমি বুঝতে পারতাম, আমার কাছে অনেক খবর আসে না, আসতে দেওয়া হয় না এবং চেপে রাখা হয়। অস্ত্র পাচারের কিছু ঘটনা বা বিদেশি নাগরিক গ্রেপ্তারের ব্যাপারে খবরের কাগজের স্কুপ থেকে আমাকে সেসব বুঝে নিতে হতো। এসব ব্যাপারে যাতে কূটনৈতিক সংকটে না পড়ি, সে জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমি কিছু পদক্ষেপ নিই। এমনকি ভ্রাতৃপ্রতিম উপদেষ্টাদেরও আমি এ নিয়ে বিরক্ত করিনি।

সময় পেলে আমি সরকারের মহাফেজখানা, উদ্ভিদ-উদ্যান, চিড়িয়াখানা বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান পরিদর্শন করি। আমরা উপদেষ্টা পরিষদের এগারো জন সদস্য উদ্ভিদ-উদ্যানে এগারোটি বৃক্ষ রোপণ করি।

একদিন দেশের প্রধান নির্বাহীর গ্রন্থাগারটি দেখতে বড় ইচ্ছে হলো। এতে লাভ হলো, ঘরটা নড়েচড়ে বসল। আমার মনে হয়, প্রধানমন্ত্রীর ঘরে কিছু কবিতা ও ছোটগল্পের বইও থাকা দরকার। আমি দেখলাম, আমার বাসায় সিনে-ম্যাগাজিন পাঠানো হয়। সিনেমা দেখতে আমি ভালোবাসি, কিন্তু সরকারি খরচায় প্রধানমন্ত্রীর জন্য সিনে-ম্যাগাজিন আমি কিনতে চাই না। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে আমি জানিয়ে দিলাম, আর যেন তা না কেনা হয়। আমাদের সরকারে ক্রয়বিক্রয়ে এমনই ইন্ধন ও প্রণোদনা আছে যে তিন মাসের মধ্যে আমার নির্দেশ পালন করা হবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়।

আমি প্রধানমন্ত্রীর ঘরে মূল সংবিধানের বাংলা ও ইংরেজি দুটো কপি সুদৃশ্য এক স্বচ্ছ বাক্সে সাজিয়ে রাখলাম। সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রধানদের দু কপি করে সংবিধান উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দিলাম। ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ আমাদের গণ পরিষদের সদস্যগণ সংবিধানের হস্তলিপি সংস্করণে স্বাক্ষর দান করেন। আমি

www.pathagar.com

দেখেছি, সেই মূল দলিল জাতীয় জাদুঘরে আছে। পাটপাতা, ধানের শীষ, চায়ের কুঁড়ি, শাপলা, শিউলি ফুল, কলমিলতা, কাঁথা, শীতলপাটি, কুলা, জামদানি শাড়ি ও পিঠার নকশায় হস্তলিপির অঙ্গসজ্জা হয়। সংবিধানের প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে শোভা পায় জয়নুল আবেদিন অঙ্কিত বাংলার জনজীবনের স্কেচ। ষড়ঋতুর বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয় চিত্রণে ও অলংকরণে। বর্ণাঢ্য নকশিকাঁথার অনুচিত্র ব্যবহৃত হয় প্রচ্ছদের পরের পৃষ্ঠার পোস্তানিতে। ভেড়ার চামড়ায় বাঁধানো সুদৃশ্য প্রচ্ছদে খোদাই করা হয় জাতীয় প্রতীক। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সংবিধান প্রবর্তিত হয়। আমাদের ইতিহাসে সে এক অনন্য ঘটনা। আত্মশাসনের জন্য বাংলাভাষায় প্রণীত প্রথম সংবিধান। আমি সুপ্রিম কোর্টে কর্মরত অবস্থায় ব্রিটিশ সরকারের অতিথি হিসেবে যুক্তরাজ্যে গিয়েছিলাম। ঢাকাস্থ যুক্তরাজ্যের হাই কমিশনারের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি মূল সংবিধানের একটা কপি লন্ডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড অ্যাফ্রিকান স্টাডিজে উপহার দিয়ে আসি।

একটা গুজব বেশ চালু ছিল যে, অস্থির পরিস্থিতির অজুহাতে জরুরি অবস্থা জারি করে বিগত সংসদ দিয়ে একটা কার্যকরী ভূমিকা নেওয়া যায় কি না তা পরখ করা হবে।

সংবিধানের ৭২ (৪) অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে: 'সংসদ ভঙ্গ হইবার পর এবং সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রজাতন্ত্র যে যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছেন, সেই যুদ্ধাবস্থার বিদ্যমানতার জন্য সংসদ পুনরাহ্বান করা প্রয়োজন, তাহা হইলে যে সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল, রাষ্ট্রপতি তাহা আহ্বান করিবেন।'

একদিন দুপুরে আমি আমার অফিসের পাশের কামরায় বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। হঠাৎ করে এডিসি নূর দরজায় টোকা মেরে ঘরে ঢুকে বললেন, 'কয়েকজন উপদেষ্টা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। জরুরি কিছু ব্যাপার আছে।'

আমি বেরিয়ে এসে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারি, তাঁরা একজন রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে খবর পেয়েছেন যে দেশে জরুরি অবস্থা জারি হচ্ছে। আমি গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের বঙ্গভবনে খোঁজ নিতে বললে তাঁরা খোঁজ নিয়ে জানালেন, বঙ্গভবনে সকলে ঘুমোচ্ছেন। আমি আশ্বস্ত হলাম।

পরে সেই কূটনীতিককে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'অযথা আপনি জরুরি অবস্থার গুজব ছড়িয়েছিলেন কেন?'

তিনি বলেছিলেন, 'এমন একজন সচিব আমাদের উৎস ছিলেন, যাঁর প্রতি আমাদের আস্থা রয়েছে।'

যা-ই হোক, জরুরি অবস্থা জারি করে বিগত সংসদ আহ্বান করে যেসব পাঁয়তারার কথা উঠেছিল, তেমন কিছু ঘটেনি। কূটনীতিক আমাকে পূর্বের একটা ঘটনা সম্পর্কে বললেন যে, একজন কর্মরত সচিব নাকি তাঁর কাছে জানতে

www.pathagar.com

চেয়েছিলেন, দেশে কোনো অসাংবিধানিক পদক্ষেপ নেওয়া হলে তাঁর দেশ তা কীভাবে নেবে?

তিনি আরও বলেন, কুয়েতের ব্যাপারে এক মার্কিন মহিলা কূটনীতিক এই বলে একটা ভুল করেছিলেন যে কুয়েত সম্পর্কে তাঁর দেশের তেমন কোনো দুশ্চিন্তা নেই। তাঁর কথায় বিশ্বাস করে সাদ্দাম হোসেন কুয়েত আক্রমণ করেন। আমি সেরকম কোনো ভুল করতে চাইনি। আমি সোজা বলি, বাংলাদেশে কোনো অসাংবিধানিক উপদ্রব সৃষ্টি হলে আমরা তার ঘোরতর আপত্তি জানাব।'

আমি তাঁকে শুধু এই প্রশ্নটি করেছিলাম, 'সেই সচিব কি এখনো কর্মরত?' তিনি 'হ্যাঁ' উত্তর দিলে আমি আর কৌতূহল বাড়িয়ে ভদ্রলোকটির নাম জানতে চাইনি। কারণ ততদিনে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়ে গেছে।

একদিন রাত সাড়ে ১১টায় টেলিফোনে আমাকে খবর দেওয়া হলো, সীমান্তে গোলাগুলি হয়েছে এবং আমাদের দুজন লোক নিহত হয়েছে। আমি ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের জন্য নির্দেশ দিয়ে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য উপদেশ দিলাম। পরের দিন অকুস্থলের পুঙ্খানুপুঙ্খ মানচিত্র আমার সামনে রেখে বলা হলো, সার্বভৌমত্বের খাতিরে আমাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। আমি বললাম, 'নির্বাচনের পূর্বে আমি সীমান্তে মামুলি বিরোধ ছাড়া বড় ধরনের কোনো সংঘর্ষ দেখতে চাই না।' তারপর কী যে হলো, যিনি সার্বভৌমত্বের এত কথা বলছিলেন তাঁকেই সরিয়ে দেওয়া হলো।

একদিন বেশ রাতে শেখ হাসিনা জানতে চাইলেন, আমার নিরাপত্তাব্যবস্থার সবকিছু ঠিকঠাক আছে কি না। তিনি বললেন, প্রয়োজন হলে ঢাকার রাস্তায় তিনি পঞ্চাশ হাজার লোক নামিয়ে দিতে পারেন। আমি তাঁকে বললাম, এমন কিছু করবেন না। শান্তিপ্রিয় জনতাও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। অতি উৎসাহী কেউ আরও রক্ত দেওয়ার কথা বললেই আমি বলতাম, রক্ত দেওয়ার কথা বলবেন না। কেউ আমার বা আপনার রক্ত নিতে বা ক্ষরাতে চাইলে তার জন্য কেউই কোনো অনুমতি নেবে না।

নিজের নিরাপত্তার জন্য আমার বিশেষ কোনো উদ্বেগ ছিল না। পরে দেখি, আমার বাসার সামনে একটি দ্বিতীয় নিরাপত্তাবেষ্টনী খাড়া করা হয়েছে। আমার বাসায় একটা মইও আনা হয়েছে, যাতে করে মই বেয়ে নিচে নেমে আমি পালিয়ে যেতে পারি। পরে শুনেছি, এটা নাকি প্রধানমন্ত্রীর বাসগৃহের একটা মামুলি নিরাপত্তা প্রস্তুতি। অতিরিক্ত নিরাপত্তা-বেষ্টনী দেখে আমার সামরিক সচিব কর্নেল আকবর আক্তার কি বিস্মিত হলেন? কে এই কাজ করেছেন? এসএসএফের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামিল আহসান কি? এসএসএফের জওয়ানদের বদৌলতে আমার নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোনো দুশ্চিন্তা করতে হয়নি। সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী থেকে আগত তিনজন চৌকস তরুণ

www.pathagar.com

এডিসি—নূর, মোশতাক ও নাসিম—অফিস ও অফিসের বাইরে আমার চলাফেরা নির্বিঘ্ন করে রেখেছিল।

২০ মের আগের সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিম সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া কর্তৃক এবং তাঁর পরের সেনাপ্রধান জেনারেল মাহবুবুর রহমান রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে সামান্য যে কিছু কাজ করতে হতো, তাতে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি। আমি আমার স্ত্রীর চাচাতো ভাই উইং কমান্ডার আলী হায়দার চৌধুরীকে একান্ত সচিব হিসেবে নিয়োগ দিলে সেনাবাহিনীর প্রধান অন্য দুই বাহিনী প্রধানের সামনে হেসে বললেন, 'আমি বিমানবাহিনীর প্রধানকে ঈর্ষা করি। সেই বাহিনীর দুজনকে আপনি কাছে টেনে নিয়েছেন।'

তত্ত্বাবধায়ক সরকার শপথ নেওয়ার পর পর আগের রেওয়াজ মতো অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ নূরুল্লাহ পদত্যাগ না করে বেশ পরে ১৩ এপ্রিল রাষ্ট্রপতির কাছে তার পদত্যাগপত্র পেশ করেন। আমি ভেবেছিলাম তাঁর স্থলে সংবিধান বিশেষজ্ঞ মাহমুদুল ইসলামকে নিয়োগ নেব। কিন্তু রাষ্ট্রপতি সেই পদত্যাগপত্র সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ না করায় মোহাম্মদ নূরুল্লাহ পরে তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন। এ নিয়ে কিছু কথা ওঠে। নূরুল্লাহ একসময় আইন উপদেষ্টা সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদের জুনিয়র ছিলেন। তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের ব্যাপারে আমি আগেভাগে কোনো দুশ্চিন্তা করতে চাইনি। পরে দেখা গেছে, তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনি অবস্থান আদালতে দক্ষতার সঙ্গে পেশ করেন।

ডেইলি স্টার-এর সম্পাদক মাহফুজ আনাম যখন প্রেস-সচিবের দায়িত্ব নিতে চাইলেন না তখন আমি *ভোরের কাগজ*-এর সম্পাদক মতিউর রহমানের কথা ভাবি। তিনি রাজি হলেও দাপ্তরিক আপত্তির কারণে আমি তাঁকে নিয়োগ দিতে পারিনি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডিজি এম মোহাদ্দেসকে তাঁর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস-সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এম মোহাদ্দেসের বিদেশে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল। বিদেশ থেকে যেসব পর্যবেক্ষক আসবেন, তাঁদের দেখাশোনা তিনি করতে পারবেন—এই ভেবে আমি তাঁকে নিয়োগ দিই। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিঃপ্রচার অনুবিভাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রেস-সচিব হিসেবে একই ব্যক্তি নিয়োগ দেওয়ায় তথ্য সার্ভিসে নাকি ক্ষোভ জন্মে। আমি আমার বক্তৃতা নিজেই লিখতাম। মাঝেমধ্যে উপদেষ্টা বা সচিবদের কাউকে দেখিয়ে নিতাম।

সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ বা রাজনৈতিক কোনো নেতা-নেত্রীর বিরুদ্ধে নতুন করে দুর্নীতির মামলা শুরু করতে আমি কোনো ঔৎসুক্য বা উৎসাহ দেখাইনি।

জাতীয় মহিলা সমিতিকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ইয়াসমিন হত্যার অভিযোগে পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ

www.pathagar.com

নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর আমার ঘরে গিয়ে দেখি টেবিলে ফাইলটা রয়েছে। ফাইল দেখে আমি অনুমোদন দিই। পরে অভিযুক্তদের শাস্তি হয়েছিল।

আমার স্নেহভাজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক নুবান আহমেদ—যিনি বাংলায় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দুবার প্রথম শ্রেণী লাভ করেছিলেন—তাঁর হত্যার তদন্ত আমি ত্বরান্বিত করতে পারিনি।

জাহানারা ইমামসহ যে ২৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করা হয় আমরা তা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিই। দৈনিক পত্রিকা *দিনকাল* একে 'প্রধান উপদেষ্টার বিদায়ী পদাঘাত' বলে উল্লেখ করে।

নির্বাচনের পূর্বে আমি শান্তিশৃঙ্খলা বাহিনীর শক্তি প্রয়োগ সীমিত করে রাখি। রাজশাহীতে অবৈধ বাজার উচ্ছেদ করতে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় এবং আমাদের রাজশাহীর বাড়ির কাছে প্রতিবাদে পটকা ফোটানো হয়। আমাদের একজন উপদেষ্টা একটা প্রতিষ্ঠানের বেদখল জমি উদ্ধারের জন্য সাহায্য চাইলে আমি তাঁকে সবুর করতে বলি। নির্বাচনের পর তাঁর কাজ করে দেওয়া হয়।

সাধারণ নির্বাচনের পরে বিএনপির কেউ কেউ আমাকে সংসদের স্থগিত উপনির্বাচনের তদারক করার অনুরোধ করেছিলেন। আমি তাদের বলি, 'আমার নির্ধারিত কাজ শেষে ক্ষমতা নির্বাচিত সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আমার আর কোনো কাজ নেই। আমি এখন *ফাঙ্কটাস অফিসাইও*।'

www.pathagar.com

অর্থনীতি

পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানে এক উপনিবেশসম শোষণব্যবস্থা চালু ছিল। অর্থনৈতিক উন্নতি যে হয়নি তা নয়। কিন্তু লোকে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত দেখতে চায়। অর্থনীতিবিদেরা দুই অর্থনীতির কথা বলেন। রাজনীতিকেরা ছয় দফার কথা বলেন।

বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, প্রায় ১২ কোটি লোকের এ দেশের সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও জিডিপি দুই হাজার ৪৭৫ কোটি মার্কিন ডলারের কিছু বেশি ছিল। অঙ্কের হিসাবে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনো উন্নতির সবচেয়ে নিচের স্তরে।

অর্থনীতি অগ্রগতির ঠিক কোন পর্যায়ে আছে, সে বিষয়ে সব অর্থনীতিবিশেষজ্ঞ একমত নন। শুধু অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি নয়, দেখতে হবে প্রবৃদ্ধি কীভাবে দারিদ্র্য মোচন করছে, কীভাবে জনসাধারণকে জীবিকা নির্বাহে সহায়তা করছে। কাজেই অর্থনৈতিক টেক অফ কথাটার প্রথম অর্থ বিভিন্ন উৎপাদন বৃদ্ধিতে গতিশীলতা। তবে তার পাশাপাশি আমাদের জনসাধারণের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দিকেও নজর দিতে হবে।

স্বাধীনতা লাভের পর যে জিনিসটি প্রধানত আমাদের উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে, সেটি ঠিক সম্পদ, বিনিয়োগ বা সঞ্চয়ের অভাব ছিল না। প্রধান প্রতিবন্ধকটি ছিল অর্থনীতির দিগ্‌নির্দেশনা অভাব। ছোটখাটোভাবে বিভিন্ন অঙ্গনে নানা রকম ব্যবস্থা গ্রহণের কথা চিন্তাভাবনা করা হলেও একটা দীর্ঘমেয়াদি দিগ্‌দর্শন দেওয়া হয়নি। জাতীয়করণের বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির খুব পরিষ্কার ধারণা নিয়ে আমরা অগ্রসর হইনি। পাঁচ-ছয় বছর পরই আমরা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে যাব বললেও বাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমরা তেমন কোনো দিগ্‌নির্দেশনা জাতিকে দিতে পারিনি। প্রধান সমস্যা হচ্ছে এটি।

www.pathagar.com

উন্নয়ন পরিকল্পনায় সরকারি হস্তক্ষেপ অতিরিক্ত মাত্রায় ছিল। বেসরকারি খাতে সম্প্রসারণের জন্য কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উৎসাহ জোগায়নি। পূর্ব এশিয়ার দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ সার্বিক উৎপাদন বা জিডিপির ১৫ শতাংশের বেশি। বাংলাদেশে এই বিনিয়োগ ছিল বছরে মাত্র দুই বা তিন শতাংশ। এই দুর্বলতার জন্য সরকারি নীতি কিছুটা হলেও দায়ী। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের পাশাপাশি সরকারকে দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। বিদ্যুৎ সরবরাহ, সুষ্ঠু পরিবহন ও কার্যকর যোগাযোগব্যবস্থা এবং উৎপাদন-সমর্থক আইন প্রণয়ন আর তার বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। প্রয়োজন লাগসই পরিশ্রম, নিচু হারের কর, সঞ্চয়ের উঁচুহার আর ন্যূনতম সরকারি হস্তক্ষেপ। কর্তৃপক্ষ অর্থনৈতিক সংস্কারে যেসব পদক্ষেপ নেয়, ধীরে ধীরে তার কিছু সুফল পাওয়া যায়। ভ্যাট প্রচলনের সময় অনেক সমালোচনা হয়েছিল, কিন্তু এখন অনেকেই স্বীকার করছেন যে এখানে বেশ কিছুটা রাজস্ব বৃদ্ধি হয়েছে। ব্যক্তিগত খাতে এখানে যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছে। গার্মেন্টিস শিল্প একটি উদাহরণ।

আমাদের বিনিয়োগের হার জাতীয় আয়ের মাত্র ১২ থেকে ১৩ শতাংশ। যদিও অনেক ক্ষেত্রে আমাদের নীতিমালা অনেক উদার হয়েছে কিন্তু এখনো বাণিজ্যের নীতি বা শিল্প বিনিয়োগনীতির ব্যাপারে এখনো সীমাবদ্ধতা আছে। অনেক জায়গায় নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে কিন্তু তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এখনো অনেক জটিলতা রয়েছে। নীতি প্রণয়ন আর তা বাস্তবায়নের মধ্যে দূরত্ব বা স্ববিরোধিতা হলো আমাদের অন্যতম অর্থনৈতিক সমস্যা। পরনির্ভরশীলতা থেকে উদ্ধার পেতে হলে আমাদের কয়েকটি ক্ষেত্রে বেশ কিছু সুনিশ্চিত পদক্ষেপ নিতে হবে। আমরা একদিকে বলি বাজার অর্থনীতি চালু করব অথচ অন্যদিকে আমরা পাঁচসালা পরিকল্পনা করে একটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মতো করে পরিকল্পনা করি। প্রত্যেকটি পাঁচসালা পরিকল্পনায় কর্মসূচি ও তার ফলাফলের মধ্যে কিন্তু একটা বিরাট ফারাক রয়ে যায়। দলীয় এবং আদর্শগত বিরোধ আর ক্ষমতার দ্বন্দ্বই যখন কোনো সমাজের চিন্তার একমাত্র খোরাক হয়ে দাঁড়ায়, তখন তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব পরিবেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সময়-সুযোগ থাকে না।

বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংক লোকজনকে প্রায় ২৭ হাজার কোটি টাকা ঋণ দেয়। এর মধ্যে আট থেকে দশ হাজার কোটি টাকা খেলাপি। এই সমস্যার জন্য যেমন উদ্যোক্তারা দায়ী, তেমনি ব্যাংকাররাও। আমাদের দেশে তদারকব্যবস্থা খুব দুর্বল। আবার ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে আইনগত নানা দুর্বলতাও রয়েছে। যোগসাজশের দুর্নীতিও রয়েছে।

www.pathagar.com

খেলাপি ঋণ সম্পর্কে নির্বাচন কমিশন এবার খুব কড়াকড়ি করে। প্রার্থীদের মধ্যে কেউ ঋণখেলাপি হলে, তাঁকে ঋণের কমপক্ষে ১০ শতাংশ শোধ করতে হয় মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগেই। ঋণখেলাপিদের মধ্যে যাঁরা এটা করেননি, তাঁদের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যায়। অবশ্য ঋণখেলাপি হওয়ার কারণে যাঁদের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছিল, তাঁদের অনেকেই আপিল করেন এবং কারও কারও মনোনয়নপত্র পরে গৃহীত হয়।

পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রার্থীর যোগ্যতায় এবার যে খেলাপি ঋণের শর্ত আরোপ করা হয়, এর মূল লক্ষ্য ছিল নির্বাচিত পার্লামেন্টের গুণগত মান বৃদ্ধি করা। ঋণখেলাপির জন্য ব্যাংকগুলো যে টাকা ফেরত পায় তা ৩০-৩২ কোটি টাকার বেশি হবে না। এখন ব্যাংক ঋণখেলাপির টাকা রয়ে গেছে আট থেকে দশ হাজার কোটি টাকা। কাজেই সেদিক থেকে এই ৩০-৩২ কোটি টাকা বড় একটা কিছু নয়। দেশে ঋণখেলাপির যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তার বিরুদ্ধে একটা জনসচেতনতা গড়ে উঠল মাত্র।

১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট ঠিক করার সার্বিক দায়িত্ব ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের, যদিও আমরা পরবর্তী অর্থবছরের জন্য সাময়িক একটা বাজেট তৈরি করি। সেই বাজেট অনুমোদনের সময় এবং পদ্ধতির ভার রাখা হয়েছিল পরবর্তী সময়ে গঠিত নির্বাচিত সরকারের ওপর। এ কারণে আমরা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেটের প্রক্রিয়াকে পরবর্তী বাজেটের প্রক্রিয়া থেকে আলাদা করে দেখেছি। এ ছাড়া সে বছর কিছু কিছু দেখতে মৌলিক যে বরাদ্দ ছিল, তার থেকে খরচ অনেক বেড়ে যায়। সেই খরচের জন্য আমাদের অর্থসংস্থান দরকার হয়ে পড়ে। সে জন্য ওই বছরের ঠিক সে সময়ে আমাদের একটি সম্পূরক বাজেটের প্রয়োজন দেখা দেয়।

বাজেটে কিছু কিছু খাতের বরাদ্দ অপ্রতুল ছিল। সংশোধিত বাজেটের চলতি খাতে ৮০০-৯০০ কোটি টাকার মতো বেশি বরাদ্দ রাখতে হয়। তার মধ্যে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা হলো অভ্যন্তরীণ সরকারি ঋণের সুদ পরিশোধ বাবদ। মূল বাজেটে এর জন্য বরাদ্দ খুব সামান্য ছিল।

যে বাজেট তৈরির প্রক্রিয়ায় আমরা ছিলাম, তা পরবর্তী বছরের বাজেট—একটা সাময়িক বাজেট। নতুন কোনো করের প্রস্তাব তাতে ছিল না। সেখানে ছিল শুধু প্রচলিত করের হারের ভিত্তিতে কিছু প্রাক্কলন করা। সেটা সারা বছরের জন্য হবে। পরবর্তী বছরের উন্নয়ন বাজেটও আমরা একইভাবে তৈরি এবং নতুন বছরের দুই মাসের জন্য একটা আদায়ের প্রভিশন করে দেওয়ার কথা ভাবলাম। রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে তা করতে হবে। কারণ তা নইলে পয়লা জুলাই থেকে সরকারের কাছে কোনো অর্থসংস্থান করা সম্ভব হবে না।

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অন্যতম অর্থনৈতিক কীর্তি ছিল পরবর্তী অর্থবছরের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট অনুমোদন। প্রায় সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকার এই বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ ছিল শিক্ষা ও ধর্ম খাতে (১৪.১৫ শতাংশ)। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল স্থানীয় মুদ্রায় বাস্তবায়ন করা হবে এমন প্রকল্পের সংখ্যা হ্রাস করা।

অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ ১৯৯৬-'৯৭ অর্থবছরের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন নতুন করমুক্ত উদ্বৃত্ত রাজস্ব বাজেট পেশ করেন। এই নতুন বাজেট দেশের উন্নয়ন তৎপরতা ও সরকারের রুটিন কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সহায়ক হয়। এর ফলে নবনির্বাচিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই বাজেট প্রণয়ন, বিভিন্ন কাজে অর্থ জোগান, কর্মচারী-কর্মকর্তাদের বেতনদান, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার সমস্যা থেকে মুক্ত থাকার অবকাশ পাবেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ঘোষণা করে। অনুরূপভাবে পেশ করা হয় আগামী অর্থবছরের অন্তর্বর্তীকালীন রাজস্ব বাজেটও। এতে রাজস্ব আয় ১৭,১২০ কোটি টাকা এবং রাজস্ব ব্যয় ১২,১০৩ কোটি টাকা এবং উদ্বৃত্ত ৫,০১৭ কোটি টাকা দেখানো হয়। চলতি অর্থবছরে আয়, ব্যয় ও উদ্বৃত্ত হলো যথাক্রমে ১৫,৫১২ কোটি টাকা, ১১,৮১৪ কোটি টাকা ও ৩,৬৯৮ কোটি টাকা। আয়, ব্যয়, উদ্বৃত্ত তিনটাই চলতি অর্থবছরের তুলনায় বেশি। এটি জাতীয় অর্থনীতির একটি ভালো ও আশাব্যঞ্জক দিক। জাতীয় অর্থনীতি যে প্রবৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এটা তার একটি নিশ্চিত প্রমাণ।

১৯৯৬-৯৭ সালের জন্য যে উন্নয়ন বাজেট ঘোষণা করা হয় তাতেও মোট অর্থায়নের ৪৭ শতাংশ দেওয়া হয় নিজস্ব তহবিল থেকে। দেশের অর্থনীতির জন্য এটা ছিল এক শুভ লক্ষণ। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নতুন উন্নয়ন বাজেট ও রাজস্ব বাজেট ঘোষণার সময় বলা হয় যে, ধারাবাহিকতা রক্ষা ও বৈধতা বজায় রাখার জন্যেই এর প্রয়োজন ছিল। উন্নয়ন বাজেট ও বাজেট দুটোতেই পরিবর্তন-পরিবর্ধনের সুযোগ রাখা হয়।

২২ জুন ১৯৯৬ আমার বিদায়ী ভাষণে আমি বলি, 'আমাদের সামনে তিনটি কাজ ছিল—প্রায় অচল হয়ে পড়া অর্থনীতির চাকা সচল করা, সন্ত্রাস দমন ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং দেশে শান্তিপূর্ণ অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান। অর্থনীতি নিয়ে দেশের সবার মনে যে কালো মেঘ দেখা দিয়েছিল সেটা এই বারো সপ্তাহে সম্পূর্ণ কেটে গেছে। দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকে এ পর্যন্ত আমরা ১১ জন ৩৫টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়ে ১২ সপ্তাহ দেশ পরিচালনা করেছি। আমাদের তেমন কোনো পূর্বপ্রস্তুতি বা অভিজ্ঞতাও ছিল না। শুধু দেশের সকল মানুষের অকুণ্ঠ

www.pathagar.com

ভালোবাসা এবং সমর্থনকে সম্বল করে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয়েছিলাম। আমাদের কাজে যদি কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে থাকে তার জন্য আমাদের অনভিজ্ঞতাই দায়ী—আমাদের আন্তরিকতার ঘাটতি কিংবা চেষ্টার অভাব নয়। অর্থনীতিকে পুনরায় স্বাভাবিক ও সচল করার লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার সীমাবদ্ধতার মধ্যে বেশ কিছু সাময়িক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ইতিমধ্যেই মূল্যস্ফীতির হার কমে এসেছে। খাদ্যশস্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ক্রমঅবনতিশীল পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতিও অনেকাংশে লাঘব করা সম্ভব হয়েছে। আমি আশা করি, নির্বাচনের মাধ্যমে যে একটা স্বাস্থ্যপ্রদ প্রক্ষালন হয়ে গেল তার ফলে দেশের অবস্থা ও অর্থনীতি আবার সতেজ ও চাঙা হয়ে উঠবে।'

www.pathagar.com

পররাষ্ট্র বিষয়

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের অনেকে আশা করেছিলেন, একজন অবসরপ্রাপ্ত পেশাদার কূটনীতিককে এ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা করা হবে। আমি তা করিনি। দেশের বাইরে আমাদের দূতাবাসের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের তাঁদের কর্মস্থল ত্যাগ না করে দেশের সঠিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে অনুরোধ করি।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একবার আমাকে বলা হলো যে সেনেগালে আমাদের দূতাবাস উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ফলে সেনেগালে আমাদের দূতাবাসটা বিক্রি করে দেওয়া যায় কি না। পররাষ্ট্রসচিবকে আমি বললাম, আমি এখন বিক্রির ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চাই না। কারণ, তিন মাসের ভেতরে বাড়ির দাম এমন কিছু ওঠানামা করবে না যে আমাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। নির্বাচিত সরকার এসে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪ এপ্রিল ১৯৯৬ আমি বাংলাদেশে অবস্থিত কমনওয়েলথ হাইকমিশনার, অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূত ও বিদেশি সাহায্য সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আইসিসিতে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হই। ওই দিনই আনুষ্ঠানিকভাবে উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২০ এপ্রিল চীনের রাষ্ট্রদূত ঝং জু জিয়াং আমার সঙ্গে দেখা করে চীনা প্রধানমন্ত্রী লি পেংয়ের অভিনন্দন ও সমর্থনের কথা জানান। তিনি বাংলাদেশ-চীন যৌথ উদ্যোগ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিকতা ত্বরান্বিত করার জন্য অনুরোধ করেন। বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে আগের দুই বছরে বাণিজ্যিক পরিমাণ দ্বিগুণ বেড়েছিল। বাংলাদেশের ভারসাম্যহীনতা দূর করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রদূত ক্রয় প্রতিনিধিদল পাঠানোর কথা বলেন।

www.pathagar.com

চীনের রাষ্ট্রদূতকে আমি মাও জে দংয়ের একটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদের শেষাংশ পড়ে শোনাই :

So many deeds cry out to be done,
And always urgently;
The world rolls on,
Time presses.
Ten thousand years are to long,
Seize the day, seize the hour!
The Four Seas are rising, clouds and waters raging,
The Five Continents are rocking, wind and thunder
roaring.
Our force is irresistible,
Away with all pests!
('Reply to Comrade Kuo Mo-Jo', *Mao TseTung Poems*. pp. 46-47)

এত সব কাজ সম্পন্ন হওয়ার জন্য হাঁক পাড়ছে
আর সারাক্ষণ জরুরি ভিত্তিতে
পৃথিবী গড়িয়ে যায়
সময়ও পেরিয়ে যায়।
দশ হাজার বছর তো এক দীর্ঘকাল
আঁকড়ে ধরো দিনকে, আঁকড়ে ধরো সময়কে!
চারটি সমুদ্র ফেঁপে উঠেছে, মেঘ ও জল ক্রুদ্ধ
পাঁচটি মহাদেশ দুলছে, বাতাস ও বজ্রও ক্ষুব্ধ
আমাদের সেনারা অপ্রতিরোধ্য
দূর হোক সব পতঙ্গ যত।

(ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলায় আমার তরজমা)

রাষ্ট্রদূত মাও জে দংয়ে তেমন কোনো উৎসাহ না দেখিয়ে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

৪ মে ১৯৯৬ তারিখে মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত ইউটিন্ট লোইন দেখা করতে আসেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আমাকে বারবার রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রসঙ্গ উত্থাপন করার ইঙ্গিত দেওয়া হয়। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, প্রসঙ্গটি সব শেষে উত্থাপন করব। রাষ্ট্রদূতকে প্রথমে আমি বলি যে, আমার এক ছাত্র ড. শমসের আলী মিয়ানমারের ওপর কাজ করে পিএইচডি অর্জন করেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মিয়ানমারের সহযোগিতায় সেই দেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ওপর গবেষণার জন্য একটা ব্যবস্থা নিলে কেমন হয়? রাষ্ট্রদূত এ প্রস্তাবে উৎসাহ প্রকাশ করলে আমি তাঁকে বলি, আমাদের দুটো দেশই বেশি সচ্ছল নয়। অসচ্ছল পরিবেশে প্রতিবেশী দেশ থেকে শরণার্থী এলে উভয় দেশেরই অসুবিধা। এই উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য উভয় দেশকে আন্তরিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পরে আমাকে জানানো হয় যে, বাংলাদেশের প্রতিনিধি যখন মিয়ানমারে যান, তখন তাঁদের বড় উষ্ণ সমাদর জানানো হয়েছিল।

www.pathagar.com

১৯৯৫ সালে আমি যখন ভুটান যাই, তখন ভুটানের প্রধান বিচারপতি লিয়োনপো সোনাম তোবগে ও তাঁর অন্য বিচারকেরা আমাকে ইয়াক চা দিয়ে আপ্যায়ন করেছিলেন। এই চা ইয়াক নামে এক ধরনের গাভির চর্বি দিয়ে বানানো। তার যে গন্ধ, অনভ্যস্ত হলে সেই চা খাওয়া প্রায় অসম্ভব। সেই চা পান করতে খুব বেশি উৎসাহ বোধ না করলেও দেখলাম যে আতিথ্য গ্রহণের জন্য আমার সেটা পান করা উচিত। নাক-মুখ বন্ধ করে আমি সেই ইয়াক চা খেয়ে ফেলি। ইতিমধ্যে তাঁরা আমাকে একটা চাদর দিয়েছিলেন, সেই চাদরটা হঠাৎ করে একটা কাঁটায় লেগে আটকে যায়। তখন প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আপনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিবিড় হবে, তা না হলে চাদর আটকে যাবে কেন!'

প্রধান বিচারপতি সহৃদয়তার সঙ্গে রাজধানী থিম্পুতে আমার অবস্থান সুখকর করে তোলেন। আমার কন্যা নুসরাত হাবিব অসুস্থ হয়ে পড়লে ভুটানের প্রধান বিচারপতি ও অন্য বিচারকগণ ভোজ শেষে তার নিরাময়ের জন্য নৃত্যগীতসহকারে প্রার্থনা করেন।

আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ভুটানের সেই প্রধান বিচারপতি আরেকটা চাদর পাঠিয়ে আমাকে অভিনন্দন জানান। পরে নাকি আমাদের রাষ্ট্রদূতকে উনি বলেছিলেন, 'আমাদের রাজা কখন তাঁকে অভিনন্দন জানাবেন আমি জানি না। আমি ভাবলাম, আমার দিক থেকে এখনই তাঁকে অভিনন্দন জানাই।'

ওই চাদরে ভুটানি ভাষায় কী লেখা ছিল আমি তার মর্মোদ্ধার করতে পারিনি।

৪ মে ১৯৯৬ ভুটানের রাষ্ট্রদূত আমার সঙ্গে যখন দেখা করতে এলেন, তাঁর মুখ দেখে মনে হলো তিনি একটু উত্তেজিত। কিছুদিন আগে বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন, 'বাংলাদেশকে ভুটান করতে দেওয়া হবে না।' এই মন্তব্য ভুটানের ভালো লাগার কথা নয়। ভুটান শুধু আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র নয়, পৃথিবীর যেসব রাষ্ট্র স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ভুটান তাদের মধ্যে দ্বিতীয়। ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর। ভুটান ও বাংলাদেশের মধ্যে হৃদ্যতা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় আমি যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে তাঁর মানভঞ্জন করার চেষ্টা করলাম। ভুটানের রাষ্ট্রদূত যখন বিদায় নেন, তখন তাঁর চেহারা দেখে আমি আত্মসন্তুষ্টি লাভ করি।

১৪ মে ১৯৯৬ দেখা করতে আসেন ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত বেঞ্জামিন বাসিন। ঢাকায় ফিনল্যান্ডের কোনো দূতাবাস নেই। রাষ্ট্রদূত বাসিন দিল্লিতে থেকে দেশের স্বার্থের দেখাশোনা করেন। ফিনল্যান্ড আজ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানচিত্র-নির্মাতা—রাষ্ট্রদূতকে আমি এ কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি খুশি হন। তিনি ফিনল্যান্ডের একটি বই আমাকে উপহার দিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ১৫০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত টলেমির মানচিত্রে বাংলাদেশকে গঙ্গাঋদ্ধির মধ্যে দেখানো হয়েছে। স্মিত হেসে রাষ্ট্রদূত বললেন, 'আমাদের তখন জন্মই হয়নি।'

www.pathagar.com

১৫ জুন ১৯৯৬ বাংলাদেশে নিযুক্ত সাতটি দেশের হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূতদের এক প্রতিনিধিদল আমার সঙ্গে সন্ধ্যা ৬টায় সাক্ষাৎ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ডেভিড এন মেরিল, যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার পিটার জে. ফাওলার, অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার কেনেথ এন অ্যামপিন্যাল, ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল ড্র্যারি, ইতালির রাষ্ট্রদূত রাফায়েল মিনিয়েরো, সুইডেনের রাষ্ট্রদূত বিয়র্ন আই স্টানবি এবং হল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রবার্ট এ ফোরনিসি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রধান নির্বাচনের ফলাফল মানবেন কি না তা নিয়ে তাঁরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। আমি তাঁদের কথা ধীরস্থিরভাবে শুনি। দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ প্রকাশের জন্য আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। তবে আমি নিজে কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করিনি বা কোনো কূটনৈতিক সাহায্য, মধ্যস্থতা বা সমর্থন কামনা করিনি।

ঢাকায় হাঙ্গেরির দূতাবাস ছিল না। দিল্লির হাঙ্গেরীয় দূত লাসলো ভারকোনি ২০ মে ১৯৯৬ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আমি তাঁকে বললাম, সংখ্যালঘুদের অধিকার ও সংস্কৃতি রক্ষার ব্যাপারে হাঙ্গেরি কার্পেথিয়ান অঞ্চলে যে ব্যবস্থা অনুসরণ করেছেন তা অন্যান্য দেশের জন্য অনুকরণীয়। বলা বাহুল্য, হাঙ্গেরিয়ান রাষ্ট্রদূত আমার বক্তব্যে খুশি হন। আমি তাঁকে বলি যে হাঙ্গেরিয়ান প্রধান বিচারপতির সঙ্গে অক্সফোর্ডের এক সেমিনারে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। আমি ওই রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশে প্রকাশিত *ফায়ার অব বেঙ্গল*-এর একটি কপি উপহার দিই। তিনি বলেন, তাঁর কাছে এই বইটা আছে, তবু তিনি আরেকটা কপি আজকের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রাখতে চান।

হাঙ্গেরিয়ান কবি-সাহিত্যিকরা নিজেদের মাতৃভাষার জন্য বহু নির্যাতন সহ্য করেন। আদালতে হাঙ্গেরিয়ান বা মা'আজার ভাষা চালু হওয়ার পর সেই ভাষা শনৈ শনৈ উন্নতি লাভ করে।

জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওশিকাজু কানেকো ভালো বাংলা বলতে পারতেন। তাঁকে আমি আমার *যথাশব্দ*র একটি কপি উপহার দিই। টর্নেডোয় ক্ষতিগ্রস্ত টাঙ্গাইলের জন্য তিনি লাখ টাকার একটা চেক দেন। জাপানি রাষ্ট্রদূতও ব্যবসা-সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

২০ মে ১৯৯৬ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত মঁসিয় মিশেল রুজ আমার সঙ্গে দেখা করে জানান যে তাঁর প্রেসিডেন্ট মনে করেন, স্বীয় প্রচেষ্টায় দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য উন্নয়নের ব্যাপারে বাংলাদেশ মনোযোগ দাবি করতে পারে। আমি আশা করি যে বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোয় ফ্রান্স যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে তা অব্যাহত থাকবে।

সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে বেশির ভাগ রাষ্ট্রদূতই কুশল বিনিময়ে তাঁদের কথাবার্তা সীমাবদ্ধ রাখেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান রাষ্ট্রদূতগণ একসঙ্গে আমার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা প্রশ্ন করেন,

www.pathagar.com

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীতে দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদন এবং নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে পার্থক্য রাখা হয়েছে তা সরকারের পক্ষে কতখানি অন্তরায়। আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে লক্ষ্য করে বলি, মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিচার করতে কত সময় নেবেন আমি তা অনুমান করতে পারি না। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলি সম্পাদনে ওই পার্থক্য কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। আমি বরাবর আমার নিজের বা দেশের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিদেশিদের সঙ্গে আলোচনা করার পক্ষপাতী ছিলাম না।

মাদক পাচারের অভিযোগ দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত এলিয়েদা নামে এক মার্কিন মহিলার আপিল হাইকোর্টে বিচারাধীন ছিল। কংগ্রেসম্যান বিল রিচার্ডসন আমার সঙ্গে দেখা করে অভিযোগ করলেন যে, সরকারপক্ষ আপিলের শুনানি বিলম্বিত করছে। আইন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা যখন পরে আমাকে জানালেন যে আপিলকারীর আইনজীবীই সময় প্রার্থনা করেন তাঁকে সে-সংবাদটা সেদিন বিকেলেই কংগ্রেসম্যানকে জানানো হয়। আমি তাঁকে পরিষ্কার করে বলেছিলাম, আপিল বিচারাধীন থাকায় এ ব্যাপারে আমার কিছু করার বা বলার নেই। পরে নির্বাচিত সরকারের পরামর্শে রাষ্ট্রপতি এলিয়েদাকে ক্ষমা প্রদর্শন করেন।

এঁরা ছাড়াও ভারতের হাইকমিশনার দেব মুখার্জী, পাকিস্তানের হাই কমিশনার কারাম এলাহি, ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত হাজি আহমেদ ওয়াইয়ারাবি আল হাজর, কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত জাংকিও বিইওন, সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ ওমর বারি, ইরানি রাষ্ট্রদূত মাহমুদ বায়াত, ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত হোজে এসকানো কালিনগ্যাসান এবং ফ্রান্সের বিশেষ প্রতিনিধি ও ইরানের এক প্রতিনিধিদল বিভিন্ন সময়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কুশল জিজ্ঞাসা করেন। বাংলাদেশ উপস্থিত কূটনীতিকগণ বেশ আগ্রহভরে নির্বাচনের গতিবিধি লক্ষ করেন।

www.pathagar.com

সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদের প্যারোলে মুক্তি

সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সমর্থকদের ধারণা, উপজেলা প্রথা প্রবর্তন, যোগাযোগের উন্নতিসাধন, ভূমিহীনদের ভূমিদান, ঋণসালিশি বোর্ড গঠন, যৌতুকবিরোধী আইন প্রণয়ন, পল্লী-বিদ্যুৎ ও যমুনা সেতু নির্মাণের উদ্যোগ, ধর্মপ্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ বিল মওকুফ, গুচ্ছগ্রাম, পথকলিসহ বহু কল্যাণমুখী পদক্ষেপ হচ্ছে তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ। দেশে তাঁর জন্য আন্দোলন হয়েছে। কারাগারে নিজের মুক্তির জন্য এরশাদ অনশন করেন।

বিদেশ থেকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো তাঁর স্বাস্থ্যাবনতির আশঙ্কা করে আমাকে চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে আমাকে ভুলভাবে সম্বোধন করে তা আবার ফ্লুইড দিয়ে সংশোধন করে লেখা হয়। জানি না এ ধরনের আচরণ অনিচ্ছাকৃত, খেয়ালের অভাব নাকি বাংলাদেশকে অবহেলা করার বা কোনো তোয়াক্কা না করার নিদর্শন। পাকিস্তানি কূটনীতিক কর্মকর্তারা বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে মাঝেমধ্যে যেসব অনুচ্চারণযোগ্য কথা বলেছেন, নিশ্চিতভাবে এ ব্যাপারে কিছু বলা যায় না। এমনও তো হতে পারে যে এটা যে প্রধানমন্ত্রীর সংশোধনী নয়। আমাকে 'প্রধানমন্ত্রী' নয়, 'প্রধান উপদেষ্টা' হিসেবে সম্বোধন করতে হবে, এই সংবিৎ ফিরে পেয়ে স্ব-উদ্যোগে কোনো কূটনীতিক-কেরানি নিজেই হয়তো এ সংশোধন করে থাকতে পারেন।

কূটনীতিক কিছু শীলধর্ম অনুযায়ী প্রতিদানস্বরূপ আমিও কি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে সম্বোধনের তিনটি কথা 'ডিয়ার প্রাইম মিনিস্টার' ফ্লুইডের ওপরে লিখে দেব?—এ কথা বলায় যিনি চিঠিটা আমার টেবিলে পেশ করেছিলেন, তিনি আমার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলেন।

www.pathagar.com

৪ জুন ১৯৯৬ ওকাবের সঙ্গে বৈঠকে আমাকে প্রশ্ন করা হয়, 'পত্রিকায় আমরা দেখেছি যে জাতীয় পার্টির নেতাদের মনে হয়েছে এরশাদকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার প্রশ্নে রাষ্ট্রপতির মনোভাব নমনীয়। আবার একই সময় তাঁরা বলেছেন, এ প্রশ্নে আপনার মনোভাব কঠোর। আপনি কি দয়া করে এ ব্যাপারে আপনার মনোভাব খোলাখুলি বলবেন?'

আমি বলি, 'জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দ আমার সঙ্গে চার-পাঁচবার দেখা করেছেন। বেগম রওশন এরশাদ কোনো এক শুক্রবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তখন আমার কোনো মিলিটারি সেক্রেটারি ছিল না। কোনো এডিসি ছিল না। কেউ ছিল না। আমি কিছুটা হকচকিত হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ তাঁর প্রতিক্রিয়া কী হবে আমি আন্দাজ করতে পারছিলাম না। বেলা আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত বেগম এরশাদ অপেক্ষা করে রইলেন। অবশেষে অফিসাররা বোঝানোর পর তিনি বাড়ি ফিরে যান। তবে তিনি আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।'

আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'দেখুন, আমি আপনার স্বামীকে দীর্ঘদিন ধরে চিনি। কিন্তু আমার হাত-পা আইনের বাঁধনে বাঁধা। কেউ জেলে থাকলে বাধ্যবাধকতাজনিত কিছু না কিছু কষ্ট তো তাকে স্বীকার করতেই হয়।'

ঢাকা শহরের গুরুতর আলোচনার বিষয়বস্তু এই ছিল যে রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস এরশাদকে প্যারোলে বা অন্য কোনোভাবে মুক্তি দিচ্ছেন। জেনারেল এরশাদ একবার বেরিয়ে এলে তাঁকে জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে একটি সমঝোতায় বাধ্য বা একতাবদ্ধ করা যাবে। দরকার হলে জাতীয়তাবাদীরা জাতীয় পার্টির কোনো একজনকে প্রধানমন্ত্রী বানাবে। এতে আর কিছু না হোক আওয়ামী লীগকে তো ঠেকানো যাবে। পরে এরশাদ বলেছেন, খালেদা জিয়া নাকি তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন।

তখন নির্বাচন হয়ে গেছে। একদিন রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস আমাকে টেলিফোন করে বললেন, 'এরশাদ তো পাঁচ-পাঁচটা আসন থেকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়েছেন, সুতরাং তাঁকে আপনি প্যারোলে মুক্তি দিতে পারেন কি না?'

আমি বললাম, 'প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার তো কতগুলো নিয়ম-কানুন রয়েছে। তিনি সেই নিয়ম-কানুনের ভেতর পড়েন কি না আমি জানি না। এ ব্যাপারে আমি এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চাই না। আপনার কথা আমি উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যদের সামনে তাঁদের বিবেচনার জন্য পেশ করব।'

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখার পরপরই বেগম খালেদা জিয়া টেলিফোন করে বললেন, 'আপনি রাষ্ট্রপতির কথা শোনেন না!'

আমি তাঁকে বললাম, 'রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমার এখনই, মাত্র কয়েক মিনিট আগে কথা শেষ হলো। রাষ্ট্রপতির কথা আমি শুনব না কেন! তাঁর কথা সব সময় শুনি। তাঁর অনুরোধও আমরা বিবেচনা করে দেখি।'

www.pathagar.com

বেগম খালেদা জিয়া হঠাৎ মেজাজ উঁচু করে বললেন, 'আপনি যদি এমন করেন, তাহলে পরে আপনাকে আমরা ঘরে থাকতে দেব না, দেশেও থাকতে দেব না।'

আমি হেসে বললাম, 'আপনি কী সব অলক্ষুনে কথা বলছেন!'

উনি যেসব কথা বলেছিলেন, পরে সেসব আমি রাষ্ট্রপতিকে জানিয়েছিলাম।

এরশাদকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের কিছু করার ছিল না।

১৭ জুন ১৯৯৬ ঢাকায় ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত যাত্রাবিরতি করে। আমি বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাই। প্রেসিডেন্ট আরাফাত চীন যাওয়ার পথে জিয়া বিমানবন্দরে যাত্রাবিরতি করেন। তাঁর সঙ্গে এক ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকের সময় আমি বাংলাদেশের সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করি। তিনি জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমেই বলেছিলেন, 'আমার বন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। বাংলাদেশে পা রেখেই আমার মনে পড়ছে প্রিয় বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা।'

আমি আশা প্রকাশ করে বলি, ইসরায়েলের সাম্প্রতিক নির্বাচনী ফলাফল সত্ত্বেও মধ্যপ্রাচ্য শান্তিপ্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে এবং তা একটি ফলপ্রসূ সমাধানের দিকে এগিয়ে যাবে। আমি আরও বলি, এই শতাব্দীর মধ্যে আমি একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র জন্ম নেওয়ার স্বপ্ন দেখি। জবাবে প্রেসিডেন্ট আরাফাত ফিলিস্তিনের প্রতি বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

২০ জুন ১৯৯৬ আমি ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতকে বিমানবন্দরে বিদায় দিতে যাচ্ছিলাম। তাঁর জন্য একটি বুলেটপ্রুফ গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পথে তুমুল বৃষ্টি। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ আরাফাত আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাকে কি আমি একটা অনুরোধ করতে পারি?' আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই।' উনি কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, 'সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন।' আমি তাৎক্ষণিকভাবে বললাম, 'একজন ক্ষমতাচ্যুত ব্যক্তির প্রতি আপনি যে অনুকম্পা প্রদর্শন করলেন, তার আমি প্রশংসা করি। আপনার বাণী আমি তাঁর কাছে পৌঁছে দেব।'

নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আমি এডিসিকে বললাম, 'আপনি একটু বেগম রওশন এরশাদকে টেলিফোন করেন।' তাঁর সঙ্গে কথা বলে তাঁকে ইয়াসির আরাফাতের শুভেচ্ছা জানিয়ে দিলাম।

www.pathagar.com

২০ মের ঘটনা

২০ মে ১৯৯৬ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ওপর একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ও সেনাপ্রধান কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একটা গুরুতর ঘটনা ঘটে। এর ফলে তিন থেকে চার সপ্তাহ পর সেনাপ্রধানসহ অনেকে চাকরিচ্যুত হন।

১৮ মে ১৯৯৬ বিকাল ৪টায় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিম খবর পান রাষ্ট্রপতির আদেশে মেজর জেনারেল মোর্শেদ ও ব্রিগেডিয়ার মীরানকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয়েছে। ১৮ মে বিকাল, সন্ধ্যা ও রাতে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সরাসরি দেখা করার নিমিত্তে সময়ের জন্যে সেনাপ্রধান বঙ্গভবনে অবস্থিত রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব জেনারেল রুহুল আমীন চৌধুরীর সঙ্গে কয়েকবার যোগাযোগ করেন। তিনি সময় দেন পরের দিন সকাল বেলা ১০টায়। ১৯ মে সকাল ১০টায় সেনাপ্রধান নাসিম বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে তিনি মোর্শেদ ও মীরানের অবসর প্রদানকালে কিছু অনিয়মের কথা উত্থাপন করেন। সেনাপ্রধান নাসিম আমার সঙ্গে দেখা করেন বঙ্গভবন থেকে ফেরার পথে। আমি তাঁকে কিছুটা উত্তেজিত অবস্থায় দেখি। তাঁকে বলি, 'আপনি শান্ত হোন। আপনার নিশ্চয়ই বন্ধু-বান্ধব আছে, আপনি কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। এখন বাড়ি গিয়ে লাঞ্চ সেরে তারপর তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। আমার পক্ষে আপনাকে কোনো পরামর্শ দেওয়া সম্ভব নয়।'

বগুড়া ক্যান্টনমেন্টের দুজন উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করার যে নির্দেশ রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস তার আগের দিন দিয়েছিলেন, সেটা কার্যকর না করে ওই দিন সেনাপ্রধান লে. জেনারেল মোহাম্মদ নাসিম পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে চারজন উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাকে এটাচ্ড্ (ওএসডি) করেন।

www.pathagar.com

লে. জেনারেল নাসিম তাঁর প্রতি অনুগত ডিভিশন কমান্ডারদের ঢাকায় সৈন্য পাঠাতে আদেশ দেন। কোনো গুলি খরচ হয়নি এবং কেউ হতাহত হয়নি। সে এক বিরল ঘটনা।

১৯ মে সকালে মেজর জেনারেল এম এ মতিন, মেজর জেনারেল সুবিদ আলী ভুঁইয়া সেনানিবাস ত্যাগ করে বঙ্গভবনে চলে যান। ব্রিগেডিয়ার আবদুর রহিম ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেডিয়ার সদর দপ্তরে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলেন। সাভারের জিওসি মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামানের নির্দেশে ২০ মে সকালবেলা জয়দেবপুর, আরিচার উদ্দেশে সেনাদল প্রেরণ করা হয়। বেলা ১১টার পর কোনো একসময় সাভার থেকে পদাতিক সৈন্য ও ট্যাঙ্ক ঢাকা মহানগরীর উদ্দেশে রওয়ানা দেয়। ট্যাঙ্ক চলাচল রাষ্ট্রপতির নির্দেশেই হয়।

২০ মে সকালবেলা আমি অফিসে গেলে একজন উপদেষ্টা আমাকে বলেন, রাষ্ট্রপতি যে দুজন সেনাকর্মকর্তাকে বরখাস্ত করার পদক্ষেপ নেন, তার সঙ্গে আপনাকে জড়িয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। আপনার এ সম্পর্কে আপত্তি জানানো উচিত। আমি বললাম, আমি তো এখন পর্যন্ত দেখিনি। ওই উপদেষ্টার গলার স্বর একটু উত্তেজিত ছিল। সে জন্য আমি তাঁকে বললাম, আমরা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কোনো ঝগড়া করতে চাই না। তবে আপনারা আমাকে উপদেশ দিলে এবং আমার বিশেষ কিছু বলার থাকলে আমি নিশ্চয়ই তা শুনব। এখন আপনারা যদি মনে করেন তাহলে একটা খসড়া তৈরি করেন। পরে আমি সেই খসড়া দেখে আমার বক্তব্য সংযোগ করে সেটা প্রচার করার বন্দোবস্ত করব।

আমি অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদকে বললাম, 'আপনি একটা খসড়া দাঁড় করান।' উনি বুঝতে পেরেছিলেন যে একাধিক লোকের সঙ্গে বসে কাজ করলে সুবিধা হবে না। সুতরাং তিনি অন্য একটা ঘরে গিয়ে একা একটা খসড়া তৈরি করলেন।

ইতিমধ্যে আমি মনে করলাম, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার। সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদকে বললাম, 'চলেন, আমরা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করি।'

আমরা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। গিয়ে দেখি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনেকেই সেখানে উপস্থিত আছেন। রাষ্ট্রপতি আমার কাছে জানতে চাইলেন, বরখাস্তকারী সৈন্যরা যে আপত্তিজনক কথাবার্তা বলেছে এবং যা রেকর্ড করা হয়েছে তা আমি শুনতে চাই কি না। আমি বললাম, আমি তা শুনতে চাই না।

একজন আমাকে বললেন, 'আপনি সেদিন জেনারেল নাসিমকে ভর্ৎসনা করেছেন, আপনার মনে আছে?'

আমি বললাম, 'আমি ভর্ৎসনা করেছি বলে মনে হয় না। আমি কেন তাঁকে ভর্ৎসনা করতে যাব!'

আমার মনে পড়ল, শান্তিশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে এক সভায় জেনারেল নাসিম আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আমরা কোন আইনে বেসামরিক সরকারের

www.pathagar.com

সাহায্যে আসব?' আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'অন্যান্য সকলের প্রশ্নসহ আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি একসঙ্গে দেব।' সবশেষে উত্তর দেওয়ার সময় আমি বললাম, 'সামরিক বাহিনী বেসামরিক সরকারের সাহায্যে এই প্রথম আসছে না, এর আগেও এসেছে এবং এ সম্পর্কে যথেষ্ট ও বিশদ আইন ও নজির রয়েছে। সুতরাং আমাদের এ ব্যাপারে দুর্ভাবনা করার কোনো কারণ নেই।'

যা-ই হোক, কিছুক্ষণ পর আমাদের দুজনের মধ্য থেকে সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদকে কে যেন ডেকে নিয়ে গেলেন। উনি ফিরে এসে আমাকে বললেন, 'আমাদের এখুনি চলে যাওয়া উচিত।'

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে আমাদের এরকমই একটা খবর দেওয়া হয়। আমি আর জিজ্ঞেস করলাম না কে, কেন বা কী খবর দিয়েছেন।

আমরা নয়জন উপদেষ্টা সেদিন সারা দিন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কাটাই। আমরা সারা দিনমান নানারকম দুর্ভাবনায় কাটিয়েছি। ইতিমধ্যে আমাকে জেনারেল নাসিম অনেকবার টেলিফোন করেন। আমি তাঁকে বলি, 'আপনি আপনার বক্তব্য রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করেন। আপনার বক্তব্য আমি শুনতে পারি, কিন্তু তাঁর ওপর আমার কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার নাই।'

আমি বুঝতে পারি, জেনারেল নাসিমের কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে ম্রিয়মাণ হয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যাবেলায় আমি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের চত্বরে একটু বেড়িয়ে আসি। একটা অনিশ্চিত আবহাওয়া বিরাজ করছিল। মাগরিবের নামাজ পড়ার সময় লক্ষ করলাম, নিজের অজান্তেই আমি আমার বক্তব্য কিছুটা মুসাবিদা করেছি। যা চিন্তাভাবনা করেছিলাম, নামাজ শেষে আমি তাড়াতাড়ি সেগুলো লিখে ফেলি। সন্ধ্যাবেলা আমরা একসঙ্গে বসে আমার বক্তব্য কী হবে সেটা আলোচনা করি।

সেখানে ওয়াহিদউদ্দিন সাহেব যে খসড়াটি দিয়েছিলেন তার সঙ্গে আমি কয়েক পঙ্‌ক্তি যোগ করে দিই, বিশেষ করে শেষের দিকে।

উপদেষ্টা সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ বললেন, 'রক্তের কথাগুলো কি না বললেই নয়?'

আমি বললাম, 'না, এই কথাগুলো থাকতেই হবে।'

দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতার পর আমাদের সেনাবাহিনীর মধ্যে অভ্যুত্থান-সংঘর্ষে বহুবার অযথা রক্তপাত ঘটেছে। আমি সর্বান্তঃকরণে কামনা করি যে, প্রথমবারের মতো সেই রক্তাক্ত ঐতিহ্যের ধারায় এবার ছেদ পড়ুক ।

টেলিভিশনে সম্প্রচারের সময় আমার বক্তব্য কিছুটা সেন্সর করা হয়। কিন্তু পরে সেন্সরমুক্ত সম্পূর্ণ বক্তব্যটা সম্প্রচার করা হয়।

ঘরে ফিরলে আমার বড় মেয়ে রুবাবা টেলিফোন করে কান্নাকাটি করে। কারণ রাস্তায় ট্যাঙ্ক চলছে। আমি বললাম, 'আমি তো ঘরেই ফিরে এসেছি। তোমার কান্নাকাটি করার কোনো প্রয়োজন নাই। আমি ঠিক আছি।'

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ পরে বিবিসি থেকে একজন টেলিফোন করলেন। তিনি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কেমন আছেন?'

আমি বললাম, 'আমি ভালোই আছি, সকাল নটা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত কাজ করেছি।'

তিনি বললেন, 'কাজের শিডিউল তো খুব টাইট, নিশ্চয়ই চাপের মধ্যে আছেন?'

আমি বললাম, 'তেমন কিছু না, এখন তো একটা বিশেষ সময়। কিছু কাজ তো করতেই হবে।'

উনি বললেন, 'রাস্তায় ট্যাঙ্ক চলছে, আপনাদের টেলিভিশন ট্যাঙ্কে পরিবেষ্টিত। তো আপনি এ সম্পর্কে কী বলতে চান?'

আমি বললাম, 'এটা খুব সামান্য সাবধানতামূলক ব্যবস্থা। এতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই।'

তখন তিনি বললেন, 'তাহলে আপনি আমাদের বাংলা বিভাগের সঙ্গে কিছু কথা বলবেন কি?'

আমি বললাম, 'আপনারা আমার সাথে ৫ মিনিট পরে কথা বলেন। কারণ, আমি আমার নিজের বক্তব্য টেলিভিশনে দেখতে চাই, শুনতে চাই।'

টেলিভিশনের বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার বিবিসি থেকে টেলিফোন এল। ফোনে তারা বলল, 'আপনি আমাদের বাংলা বিভাগের সঙ্গে একটু কথা বলুন।'

বাংলা বিভাগ আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'রাস্তায় ট্যাঙ্ক, টেলিভিশনের চতুর্দিকে ট্যাঙ্ক—এই অবস্থায় দেশে নির্বাচন হবে?'

আমি বললাম, 'এখন একটু প্রাথমিক সাবধানতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দেশে তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন শীঘ্রই সংঘটিত হবে।'

বিবিসি বলল, 'আপনি কেমন করে এই কথা বলছেন যখন রাস্তায় ও টেলিভিশন চত্বরে ট্যাঙ্ক পাহারা দিচ্ছে?'

আমি বললাম, 'আমি কী বলতে পারি যে, নির্বাচন হবে না? নির্বাচন আমাদের করতেই হবে। নির্বাচন করতে আমরা বদ্ধপরিকর।'

২০ মে দুপুর ১২টার পর ময়মনসিংহ সেনানিবাস থেকে ব্রিগেডিয়ার জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে ঢাকার উদ্দেশে একটি সেনাদল প্রেরণ করা হয়। দুপুর ২টার পরেই বগুড়া থেকে ব্রিগেডিয়ার শফি মোহাম্মদ মেহবুবের নেতৃত্বে নগরবাড়ী ঘাটের উদ্দেশে একটি ক্ষুদ্র সেনাদল প্রেরণ করা হয়। ২০ মে ১২টা থেকে ২টার মধ্যে কোনো এক সময়ে জেনারেল মাহবুবকে নতুন সেনাপ্রধান নিয়োগ করা হয়। ওইদিন দুপুরে মৌখিকভাবে যশোরকে সেনাদল প্রেরণের জন্য নির্দেশ এবং চারটার সময় চূড়ান্ত লিখিত নির্দেশ দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

২০ মে দুপুর একটায় ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তরে সেনাপ্রধান নাসিম জরুরিভাবে তলব করা কর্মকর্তাদের এক সম্মেলনে ভাষণ দেন। বিকেল পাঁচটা ২০ মিনিটে রেডিও ও টিভিতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জেনারেল নাসিমকে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর প্রদানের ভাষণ প্রচারিত হয়। ইতিমধ্যে জেনারেল মাহবুবকে নতুন সেনাপ্রধান নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। রাত নয়টায় জেনারেল নাসিম দায়িত্ব হস্তান্তরে সম্মত হন। ময়মনসিংহ থেকে আগত সেনাদল জয়দেবপুর চৌরাস্তার কয়েক মাইল উত্তরে এবং বগুড়া থেকে আগত সেনাদল নগরবাড়ী ঘাটে অবস্থান করে। যশোর থেকে কোনো সেনাদল রওনা হয়নি।

২১ মে প্রত্যুষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নাসিম, মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আইনউদ্দিন ও মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ বন্দী হন। ২১ ও ২২ মে আরও চারজন সামরিক কর্মকর্তা—ব্রিগেডিয়ার শফি মোহাম্মদ মেহবুব, ব্রিগেডিয়ার জিল্লুর রহমান, ব্রিগেডিয়ার এম এ বাকের ও ব্রিগেডিয়ার ফজলুর রহমান—বন্দী হন।

২১ মে দিবাগত রাত ১১টা ৫০ মিনিটে বঙ্গভবন থেকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক টেলিফোনে ব্রিগেডিয়ার মো. মতিউর রহমানকে মেজর জেনারেল র‍্যাংকে নিয়োগ দেওয়া হয়। ২৫ মে থেকে মেজর জেনারেল মতিউর রহমানের নেতৃত্বে কোর্ট অব ইনকোয়ারি বা তদন্ত আদালতের কাজ শুরু হয়। ৬ বা ৭ জুন ১৯৯৬ সালে তদন্ত আদালতের প্রতিবেদন সেনাপ্রধান মাহবুবের কাছে দাখিল করা হয়।

১৩ জুন জেনারেল নাসিমসহ মোট সাতজন কর্মকর্তাকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি ও চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। ১৫ জুন আরও চারজন অফিসার এবং ১৮ জুন আরও তিনজন অফিসার অবসরপ্রাপ্ত হন।

রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস অভিযোগ এনেছিলেন যে মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ ও ব্রিগেডিয়ার মীরন হামিদুর রহমান দেশের কোনো একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আঁতাত করে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। কথাগুলো '৯৬-এর মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বলা হলেও ব্যাপারটা ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আগের কথা।

জেনারেল হেলাল মোর্শেদ ও ব্রিগেডিয়ার মীরনকে রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস অকালীন অবসর দেন। সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিম তার প্রতিবাদ করলে তিনি এবং আরও ছয়জন অফিসার চাকরিচ্যুত হন এবং অপর আটজনকে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর দেওয়া হয়। পরে নির্বাচিত সরকার সাতজন বরখাস্ত অফিসারকে বরখাস্তের বদলে অবসর প্রদান করে।

এই ঘটনা সম্পর্কে মেজর জেনারেল (অব.) এম এ মতিন বীর প্রতীক, পিএসসি তাঁর *আমার দেখা ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান '৯৬* গ্রন্থে বলেছেন :

> ২০ মে তারিখের ঘটনাপ্রবাহের ওপর প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের পর জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত অপর এক জরুরি ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'বর্তমান

www.pathagar.com

সাংবিধানিক আয়োজনে মাননীয় রাষ্ট্রপতির ওপর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। মাননীয় রাষ্ট্রপতি স্বীয় বিবেচনায় এবং নিজ সিদ্ধান্তে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।' ২০ মে তারিখে সংঘটিত এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত প্রেসিডেন্টের ভাষণের পর প্রধান উপদেষ্টার এহেন বিভেদ সৃষ্টিকারী ভাষণ দেশ ও জাতিকে এক চরম confusion তথা বিভ্রান্তিকর অবস্থায় নিপতিত করে। প্রেসিডেন্টের ভাষণের পর একই বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক প্রদত্ত এ ভাষণের আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিল কি? উক্ত ভাষণে তিনি আরও বলেন, 'মাননীয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সেনাবাহিনীর দুজন কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের পর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সে সম্বন্ধে আমি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁর সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা করেছি। এসব আলোচনায় দেশের স্থিতিশীলতা ও শান্তি-শৃঙ্খলা যাতে বিঘ্নিত না হয় তার ওপর আমি গুরুত্ব আরোপ করি।'—শুধু গুরুত্বারোপ করেই খালাস। তিনি নিজেকে কোথাও commit করেননি, অথচ প্রধান উপদেষ্টা বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান হিসেবে এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য তিনি একটি positive role play করবেন—এটা সকলেই আশা করেছিল। কিন্তু বাস্তবে ঘটল তার ঠিক উল্টোটি। এ ছাড়া ২০ মের ঘটনাপ্রবাহের ওপর পরিস্থিতির প্রয়োজনে আইএসপিআর প্রদত্ত সরকারি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক, 'সরকার ছাড়া সরকারের পক্ষে কারও কোনো বক্তব্য দেওয়ার অধিকার নেই'—এহেন মন্তব্য ছিল দুঃখজনক এবং বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াসে নিবেদিত। প্রধান উপদেষ্টার এসব অসংলগ্ন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কথাবার্তা ও মন্তব্য সেদিন দেশবাসীকে হতাশ করেছে।

কাজেই এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ২০ মের বিদ্রোহ ও ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমানের ভূমিকা ছিল বিতর্কিত ও বিভ্রান্তিকর। ২০ মের বিদ্রোহ ও ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানের মতো এমন এক স্পর্শকাতর বিষয়ে জাতির উদ্দেশে বেতার, টিভিতে তাঁর বিভেদ সৃষ্টিকারী ভাষণ ও তৎপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত নানাবিধ বক্তব্য থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে প্রধান উপদেষ্টা এবং জেনারেল নাসিম—দুজনের অবস্থান ছিল প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে। অন্য কথায় বলা চলে যে প্রধান উপদেষ্টার ভূমিকা ছিল ২০ মের বিদ্রোহ ও ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানের পক্ষে এবং প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে তিনি সমর্থন জুগিয়েছিলেন ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানের নায়ক জেনারেল নাসিমকে।

২৩ মে শেখ হাসিনা বিতর্কিত ১৭টি ক্যাসেট ও বেতার ভাষণে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উল্লিখিত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কতিপয় সেনাকর্মকর্তার যোগাযোগের প্রমাণ জনগণের সামনে প্রকাশের দাবি জানান। একই সঙ্গে ২২ মে কোন কোন সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা বিএনপি কার্যালয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের নাম প্রকাশ করে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেন। শেখ হাসিনা বলেন, 'জনমনে ব্যাপক সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে যে রাষ্ট্রপতির হাতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থাকলে নির্বাচন অবাধ ও মুক্ত হবে না।' তিনি অভিযোগ করেন যে রাষ্ট্রপতি বিএনপির একজন প্রতিনিধির মতো কাজ করছেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'যদিও তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আগামী ১২ জুনের নির্বাচন তদারকির জন্য কিন্তু তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে না, যতক্ষণ

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতির হাতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থাকবে।' অনেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। বিষয়টি ছেলের হাতে মোয়া যে নয়, তা অনেকে অনুধাবন না করে বেমওকা কথা বললেন। মাঝখান থেকে রাষ্ট্রপতির ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মধ্যে যে একটা অকার্যকর দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে, তা অনেকে খেয়াল না করে নানা ধরনের ঢালাও মন্তব্য করতে থাকেন।

সেনাবাহিনীতে সাম্প্রতিক ঘটনার বিষয়ে আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'বেগম খালেদা জিয়া তাঁর নিজের নির্বাচনী তৎপরতা বন্ধ করে ২৭ ঘণ্টা তাঁর রাজনৈতিক কার্যালয়ে ছিলেন কেন—এসব জনগণের মধ্যে অবাক করা একটা প্রশ্ন। তিনি এ কথা কেন বললেন যে নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অপসারণ করতে তাঁর বেশি সময় লাগবে না? তিনি এ কথা কেন বললেন যে প্রয়োজন হলে তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবেন? এর পরই এ ঘটনাগুলো ঘটেছে। সে জন্য আওয়ামী লীগ বক্তব্য রাখে, 'দেশের মানুষ মনে করে যে এখানে রাষ্ট্রপতি—যার হাতে দেশরক্ষা বাহিনীকে রাখা হয়েছে—এটা থাকলেই নির্বাচনের প্রাক্কালে এ ধরনের ঘটনা ঘটবে, এটা তো আমরা আগেই আশঙ্কা করেছিলাম।'

২৩ মে ১৯৯৬ ভয়েস অব আমেরিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আমি বলি, 'সেনাবাহিনীতে উদ্ভূত ঘটনায় দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এতে আসন্ন নির্বাচনের ওপর অবশ্যই প্রতিকূল প্রভাব পড়ত, কিন্তু পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক এবং নিয়ন্ত্রণাধীন। এ অবস্থায় আমি মনে করি, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোনো অসুবিধা হবে না। আমি আশা করি, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা আমাদের প্রধান লক্ষ্য—সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে মনোনিবেশ করবেন এবং এ লক্ষ্যে ইতিবাচক ভূমিকা অব্যাহত রাখবেন। দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বজায় রাখতে হলে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই?'

২৫ মে ১৯৯৬ বিবিসি রাষ্ট্রপতি বিশ্বাসের যে সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করে তার একটি প্রতিবেদন ২৬ মে দৈনিক *ইত্তেফাক*-এ প্রকাশিত হয়। তার সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নরূপ :

> বিবিসির সংবাদদাতা আতিকুস সামাদ প্রেসিডেন্টকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণে বলিয়াছেন যে, যে দুইজন সামরিক কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর দান করা হইয়াছে, তাহারা একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনি দলের নাম বলেন নাই। এই ২ জন কর্মকর্তা যে দলের সাথে যোগাযোগ করিয়াছেন, আপনি তাহার নাম বলিবেন?' জবাবে প্রেসিডেন্ট বলেন, '১২ জুন যে সাধারণ নির্বাচন হইবে তাহা অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হইবে। সারা পৃথিবী তাহাকে গ্রহণ করিবে বলিয়া তিনি এমন কোনো জবাব দিবেন না, যাহার উপর কোনো প্রতিক্রিয়া হইবে। সেই জন্যই তিনি পার্টির নাম বলিবেন না। ইহাতে প্রতিক্রিয়া হইতে পারে।'

www.pathagar.com

আতিকুস সামাদ : আপনি যে নির্বাচনের কথা বলিলেন তাহা হইলে এই সময়ে কি এই পদক্ষেপ না নিলে হইত না? এই পদক্ষেপের ফলে তো নির্বাচন না হওয়ার মত পরিস্থিতিও হইতে পারিত।

প্রেসিডেন্ট : পদক্ষেপটা প্রয়োজন দেশের শান্তির জন্য। এখন সমগ্র আর্মি পার্সোনেল তথা দেশের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান। দেশের মানুষ এই শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখাটাকে প্রেসিডেন্টের অবশ্য কর্তব্যের অন্যতম মনে করে। সে ক্ষেত্রে নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া এত বড় ব্যাপারকে আগাইতে দেওয়া যায় না। এক হিসাবে এত বড় ব্যাপারটাকে ধরিয়া রাখার প্রশ্নই আসে না।

আতিকুস সামাদ : অতএব আপনি পদক্ষেপ নিয়াছেন। এসব পদক্ষেপ নেওয়ার আগে আপনি বলিয়াছেন যে, আপনার সামনে কিছু তথ্য-প্রমাণ হাজির করা হইয়াছিল এবং সেইগুলি আপনি দেখিয়াছেন। কী ধরনের তথ্য-প্রমাণাদি হাজির করা হইয়াছে?

প্রেসিডেন্ট : আমি একজন বর্ষীয়ান আইনজীবী, ৪০ বছরের বেশি সময় আমি আইনের ব্যবসা করিয়াছি। সাক্ষ্যপ্রমাণ না থাকিলে আমি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছি তাহা করা যায় না। আমি জানি তথ্য-প্রমাণাদির কথা। ঐগুলি দেখিয়া বুঝিয়া শুনিয়া সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে এবং এসব তথ্যাদি প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহারাই যাহারা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। আর্মি পার্সোনেল, ডিজিএফআই চিফ বা প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান মেজর জেনারেল আবদুল মতিন, বীর বিক্রম এই দায়িত্বে নিয়োজিত। তাহার দায়িত্ব কোথায় বসিয়া কে কি করেন তাহা সংগ্রহ করা। তিনি সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার লোকজনের মাধ্যমে, সেই সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমি প্রয়োজনীয় আদেশ দিয়াছি। কিন্তু আদেশ দেওয়ার আগে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আবদুল হাকিমের নিকট হইতে আমি এসব জানি, তিনি একজন দক্ষ সিভিল সার্ভেন্ট। তাহাকে যেসব রিপোর্ট, প্রতিবেদন, কাগজপত্র, দলিলাদি দেওয়া হইয়াছিল তাহা আমিই তাহাকে দিয়াছি এবং বলিয়াছি আপনি দেখেন এখানে কি আছে।

আতিকুস সামাদ : প্রথমে আপনি আপনার বক্তৃতায় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ আনিয়াছিলেন। কিন্তু আজ আইএসপিআরের বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, তাহারা সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আপনি প্রথমে তাহা বলেন নাই কেন?

প্রেসিডেন্ট : ইহা বলিয়াছি এই জন্য যে, তাহাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের কথা বলা হইলে তাহাদের গুরুতর সাজা দিতে হইত। নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ধরনের সাজা দেওয়াটা সমস্যা সৃষ্টি করিতে পারে। কাজেই ব্যাপারটি হালকা করার জন্যই নমনীয় হইয়া উহা করা হইয়াছে।

অভিযুক্ত সেনাকর্মকর্তাদের পক্ষে বলা হয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আইন রুলসের ১৫৭ নং ধারা তাঁরা লঙ্ঘন করেছেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কী তা তাঁদের জানতে দেওয়া হয়নি। কোনো সাক্ষী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী বক্তব্য রাখল, তাও অভিযুক্তদের জানতে দেওয়া হয়নি। সাক্ষীদাতাদের জেরা করার যে অধিকার অভিযুক্তদের থাকে সে অধিকার তাঁদের দেওয়া হয়নি।

বাংলাদেশ সংবিধানের আর্টিকেল ৬২(১) (খ), সংবিধানের আর্টিকেল ১৩৪, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আইনের সেকশন ১৮, সেনাবাহিনী আইন রুলস এর রুল

www.pathagar.com

৯-এ, ৯-বি, ৯-সি, ১২ ও তৎসংলগ্ন নোট, আর্মি রেগুলেশন রুলসের রুল ২৬২ এবং ২৬৯-এ আইন দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করে দুইজন সেনাকর্মকর্তাকে অবসর দেওয়া হয় কি না, বা জেনারেল নাসিম সেনাবাহিনী আইনের সম্মান ও সেনাবাহিনীর স্বার্থ রক্ষার্থে রাষ্ট্রপতি বিশ্বাসের কাছে এই অনিয়মের প্রতিবাদ করেন কি না, কিংবা সেনাবাহিনীতে তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ অফিসার হেলাল মোর্শেদের চাকরি যাওয়ার কারণে তিনি নিজের অবস্থান সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে প্রতিবাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কি না—সে-সব ব্যাপারে আমার নতুন করে বিবেচনা করার কিছু নেই। জেনারেল নাসিম তাঁর উদ্দিষ্ট অর্জনে সাফল্য লাভ করলে নির্বাচন কীভাবে প্রভাবিত হতো বা তা আদৌ ভেস্তে যেত কি না—সে-সম্পর্কে কোনো জল্পনাও এক্ষণে অপ্রয়োজনীয় বা অপ্রাসঙ্গিক।

সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইবে এবং আইনের দ্বারা তাহার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং যে মেয়াদে ৫৮ খ অনুচ্ছেদের অধীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকিবে সেই মেয়াদে উক্ত আইন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিচালিত হইবে।'

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান ও সেই সরকারের মেয়াদে প্রতিরক্ষা বিভাগের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত রাখার বিধান চালু থাকলে সর্বাধিনায়ক হিসেবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব কী, তিনি কী নিয়মে তা পালন করবেন এবং তাঁর কী ক্ষমতা ও কী নিয়মে সেই ক্ষমতা তিনি প্রয়োগ করবেন—তা রেওয়াজ-নির্ভর না হয়ে আইন দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

আমি ২০ মে যে বক্তব্য দিই তার পুনরুক্তি করতে চাই। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর বিধান অনুযায়ী সেনাবাহিনীর ব্যাপারে আমার কোনো দায়িত্ব ছিল না। এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল রাষ্ট্রপতির ওপর। এ ব্যাপারে আমার কাছে কোনো পরামর্শ চাওয়ার এবং আমার কোনো পরামর্শ দেওয়ার অবকাশ ছিল না। ২০ মে দুজন ছাড়া যে আটজন উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে ও তাঁদের সম্মতি নিয়ে আমি ওই বক্তব্য দিই। সেনাবাহিনী সম্পর্কে দায়িত্ব ও দুর্ভাবনা ছিল একমাত্র রাষ্ট্রপতিরই। সেখানে অযাচিতভাবে আমি কিছু বলতে উৎসাহিত বোধ করিনি। আশু নির্বাচন যাতে বিঘ্নিত না হয় সেজন্য আমি একটা আকুল আবেদন রাখি। আমার সৌভাগ্য যে বড় ধরনের গোলযোগ পরিহার করে সংশ্লিষ্ট সকলের শুভবুদ্ধির কারণে এবং তাদের সহায়তায় আমার ওপর অর্পিত কাজ আমি নির্বাহ করতে পারি।

www.pathagar.com

সরকারের জনসংযোগ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেওয়ার পর জাতির উদ্দেশে যে ভাষণ দিই সেখানে আমি বাংলা ভাষায় শুরু করি—পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহর নামে, পরম করুণাময় আমাদের ওপর প্রসন্ন হোন।

আমি উল্লেখ করি :

দক্ষিণ এশিয়ায় তথা এশিয়ায় আমাদের নির্বাচনের অভিজ্ঞতা বেশ দীর্ঘকালের। ১৮৮৫ সালে আমাদের দেশে অতি সীমিতভাবে স্বায়ত্তশাসনের জন্য নির্বাচন প্রথার সূত্রপাত হয়। আজ সেই নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারে পূর্ণতা লাভ করেছে। কিংবদন্তি-ইতিকথায় আমরা শুনি বাংলাদেশে দুটি স্বর্ণময় যুগের সূচনা হয় এক ধরনের নির্বাচনের মাধ্যমে। পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা গোপাল এবং স্বাধীন হুসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন হুসেন শাহ উভয়ই এক ধরনের মনোনয়ন-নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধান প্রশাসক হিসেবে জনগণের কাছে গৃহীত ও সমাদৃত হন।...

প্রশাসনে জনগণের পূর্ণ শরিকানা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জবাবদিহির সমন্বয়ে কল্যাণকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি উঠেছে। প্রশাসনে যেমন জনগণের পূর্ণ শরিকানার বিধান থাকবে, তেমনি থাকবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জবাবদিহির বিধান। আমাদের দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ প্রজাস্বত্ব আইন, ঋণসালিশি আইন, মহাজনী আইন পাস করে সাধারণ মানুষের দুঃখ লাঘব করার চেষ্টা করেছিলেন। নির্বাচনের মাধ্যমেই আমরা ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করি।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের মুখবন্ধ একটি নিদারুণ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। মানবিক অধিকারকে সংরক্ষিত করতে না পারলে মানুষ অত্যাচার ও

www.pathagar.com

নিপীড়নের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য হতে পারে। এ ধরনের দুঃসময় এসেছিল ১৯৭০ সালে। সেই সময় নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দেশ শাসনে এবং সংবিধান প্রণয়নে অন্যায়ভাবে ব্যাহত হন, তখন সেই নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেদের উৎসর্গ করে।

ওই ভাষণে আমি বলি, 'সরকারের কাজ অসহ্য রকম দুরূহ না করা হলে বিশেষ আইন পারতপক্ষে ব্যবহার করা হবে না।' আমি এটাও বলি যে, 'আমরা সংবিধানে যে অঙ্গীকার করেছি, তা পালন করার দায়িত্ব সকলের। নাগরিক কর্তব্য একদিক থেকে সরকারি কর্মচারীর কর্তব্যের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র একাধিক দেশে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছে। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা কোনোমতেই যেন বিঘ্নিত না হয়, তার জন্য আমাদের কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।' আমি আরও বলি, 'স্বাধীনতার দায়ভার প্রবল। আমরা ততটুকুই ভোগ করবো, যতটুকু আমরা অর্জন করেছি।'

আমি উপসংহারে বলি, 'আমাদের দেশের মানুষের চাহিদা অতি সামান্য। সেই সামান্য চাহিদা আমরা মেটাতে না পারলে আমরা এক বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হব। দেশের খেটে-খাওয়া মানুষই হচ্ছে আমাদের আদর্শ। আমরা তাদের অনুকরণ করার চেষ্টা করব।'

৪ এপ্রিল ১৯৯৬ রাদিও ফ্রঁস অ্যাঁতারনাশিওনালকে এক সাক্ষাৎকারে আমি বলি, 'এই মাত্র ১০০ ঘণ্টা পার হয়েছে এবং এই ১০০ ঘণ্টার মধ্যে আমি মোটের ওপর একটা শ্রদ্ধার্হ উপদেষ্টাবর্গ গঠন করতে পেরেছি।...বিভিন্ন প্রত্যাশার মাঝে আমি একটা ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করেছি।'

মে মাসের প্রথম দিকে অধ্যাপক ইউনূস আমাকে বললেন, 'আমার কাছে অনেকেই বলে যে, আপনাদের প্রধান উপদেষ্টাকে বলবেন প্রতি ১৫ দিনে যেন তিনি একটা বক্তৃতা দেন।'

আমি হেসে তাঁকে বললাম, 'তাহলে আমি কাজ করব কখন!' আমাদের মিলিটারি সেক্রেটারি তখন বললেন, 'আপনি তো স্যার প্রতি মাসেই দুটো করে বক্তৃতা দিচ্ছেন।' আমি বললাম, 'তাই নাকি!'

২ মে ১৯৯৬ বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে বুদ্ধের কথা উল্লেখ করে আমি বলি :

'ঘৃণায় ঘৃণা নিবৃত্ত হয় না, ঘৃণার নিবৃত্তি হয় প্রেমে, এই তো পুরাতন বিধি।' ইসলাম ধর্ম বলছে, 'ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই। তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার।' তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সকলেই বিশ্বাস করতো। আর যারা আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে আহ্বান করে তাদের তোমরা গালাগাল করবে না। আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নিয়ম-কানুন নির্ধারিত করেছেন। আজ সারা বিশ্বে যেখানে জাতিগত সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে, সেখানে বাংলাদেশে আমরা তুলনামূলকভাবে সকল সম্প্রদায় মিলে শান্তিতে বসবাস করছি। মানবকল্যাণ

www.pathagar.com

ও মানবাধিকার সংরক্ষণে এই অঞ্চলে মহাসমারোহে একটা বড় বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। সেই আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিনিয়োগ ও বিনিময়ে সুযোগের সদ্ব্যবহারে আমরা সকল শান্তিপ্রিয় দেশের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে যেতে চাই। আজকে এশিয়ার স্বপ্ন বলে যে কথাটা উঠেছে, তা দেশের সকল সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় আমরা সফল করে তুলব।

১৩ এপ্রিল ১৯৯৬ বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে জাতির উদ্দেশে আমি বলি, 'দেশের সরকারের গৃহীত নীতি ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত থাকা স্বাভাবিক। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার অত্যন্ত সীমিত কালের মধ্যে কতকগুলো সীমিত উদ্দেশ্য পালনের জন্য গঠিত। দেশের বিরাজমান বিভিন্নমুখী সমস্যার পুরোপুরি সমাধান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য নির্ধারিত স্বল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব নয় এবং তা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণও নয়। জনগণের নির্বাচিত সরকার যথাসময়ে দেশের বিরাজমান সমস্যার উপযুক্ত সমাধান খুঁজে বের করবে।'

ওই ভাষণে আমি আরও বলি :

আমাদের হাতে সময় অত্যন্ত কম।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটা ন্যূনতম ঐকমত্যের মাধ্যমে কাজ করার প্রয়াস চালিয়ে যাবে। যখন প্রয়োজন হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিজ বিবেচনায় স্বাধীনভাবে তাদের কর্তব্য পালন করতে দ্বিধা করবে না।

দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতির চাকা সচল করাও বর্তমান সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। দেশের সীমিত সম্পদ যাতে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়, সেই লক্ষ্যে সকল খাতে ব্যয় সংকোচনের নীতি এই সরকার গ্রহণ করেছে। শিল্প খাতে বিশেষ করে পোশাক শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ ইত্যাদির সরবরাহ যাতে অক্ষুণ্ন থাকে, সেদিকে আমরা দৃষ্টি রাখছি। দেশের বন্দরগুলো এখন পুরোদমে কাজ করছে। উত্তরাঞ্চলে সার ও ডিজেল যাতে সুষ্ঠুভাবে সরবরাহ করা হয় তার জন্য আমরা জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

২৫ মে ১৯৯৬ জাতীয় পর্যায়ে নজরুল জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন হবে। আমি উপদেষ্টাবৃন্দকে সেই অনুষ্ঠানে সামনের সারিতে আসন গ্রহণ করে উপস্থিত থাকতে বলি। আমি ওই অনুষ্ঠানে বলি :

আমাদের দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানে যেসব মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে, তা জগতসভার মধ্যে ১৯৪৮ সালে সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ হিসেবে গৃহীত হওয়ার আগেই আমরা নজরুলের কাছ থেকে পেয়েছি। সংবিধানের ২৭, ২৮ ও অন্যান্য অনুচ্ছেদের কথাগুলো সাদরে গ্রহণ করার জন্য নজরুল আমাদের মন ঠিক করে গিয়েছিলেন।...যে সমাজতন্ত্রের কথা আমরা সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করেছিলাম এবং পরে সংশোধন করে একটা ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়েছি—'সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার', তারও প্রথম পাঠ আমরা পেয়েছি নজরুলের লেখা থেকে।...দক্ষিণ এশিয়ায় নজরুলই প্রথম সাহিত্যিক, দ্বিধাহীনকণ্ঠে স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন এবং ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রকাশ্য ডাক দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

এই বক্তব্যগুলোর ওপর বেশ কিছু প্রশংসাসূচক সম্পাদকীয় লেখা হয়। কিন্তু কিছু কিছু সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে ভাষণের শেষাংশ অপ্রাসঙ্গিক ও অবোধগম্য বলে সমালোচনা করা হয়। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে ভেবেচিন্তে এই কথাগুলো চয়ন করি :

> দেশের ক্রান্তিলগ্নে আমি সেই মহান মানবদরদি কবির দোহাই দিয়ে আকুল আবেদন জানাই, আপনারা সবাই মিলে সব রেষারেষি ভুলে গিয়ে শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করবেন।
>
> প্রজাতন্ত্রের সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। সরকার ছাড়া সরকারের পক্ষে কারও কোনো মন্তব্য বা বক্তব্য দেওয়ার অধিকার নেই। সাংবিধানিক শক্তির প্রতিটি কেন্দ্র এবং সাংবিধানিক কর্তব্য পালনরত প্রতিটি অঙ্গ নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে। একে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আমরা সব পরিস্থিতির মোকাবিলা করব। এখানে কোনো ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ নেই। নিরন্তর বোঝাপড়ার মাধ্যমে দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে পূর্ণ মতৈক্য রক্ষা করার আমরা চেষ্টা করেছি। এ পর্যন্ত সেই কঠিন কর্মে আমরা যে সাফল্য অর্জন করেছি তার ফসল আমরা ঘরে তুলতে চাই। লাটাই ছাড়া বিনি সুতোর ঘুড়ি আকাশে উড়িয়ে যাঁরা নিজের অজান্তে, সদিচ্ছা সত্ত্বেও নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছেন তাঁদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ, আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের সংযত করুন। এখন সর্বপ্রকার দুর্ভাবনাবিলাস পরিহার করা কর্তব্য। শান্তির জন্য স্বপ্ন দেখা দুর্ভাবনার চেয়ে শ্রেয়। একটু সবুর করুন, আর ১৮ দিনের মাথায় জাতিকে স্থিতপ্রজ্ঞায় রায় দিতে সাহায্য করুন।
>
> বর্তমান সরকার গঠনের প্রাক্কালে দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল সরকারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এটা আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, সৎউদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে যাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, তাঁরা তাঁদের ওয়াদার বরখেলাপ করেন না। আমি পরিষ্কার করে এই হুঁশিয়ারি দিতে চাই দেশে বিরাজমান স্বাভাবিক অবস্থাকে কেউ ব্যাহত করতে চাইলে সেই অপপ্রয়াসকে আপনাদের সরকার কোনো প্রশ্রয় দেবে না এবং কঠোর হস্তে তা দমন করবে। আমরা একটা ভালো কাজ শুরু করেছি, ইনশাআল্লাহ আমরা তা শেষ করে যাব।

শেষাংশের কিছু যেন আমার কণ্ঠস্বরে সম্প্রচার করা হয় তার জন্য আমি নির্দেশ দিই। সেই সপ্তাহে আমি আমার প্রতিটি ভাষণে দেশে শান্তিরক্ষার জন্য যুগপৎ আবেদন ও সাবধানবাণী উচ্চারণ করি।

ড. ইউনূস আমাকে বারবার অনুরোধ করেন যে সরকারকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের অনুষ্ঠান করতে হবে। কয়েক বছর ধরে এ ব্যাপারে কেউ মনোযোগ দেননি। তাঁর কথায় সায় দিয়ে আমি ২৬ মে ১৯৯৬ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদ্বোধন করে বলি, 'আপনারা ভেবে দেখবেন, পাঠ্যনির্বাচনে এমন কিছু করা যায় কি না যে বিজ্ঞান, মানবিক বা বাণিজ্যিক সকল স্কুলছাত্রের জন্য দুটো বিষয় অবশ্যপাঠ্য হিসাবে রাখা যায় কি না। একটি দেশের ইতিহাস-সংস্কৃতি এবং অপরটি হবে বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে। আকর্ষণীয় সম্মানী দিয়ে দেশের বরেণ্য লেখকদের কাছ থেকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এমন দুটি পাঠ্যবই শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে বেছে নিতে হবে।'

www.pathagar.com

ওই অনুষ্ঠানে আমি আরও বলি, 'মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা কেমন করে মর্মে পৌঁছে, তার একটা উদাহরণ আমার নিজের ঘর থেকে দিই। আগের রাতে আমি টিভিতে *দ্য সাউন্ড অব মিউজিক* ছবিটি দেখি। পরের দিন সকালে আমি যখন বললাম, "ফিল্মটি দেখার পর আমার মনে হয় আমার বয়স বিশ বছর কমে গেছে" তখন আমার কনিষ্ঠা কন্যা একটা মন্তব্য করলো যা আমি ভালো করে শুনতে পাইনি। আমার কন্যা খুব ছোটবেলা থেকে বেশ শক্ত শক্ত বাংলা বলে। তাই আমি বললাম, "মানে না বুঝে কী যে বলিস?" বোনেরা বোনেরা বেশ ওকালতি করতে পারে, তাদের মধ্যে রেষারেষি থাকলেও। আমার মধ্যমা কন্যা কনিষ্ঠার দিকে টান টেনে বলল, "আব্বা, ও তো ঠিকই বলেছে।" আমি বললাম, "ও কী বলেছে?" আমার গলায় অভিযুক্তের কণ্ঠস্বর। উত্তরটা শুনে আমি একেবারে লাজওয়াব, "তোমার পরাগায়ণ হয়েছে।" আমার নিজের প্রয়োজনে বাংলাদেশে রচিত পাঠ্যপুস্তক থেকে বহু বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ ঋণ করেছি আমার কন্যাদের সহায়তায়। আপনারা হয়তো অনেকে জানেন না বাংলায় লেখা বাংলাদেশের বিজ্ঞানের বই দেশের বাইরে বেশ সমাদর লাভ করেছে।'

আমি আরও বলি, 'বিজ্ঞানের সত্যনিষ্ঠা, বস্তুনিষ্ঠা ও তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে প্রযুক্তির প্রায়োগিক সম্ভাবনাকে দেশের উন্নয়নকর্মে কী করে কলম বাঁধা যায়, সে ব্যাপারে আমরা গভীরভাবে চিন্তা করব। বিজ্ঞানের শুভ সম্ভাবনার চরিতার্থতার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আমাদের শান্তি বজায় রাখতে হবে। বিজ্ঞানকে অনুসরণ করে আমাদের জয়যাত্রার পথে যে অভিযান সেই পথে দেশের সকল তরুণমনকে আকৃষ্ট করতে হবে। সকলের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আমরা যে ভালো কাজ শুরু করেছি, তা ভণ্ডুল করার চেষ্টা করবেন না।'

ওই অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানচর্চায় বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা যে অবদান রেখেছেন তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও আমি তুলে ধরি।

www.pathagar.com

সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন

৪ জুন ১৯৯৬ ওকাবের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর বৈঠকে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'কোনো রাজনৈতিক দল, বিশেষত একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল আপনার নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে। এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?'

এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি, 'সব রাজনৈতিক দলই সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। ছোটখাটো প্রায় সকল ব্যাপারেই প্রশ্ন উঠেছে—টেলিভিশনে কী দেখানো হবে, কোথায় জনসভা হবে, বিশেষ কোনো ঘটনার কথা কেন প্রকাশ করা হয়নি, নির্বাচন কমিশন কেন বিশেষ অভিযোগটি সময়মতো গ্রহণ করেননি, ঋণখেলাপিদের কেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে—এমনই অনেক বিষয়। এসব প্রশ্নে আমার জবাবটা হলো সোজা। আমাদের একটা আইনগত ব্যবস্থা আছে। আমাদের একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থা আছে। আমাদের একটা বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা আছে। সুতরাং আমাদের কোনো বিরোধ থাকলে...'

৪ জুন ১৯৯৬ ভয়েস অব আমেরিকায় সম্প্রচারিত আমার এক সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করা হয়, 'আপনি কি মনে করেন যে আপনি সব রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাচ্ছেন?'

আমি বলি, 'সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীতে সাতটি ইংরেজি শব্দের জন্য (The last retired Chief Justice of Bangladesh) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভার আমার কাঁধে এসে পড়েছে। আমি নিজেকে বুঝিয়েছিলাম যে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতার নিশ্চয়তা না পেলে এই ভার গ্রহণ করা আমার উচিত হবে না। আমাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, সহযোগিতার ব্যাপারে আমি যেন রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে লিখিত

www.pathagar.com

প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করি। আমি বলেছিলাম, 'না, মুখের কথাই আমার জন্য যথেষ্ট।' একজন রাজনৈতিক দলপ্রধান প্রেসের মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে পূর্ণ সহযোগিতার কথা জানাতে পছন্দ করেন। অন্যান্য প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতারা আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেন এবং প্রত্যেকে আমাকে তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। কোনো রাজনৈতিক নেতা বা কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের মতো অত্যন্ত কঠিন এক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাদের প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। আমি সবার কাছ থেকে সহযোগিতা পাচ্ছি কি না, সে সম্পর্কে আমার তেমন কিছু বলা উচিত নয়; বরং তাদের প্রতি সকল প্রকার সরকারি সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করতে পারছি কি না আমি সে ব্যাপারে বড় বেশি উদ্বিগ্ন।'

বিএনপি ছাড়া প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলপ্রধানের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ-কথাবিনিময় হয়। প্রধান দুই দলে আমার বেশ কয়েকজন বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন, যাঁরা সময়ে-অসময়ে দেখা করতে বা টেলিফোনে কথা বলতে পারতেন। তাঁদের কেউ এমন কোনো অনুরোধ করেননি, যে ব্যাপারে আমাকে সরাসরি 'না' বলতে হয়। আমি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিএনপির নেতা শামসুল ইসলামের সহায়তায় খালেদা জিয়ার সঙ্গে কথা বলেছি—কোনো সময় তাঁর, কোনো সময় আমার প্রয়োজনে। একদিন তিনি বললেন, তাঁর এক তরুণ সমর্থক খুন হয়ে গেছে। আমি স্থানীয় জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছ থেকে জানলাম, কথাটা সত্য নয়। কোনো অতি উৎসাহী সমর্থক এমন সংবাদ ছড়িয়েছেন। বিএনপির ছাত্রদলে বয়স্ক অছাত্রনেতা থাকলে খালেদা জিয়া বলতেন, দলের মধ্যে বড় ভাইয়ারা না থাকলে ছোটরা কাদের কাছ থেকে শিখবেন। তাঁর এরূপ স্নেহার্দ্র মমতার জন্য তরুণ ভক্ত-সমর্থকদের আনুগত্য অর্জনে তিনি প্রশংসনীয়ভাবে সফল হন।

আমার নিজের প্রয়োজনে আমাকে একবার কথা বলতে হয়। দপ্তরে আমার টেবিলের দেরাজ ব্যবহার করার তেমন দরকার পড়ত না। আমার কাজ খোলামেলা ছিল। আমি আন্দাজ করতে পারতাম, আমার কাজকর্মের কথা বাইরে কারা কোথায় পাঠাচ্ছে। আমি উদ্বিগ্ন হইনি। কাউকে বদলও করিনি। একদিন টেবিলের ডান দেরাজ টেনে কিছু ফাইল খুলতেই চোখে পড়ে ফ্লুইড দিয়ে সংশোধিত নানা লেখা। ফাইলগুলো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে যাবে জানার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো বন্ধ করে আমি খালেদা জিয়ার সঙ্গে কথা বললাম। ভাবলাম, তাঁরও কিছু বলার থাকতে পারে। যে অবস্থায় ফাইলগুলো পাওয়া গেছে, মুখ্য সচিবকে সেভাবেই সেগুলো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দিতে বললাম।

রওশন এরশাদ একাধিকবার তাঁর স্বামীর মুক্তির জন্য দেখা করেন। নির্বাহী আদেশে তাঁর স্বামীকে মুক্ত করতে না পেরে আমার বড় খারাপ লেগেছে।

www.pathagar.com

খারাপ লেগেছিল বিদেশে উচ্চশিক্ষিত আইন পরামর্শকেরা যখন তাঁকে আমার কাছে অসময়ে অনুরোধ করতে পাঠাতেন। পরে সংসদ সদস্য হিসেবে রওশন এরশাদ সংসদে তাঁর দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করেন এবং তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করে প্রকাশ করেন।

নির্বাচন চলাকালে সাইফুর রহমান স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অনুযোগ করেন। আমি তাঁকে নির্বাচন কমিশনের স্থানীয় কার্যালয়ে খবর দিতে বলি। বিএনপির একজন সাবেক মন্ত্রী তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে দুর্ভাবনা করলে আমি স্থানীয় জেলা প্রশাসনকে অনুরোধ করি, নির্বাচন চলাকালে শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাদা পোশাক পরিহিত দুজন সদস্য যেন তাঁর দেখাশোনা করেন।

জামায়াতে ইসলামীর দলপ্রধান গোলাম আযম তাঁর সহকারীদের সঙ্গে দেখা করতে এসে প্রথমে বলেন, 'আপনার জন্যই আজ আমি এখানে আসতে পেরেছি।' আমি তাঁকে বললাম, 'এ কথা বলে আমাকে বিব্রত করবেন না। অন্য সব দলের মতো আপনার দলের নির্বাচনপ্রার্থীদের মধ্যে আপনার মনোনীত মুখপাত্ররা রেডিও-টেলিভিশনে সমান সুযোগ পাবেন।'

www.pathagar.com

তথ্যমাধ্যম ও রাজনৈতিক দলসমূহ

১৯৯০ সালের আগে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ওপর সরকারের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের আমলে প্রেসকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। বিশেষ ক্ষমতা আইনের যেসব বিধানের ফলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সীমিত ছিল, সেগুলো উঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৯১ সালে সাহাবুদ্দীন সাহেবের নির্বাচিত সরকার প্রেসনীতি অনুসরণ করে প্রিন্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রে তাদের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করে। মিডিয়াগুলো যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, সে জন্য যথোপযুক্ত নির্দেশ দেওয়া নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অন্যতম কর্তব্য এবং তা দেওয়া হয়েছিল। তথ্য মন্ত্রণালয় আমার তদারকিতে ছিল এবং কোনো পার্টি এই অভিযোগ করেনি যে এই সরকার মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও রেডিও প্রতিটি পার্টির মেনিফেস্টো এবং ন্যায়নীতি প্রচারের সমান সুযোগ করে দিয়েছিল। একমাত্র ব্যতিক্রমী ছিল জাতীয় পার্টির প্রধান এরশাদকে টেলিভিশনে অথবা বেতারে বক্তৃতা দিতে না দেওয়া।

জেল কোডের বিধান অনুযায়ী একজন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত জেল থেকে পড়াশোনা করতে পারেন, লেখালেখি করতে পারেন। কিন্তু তিনি প্যারোলে বেরিয়ে এসে জনসভা করতে পারেন না বা রেডিও-টিভিতে ভাষণ দিতে পারেন না। জেলবন্দী হওয়া সত্ত্বেও এরশাদ যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারলেন, তাঁর উকিলেরা আইনের সুযোগ নিতে পেরেছিলেন বলে সেটা সম্ভব হয়েছিল। পাঁচ বছরেও এরশাদের বিরুদ্ধে আদালতে দেওয়া কোনো দণ্ড চূড়ান্তভাবে কার্যকর করা হয়নি বলেই তিনি জেল থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। এরশাদকে টিভি-রেডিওতে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া যায় কি না, সে ব্যাপারে ভেবে দেখতে বিবিসির একজন প্রতিনিধি আমাকে অনুরোধ করেন। আমি তাঁদের পরিষ্কার

www.pathagar.com

বললাম যে তা দেওয়া যায় না। আমি তাঁদের পাল্টা প্রশ্ন করলাম, জেরি অ্যাডামসকে কি বিবিসি বা ব্রিটিশ টেলিভিশনে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে? বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সময় জাতীয় পার্টিকে টিভি বা রেডিওতে কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। ১৯৯৬ সালে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে নিজেদের বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

৯ জুন ১৯৯৬ দুপুরে বিচারপতি এম এম হক ও বিচারপতি এম এ মতিন সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ তাৎক্ষণিকভাবে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রধানদের মতো এরশাদকেও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রেডিও-টেলিভিশনে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ দানের জন্য সরকারের ওপর নির্দেশ জারি করেন। হাইকোর্টের নির্দেশে আরও বলা হয়, এরশাদের বক্তব্য টিভি ভবনে বা রেডিও ভবনে অথবা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রেকর্ড করতে হবে। সরকার ইচ্ছে করলে ভাষণের বিতর্কিত অংশ সম্পাদনা করতে পারবেন বলেও হাইকোর্টের নির্দেশে উল্লেখ করা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে অ্যাটর্নি জেনারেল নুরুল্লাহ হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের এপিলেট ডিভিশনে লিভ আবেদন দাখিল করেন। জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধায় অফিস সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পরও বিচারপতি লতিফুর রহমানের মিন্টো রোডের বাসভবনে একক এপিলেট ডিভিশন বেঞ্চে লিভ আপিলের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, এরশাদ সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিধায় সংবিধানের ২৭ ধারার অধীনে মৌলিক অধিকারের বিষয়টি তাঁর জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। তাঁকে রেডিও-টেলিভিশনে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দিলে আইনগত জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

১২ জুন ১৯৯৬ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বাংলাদেশ টেলিভিশন 'সবিনয়ে জানতে চাই' শীর্ষক এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রচার করে। ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে চারটি রাজনৈতিক দল কমপক্ষে ১০টি আসন লাভ করেছিল, তাদের চার পর্বের এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। চারটি রাজনৈতিক দলের নেতারা পৃথকভাবে তাঁদের দলের অতীত কৃতকর্ম, বর্তমান ভূমিকা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তথা নির্বাচনী মেনিফেস্টো সম্পর্কে তিনজন সাংবাদিক বা প্রশ্নকর্তার নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন। একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন করার লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচনকে স্বচ্ছ এবং সবার যথাবিহিত অংশীদারিতে সফল করে তোলার জন্য রেডিও-টেলিভিশনে এই কার্যক্রম গ্রহণ করে।

জনগণের মনে উত্থাপিত নানা প্রশ্ন নেতাদের কাছে পেশ করার লক্ষ্যেই অনুষ্ঠানটি উপস্থাপিত হয়েছিল। টেলিভিশন দর্শকেরা প্রথমবারের মতো দেখেছেন রাজনৈতিক নেতাদের তাঁদের অবস্থান এবং বিপরীতমুখী ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদানে বাধ্য করা হয়েছে। তাঁরা তাদের সমর্থনে যেমন বলার সুযোগ

www.pathagar.com

পেয়েছেন, আবার তাঁদের কাজের নানারূপ অসংগতিও জনগণের কাছে প্রকাশ পায় এ অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে।

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণে প্রাক-নির্বাচনী বিশেষ অনুষ্ঠান 'সবিনয়ে জানতে চাই' ৬০ থেকে ৭০ মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

একটি রাজনৈতিক দল থেকে সর্বমোট তিনজন প্রতিনিধি এ অনুষ্ঠানে অংশ নেন, যাঁদের সবাই ছিলেন পঞ্চম জাতীয় সংসদের সদস্য।

প্রশ্নকারীদের প্যানেলে ছিলেন তিনজন সাংবাদিক মতিউর রহমান, আবেদ খান ও মাহফুজ আনাম এবং দুজন অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান ও ড. হোসেন জিল্লুর রহমান।

অনুষ্ঠান উপস্থাপনা, সমন্বয়, গবেষণা ও প্রযোজনার কাজ করেন ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, খ ম হারুন, আনিসুল হক ও আব্দুন নূর তুষার।

সীমিতসংখ্যক দর্শকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানগুলো ধারণ করা হয়। দর্শকেরা উপস্থিত রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছে উপস্থাপকের মাধ্যমে প্রশ্ন রাখেন।

৪ জুন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ৬ জুন জাতীয় পার্টি এবং ৯ জুন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে সংলাপ বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে সম্প্রচার করা হয়। ওই সংলাপগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে উল্লেখ করা হলো :

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

১৯৪১ সালে ব্রিটিশ ভারতে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর যাত্রা শুরু হয় ১৯৭৯ সালের মে মাসে। দলীয় প্রধান বা আমির হলেন অধ্যাপক গোলাম আযম। মহাসচিব মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। নির্বাচনী প্রতীক দাঁড়িপাল্লা। পরিবর্তনের মাধ্যমে জামায়াত গোটা সমাজকে বিনির্মাণ করতে চায়। ১৯৮৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াত ১০টি আসন এবং ১৯৯১ সালের নির্বাচনে ১৮টি আসন লাভ করে। জামায়াত এককভাবে ৩০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রধান বক্তব্য হচ্ছে 'জামায়াত আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক ইসলামিক কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়।' জামায়াত মনে করে, বাংলাদেশ গরিব দেশ নয়, কিন্তু এ দেশকে গরিব করে রাখা হয়েছে। এ দেশের রয়েছে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে আমরা এ প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে পারিনি। সুদবিহীন ও জাকাতভিত্তিক ইসলামি অর্থনীতি কায়েমের মাধ্যমে আমাদের পক্ষে কৃষি ও শিল্পের বিকাশ এবং উন্নয়ন সম্ভব। সম্ভব বেকার সমস্যার সমাধান, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব সংগঠনের মাধ্যমে এবং ইসলামি

www.pathagar.com

আদর্শের ভিত্তিতে আমাদের নিজেদের মধ্যে যে অফুরন্ত শক্তি ও সম্ভাবনা আছে, তাকে আমরা বিকশিত করতে পারি। সম্ভব একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা। আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম হলে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান—সবার জন্য সমানভাবে কল্যাণ বহন করে আনবে। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী মহিলাদের জন্য রয়েছে জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নীতিমালা। ইসলামি শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকে শুধু জীবিকা অর্জনই নয়, বরং যাতে দেশের মহিলা সমাজ জাতি গঠনে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে—জামায়াত সে ব্যাপারে সব ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। জামায়াত দেশে আইনের শাসন কায়েম করবে এবং বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সব কালাকানুন বাতিল করবে। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ইনসাফের ভিত্তিতে সবার সঙ্গে বন্ধুত্বের নীতি মেনে চলবে।

৪ জুন ১৯৯৬ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশকে প্রশ্ন করেন আনিসুল হকসহ মতিউর রহমান, আবেদ খান ও মাহফুজ আনাম। দলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারি জেনারেল মতিউর রহমান নিজামী, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য আবদুস সোবহান ও শেখ আনছার আলী।

প্রশ্নের উত্তরে মতিউর রহমান নিজামী বলেন, 'তৎকালীন পাকিস্তানের পক্ষে ছিলাম এবং আমাদের এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ভিত্তি ছিল দেশের আগ্রাসী, সম্প্রসারণবাদী, আধিপত্য সম্পর্কে আমাদের ভীতি।...আমরা তাদের মানুষ মনে করি না। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দ্বারা জামায়াতে ইসলামী নির্যাতিত হয়েছে।...মুক্তিযুদ্ধ একটা বাস্তব সত্য ঘটনা। আমরা বাংলাদেশকে একটা আধুনিক প্রগতিশীল কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করছি। এটা প্রমাণ করে আমরা বাংলাদেশের বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছি এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণে আমরা প্রয়োজনে তাজা রক্ত ঢেলে দিতে প্রস্তুত।...

'আমরা অবশ্যই এটা স্বীকার করে নিয়ে বাস্তবতা মেনে নিয়েছি। আগ্রাসন বলছি না কিন্তু প্রতিবেশীর চরিত্র আগ্রাসী সেটা বলছি।...একটি থানার একটি ইউনিয়নে জামায়াতে ইসলামী ভোট পেয়েছিল ১১৩টি। সেই থানায় রাজাকার হয়েছিল ১৫০০-এরও অধিক মানুষ। তাহলে এই ১৫০০ লোক কোত্থেকে এল?

'সত্তরের নির্বাচনের মাধ্যমে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল, তাদের ক্ষমতা দেওয়া হোক তখন এমন স্পষ্ট কথা আমরা বলেছি। আমরা আমাদের অবস্থান যা-ই থাকুক বাংলাদেশ হয়ে যাওয়ার পর আমরা বাংলাদেশের বাস্তবতা স্বীকার করেছি।...আমরা অবশ্যই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।...ইসলামের দৃষ্টিতে সোভরেন্ট পাওয়ারের মালিক একমাত্র আল্লাহ। আইন তিনি দেবেন।...জনগণের সার্বভৌমত্ব দুনিয়ার কোথাও প্রতিষ্ঠিত নেই।

www.pathagar.com

'আমাদের মধ্যে ইসলামি শরিয়া ল-এর এক্সপার্ট আছেন, আধুনিক আইনেরও এক্সপার্ট আছেন। সুপারিশের ভিত্তিতে আমরা প্রচলিত আইনের সংস্কার করে আল্লাহর আইন প্রবর্তনের চেষ্টা করব।...ইসলাম শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত নয়।'

শেখ আনছার আলী সংবিধান সংস্কার প্রসঙ্গে বলেন, 'অনুচ্ছেদ ১ "নামকরণ"। এই নামকরণের ক্ষেত্রে ইসলামিক হলে "ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ" হয়ে যাবে। সাত নম্বর ধারাতে জনগণের সার্বভৌমত্ব আছে, সেখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব আসবে এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার দেশ পরিচালনা করবে।'

মতিউর রহমান নিজামী বলেন, 'ইসলামের আইন প্রয়োগ করার জন্যই আমাদের দল, আমাদের টোটাল কমিটমেন্ট।...আমাদের সামনে মডেল বর্তমান বিশ্বের কোনো দেশ নয়। আমাদের সামনে মডেল মোহাম্মদে রসুলে সাল্লেল্লাহে (সা.) মদিনার শাসন এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসন।...

'টোটাল ইসলামাইজেশনের ক্ষেত্রে আমরা গ্রাজুয়াল প্রসেস অবলম্বন করব। ওভার নাইট কিছু করা যাবে না। আমরা প্রয়োজন হলে আধুনিক বিশ্বে চারটা কেন, দশটা স্তর অতিক্রম করতে পারি। সুদিভিত্তিক ব্যাংক আমেরিকাতে বছরের পর বছর দেউলিয়া হচ্ছে।

'টোটাল ইকোনমিতে যদি আমরা মৌলিক সংস্কার আনি এবং আমরা কৃষিকে যদি আকর্ষণীয় করতে পারি, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লাভজনক পেশায় পরিণত করতে পারি, তাহলে কাজ সম্প্রসারণ হবে। আমরা ভিক্ষা দিয়ে মানুষকে খুশি করতে চাই না।...বাংলাদেশের সেরা অর্থনীতিবিদদের একটা অংশ তাঁরা দেখিয়েছেন বছরে আঠারো শ কোটি টাকা হলে বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করা যায়।'

মহিলা নেতৃত্ব বিষয়ে তিনি বলেন, 'প্রথম দিনই পার্লামেন্টে আমরা কিন্তু অপজিশনে থেকেছি। ফলে আমরা কিন্তু সমর্থন করেছি এটা নয়, আমরা বলেছি যে ফার্স্ট হয়েছে তাকে দেন।...

'আমি তো এ কথা বলি নাই যে মহিলা নেতৃত্ব আমরা টোটালি নেগলেট করছি। আমি বলছি মহিলা নেতৃত্বের বিষয়টি ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে জড়িত। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তনের আগ পর্যন্ত যে একটা অন্তর্বর্তীকালীন সময় আমরা অতিক্রম করছি, এই সময়ে আমাদের অনেক কিছুই বরদাশত করতে হবে।

'আমরা মহিলার প্রতি আমাদের কোনো সাহিত্যে, আমাদের কোনো বক্তব্যে আক্রমণাত্মক কোনো কথা নেই।...জামায়াতে ইসলামী নারী নির্যাতন বন্ধ করে মহিলার অধিকার সংরক্ষণের জন্য কথা বলছে, কাজ করছে।...

'মানুষের মধ্যে মানবতা মনুষ্যত্বের বিকাশের সহায়ক সকল আধুনিক প্রযুক্তিগত যত উপাদান আছে, আমরা সেগুলো কাজে লাগাব।'

www.pathagar.com

আবদুস সোবহান বলেন, 'বাংলাদেশ ভৌগোলিক দিক দিয়ে যেখানে অবস্থিত তার চতুর্দিকে যে রকম একটা হোস্টাইল কান্ট্রি দ্বারা পরিবেশিত, সেখানে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে দুনিয়ার আধুনিকতম সেনাবাহিনীতে পরিণত করা দরকার।'

মতিউর রহমান নিজামী বলেন, 'জেহাদ সর্বাত্মক নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার নাম। দেশরক্ষা বাহিনী দেশ রক্ষার জন্য জীবন বাজি রেখে প্রস্তুতি নেবে। মসজিদের ইমামেরা কেউই অশিক্ষিত না। প্রথমত, মসজিদগুলোকে কাজে লাগালে গণশিক্ষার কেন্দ্রে এটাকে গড়ে তোলা যায়।...

'দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে ইসলামে সম্মতি আছে কিন্তু কিছু বাধ্যবাধকতা আছে। এটা একেবারেই নিষিদ্ধ করা আপত্তিজনক। যাতে এটার অপব্যবহার না হয়, সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু অর্ডিন্যান্সে যেভাবে আসছে তাতে আল্লাহ তায়ালার দেওয়া একটা বিধানের ওপর কিছু অ্যাড করা হয়েছে, কিছু বাদ দেওয়া হয়েছে। এই কারণে এর বিরুদ্ধে...।

'আমরা তো সহশিক্ষা বন্ধের কথা বলিনি। আমরা বলেছি বিষয়টি পজিটিভলি নেওয়ার জন্য। আমরা মনে করি বাংলাদেশের নিজস্ব একটা সংস্কৃতির ঐতিহাসিক যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে তার দৃষ্টিতে মহিলা সমাজের জন্য আলাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলে মহিলা শিক্ষার অধিকতর সম্প্রসারণ হবে।...আমরাসহ ইসলামি আন্দোলন যারা করছি, তারা এখানে সন্ত্রাসের শিকার, কিন্তু আমাদের উল্টো সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করার একটা অপপ্রয়াস এখানে আছে।

'...আমরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য খুব তাড়াহুড়োর নীতিতে বিশ্বাসী নই।...যদি জনগণ এখনই আমাদের হাতে সরকারি ক্ষমতা তুলে দেয়, তাহলে আমরা এখনই প্রস্তুত আর না হলে যত দিন লাগে তত দিন আমরা অপেক্ষা করতে প্রস্তুত আছি। আমরা ক্ষমতা পেলে আছি না হলে নাই, নির্বাচনে যদি আমাদের জন্য ক্ষমতার দ্বার উন্মুক্ত হয়, তাহলে আছি না হলে নাই, এই ধরনের হঠকারী চিন্তায় আমরা বিশ্বাসী নই।'

জাতীয় পার্টি

জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠা ১ জানুয়ারি ১৯৮৬। চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান: মিজানুর রহমান চৌধুরী। মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। নির্বাচনী প্রতীক: লাঙল। ছিয়াশির সংসদ নির্বাচনে প্রাপ্ত আসনসংখ্যা ১৫৩। অষ্টাশির নির্বাচনে প্রাপ্ত আসনসংখ্যা ২৫২। একানব্বইর সংসদ নির্বাচনে প্রাপ্ত আসনসংখ্যা ৩৫। দলীয় মূলনীতি: বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, ইসলামি আদর্শ ও মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক মুক্তি তথা

www.pathagar.com

সামাজিক মুক্তি। ছিয়ানব্বইর নির্বাচনে মোট প্রার্থীর সংখ্যা ২৯৩। সরকারে থাকা অবস্থায় অর্জিত বিশেষ সাফল্য: প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, উপজেলা প্রবর্তন, অসংখ্য রাস্তা নির্মাণ ও পাকা করা, ছোট-বড় ৫০৮টি ব্রিজ নির্মাণ, পবিত্র ইলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা, শুক্রবার সরকারি ছুটি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুটি বোনাস, পথকলি ট্রাস্ট গঠন, গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা, ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বিতরণ, ঋণসালিশি বোর্ড গঠন ইত্যাদি। আসন্ন সংসদ নির্বাচনে দলীয় নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি: উপজেলা ব্যবস্থা পুনর্বহাল, পল্লী রেশনিং চালু করা, শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত করা, পল্লী পরিষদ গঠন করা, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা ইত্যাদি।

৬ জুন ১৯৯৬ অনুষ্ঠানে জাতীয় পার্টির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী, প্রেসিডিয়াম সদস্য মওদুদ আহমদ ও মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। প্রশ্ন করেন আনিসুল হকসহ আবেদ খান, আতিউর রহমান ও মাহফুজ আনাম।

আনিসুল হকের প্রশ্নের জবাবে মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, 'আমরা এ নির্বাচনে আমাদের যে সাত দফা প্রোগ্রাম, সে প্রোগ্রামের প্রধান দফা হলো এরশাদের মুক্তি। সেই মুক্তির লক্ষ্যে আমরা বলেছি, এটা আমাদের নির্বাচনী প্রচার অভিযানে আমরা বলেছি যে এ নির্বাচনে যে ভোট দেওয়া হবে, তার সঙ্গে এরশাদের মুক্তি জড়িত। এটা আমাদের মূল বক্তব্য। কিন্তু একটা কথা—এখানে মনে করার কিছু নেই। জনগণ ভোট দেবে, যদি অবাধ ও নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন হয়, তাহলে আমরা তো আশা করি যে দু-একটি ক্ষেত্র বাদে আপনারা এমন সব জায়গায় দেখবেন, যেখানে এরশাদের মুক্তির ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট আমাদের প্রার্থী পেয়েছে।'

রাষ্ট্রে ইসলামি মূল্যবোধ ও ধর্মনিরপেক্ষতার সমন্বয় সাধন বিষয়ে তিনি বলেন, 'এ দুটোর সমন্বয় সাধন যদি আপনি ইসলামের দিকে যান তাহলে এটা পরিষ্কারভাবে বলা আছে, ধর্ম নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি নেই। 'লা একরাহাফিদদিন'—ধর্ম নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি নেই এবং পর ধর্মের প্রতি যদি আপনার যেটুকু শ্রদ্ধার কথা ব্যবস্থা ইসলামে আছে এবং সহিষ্ণুতার কথা আছে, এতটা অন্য ধর্মে নেই। আমরা যেটা বলেছি, সেখানে আমাদের বলা হলো, একটা কথা এখানে মনে রাখবেন, যেখানে গণতন্ত্র আছে, সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা লিখে রাখার কোনো প্রয়োজন হয় না। মানুষগুলো যদি গণতান্ত্রিক হয়, পরমতসহিষ্ণু হয়, তাহলে ওখানে আর নতুন করে কাগজে-কলমে একটা দলিল তৈরি করে ধর্মনিরপেক্ষতা লিখতে হয় না। তবে এ কথাটা আমরা খুব ব্রডলি এবং স্পেসিক্যালি বলেছি, অন্যান্য ধর্মের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন—এটা আমরা বলেছি।'

www.pathagar.com

মওদুদ আহমদ বলেন, 'এখানে একটা উত্তর দেওয়া দরকার যে আমরা ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম কেন করলাম। বাংলাদেশকে আমরা যদি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ধরি, তাহলে এখানে শতকরা ৮৬-৮৭ ভাগ মানুষ হলো মুসলমান এবং গণতন্ত্রের মূল বিষয় যদি হয়ে থাকে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ইচ্ছার প্রতিফলন সে দেশের সংবিধানে থাকতে হবে, সুতরাং যেদিক থেকে আমি মনে করি যে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করে সংবিধানে যে সংশোধনী আনা হয়েছিল, সেটা এ দেশের গণমানুষের, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে আনা হয়েছে।'

আতিউর রহমানের প্রশ্নের জবাবে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বলেন, 'যদি আপনি মাহবুবুর রহমান সাহেবের প্রভার্টি কার্টেন পড়ে থাকেন, তাহলে জিডিপি, গ্রোথ বিভিন্ন ইকোনমিক ইনডেক্স, কনজামসন্স, প্রডাক্টসন্স—এগুলো সম্পর্কেও তৃতীয় বিশ্বে আমাদের মতো উন্নয়নশীল বিশ্বের মানুষের, রাজনীতিবিদদের, অর্থনীতিবিদদের যে বক্তব্য সেগুলোও, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। পশ্চিমা দেশে চার, পাঁচ, ছয় পারসেন্ট গ্রোথ হচ্ছে। জার্মানির গ্রোথ কত? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রোথ কত। কিন্তু আমরা যখন তিন পারসেন্ট, চার পারসেন্ট, পাঁচ-ছয় পারসেন্ট গ্রোথের কথা বলি তখন আমাদের বলা হয় যে এগুলো যথেষ্ট নয়। কি অর্জনে কি লক্ষ্য অর্জনের জন্য এটা যথেষ্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ করতে হবে আমরা যে কনজিউম করি বা যেটা আমরা কনজিউম করি না, সেটা আমাদের কনজামসনের ইনডেক্সের মধ্যে নেওয়া হবে কি নেওয়া হবে না?'

মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, 'গ্রোথটাকে আপনি একটা দিক অন্তত হিসাব করবেন এ দেশের গ্রোথের জন্য আপনি ইনডেক্সটা তো দিলেন ১৯৮৮, ১৯৮৯, ১৯৯০-এর গ্রোথ কত এটা আপনি একই ইকোনমিক্স সার্ভেটা কনসাল করেন। তা ছাড়া আমাদের দেশের ইকোনমিক গ্রোথের ওপর সরকারের কতখানি হাত থাকে, যদি বন্যায়-খরায় আমাদের কৃষি উৎপাদন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে ইকোনমিক গ্রোথ কোথায় চলে যায় এবং ওই ধরনের বন্যা-খরার মধ্যেও গ্রোথ কি ছিল?...

'আপনারা এবার '৯১ সালের সংবিধানের যে সংশোধন হয়েছে, সেখানে আমাদের জাতীয় পার্টির সরকারকে অবৈধ বলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সে অবৈধ সরকারের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করে, নির্বাচনের তারিখ দিয়ে আমাদের নেতাসহ আমাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে বিশেষ ক্ষমতা আইনের অধীনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পার্লামেন্টে বলেছেন, সারা দেশে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ডেটেনিউ আছে জেলে। ওখানে আজও যে অবৈধ লেখা হয়েছে, সেটা দিয়ে যদি একটা সরকার পাঁচ বছর চলতে পারে। এবার আপনারা খেয়াল করে থাকবেন ১৫

www.pathagar.com

ফেব্রুয়ারির নির্বাচন প্রতিহত করতে গিয়ে শতাধিক মানুষ জীবন দিয়েছে। সহস্রাধিক মানুষ আহত হয়েছে। কাজেই আমাদের একটা যুক্তি আছে, আর ওখানে যে অবৈধ বলা হয়েছে, যার কাছ থেকে শপথ নেওয়া হয়েছে তার সরকারটাকে অবৈধ বলা হয়েছে।'

আনোয়ার হোসেন মঞ্জু যোগ করেন 'এ অবস্থায় আমি আশা করেছিলাম, এই ত্রয়োদশ সংশোধনী থাকা সত্ত্বেও সেই সংশোধন সংসদকে বেআইনি ঘোষণা সত্ত্বেও আমরা এটাকে পাস কাটিয়ে যে নির্বাচনে যাচ্ছি আপনি অন্তত এটাকে স্বাগত জানাবেন।'

রেডিও-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বলেন, 'ইশতেহারে আমরা যেটা বলার চেষ্টা করেছি সেটা হলো, রাষ্ট্রের থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি খাতেও রেডিও ও টেলিভিশনকে উৎসাহিত করা হবে; ব্যবস্থা থাকবে আমরা আমাদের ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করেছি।'

মওদুদ আহমদ বলেন, 'আজকে এই যে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য যে আন্দোলন করা হয়েছে, এটা একটা বৃহত্তর লক্ষ্য, জনসাধারণের একটা মৌলিক স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এটা করা হয়েছে।'

আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বলেন, '১৯৯১ সালের নির্বাচনে দেশের মানুষ যেমন প্রমাণ করেছিল আমাদের ৩৫টি আসনে নির্বাচিত করে, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে পাঁচ-পাঁচটি আসনে নির্বাচিত করে, যে জাতীয় পার্টিকে বাংলাদেশের মানুষ প্রত্যাখ্যান করে নাই। যেটা কিনা অনেক রাজনৈতিক দল, অনেক বুদ্ধিজীবী, অনেক সংবাদপত্রসেবী বলেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে আগামী নির্বাচনে এই যে ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে ইনশাল্লাহ তাতে প্রমাণিত হবে, এ দেশের মানুষ এরশাদের মুক্তি চায়।'

মওদুদ আহমদ বলেন, 'এখানে একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ আজকে পাঁচটি আসনে নির্বাচন করছেন এবং উনি কোয়ালিফাইড, উনাকে ডিস-কোয়ালিফাই করা হয়নি। উনি যদি পাঁচটি আসনে নির্বাচন করতে পারেন, উনি কেন জনগণের সামনে যেতে পারবেন না।'

মিজানুর রহমান চৌধুরী শেষ করেন এই বলে যে, 'বাংলার এই দুঃখী মানুষদের দুঃখ মোচনে আমরা সবাই মিলে এগিয়ে আসব এবং আমাদের রাজনীতি আমরা যাদের জন্য করি, যাদেরকে নিয়ে করি, তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, স্বস্তি এবং নিরাপত্তার লক্ষ্য রেখে সবাই মিলে কাজ করে যাব, আর দেশের নাগরিকদের সংবিধানসম্মত যার যার অধিকার, সেই অধিকারগুলো নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই গণতন্ত্রকে আমরা একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারব। সেই লক্ষ্যে সব দলের ভেতর পরমতসহিষ্ণুতার আহ্বান জানাচ্ছি।'

www.pathagar.com

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তম। প্রতিষ্ঠার তারিখ ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮। প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তম। প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী। বর্তমান চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। বর্তমান মহাসচিব ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার। দলীয় মূলনীতি বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, জনগণের গণতন্ত্র, উৎপাদন ও উন্নয়নের রাজনীতি, আল্লাহর ওপর অবিচল আস্থা এবং সব ধর্মের অনুসারীদের স্ব-স্ব ধর্ম পালনের অবাধ স্বাধীনতা, সামাজিক ন্যায়বিচারের অর্থনীতি, জনগণের মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিতকরণসহ ১৯ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন। নির্বাচনী প্রতীক ধানের শীষ। এ পর্যন্ত দুটি নির্বাচনের ফলাফল—১৯৭৯ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২২০টি আসন লাভ, ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী এক কোটিরও বেশি ভোটে বিজয়ী, ১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৪০টি আসন লাভ, অতঃপর ২৮টি মহিলা আসন এবং নির্বাচনের পরপরই উপনির্বাচনে অতিরিক্ত আসন এবং নতুন যোগদানসহ আসনসংখ্যা মোট ১৭৬টি। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট প্রার্থীসংখ্যা ৩০০ জন। গত পাঁচ বছর সরকারে থাকাকালে অর্জিত প্রধান সাফল্যগুলো : অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনয়ন এবং শতকরা ৯৯ ভাগ কর-নির্ভরশীল উন্নয়ন বাজেটে জাতীয় সম্পদ থেকে ৪৩ শতাংশ অর্থ জোগান দেওয়া, ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষিজমির খাজনা মওকুফ করা, পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদসহ মওকুফ করা, ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণের সুদ ও আরোপিত সুদ মওকুফ করা, পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত পাট ঋণের সুদ ও দণ্ড সুদ মওকুফ করা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন, দশম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে শিক্ষা এবং উপবৃত্তি প্রথা চালুকরণ, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সেশন জট নিরসন, শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দকরণ, নতুন চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ২৭ বছর থেকে ৩০ বছরে উন্নীতকরণ। অসংখ্য সেতু, কালভার্ট, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং হাজার হাজার কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ ও মেরামত। পে-কমিশন ও মজুরি কমিশন রোয়েদাদ ঘোষণা ও বাস্তবায়ন এবং এর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ বেতন ও মজুরি বৃদ্ধি। শতাব্দীর প্রাচীন শ্রম আইনগুলো উন্নত ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে শ্রম আইন সংস্কার কমিশন গঠন। বাক-ব্যক্তি-সংবাদপত্র এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ। দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা। জনগণের গড় আয়ু বৃদ্ধি এবং শিশুর মৃত্যু হার হ্রাস—নির্বাচনী ঘোষণায় প্রধান প্রতিশ্রুতিসমূহ। ৬৫ বছর

www.pathagar.com

এবং তার অধিক বয়সের নাগরিকদের জন্য পেনশনের ব্যবস্থা, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের বিনা মূল্যে শিক্ষার সুযোগ দান এবং উপবৃত্তি প্রথা অব্যাহত রাখা, শিক্ষার জন্য খাদ্য এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি সম্প্রসারণ, জেলা ও থানা পরিষদ এবং গ্রাম সরকার গঠন, বেতন ও মজুরি কমিশন গঠন, নির্ধারিত সময়ে যমুনা সেতু নির্মাণ সম্পাদন এবং উত্তরাঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ। অনুন্নত অঞ্চলগুলো দ্রুত উন্নয়ন, কৃষি খাতে ভর্তুকি প্রদান ও কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, সন্ত্রাসমুক্ত যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, চাকরিতে মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদান, বেকার যুবক ও মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ ও বিনা জামানতে ঋণদান, নতুন শিল্প স্থাপন, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গভীরতর করা, মৌলিক ভোগ্যপণ্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, দেশি শিল্পের স্বার্থ বিকাশ বিঘ্নিত না করে মুক্তবাজার অর্থনীতির সুস্থ বিকাশ, দারিদ্র্য বিমোচন ও জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৯ জুন ১৯৯৬ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে প্রশ্ন করেন আনিসুল হকসহ মাহফুজ আনাম, মতিউর রহমান ও হোসেন জিল্লুর রহমান। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষে জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, যুগ্ম মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া ও নির্বাহী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন।

উপস্থাপক আনিসুল হক বিএনপির নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ করে বলেন, 'আপনাদের নির্বাচনী ঘোষণা ১৯৯৬-এর ইশতেহারের প্রথমেই আপনারা বলেছেন, আগামী ১২ জুনের নির্বাচনের ওপর নির্ভর করছে আমাদের অস্তিত্ব, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং যা কিছু মহান। আমার প্রশ্ন, অতীতেও নির্বাচন হয়েছে, ভবিষ্যতেও নির্বাচন হবে, তবে এ প্রশ্নে আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন আসবে কেন এই নির্বাচনী ঘোষণায়? আমরা কি কোনো হুমকির সম্মুখীন?'

ওই প্রশ্নের উত্তর দেন ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, 'ধন্যবাদ। আমিও সবিনয়েই জানাতে চাই যে মাত্র দুই মিনিটে এত বড় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবুও কিছু বলব। অস্তিত্ব জিনিসটাকে যদি আপনি মানচিত্রের অস্তিত্বের প্রশ্ন করেন, তাহলে এটা খুব সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, তা নয়। আসলে আমরা অস্তিত্ব বলতে একটি দেশের মান-মর্যাদা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, তার শিক্ষা, তার স্বাস্থ্য, তার জনগণের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, তার জনগণের রাজনৈতিক অধিকার, তার সামাজিক অধিকার ও অঙ্গীকার—এ সবকিছুকেই ধরি। অবশ্যই তার সঙ্গে সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটিও জড়িত। আজকের আমরা সব দিক থেকে শুরু করে যদি

www.pathagar.com

বিবেচনা করি জিনিসটার, তাহলে আমরা দেখতে পাব, আমরা আমাদের অস্তিত্বের যে প্রধান প্রশ্ন, সে প্রশ্ন আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি। আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিলাম। বিএনপির আগে যে দুটি অন্যান্য বড় দল নাম করে বলতে পারি—একটা আওয়ামী লীগ, একটা জাতীয় পার্টি—তাদের আমলে দেশ শাসিত হয়েছে বহুদিন এবং এ দুটি দল এমনই পর্যায়ে দেশকে নিয়ে গিয়েছিল যে একপর্যায়ে আমাদের দেশকে বলা হতো তলাবিহীন ঝুড়ি এবং অন্য পর্যায়ে বলা হতো দুর্নীতি ও দারিদ্র্যের বাংলাদেশ, সেখান থেকে সেখানেই অস্তিত্বের প্রশ্ন আসে। বাংলাদেশ থাকবে কি থাকবে না, টিকবে কি টিকবে না, শুধু মানচিত্র থাকবে; না অর্থনৈতিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে—সারা পৃথিবীর কাছে একটা নতুন ভবিষ্যৎ আসবে...'

'কোন অস্তিত্বের কথা বলছেন আপনি?' আনিসুল হকের এই প্রশ্নের জবাবে বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, 'আমি সব অস্তিত্বের কথা বলছি। এই যে সমগ্র অস্তিত্ব, এটাকেই আমরা অস্তিত্বের প্রশ্ন বলছি। অস্তিত্বের প্রশ্ন ওঠে এই জন্য যেহেতু আমাদের বিরুদ্ধে বিরোধী যে তিনটি দল ছিল, সেই তিনটি দল একত্র হয়ে যে সংসদে তারা পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল সেই সংসদ তিন বছর পর তারা পরিত্যাগ করল এবং সংসদ অধিবেশনের প্রথম অধিবেশনে আমার যত দূর মনে পড়ে বিরোধীদলীয় নেত্রী বললেন এই সংসদকে অচল করে দেব।'

এরপর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'আমরা বটমলেস বাসকেট হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা দুর্নীতি এবং দারিদ্র্যের বাংলাদেশে পরিণত হয়েছিলাম। সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সেখান থেকে টেনে এনে এমারজিং টাইগার অব এশিয়া সেই পর্যায়ে আনার জন্য যে সংগ্রাম চলছে, এই সংগ্রামে যাঁরা বাধা দিচ্ছিলেন তাঁরা আজকে নতুনভাবে উঠে আসছেন। সেই জন্যই এ প্রশ্ন এসেছে।...

'দেশে যখন একটা সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন আসে, সেই প্রশ্নে যখন আপস করা হয়, তখন অবশ্য অস্তিত্বের একটা অংশ হিসেবে আমরা বিবেচনা করি।...জিনিসগুলো এসে যায় যেমন পঁচিশ বছরের চুক্তি, যার ভেতর দশ নম্বর প্রশ্ন দশ নম্বর এসে যায়, যেখানে বলা হয়েছে যে আপনি অন্য কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করতে পারবেন না। কোনো রকম চুক্তি করতে পারবেন না অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অনুমতি ব্যতিরেকে। অথবা তাঁরা করবেন না আমাদের ব্যতিরেকে। এখানে অবশ্য বড় আর ছোটর প্রশ্ন এসে যায়, কে কত শক্তিশালী, কে কত ক্ষমতাশালী, তখন অবশ্যই প্রশ্নটি আসবে।

'আমরা শুধু অতীত বাদ-বিসম্বাদ এই নিয়েই পড়ে থাকি, বর্তমান আমরা ধরতে পারব না এবং ভবিষ্যতের দিকে আমরা তাকাতে পারব না। সুতরাং অতীত অত্যন্ত গৌরবজনক জিনিস কিন্তু অতীতের আলোচনা যদি এত বেশি হয়ে যায় এবং সে নিয়ে আমরা যদি সমস্ত জীবন কাটিয়ে দিই, তাহলে বর্তমানও রচিত হবে

www.pathagar.com

না, ভবিষ্যৎও রচিত হবে না।...১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন...প্রয়োজনে হবে সেই আইনটি প্রণয়ন করা, যাতে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার মাধ্যমে আমরা ক্ষমতা হস্তান্তর করব।...যেহেতু ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন মেনে নেওয়া হয়েছে তার ফলে আজকের এই সপ্তম সংসদের নির্বাচন সেই জন্যে...।

'চারটি ভিন্ন ভিন্ন বিল একসঙ্গে উপস্থাপন হয়ে...আপনাকে বুঝতে হবে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার জিনিসটা হলো একটা নমিনেটেড গভর্নমেন্ট। ইট হ্যাজ ফুল পাওয়ার। সব পাওয়ার আছে কিন্তু বেসিক্যালি এটা হলো একটা মনোনীত সরকার, হুইচ ইজ নট অ্যাকাউনটেবল টু অ্যানিবডি বাট ওয়ান ইলেকটেড পারসন। একজন নির্বাচিত ব্যক্তি এখনো বাংলাদেশে আছেন, এই পদ্ধতির ভেতরে তিনি হলেন প্রেসিডেন্ট।...৯০ দিন পর যখন এই সরকার চলে যাবে, এই মনোনীত নির্দলীয় সরকার যখন চলে যাবে, তখন একটি মাত্র ব্যক্তি থাকবেন, যিনি নির্বাচিত এবং সেই হিসেবে জনপ্রতিনিধি, যিনি ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন, কনটিনিউটি বজায় রাখবেন, প্লাস হি ইজ ইলেকটেড পারসন। সুতরাং অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই আমরা এই ক্ষেত্রে বলেছিলাম, যিনি সুপ্রিম কমান্ডার অব দি আর্মি, তিনি ডিফেন্সের জন্য দায়িত্বে থাকবেন এক। দুই. দ্বিতীয় কথা যেটা এই সমস্ত জিনিসটা এর আগে প্রকাশিত হয়েছে, এতে তো গোপন কিছু ছিল না।'

'আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরো নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার প্রেসিডেন্টের নিচে।' মাহফুজ আনামের প্রশ্নের জবাবে বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, 'একদিকে বলতে গেলে যেহেতু তাকে জবাবদিহি করতে হবে প্রেসিডেন্টের কাছে।'

তিনি বলেন, 'মানুষের সাইকোলজিক্যাল একটা জিনিস আছে, মানসিক একটা বিষয় আছে, আপনার দেশের মধ্যে আপনি যদি রিকশা পোড়াতে থাকেন, গাড়ি ইটাতে থাকেন, যদি পেট্রোল বোমা দিয়ে আপনি হেলপার মারতে থাকেন, পুলিশ সার্জেন্ট গুলি করতে থাকেন, সাধারণ পুলিশদের হত্যা করতে থাকেন, রেললাইন উপড়ে ফেলতে থাকেন, মানুষের কাজ করার প্রবৃত্তিটাও তো থাকবে না। ভয় নয়, শুধু মানুষকে আপনি উলঙ্গ করে ফেলবেন সবার সামনে, তাহলে সে কি ভয় পাবে না? কাজ কমে যাবে না?

'সমস্ত দেশটার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করা প্রয়োজন, যে মনোভাবের প্রয়োজন, যে একটা দেশপ্রেমের প্রয়োজন সেইটার তো প্রকাশভঙ্গি সবারই থাকবে। দেশপ্রেম কারও কম বলি না কিন্তু প্রকাশের যে প্রয়োজন ছিল সে প্রকাশটা বিরোধী দল ততখানি আমাদের দিতে পারেনি।'

আবদুল মঈন খান বলেন, 'যে প্রশাসনিক ধারা একটি কলোনিয়াল সময় থেকে চলে এসেছে তা সত্যিকার পরিবর্তন কিন্তু এখনো হয়নি এদেশে। এটা একমাত্র কনসেনসাসের ভিত্তিতে সবাই মিলে সরকারি দল এবং বিরোধী দল মিলেই এই প্রশাসনিক সংস্কারের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারবে।'

www.pathagar.com

'তাহলে আপনারা জেনেশুনে গোলামি চুক্তির আওতায় সরকার পরিচালনা করেছেন?' মাহফুজ আনামের প্রশ্নের জবাবে বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, 'আমরা জেনেশুনে স্ট্র্যাটেজি যেভাবে ডেভেলপ করার কথা সেভাবে স্ট্র্যাটেজি করে করেছি।'

তিনি বলেন, 'তিন বছরের মধ্যে শ্যাডো গভর্নমেন্ট কেউ ফর্ম করেনি। এবং শ্যাডো গভর্নমেন্টের দায়িত্বে থাকলে সংসদে অনাবশ্যকভাবে পাঁচজন, সাতজন, দশজন একত্রে হই হই করে ওঠে, এটা হতো না। মুখপাত্র জবাব দিতে পারত। শ্যাডো গভর্নমেন্ট হলে ভবিষ্যতে গভর্নমেন্টে কী হবে, কে আসবে, তাদের বক্তব্য কী হবে, মূলনীতি কী হবে, এটা অটোমেটিক্যালি আসত।...যেই বিরোধী দলে যাবে তাদেরই উচিত হবে শ্যাডো গভর্নমেন্ট ফর্ম করা।'

মতিউর রহমান বলেন, 'আপনাদের বিরুদ্ধে একটা বিরাট অভিযোগ, আপনারা সরকারে থাকার সময়ে সারা দেশে সন্ত্রাসীদের সমর্থন করেছেন, সহযোগিতা করেছেন, লালনপালন করেছেন, সর্বশেষ আপনাদের মন্ত্রী অন্যায়ভাবে এবং সব আইনকানুনের বাইরে গিয়ে বলতে পারেন এটা আইন, ৪০৬ জন সন্ত্রাসীকে মুক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, এর কোনো জবাব মন্ত্রী দিতে পারেন নাই।'

এ প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান ভূঁইয়া বলেন, 'আমরাই প্রথম সন্ত্রাসবিরোধী আইন পাস করেছিলাম...এবং আমাদের নিজের দলের সন্ত্রাসীদের আমরা অ্যারেস্ট করিয়েছিলাম। দল থেকে বহিষ্কার করছিলাম। কিন্তু বিরোধী দলগুলো তাদের নিয়েছে।...সন্ত্রাস দমন করতে হলে বিরোধী দলের যে সহযোগিতা দরকার, সেই সহযোগিতা আমরা গত পাঁচ বছর পাইনি।'

বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, 'আমাদের বিভিন্ন স্টেপ নেওয়ার ফলে প্রচুর অর্থ কালেকশন হয়েছে এক। এবং দুই. এই নির্বাচনে যে ঋণখেলাপিরা দাঁড়াতে পারবে না এটা কিন্তু আমাদের কনট্রিবিউশন। এটার একটা পজিটিভ ইফেক্ট আছে সমাজের ওপরে।'

আবদুল মান্নান ভূঁইয়া বলেন, 'টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে আমরা সক্রিয় চিন্তাভাবনা করছি এবং আমরা স্বায়ত্তশাসন দিয়ে দেব।'

'অনেকেই শঙ্কিত নির্বাচনের পরপরই দেশে গোলযোগের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনারাও কি সেই একই আশঙ্কা করছেন?' এ প্রশ্নের উত্তরে বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, 'এটা নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে কয়েকটা জিনিসের ওপর। এক নম্বর নির্বাচনপ্রক্রিয়া যদি সুষ্ঠু এবং সুন্দর হয়, যার দায়িত্ব নিয়েছেন আজকের নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার এবং তাঁরা যদি তাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ সঠিকভাবে পালন করতে পারেন নির্বাচন কমিশন কর্তৃক, আমরা আশা করি, তাঁরা তা করবেন, তাহলে এ সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে। আর দুই হলো, যারা ক্ষমতা লাভের জন্য এই

www.pathagar.com

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তাঁরা যদি স্পোর্টসম্যান স্পিরিট রাখা, যা নির্বাচনের ফলাফল সুষ্ঠু নির্বাচন হবে যা আসবে আমরা গ্রহণ করব তাহলে আর কোনোই সম্ভাবনা থাকবে না। কিন্তু এর দুটির একটিতে যদি ব্যর্থ হয়।...অবশ্যই গন্ডগোল হবে।

'...জাতীয় পার্টির আমলে [এই দেশ] একটা অন্ধকার কূপের ভেতরে ছিল। যখন এ দেশকে একবার তলাবিহীন ঝুড়ি ও একবার দুর্নীতি ও দারিদ্র্যের বাংলাদেশ বলা হয়েছে। আজকে এটাকে এমার্জিং টাইগার অব এশিয়া বলা হয়।...উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্ন, বস্ত্র এই প্রতিটি ক্ষেত্রে বিএনপি যে অগ্রগতি শুরু করেছে, এই অগ্রগতিকে চলমান অগ্রগতিতে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনারা সবাই ধানের শীষে ভোট দিয়ে আপনাদের নিজেদের এবং আমাদের জয়যুক্ত করুন—এটাই আমার আবেদন।'

আওয়ামী লীগ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। প্রতিষ্ঠা ২৩ জুন ১৯৪৯। সভানেত্রী শেখ হাসিনা। সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান। নির্বাচনী প্রতীক নৌকা। বিভিন্ন নির্বাচনে প্রাপ্ত আসন ১৯৫৪ সালে মোট মুসলমান আসন ২৩৭। যুক্তফ্রন্ট পায় ২২৩, আওয়ামী লীগ ১৩০। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মোট আসন ১৬৯, আওয়ামী লীগ পায় ১৬৭টি আসন। ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ৩০০টি আসন, আওয়ামী লীগ পায় ২৮৮টি। ১৯৭৩ সাল থেকে পরবর্তী সব নির্বাচনে মোট আসন ৩০০। ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পায় ২৯২টি আসন। ১৯৭৯ সালে পায় ৩৯টি আসন। ১৯৮৬ সালে পায় ৭৬টি আসন এবং ১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগসহ নৌকার প্রার্থীরা মোট ৯৮টি আসন এবং ৩৮ ভাগ ভোট পায়। ১৯৯৬ সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ৩০০ প্রার্থীর মধ্যে মহিলা প্রার্থী ছিলেন চারজন। আওয়ামী লীগ দীর্ঘ ২৫ বছর সংগ্রাম করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাত্র নয় মাসের মধ্যে গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন, মাত্র ৯০ দিনের মধ্যে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার, পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত ব্যাংক-বিমাসহ ৫৮০টি শিল্প ইউনিট জাতীয়করণ ও চালু করার মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মসংস্থান, ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ সার কমপ্লেক্সের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন এবং অন্যান্য নতুন শিল্প স্থাপন। মদ, জুয়া, হাউজি ও ঘোড়দৌড় নিষিদ্ধকরণ। পাকিস্তান আমলের বকেয়া খাজনাসহ ২৫ বিঘা জমির খাজনা চিরতরে মওকুফ, কয়েক লাখ কৃষিঋণের সার্টিফিকেট বাতিল। ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে খাসজমি বিতরণ, কৃষিতে ভর্তুকি প্রদান। এক কোটি লোকের পুনর্বাসন। পাকিস্তানি

www.pathagar.com

হানাদার বাহিনী কর্তৃক পুড়িয়ে দেওয়া ৩৭ লাখ গৃহ পুনর্নির্মাণ এবং দুই লাখ মহিলাকে পুনর্বাসন করা হয়। ৪৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ, শিক্ষকদের সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দান, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ প্রণয়ন, জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন। ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, প্রতিটি থানা ও ইউনিয়নে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, ১৪০টি দেশের স্বীকৃতি লাভ। বাংলাদেশের জন্য গঙ্গার ৪৪ হাজার কিউসেক পানির ব্যবস্থা করা। জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা প্রচলন ইত্যাদি। এই নির্বাচনে মূল প্রতিশ্রুত স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সরকার পরিচালনা। সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষাঙ্গন ও সমাজ প্রতিষ্ঠা। শিল্পায়ন এবং বেকার সমস্যার সমাধান। দারিদ্র্য বিমোচনে সমাজকল্যাণ, সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য স্বাস্থ্য, কৃষির উৎপাদনে আধুনিকীকরণ।

৯ জুন ১৯৯৬ 'সবিনয়ে জানতে চাই' অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগকে প্রশ্নকারীর ভূমিকায় ছিলেন উপস্থাপক আনিসুল হকসহ মতিউর রহমান, আবেদ খান ও আতিউর রহমান। দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা, প্রেসিডিয়াম সদস্য তোফায়েল আহমেদ এবং আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক আবুল হাসান চৌধুরী আওয়ামী লীগের পক্ষে বক্তব্য পেশ করেন।

আনিসুল হক প্রথম প্রশ্নটি করেন, ছোট একটি প্রশ্ন। আজকের স্লোগান 'আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাঁকে দেব। তো আমরা কাকে ভোট দেব? দলকে না ব্যক্তিকে?

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদের সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে আছে প্রজাতন্ত্রের মালিক হবে জনগণ। তাই জনগণকে আমরা ক্ষমতার মালিক করতে চাই। তার জন্য এই স্লোগানটি আমরা তুলেছি।'

তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'বর্তমান বাস্তবতার নিরিখে আমরা মেধা এবং অন্যান্য বিষয় চিন্তা করেই এবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বর্তমান পরিস্থিতির উপযোগী মনোনয়ন দিয়েছি।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'যেখানে জনগণের ভোটের অধিকার আদায়ের বিষয়টি রয়েছে, জনগণের অধিকার আদায়ে আন্দোলনে কিছু কৌশল আমরা অবশ্যই অবলম্বন করেছি।'

তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'আমাদের নেত্রী আগেই বলেছেন যখন আমরা বিভিন্ন উপনির্বাচন দেখলাম, সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে ব্রাশফায়ার করে যখন ছয়জনকে জীবন দিতে দেখলাম, মাগুরা নির্বাচনে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল যখন কেড়ে নেওয়া হলো, তখনই জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্বশীল দলগুলো আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি করেছি এবং

www.pathagar.com

আপনারা এও দেখেছেন যে জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের নিয়েই [আমরা] কিন্তু সভা-মিটিং আমরা করতাম।'

'ইশতেহারের এক জায়গায় আপনারা বলেছেন যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে, তবে জনগণের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যে সেগুলোকে আমাদের ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখা যেতে পারে। সে ভুলটা আপনারা কোনটার কথা বলছেন? আপনারা কি একদলীয় শাসনের কথা বলছেন? আপনারা কি রক্ষীবাহিনীর কথা বলছেন? আপনারা কোনটার কথা বলছেন? কোন ভুল?'

আবেদ খানের এই প্রশ্নের উত্তরে শেখ হাসিনা বলেন, 'মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে। তবে আপনি যে বিষয়গুলো উল্লেখ করলেন সেগুলো আমরা ভুল হিসেবে দেখি না। সেগুলো ছিল সময়ের প্রয়োজন এবং সময়ের প্রয়োজনেই জাতীয় স্বার্থে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।'

'রক্ষীবাহিনীর হাতে হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী মৃত্যুবরণ করেছেন, এটা কি সত্যি?' আনিসুল হকের প্রশ্নের প্রশ্নের জবাবে তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'এটা মোটেই সত্যি না।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'স্বল্পকালীন ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা যারা এবং যারা আমাদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিল সে সমস্ত হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা এই স্বল্পকালীন ট্রেনিং নিয়ে তো তারা সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না বরং রক্ষীবাহিনী গঠন করে তাদের পূর্ণ ট্রেনিং দেওয়া হয়। পূর্ণ ট্রেনিং দেওয়ার পরে তারা কিন্তু সেনাবাহিনীতে পরবর্তী সময়ে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।'

তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'বঙ্গবন্ধু একটি জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি প্লাটফর্ম করেছিলেন এবং তাঁর বক্তৃতার মধ্যে ছিল সেটা ছিল সাময়িক এবং সেখানে সকলকে...। সকলকেই সেখানে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন কিন্তু জাতির জনককে যখন হত্যা করা হয়, তখন আমরা বলেছি সেদিনের পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। আজকে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে সংসদীয় গণতন্ত্র আমাদের কাম্য।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা পার্লামেন্টে আপনাদের একদলীয় শাসন বলতে কী বোঝায়, তা তো বিগত পার্লামেন্টই দেখেছেন যে সেখানে একটি দল পার্লামেন্ট চালাল। আর বঙ্গবন্ধু যেটা করেছিলেন, সেটা ছিল কী? রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে এক মঞ্চে নিয়ে এসেছিলেন। সেখানে আওয়ামী লীগও একা ছিল না।

'হত্যা-কু্য-ষড়যন্ত্র অর্থাৎ হত্যাকাণ্ড করে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিল। জনতার রুদ্ররোষে কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়নি।'

তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'রাষ্ট্রপতি এক রকম ভাষণ দিয়েছেন, প্রধান উপদেষ্টা আর এক রকম ভাষণ দিয়েছেন অর্থাৎ আজকে আপনারা দেখেন যেখানে

www.pathagar.com

নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আমরা অধিক শক্তিশালী মনে করে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেখানে আজকে দ্বৈত শাসনব্যবস্থা জনগণের মধ্যে নানা রকম প্রশ্ন [তুলতে] সৃষ্টি করেছে।...সেখানে সত্যিকার অর্থেই যাতে একটা নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় আমরা জাতীয় সংসদে সেই চেষ্টা অবশ্যই করব, যাতে জনগণের মনে নির্বাচন নিয়ে আজকের মতো কোনো সংশয় এবং প্রশ্ন না থাকে।

'...নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করা শুরু করেছে, তখন কোনো কোনো রাজনৈতিক দল তাদের দলীয় লোক হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের কেন গ্রেপ্তার করা হলো শুধু সে কথা বলেনি এবং এমন কথা পর্যন্ত বলা হয়েছে যে প্রয়োজন হলে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াব এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ফেলে দেওয়া খুব একটা কঠিন কাজ নয়।'

'আপনাদের দুটো নগরে নির্বাচিত মেয়র ছিল এবং তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বলবেন কি নগরবাসীদের এই যন্ত্রণা থেকে আপনারা আগামীতে যদি ক্ষমতায় যান, কীভাবে মুক্তি দেবেন?'

আতিউর রহমানের এই প্রশ্নের উত্তরে শেখ হাসিনা বলেন, 'আসলে এখানে একটা সমন্বয়ের অভাব রয়েছে,...বিরোধী দল থেকে আমাদের মেয়র নির্বাচিত, অনেক পরিকল্পনা অনেক কার্যক্রম গ্রহণ করলেও সেগুলি বাস্তবায়ন করতে পারেনি। আর সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে, একটা জিনিস লক্ষ করেছেন যে, আমাদের যেটা সব থেকে অভাব, সেটা হচ্ছে, সুষ্ঠু পরিকল্পনা। যেমন আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দেই, ধরুন, ধানমন্ডি এলাকা। এই ধানমন্ডি এলাকা যখন গড়ে তোলা হয় আবাসিক এলাকা হিসেবে, তখন, আপনারা জানেন যে, সেখানে এক একটা যে আবাসিক প্লট নেয়া হয় সেখানে দুই তলার বেশি বাড়ি হবে না।...পরবর্তীতে আজকে সেখানে মাল্টি স্টোরেড বিল্ডিং-এর অনুমতি দেয়া হয়েছে কিন্তু পাশাপাশি যে নাগরিক বিষয়গুলো, সেগুলো বিবেচনা করা হয়নি। তেমনি কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। যে কারণে জটিলটা দেখা দিচ্ছে—বিদ্যুৎ নাই, পানি নাই, টেলিফোন বিভ্রাট, নানা ধরনের অসুবিধা, গ্যাসের অসুবিধা আমি যেটা পর্যবেক্ষণ করেছি, সেটা হচ্ছে, সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। এই পরিকল্পনা ছাড়া যখন-তখন যে-কোনো একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই আজকের এই জটিলতার সৃষ্টি। এ বিষয়গুলি অবশ্যই দেখতে হবে। তবে এ একটা বিরাট বিষয় অনেক খরচের ব্যাপার তবুও আমাদের একটা প্রচেষ্টা থাকবে যে জনসাধারণকে এই সমস্ত যে নাগরিক সুবিধা অর্থাৎ তাঁরা ট্যাক্স দেন। তাঁরা যখন ট্যাক্স দেন তখন তো কিছু নাগরিক সুবিধা পেতেই হবে, এটা হচ্ছে তাঁদের প্রাপ্য। তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্তি আমরা যাতে সুষ্ঠুভাবে দিতে পারি সে বিষয়ে আমরা অবশ্যই দৃষ্টি রাখব।'

www.pathagar.com

তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'জনগণ যদি ভোট দিয়ে আমাদের তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে, তাহলে নিশ্চয় আমরা আমাদের সম্পত্তির আয়-ব্যয়ের হিসাব আমরা দেব।...প্রতি বছরই দিতে হবে।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'যে সংসদীয় কমিটি আছে এই কমিটিতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই আমরা নীতিমালা করে টেলিভিশন-রেডিও অর্থাৎ যে সরকারি সম্পদ মানে কোনো দলীয়করণ নয়, এটা যে জনগণের সম্পদ এটা প্রজাতন্ত্রের সম্পদ সেই নীতিমালায় যাতে চলে এই বিষয়ে আমরা লক্ষ রাখব এবং সেই বিবেচনায় একটা সুষ্ঠু নীতিমালা আমরা করব।'

তিনি বলেন, 'আমি যেখানে পিতামাতা, ভাই সব হারিয়ে সর্বহারা সেখানে আমার নিজের কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমি রাজনীতি করি না। আপনারা আমাকে দোয়া করেন যেন আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে আপনাদের সেবা করে যেতে পারি।'

www.pathagar.com

নির্বাচন কমিশন

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এ কে এম সাদেক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে আমি তাঁকে বলি যে তাঁর অবস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা তাঁকে নিজেই বিবেচনা করে তাঁর অবস্থান স্থির করতে হবে। তবে আমি তাঁর আবাসন ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করব। কয়েক দিন পর শুনতে পেলাম তাঁকে উদ্ধৃতি করে একটা সংবাদ বের হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন, 'আমার অনুরোধে তিনি পদত্যাগ করেন।' আমার দিক থেকে এমন কোনো অনুরোধ করা হয়নি। এ ব্যাপারে কেউ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ না করায় বা ইতিমধ্যে কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ায় আমি আর কোনো বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়তে চাইনি।

এরপর সমস্যা হলো, কাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব দেওয়া যায়। আমরা সবাই মিলে উপযুক্ত ব্যক্তির খোঁজ করতে লাগলাম। সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব মুজিবুল হককে আমি টেলিফোনে অনুরোধ করলাম। প্রশাসনে তাঁর সুনাম ছিল। তিনি রাজি হলেন না। অবশেষে আমরা পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য মোহাম্মদ আবু হেনাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হতে রাজি করালাম। পরে আমার বিরুদ্ধে এ অনুযোগ করা হয় যে আমি বিচারপতিদের জন্য একটা পদের সুযোগ বন্ধ করে দিই। কেউ বিতর্কিত হতে চাইলে তাঁর জন্য সবচেয়ে প্রশস্ত জায়গা নির্বাচন কমিশন।

৬ এপ্রিল প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এ কে এম সাদেক পদত্যাগ করেন। ৮ এপ্রিল পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য মো. আবু হেনাকে রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেন। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ফয়জুর রাজ্জাককে নির্বাচন কমিশনের সচিব নিযুক্ত করা হয়।

www.pathagar.com

এই দুই বিচক্ষণ ব্যক্তির নিয়োগে আমরা আশ্বস্ত হলাম। ১৫ এপ্রিল নির্বাচন কমিশনের সদস্য হিসেবে সাবেক সচিব আবিদুর রহমান ও সাবেক জেলা জজ মুস্তাক আহমেদ চৌধুরীকে নিয়োগ দেওয়া হয়। আমাদের সৌভাগ্য, অবশেষে এমন ভালো একটা নির্বাচন কমিশন আমরা পেয়েছিলাম।

নির্বাচনী আচরণবিধি

নির্বাচন কমিশন বর্ণ বা সম্প্রদায়গত অনুভূতিকে ব্যবহার করে ভোটপ্রার্থনা এবং ধর্মীয় উপাসনালয়কে নির্বাচনী প্রচারণার স্থান হিসেবে ব্যবহার নিষিদ্ধ করার যে প্রস্তাব করেছিল, চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত আচরণবিধিমালা থেকে তা বাদ দেওয়া হয়। কোনো কোনো রাজনৈতিক দল আপত্তি উত্থাপন করে বলে, এমন বিধির অপব্যাখ্যা হতে পারে; অনেকের বিরুদ্ধে অপব্যবহারও হতে পারে। সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই নির্বাচনী আচরণবিধিমালা চূড়ান্ত করা হয়। এ আচরণবিধিতে বেশ কিছু বিষয় সুনির্দিষ্ট করা হয়। বলা হয়, নির্বাচনী প্রচারকালে কোনো রকম উসকানিমূলক বক্তব্য প্রদান করা যাবে না। নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর কোনো দল বা প্রার্থীর তাঁদের নির্বাচনী এলাকায় কোনো রকম চাঁদা বা অনুদানের অঙ্গীকার করা যাবে না। নির্বাচনী প্রচারণায় বাস-ট্রাক বা অন্য কোনো যানবাহন-মিছিল বা মশাল-মিছিল করা যাবে না। বেলা দুটো থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মাইক ব্যবহার করা যাবে। জনসভা করতে পুলিশের আগাম অনুমতি লাগবে। কোনো নির্বাচনী এলাকায় কোনো প্রার্থী একই সঙ্গে তিনটির বেশি মাইক ব্যবহার করতে পারবেন না। রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী-নির্বিশেষে সবাই প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার পাবেন। কোনো প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা ও অন্যান্য প্রচারাভিযান পণ্ড করা বা এতে বাধা প্রদান করা যাবে না। জনগণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে, এমন কোনো স্থানে জনসভা করা যাবে না।

কোনো সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনোভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সভার আয়োজকদের অবশ্যই পুলিশের শরণাপন্ন হতে হবে। এ ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিজেরা ব্যবস্থা নিতে পারবেন না। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিলের ওপর অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাবে না। নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃত পোস্টার দেশি কাগজে সাদা-কালো রঙে ছাপাতে হবে। রঙিন পোস্টার ছাপা যাবে না। পোস্টার কোনো অবস্থায়ই ২২ গুণন ১৮ ইঞ্চি আকারের বেশি হতে পারবে না। নির্বাচনী প্রচারণা হিসেবে সব ধরনের দেয়াললিখন থেকে সবাই বিরত থাকবেন।

www.pathagar.com

নির্বাচনী শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত সীমানার মধ্যে মোটর বা অন্য কোনো যান্ত্রিক যান চালানো এবং আগ্নেয়াস্ত্র বা বিস্ফোরকদ্রব্য বহন করা চলবে না। কোনো সরকারি কর্মকর্তা কিংবা স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি কোনো নির্বাচনী কার্যক্রমে অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

১৮ দফার ওই আচরণবিধিতে বলা হয়, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী দল কিংবা প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারকালে কোনো ধরনের তিক্ত উসকানিমূলক এবং ধর্মানুভূতিতে আঘাত হানে, এমন কোনো বক্তব্য দিতে পারবেন না। এ ছাড়া কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনী খরচের ব্যয়সীমা কোনো অবস্থাতেই অতিক্রম করতে পারবেন না। তিন লাখ টাকার বেশি কোনো প্রার্থী নির্বাচনে ব্যয় করতে পারবেন না। নির্বাচনকে প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য আচরণবিধিতে বলা হয়েছে, অর্থ, অস্ত্র, পেশিশক্তি বা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা প্রভাবিত করা যাবে না।

প্রার্থীরা নির্বাচনী আচরণবিধি পালন করছেন কি না, তা তদন্তের জন্য নির্বাচন কমিশন দেশের প্রতিটি জেলায় একজন সাবজজ ও একজন সহকারী জজকে নিয়ে নির্বাচন তদন্ত কমিটি গঠন করে। নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম পর্যবেক্ষণ করতে জেলা ও অন্যান্য পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠনের জন্য নির্বাচন কমিশন জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ দেয়। কমিটি নির্বাচনপূর্ব যেকোনো অনিয়ম ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো নির্বাচন তদন্ত কমিটিকে জানিয়ে দেবে। এসব কমিটি কার্যকলাপ যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে কি না, তা পর্যবেক্ষণের জন্য নির্বাচন কমিশনার মুস্তাক আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়।

ঋণখেলাপিদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করে রাষ্ট্রপতি একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত থাকলেই ভোটাররা ভোট দিতে পারবেন। পরিচয়পত্রেরও কোনো প্রয়োজন হবে না। পরিচয়পত্র ছাড়া ভোট দেওয়া যাবে না বলে আগে যে আইন জারি করা হয়েছিল, সেই আইনের কার্যকারিতাও স্থগিত রাখা হয়।

গণতন্ত্রের যুগে নির্বাচনের লড়াইয়ে অর্থের অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করার চিন্তাভাবনা সারা পৃথিবীতে। যেসব দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হয়, সেখানে নির্বাচনে ব্যয়নির্বাহের জন্য চাঁদা তোলার ব্যাপারটা বেশ সমস্যাসঙ্কুল হয়ে দেখা দিয়েছে।

আমাদের দেশে নির্বাচনী ব্যয়ের ব্যাপারে কালো টাকা ও দুর্নীতির অভিযোগ ঢালাওভাবে করা হয়। নির্বাচনের ব্যয়ের হিসাবে শুভংকরের ফাঁক যে থাকে না, তা নয়। নির্বাচনপ্রার্থীকে নির্বাচন প্রচারকালীন প্রতিদিনের হিসাব দিতে হবে বলে একটা কথা বলা হচ্ছে। হিসাব দেওয়ার ও নেওয়ার ব্যাপারে আইনের তেমন কড়াকড়ি নেই। নির্বাচনে অর্থব্যয় জোগানোর জন্য রাষ্ট্রীয় অনুদান প্রক্রিয়া খুব যে সুফল দিয়েছে, তা নয়। জার্মানিতে রাজনৈতিক দলগুলো রাষ্ট্রের টাকার ওপর

www.pathagar.com

অত্যন্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ে বিধায় ১৯৯২ সালের জার্মান সাংবিধানিক কোর্ট রাষ্ট্রের অনুদান কমিয়ে দিতে পরামর্শ দেয়। রাষ্ট্র কর্তৃক রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী তহবিলের অর্থ জোগানো সত্ত্বেও স্পেন, জার্মানি বা জাপানে চাঁদা নিয়ে কেলেঙ্কারি কিন্তু কম হয়নি। রাষ্ট্রানুকূল্য সত্ত্বেও চাঁদা নিয়ে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাওয়ায় ইতালিতে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্বাচনী ব্যয় বহন করা বন্ধ করে দেওয়া হয় বছর কয়েক আগে।

৯ মে ১৯৯৬ বিবিসি আমাকে প্রশ্ন করে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি সাবেক সরকারের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতিসংক্রান্ত আইনগত ব্যবস্থা নেবে? উত্তরে আমি বলি, 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমাদের দেশে স্থায়ী আইনগত প্রক্রিয়া রয়েছে। এ সাধারণ প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে অব্যাহত থাকবে। এ ব্যাপারে কোনো দল, গোষ্ঠী বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো বিশেষ তৎপরতা চালানোর আমাদের কোনো ইচ্ছা নেই।'

দৈনিক *ভোরের কাগজ* তখন এই খবরটা দ্বিতীয় শিরোনাম করে ছাপিয়েছিল যে, বিএনপির দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। ওই কাগজকে টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করা হয়, এই খবরটা তাঁরা কোথায় পেলেন। তখন তাঁরা বললেন, অন্যায় হয়ে গেছে, এই খবর তো প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যের ভেতরে ছিল না।

নির্বাচন কমিশনের কাছে ১১৫টি দল প্রতীকের জন্য আবেদন করে। নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রতীক ছিল ১৪০টি। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের রুলিংয়ের ফলে আগের মতোই আওয়ামী লীগ নৌকা, বিএনপি ধানের শীষ, জাতীয় পার্টি লাঙল, জামায়াতে ইসলামী দাঁড়িপাল্লা, ন্যাপ মুজাফফর কুঁড়েঘর ও গণতন্ত্রী পার্টি পেঙ্গুইন প্রতীকে নির্বাচন করবে।

নির্বাচনী স্লোগান

'আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব'—স্লোগানটি ১৯৯৬ সালের জুনের নির্বাচনে বড় জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রেস ও তথ্য দপ্তর একাধিক প্রচারপত্র প্রকাশ করেছিল, কোনোটা হ্যাঁ-বাচক, কোনোটা না-বাচক। যেমন, 'ভোটের নামে এক জোট, মনের সুখে দেব ভোট', 'ছিয়ানব্বইয়ের নির্বাচন, দেশে আনল জাগরণ', 'জাল ভোটের অন্য নাম, জাতির স্বার্থে জালিয়াতি', 'বর্ষা-বাদল মানব না, ভোটের সুযোগ ছাড়ব না', 'বোমাবাজ-অস্ত্রবাজ, জায়গা তোদের নাই আজ'। ৯৬-এর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনেক কার্টুন ছাপা হয়। সেগুলোর একাটতে ক্যাপশন ছিল এরকম, 'একটা ভোট দিছি আর একটা দিমু। বুঝতাছি কপালে দুঃখ আছে।'

www.pathagar.com

লক্ষ রাখা হয় যাতে অর্থ, অস্ত্র, পেশিশক্তি বা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচনকে প্রভাবান্বিত করা না যায়। নির্বাচনের দিন সংশ্লিষ্ট সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে যথাযথ ভূমিকা পালনের ব্যাপারে ৪ জুন ১৯৯৬ সতর্ক করে বলা হয়, নিরপেক্ষভাবে কর্মসম্পাদন শুধুমাত্র কাগজপত্রে সীমাবদ্ধ রাখলেই চলবে না; নিরপেক্ষতা যাতে জনসাধারণের নিকট দৃশ্যমান হয়, সে জন্য সতর্কতার সঙ্গে আইন ও বিধিমোতাবেক কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই সতর্কবাণী ও নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার যাবতীয় প্রস্তুতিসংক্রান্ত এক সার্কুলার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট পাঠানো হয়।

সর্বাত্মক প্রস্তুতি অনুযায়ী নির্বাচনের দিন প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে ১ জন সশস্ত্র পুলিশসহ মোট ১৩ জন পুলিশ ও আনসার সদস্য মোতায়েন থাকবে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা মহানগর এলাকার প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে মোতায়েন করা হবে এই ১৩ জনের অতিরিক্ত আরো ৩ জন বিডিআর ও ২ জন ব্যাটালিয়ান আনসারের সদস্য। বাস্তব অবস্থার বিবেচনায় এই সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। প্রতি থানায় ন্যূনপক্ষে দুই প্লাটুন সেনাদল নিয়োগ করা হবে। এর মধ্যে কিছুসংখ্যক ভ্রাম্যমাণ রিজার্ভ হিসাবে, কিছুসংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ স্থানে এবং কিছুসংখ্যক থানা হেড কোয়ার্টারে মোতায়েন থাকবে। সেনাবাহিনী প্রয়োজনে ৩/৪টি ইউনিয়নকে নিয়ে সাব ইউনিট গঠন করবে। এ ছাড়া প্রতিটি থানায় সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, ব্যাটালিয়ান আনসারের পৃথক পৃথক ভ্রাম্যমাণ স্ট্রাইকিং ফোর্স থাকবে। নির্বাচনে পার্বত্য জেলাসমূহের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা জিওসি ২৪ পদাতিক ডিভিশনের উপর ন্যস্ত হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি হেলিকপ্টার নির্বাচনের দিনসহ নির্বাচনের আগে ও পরে ৮ দিনের জন্য বরাদ্দ থাকবে।

২২শে নভেম্বর ২০০৭ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এক বিবৃতিতে জানায়, 'নির্বাচনের সঙ্গে যে ১,১০৭ জন আমলা জড়িত তারা নিরপেক্ষ না থাকলে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বন্ধ করা যাবে না। তিনটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে: ভোটার যেন নিজের ইচ্ছামতো ভোট দিতে পারে, ভোট গণনার কাজ যেন স্বচ্ছ হয় এবং গণনাকৃত ভোট প্রকাশে যেন কোনো কারসাজি না হয়।'

নির্বাচনের দিন

৪ জুন ১৯৯৬ ওকাবের সঙ্গে এক বৈঠকে আমাকে প্রশ্ন করা হয়, 'নির্বাচনের দিন আবহাওয়া খারাপ থাকতে পারে এবং সেই কারণে ভোট দেওয়ার জন্য অনেক ভোটারের ভোটকেন্দ্রে আসতে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। সুতরাং বিপুলসংখ্যক ভোটার অংশগ্রহণ করবে, এমন একটা নির্বাচন কি আপনি উপহার দিতে পারবেন?'

www.pathagar.com

আমি বলি, 'দেখুন, আমার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই আমি বিভিন্ন রিপোর্ট সংগ্রহের চেষ্টা করেছি। সে সময় আবহাওয়ার কিছু কিছু পূর্বাভাসে বলা হয়েছিল বৃষ্টি হবে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের পক্ষে নির্বাচনের দিন-তারিখ নির্বাচন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল। কারণ, আমরা জানি না, কেন কোনো দিন কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতার কাছে অশুভ বলে বিবেচিত হয়েছিল। তাই ১২ জুন ছাড়া অন্য আর কোনো দিন ধার্য করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা সব রাজনৈতিক দলকেই খুশি করতে চেয়েছিলাম বলে, বুঝতেই পারছেন, ব্যাপারটা কত বড় ছিল—সেই কর্মভার। আমি উপদেষ্টাবর্গ, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের ব্যাপারে সমঝোতার মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছিলাম। তারপর আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমি তাঁদের বলেছিলাম যে এখন থেকে আমি নিজেই সিদ্ধান্ত নেব। তবে আপনাদের পরামর্শকে স্বাগত জানানো হবে। আপনাদের সমালোচনাকে স্বাগত জানানো হবে এবং আপনারা কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে বদলানোর, কোনো কিছু পরিবর্তন করার অনুরোধ জানালে তাও স্বাগত জানানো হবে। আমি পুনর্বিবেচনা করব, নতুন করে ভেবেচিন্তে দেখব। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের অনুরোধ আমি রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। আমি কোনো এক স্থানে গিয়েছিলাম। সেখানে পৌঁছার পরপরই বেশ ভারী আরামদায়ক বৃষ্টি হয়েছিল। আমি বলেছিলাম, আমি কিন্তু পানির ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না। আমার হেলিকপ্টার খারাপ আবহাওয়ায় এক গহ্বর থেকে আরেক গহ্বরে ছোটাছুটি করে। তারপর আমরা জিয়া বিমানবন্দরে নামি। আমি তখন তাঁদের বলেছিলাম যে এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া উপেক্ষা করে যদি আমাদের পাইলটরা সাফল্যের সঙ্গে বিমান অবতরণ করাতে পারেন, তাহলে এটাও আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে আমাদের নির্বাচন কর্মকর্তারাও জাতিকে একটা সত্যিকারের ভালো ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে পারবেন।'

উপদেষ্টাদের ভোট প্রদান

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা ভোট দিবেন কি না সে নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। আমরা মনে করি, দেশের লোককে ভোটদানে যখন আমরা আহ্বান করছি ও উৎসাহিত করছি, তখন নিরপেক্ষতা প্রদর্শনের জন্য আমাদের ভোট দানে বিরত থাকা সমীচীন হবে না। উপদেষ্টারা সবাই নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রে ভোট দেন।

নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দেশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে ছুটে বেড়ান। প্রচার-প্রচারণা ও স্থান সফরের সংখ্যার দিক দিয়ে শেখ হাসিনা এগিয়ে

www.pathagar.com

ছিলেন। শেষ দিকে বেগম জিয়া ছোটেন ঝড়ের বেগে। শেখ হাসিনা সারাদেশে তিন সপ্তাহে প্রায় আড়াইশত এবং বেগম জিয়া দুই শত নির্বাচনী জনসভায় বক্তৃতা করেন। আর পথসভা করেন অসংখ্য। তবে কেউই দেশের সব জেলা এবং ৩শত আসন সফর করতে পারেননি। রেডিও-টিভির মাধ্যমে শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। এইচ এম এরশাদ ৫টি আসনে প্রার্থী হতে পারলেও ভাষণ দেওয়ার সুযোগ পাননি। নির্বাচন কমিশন ভাষণের ব্যাপারে কোনো আপত্তি না দিলেও সরকারের পক্ষ হতে আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ভাষণ দিতে পারেননি। জামায়াতের আমির গোলাম আযম নিজে প্রার্থী না হওয়ায় ভাষণ দিতে পারেননি। তবে তিনি দেশব্যাপী নির্বাচনী সফর করেন ব্যাপকভাবে।

এবারই প্রথমবারের মতো বিটিভি সংবাদ সংগ্রহের জন্য দুটি হেলিকপ্টার ব্যবহারের সুযোগ পায়। ১২ জুন সকাল সাতটা থেকে একটি হেলিকপ্টার উত্তরবঙ্গে এবং অপরটি দক্ষিণবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে উড্ডীয়মান হয়। হেলিকপ্টারের প্রতি ফ্লাইং আওয়ারের জন্য প্রায় ৫৭ হাজার টাকা ভাড়া নির্ধারণ করা হয়। টিভির বার্তা বিভাগ থেকে প্রায় ৬০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর আট ঘণ্টা করে পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। টিভির অনুষ্ঠান বিভাগ বিকেল চারটা থেকে যথারীতি অনুষ্ঠান শুরু করলেও বার্তা বিভাগ নির্বাচনী বিশেষ সংবাদ বুলেটিন শুরু করে রাত ১২টা থেকে। দুই ঘণ্টা পরপর নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল জানানো হয় রামপুরা টিভি ভবন থেকে। আবার নির্বাচন কমিশনে স্থাপিত স্টুডিও থেকে প্রার্থীদের অগ্রগামী ফলাফল জানানো হয়।

২৩ মে ১৯৯৬ ভয়েস অব আমেরিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আমি বলি, 'সেনাবাহিনীতে উদ্ভূত ঘটনায় দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এতে আসন্ন নির্বাচনের ওপর অবশ্যই প্রতিকূল প্রভাব পড়ত, কিন্তু পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক এবং নিয়ন্ত্রণাধীন। এ অবস্থায় আমি মনে করি, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোনো অসুবিধা হবে না। আমি আশা করি, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা আমাদের প্রধান লক্ষ্য—সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে মনোনিবেশ করবেন এবং এ লক্ষ্যে ইতিবাচক ভূমিকা অব্যাহত রাখবেন।

'সংসদ নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা দানের জন্য প্রয়োজন হলে দেশের সাধারণ আইন অনুযায়ী সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তখন সর্বোবহিত আইনের দায়িত্ব আইনশৃঙ্খলা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার কাজেই সীমিত থাকবে। প্রয়োজনবোধে উপকূলবর্তী মণিপুর, সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া, মহেশখালী ও হাতিয়া থানায় কিছুসংখ্যক নৌবাহিনীর সদস্য ভ্রাম্যমাণ ফৌজ হিসেবেও কাজ করতে পারেন।...

www.pathagar.com

'এ জন্য আমরা অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারসহ সব ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও অপরাধ দমনে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছি। এর ফলে ইতিমধ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে। বিপুল পরিমাণ অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপও অনেক কমে এসেছে। এই বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং নির্বাচনের সময় তা আরও জোরদার করা হবে। তা ছাড়া নির্বাচন কমিশন প্রতিদ্বন্দ্বী দল, রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য একটা নির্বাচনী আচরণবিধি প্রণয়ন করেছে। এই আচরণবিধি অবশ্যই হিংসা, হানাহানি ও সন্ত্রাসমুক্ত সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিশেষ সহায়ক হবে।...তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব পরিচালনায় সবারই সহযোগিতা পাচ্ছি। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া, যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী তার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। বেসামরিক সরকারি কর্মচারীরা সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। সামরিক বাহিনীও নিষ্ঠার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে বলে আমি সম্পূর্ণ আশাবাদী।...আমরা একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বদ্ধপরিকর। এ জন্য আমাদের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। আমি ও আমার সহকর্মীরা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সবশেষে আপনাদের মাধ্যমে সব দেশি ও বিদেশি রেডিও, টিভি ও অন্যান্য সংবাদ এবং জনসংযোগ সংস্থার কাছে একটি সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে চাই যে আপনারা এমনিভাবে কোনো অসমর্থিত তথ্য বা মন্তব্য করবেন না, যাতে আমাদের নির্বাচনী কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হয়।'

ওইদিন ওই সাক্ষাৎকারে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'আপনার সরকার কি পূর্বতন সরকারের ইস্যুকৃত অস্ত্রের লাইসেন্স বাতিল করার কথা ভাবছে? যখন আজকের পত্রপত্রিকায় এ সংক্রান্ত একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে?'

উত্তরে আমি বলি, 'আমি মনে করি না। তবে লাইসেন্স জমা দিতে বলা হতে পারে। আপনারাই আমার চেয়ে ভালো জানেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র বহন করা নাগরিকদের একটা সাংবিধানিক অধিকার। কিন্তু আমাদের দেশে গোটা অস্ত্রের ব্যাপারটা আইন অনুযায়ী লাইসেন্সিং ব্যবস্থার অধীনে। এবং লাইসেন্স পরীক্ষা করার জন্য বা এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ দেখা দিলে বা কোনো প্রশ্ন উঠলে লাইসেন্স-প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স দেখতে চাওয়ার কর্তৃত্ব বা অধিকার রয়েছে। তবে আমি এই আশ্বাস দিতে চাই যে যাঁদের কাছে লাইসেন্সপ্রাপ্ত অস্ত্র আছে, তাঁদেরকে আত্মরক্ষার এই হাতিয়ার থেকে বঞ্চিত করা হবে না। হলে নির্বাচনের আগে বা পরে কয়েক ঘণ্টা সময়ের জন্য তা করা হতে পারে। এ ব্যাপারে আমি সুনির্দিষ্ট কিছু বলতে পারছি না।'

www.pathagar.com

নির্বাচনকালে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন

সংসদীয় নির্বাচনকালে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বেসামরিক সরকারকে সাহায্যের জন্য সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি বলি, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা বেসামরিক ভাইদের পাশে এসে দাঁড়াবেন। তাঁদের উপস্থিতি একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে দায়িত্ব রয়েছে, তা পালন করতে নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আয়ত্তে রাখার ওপর আমি গুরুত্ব আরোপ করি।

www.pathagar.com

শান্তিশৃঙ্খলা

'সব বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার করা না গেলে সুষ্ঠু নির্বাচন কি সম্ভব?' বিবিসির আতিকুস সামাদের এ প্রশ্নের জবাবে আমি বলি, 'বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এ অভিযানকে আমরা আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ জন্য রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্র এবং নিরাপত্তা বাহিনীগুলোকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে পুরোপুরি নিয়োগ করা হবে। বেআইনি অস্ত্রধারীরা যাতে কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থন বা সহযোগিতা না পায়, এ বিষয়ে আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন চেয়েছি। তারা এ বিষয়ে সরকারকে যথাযথ সমর্থন দেবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। আশা করা যায়, এসব ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব এবং নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে।'

বিবিসি প্রশ্ন করে, 'কিন্তু অস্ত্রের ব্যবহার লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। দেশে মোটামুটিভাবে শান্তি ফিরে আসছে। এ মুহূর্তে শান্তি বিরাজ করছে ঠিকই, কিন্তু পরেও যে বিরাজ করবে তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে? যদি এসব অস্ত্র বাইরে থাকে?'

আমি বলি, 'এ রকমের নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না। তবে আমি বড় ধরনের কোনো গোলমালের আশঙ্কা করছি না। দেশের সব রাজনৈতিক দলই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তা ছাড়া নির্বাচন কমিশন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলো এবং প্রার্থীদের জন্য একটি নির্বাচনী আচরণবিধি প্রণয়ন করেছে। এই আচরণবিধির যথার্থ প্রয়োগ অবশ্যই নির্বাচনে কোনোরূপ গোলমাল পরিহার

www.pathagar.com

করতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আমরা কিন্তু প্রয়োজনীয় আইন সংস্কারও করেছি। নির্বাচন-পূর্ব ও নির্বাচনের পরে বেআইনি কর্মকাণ্ডের জন্য দেশের আইনের কাঠামো জোরদার করা হয়েছে।'

বিবিসি আরও প্রশ্ন করে, 'একটি দল দল অভিযোগ করেছে যে ব্যাপক প্রশাসনিক রদবদলের মাধ্যমে তাদের কোণঠাসা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব রদবদলে কি কোনো পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে?

জবাবে আমি বলি, 'ঠিক এ রকম অভিযোগ এনেছে কি না তা আমার জানা নেই। যদি এসে থাকে, এর কোনো ভিত্তিও নেই। যেকোনো নতুন সরকারের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশাসন ভিন্ন হবে—এটাই দেশের সব মানুষের আশা। আমাদের নিরপেক্ষতা যাতে সহজেই প্রতিভাত হয়, সে উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে প্রশাসনে আমরা কিছু পরিবর্তন এনেছি। নিরপেক্ষ মাপমাঠির সঙ্গে বিভিন্ন মাত্রা যোগ করে ভারসাম্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি। যাদের বদলিযোগ্য মনে হয়েছে, কেবল তাদেরই বদলি করা হয়েছে।'

দেশব্যাপী অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার ও অপরাধী গ্রেপ্তার অভিযান পরিচালনার জন্য '৯৫ সালের ২১ ডিসেম্বর নির্দেশ দেয় বিএনপি সরকার। সরকারের যৌথ বাহিনীর অভিযান পরিচালনার ৭১ দিনে অবৈধ বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয় প্রায় ৩ হাজার। গ্রেপ্তার হয় ২১,৩০০ জন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার গত ১ এপ্রিল থেকে দেশব্যাপী অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার অভিযান শুরু করে। যৌথ বাহিনীর পরিবর্তে শুধুমাত্র অভিযানে অংশ নেয় পুলিশ বাহিনী।

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযানকালে ৭২ দিনে সারা দেশে ৪ হাজার ৫০৫টি অবৈধ অস্ত্র, ১১ হাজার ৭৬৯টি বোমা ও অন্যান্য বিস্ফোরকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়। এ সময়কালে পুলিশ বেআইনি অস্ত্র রাখার দায়ে এক হাজার ৪০৮ জনসহ বিভিন্ন মামলায় ৪৩ হাজার ৫৭৮ জনকে গ্রেপ্তার করে।

নির্বাচনী তৎপরতা

কোন দল কী আদর্শ নিয়ে নির্বাচনে আসছে—আগেকার দিনে তা-ই বিবেচ্য বিষয়। যে কেউ তখন পার্টির দোহাই দিয়ে নির্বাচিত হতেন। এখন দেখা যাচ্ছে মানুষ ব্যক্তি চায়। যে লোকটিকে ভোট দিচ্ছেন সেই লোকটি কেমন, তাঁর প্রতিপত্তি কেমন—সেটাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। সে জন্যই প্রধান দলগুলো সবাই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের—অর্থাৎ যাঁদের ভোট আনার সামর্থ্য আছে তাঁদের মনোনয়ন দেয়। তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতায় যেতে হবে এবং ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যাঁদের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, তাঁদেরই প্রাধান্য দিয়েছে।

www.pathagar.com

আদর্শগত অবস্থান নির্বাচনে ততটা গুরুত্ব পায় না। ভোটাররাও সে ব্যাপারে ততটা মাথা ঘামায় না। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের আগেও সব দলই মেনিফেস্টো দেয়, কিন্তু বিএনপি মেনিফেস্টো বা আদর্শের জোরে নয়, ভারতবিরোধী প্রচারণা ও মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে নির্বাচনে জিতেছিল। মেনিফেস্টো কখন এল বা কখন প্রকাশ করা হলো, সেটা তত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না; বিএনপির কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল আওয়ামী লীগবিরোধী প্রচারণা। আদর্শগত অবস্থানে আওয়ামী লীগেরও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। অর্থনীতি থেকে সমাজতন্ত্র বাদ গেছে। তবে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ যায়নি।

আদর্শের ব্যাপারেও তারা কিছু কিছু আপস করেছে। আগেরবার বাইরে থেকে এসে যারা বিএনপিতে যোগ দিয়েছিল, তাদের অনেকেই কিন্তু সেবারই আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চেয়েছিল। আওয়ামী লীগ আদর্শগত কারণে সেসব ব্যক্তিকে দলে নেয়নি। কিন্তু তাঁরা বিএনপি থেকে ঠিকই নির্বাচিত হন। অনেকের কাছে দলের চেয়ে ব্যক্তি বড় হয়ে দেখা দেয়।

আওয়ামী লীগের ধারণা, স্বাধীনতার যে অন্তর্নিহিত ভাব ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যে আদর্শগত দিক অনুসরণ করে ২০ বছর তারা ক্ষমতায় যেতে পারেনি, সেই আদর্শ বাস্তবায়ন করার জন্য তাদের ক্ষমতায় যেতে হবে। এ বিশ্বাসে প্রায় কোনো জায়গায় আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে বিশেষ কোনো ক্ষোভ দেখা যায়নি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২১ বছর ক্ষমতার বাইরে ছিল। তাদের ইশতেহারে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি নবায়ন করবে না বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। মূল প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো প্রত্যেকে ২৫ বছরের চুক্তি নবায়ন না করার পক্ষে ঘোষণা দেয়। তারা সবাই গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা দাবি করে, সশস্ত্র বাহিনীকে আরও আধুনিকীকরণের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে আরও গভীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কথাও ব্যক্ত করে।

আওয়ামী লীগের ইশতেহারে কৃষি খাতে ভর্তুকি, রেডিও এবং টিভির পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীকে সুসজ্জিত করার কথাও ব্যক্ত করা হয়। তবে আওয়ামী লীগ এই প্রথম মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে তাদের ভুলত্রুটির জন্য দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চায়। দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা, খুলনা, বাগেরহাট ও গোপালগঞ্জে একটি করে মোট চারটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

আওয়ামী লীগে যোগদানের হিড়িক পড়ে যায়। একটি আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চেয়ে ১১টি আবেদনপত্র জমা পড়ে। শেখ হাসিনা নেতাদের বলেন, 'মনোনয়ন চাওয়ার মধ্যে দোষের কিছু নেই। তবে এবার মনোনয়ন দেওয়ার সময় দেখা হবে, কে জিতে আসতে পারবেন।'

www.pathagar.com

সশস্ত্র বাহিনীর লোকজন আওয়ামী লীগকে পছন্দ করে না এমন ধারণা পাল্টে দেওয়ার লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর প্রথম সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লাহসহ প্রায় ৩০ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আওয়ামী লীগে যোগ দেন। সাবেক সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল নূরউদ্দীন খান, মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উপপ্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর রফিক ও আনসারের সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল বদিউজ্জামান এবং আরও দুজন ব্রিগেডিয়ার ও একজন গ্রুপ ক্যাপ্টেন আওয়ামী লীগে যোগ দেন। সেনাবাহিনীর মধ্যে ইমেজ সৃষ্টির জন্য আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহারে বলে যে সেনাবাহিনীকে আধুনিক করা হবে, সুসজ্জিত করা হবে, ডিফেন্স কলেজ করা হবে ইত্যাদি।

নির্বাচন বর্জনের হুঁশিয়ারি

মাঝেমধ্যেই দুই দলের প্রধান নির্বাচন বর্জন করার হুমকি দিতে থাকেন। বাগেরহাটে এক জনসভায় আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপি আমলে যে ২০ হাজার অস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল, তা বাতিল ও বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার করা না হলে তাঁর দলের পক্ষে নির্বাচন করা সম্ভব হবে না। প্রয়োজনে তিনি নির্বাচন বর্জন করবেন।

বিএনপির দলপ্রধান বলেন, অস্ত্র উদ্ধারের নামে তাঁর দলের নেতা-কর্মীদের হয়রানি করা হচ্ছে। বেতার ও টেলিভিশন নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি নিরপেক্ষতা বজায় না রাখে, তবে বিএনপি ভেবে দেখবে যে তারা নির্বাচন করবে কি না।

২৪ এপ্রিল গণফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত এক জনসভায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে উদ্দেশ করে ড. কামাল হোসেন বলেন, 'আপনারা কঠিন দায়িত্ব পালন করতে এসেছেন, নাটক পরিচালনা করতে নয়। অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করতে না পারলে এর কারণ জাতিকে জানিয়ে পদত্যাগ করুন। কোনো অপরাধের দায়দায়িত্ব নিয়ে নিজেরা অপরাধী হবেন না।'

কামাল হোসেন আমার সঙ্গে অন্য প্রসঙ্গে দেখা করতে এসে বলেন, সংবাদপত্রের রিপোর্ট ঠিক নয়। যা-ই হোক, তিনি একজন দলপ্রধানের বিরুদ্ধে নতুন একটা মামলা দায়ের করার কথা বললেন। তাঁকে বলেছিলাম, 'আমি সরকারের সম্পূর্ণ শক্তি নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত করতে চাই। মামলা দায়ের করার প্রয়োজন হলে তদন্তকর্তারা তা দেখবেন।'

২৪ এপ্রিল *বাংলাবাজার পত্রিকার* বিশেষ প্রতিনিধি লেখেন, 'নির্বাচন এলেই দেশ বিক্রির অভিযোগ। এন্তার ষড়যন্ত্রের ছড়াছড়ি। বাকি সময় ষড়যন্ত্র নেই। দেশ বিক্রির অভিযোগও নেই। সব ঠিকঠাক। দুনিয়ার কোন দেশের রাজনীতিকরা

www.pathagar.com

নিজের দেশ সম্পর্কে এরকম কোনো মন্তব্য করেন জানা নেই। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আমাদের রাজনীতিকরা কথায় কথায় দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। স্বাধীনতা এতই ঠুনকো বিষয় একজন অভিযোগ করলেই অন্য একজন জবাব দিলেই স্বাধীনতা হরণ হয়ে যায়। যারা ঢালাওভাবে জনগণের সামনে দেশ বিক্রির অভিযোগ করছেন তাদের জানা উচিত একটি দেশ কখনো বিক্রি হয় না। বিক্রির অভিযোগ এনে তারাই দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে হালকা করে দেখছেন।...

'মজার ব্যাপার হচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলো যতটা না নিজস্ব কর্মসূচিনির্ভর, তার চেয়ে বেশি দেশ বিক্রি, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিয়ে ব্যস্ত। জনগণের সামনে তাদের কোনো কর্মসূচি নেই। আর কর্মসূচি থাকলেও জনসভায় দাঁড়িয়ে তারা এসব কথা বেশি আওড়ান না।

'দু দিন আগে যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি কী করে দেশ বিক্রির অভিযোগ আনছেন এটা বোধগম্য হচ্ছে না। নিছক ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যদি করে থাকেন তাহলে বলব, ভুল করছেন। জনগণ এ স্লোগানে আর ভুলবে না। ষড়যন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে। কার বিরুদ্ধে কে ষড়যন্ত্র করছে? এটা জানা থাকলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার উচিত জনসমক্ষে তা প্রকাশ করা। জনগণ সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবে।'

বেগম খালেদা জিয়া চট্টগ্রাম থেকে তাঁর দলের নির্বাচনী প্রচার অভিযান শুরু করেন। চট্টগ্রামে চারটি নির্বাচনী জনসভায় তিনি বলেন, 'ধানের শীষ হচ্ছে মঙ্গলের প্রতীক, উন্নয়নের প্রতীক ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রতীক।' তাই তিনি ধানের শীষের প্রতীক নিয়ে যাঁরা দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান।

খালেদার অভিযোগ

১৪ মে ১৯৯৬ বিএনপিপ্রধান বেগম খালেদা জিয়া অভিযোগ করে এক সাক্ষাৎকারে বিবিসিকে বলেন, 'আমরা নির্বাচনটা চাই অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে। সে জন্যই এই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়েছে। এই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজ সবার সঙ্গে সমান আচরণ করা এবং তাকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে থেকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাদের বলতে হচ্ছে যে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে কাজগুলো করছে, সেগুলোতে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রাখছে না।...যেখানে-সেখানে বিভিন্নভাবে প্রশাসনে পরিবর্তনগুলো করা হচ্ছে এবং আমরা দেখছি, প্রতিনিয়ত একতরফাভাবে বিএনপির লোকজনকে অহেতুক হয়রানি করা হচ্ছে। বিভিন্নভাবে ধরা হচ্ছে। এই যদি হয়, তাহলে তো নির্বাচন করাই আমাদের জন্য কঠিন হয়ে

www.pathagar.com

যাবে।...দেশে উপর্যুপরি বদলি করা হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত বদলি করা হচ্ছে, কেন, আমরা জানি না কার স্বার্থে এবং কাদের নির্দেশে এগুলো হচ্ছে, সেটাও আমরা বুঝতে পারছি না।...আমাদের ছাত্রদলকে বিভিন্ন জায়গায় হয়রানি করা হচ্ছে, ধরা হচ্ছে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদের প্রেসার দেওয়া হচ্ছে কোনো একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলে যোগদান করার জন্য এবং এই প্রক্রিয়া যদি চলতে থাকে, তাঁরা এভাবে তাঁদের মনমতো বিভিন্ন প্রশাসনিক পরিবর্তন করতে থাকেন, কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের প্রেসারে আমাদের লোকদের যদি এমনভাবে হয়রানি করতে থাকেন, তাহলে আগামী নির্বাচন আমরা করব কি না সেটাও আমাদের চিন্তা করতে হবে।

'নির্বাচন যদি নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অবাধ হয়, তাহলে অবশ্যই আমরা মেনে নেব। ভবিষ্যতে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আমরা ফলাফল মেনে নেব। সে দায়িত্ব রয়েছে নিরপেক্ষ সরকারের ওপর। আমরা আশা করব, তিনি সেই দায়িত্ব আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করবেন।...এই নির্দলীয় সরকারের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ হলে সেখানে তার বিরুদ্ধে তখন জনগণকে নিয়ে আমাদের আন্দোলনে যেতে হবে। সরকার নির্বাচন করবে এবং সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে যদি ব্যর্থ হয় তবে আমাদের চিন্তা করতে হবে।'

১৮ মে খালেদা জিয়া তাঁর প্রথম নির্বাচনী সমাবেশে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতা ভঙ্গের অভিযোগ করে বলেন, 'এ অবস্থা চলতে থাকলে আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে বাধ্য হব। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচিত সরকার নয়। তাকে ধাক্কা দিয়ে সরানো আমাদের জন্য কঠিন ব্যাপার হবে না।' *জনকণ্ঠ*-এ প্রকাশিত এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে ১৯ মে বিএনপির দপ্তর সম্পাদক নজরুল ইসলাম খান বলেন, 'বেগম খালেদা জিয়া এমন কোনো উক্তি ওই সভায় বা অন্য কোথাও করেননি।'

কলকাতার *আনন্দবাজার* পত্রিকায় 'আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ভারতে চলে যাওয়া ৫৩ লাখ হিন্দুর সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে' শিরোনামে প্রকাশিত একটি খবরের উল্লেখ করে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন সম্পর্কে আওয়ামী লীগের একটি কথিত প্রস্তাবের উল্লেখ করে বলেন, এর ফলে সমাজে পুনরায় হাঙ্গামা, অস্থিরতা ও নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেবে।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান খালেদার মন্তব্যের জবাব দেন। তিনি বলেন, বিএনপি নেত্রী অর্পিত সম্পত্তি আইন সম্পর্কে আওয়ামী লীগকে জড়িয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ অসত্য, বানোয়াট, কাল্পনিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

এর সপ্তাহ কয়েক আগে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে এক সভায় আওয়ামী লীগের যে খসড়া নির্বাচনী ইশতেহার উত্থাপন করা হয় তাতে বলা হয়েছিল এ

www.pathagar.com

আইনটি বাতিল করা হবে। চূড়ান্ত ইশতেহারে তা বাদ দেওয়া হয়। চূড়ান্ত ইশতেহারে 'পশ্চাৎপদ অঞ্চল ও অনুন্নত সম্প্রদায়সমূহ' শিরোনামে শুধু বলা হয়, ধর্ম, বর্ণ সম্প্রদায় ও গোত্র-নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের সম-অধিকার ও সুযোগের পরিপন্থী আইনের বিলোপ সাধন করা হবে।

সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয়রা বাংলাদেশে ভোট দিতে আসছেন—এমন একটা গুজব ছিল। এর কোনো ভিত্তি সাংবাদিকেরা পাননি। বিডিআর সীমান্তের প্রতিটি পয়েন্ট সিল করে দেয়।

বরিশাল বিএম কলেজের অধ্যক্ষের নেতৃত্বে শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধিদল বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি তাদের বলেন, অদূর ভবিষ্যতে এই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হবে। কলেজটি যে নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত সেখানে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন রাষ্ট্রপতির ছেলে ডা. নাসিম বিশ্বাস।

ডা. নাসিমের সমর্থনে গত ২৫ মে বরিশালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী জনসভায় বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া যেসব প্রতিশ্রুতি দেন তার মধ্যে বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রতিশ্রুতিও ছিল। এসব প্রতিশ্রুতি নির্বাচনী আচরণবিধিমালার ৩ বিধি লঙ্ঘন—আওয়ামী লীগ প্রার্থীর এ অভিযোগ ও মামলা দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম তদন্ত কমিটি বেগম জিয়া অথবা তার প্রতিনিধিকে কমিটির সামনে হাজির হতে নোটিশ দেয়।

নির্বাচনী আচরণবিধিমালার ৩ বিধিতে বলা হয়, 'সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পেশ করা যাবে, তবে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর হতে ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত কোনো প্রার্থী কিংবা তার পক্ষ হতে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার কোনো প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার করা যাবে না অথবা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় কোনো প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের অঙ্গীকার করা যাবে না।'

আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রার্থী তালিকায় অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে প্রধান এই দল দুটিতে আগের যেকোনোবারের চেয়ে সশস্ত্র বাহিনীর সাবেক সদস্য, সাবেক সরকারি কর্মকর্তা, দলছুট নেতা এবং রাজনীতিতে নবাগত প্রার্থীদের প্রাধান্য লক্ষ করা গেছে।

যাঁদেরকে তারা সম্ভাব্য জয়ী বলে মনে করছে, প্রধান দল দুটো লোকজনকে অন্য দল থেকে বা বাইরে থেকে তাদের মধ্যে টেনে এনেছে। এখানে কে কোন দল করত বা কোন নীতির অনুসারী ছিল, তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। আর যাঁরা অন্য দল থেকে বড় দল দুটোয় যোগ দিয়েছেন, মনে হয় তাঁদের কাছে নতুন দলের টিকিট পাওয়াটাই ছিল মুখ্য। যে জন্য সারা জীবন এক দল করেও অন্য দলে যোগ দিতে তাঁদের বাধেনি। এ ব্যাপারে দলের প্রধানেরা দলগুলোর কর্মীদের

www.pathagar.com

অনুরোধ করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন এই যে প্রার্থী যাঁদের দেওয়া হয়েছে, তাঁদের ভোট দেয়। কারণ, তাঁরা বলেছেন যে দল টিকে থাকতে হলে বা ক্ষমতায় যেতে হলে তাঁদের পাস করাতেই হবে।

১০ জুন মানিক মিয়া এভিনিউতে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ—দুটি দলই জনসভা ডাকে। নিয়ম অনুযায়ী জনসভা করার আগে ঢাকা সিটি করপোরেশনের অনুমতির জন্য দুটি দলই যথারীতি আবেদন করে।

আওয়ামী লীগ বলে, তারা চিঠি পাঠিয়েছে আগে। বিএনপি বলে, তাদের চিঠি আগে মেয়রের হস্তগত হয়েছে। ৩ মে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সংবাদপত্রে এক বিজ্ঞাপন দিয়ে ১০ জুনের জনসভার খবর প্রচার করা হয়। বিএনপি আরেক ধাপ এগিয়ে জনসভার পোস্টার ছেপে বসে। রাজধানী ঢাকার দেয়ালে দেয়ালে এই পোস্টার শোভা পেলে উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়। উভয় দলই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, তারা মানিক মিয়া এভিনিউতে জনসভা করবেই। বিএনপির বক্তব্যও তা-ই।

আওয়ামী লীগ, বিএনপি, সিটি করপোরেশন ও মেট্রোপলিটান কমিশনের এক তদন্ত কমিটি নির্বাচন কমিশনের কাছে উল্লেখ করেন, যে কেউই আচরণবিধি লঙ্ঘন না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি তাদের এখতিয়ারে পড়ে না। বিষয়টি প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরে পাঠানো হয়। অবশেষে প্রধান দুই পক্ষের শুভবুদ্ধির উদয় হলে বিএনপি ১০ জুন বিকাল ৩টায় নয়াপল্টনে নির্বাচনী জনসভা করেন।

দুই প্রধান দলনেত্রী একবিংশ শতাব্দীর কথা বলতে ভালোবাসেন। ১১ জুন ১৯৯৬ বেগম জিয়া বলেন, 'সন্ত্রাসমুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, নিরক্ষরমুক্ত আর শৃঙ্খলমুক্ত আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার জন্য একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে উন্নয়ন মহাসড়কের প্রতি অগ্রযাত্রায় জাতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কোটি কোটি কৃষক, শ্রমিক, মহিলা, শিক্ষক, কর্মচারী, ব্যবসা-উদ্যোক্তা, তরুণ ও বৃদ্ধ তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য এখন প্রস্তুত।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'একবিংশ শতাব্দীর মানুষের জন্য, নতুন প্রজন্মের জন্য আমাদের অবশ্যই ভাবতে হবে। আমরা আর বিশ্বের বুকে হতাশাগ্রস্ত ও অসহায় জাতি হিসেবে পরিচিত হতে চাই না। আসুন, সবাই নিষ্ঠার সঙ্গে যার যার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আত্মনিয়োগ করি।'

১৩ জুন ১৯৯৬ শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর সরকার জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রশাসন চালাবে; পুরোনো ভেদাভেদের অবসান ঘটাবে, গোটা জাতিকে একতাবদ্ধ করবে। শেখ হাসিনা বলেন, সব রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমরা সমঝোতার পরিবেশ গড়ে তুলব। কারণ, এককভাবে এখন দেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়গুলোর প্রতি অবিলম্বে নজর দিতে হবে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অমীমাংসিত সমস্যাগুলো সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে শেখ

www.pathagar.com

হাসিনা বলেন, তাঁর সরকার সম্পূর্ণ সমমর্যাদার ভিত্তিতে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার ভিত্তিতে এসব সমাধান করবে।'

১৪ জুন ১৯৯৬ বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডসসহ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনাররা দেখা করেন। তারা বেগম জিয়ার সঙ্গে বেশ কিছু সময় নির্বাচনী ফল নিয়ে মতবিনিময় করেন। কূটনীতিক ও পর্যবেক্ষকেরা তাঁদের মত ব্যক্ত করে বলেন, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। কিছু ঘটনা যা ঘটেছে, তা সামগ্রিক ফলাফলে তেমন কোনো প্রভাব ফেলেনি। তাঁরা আরও অভিমত ব্যক্ত করেন যে গত ১২ জুনের নির্বাচনে সারা দেশে যে ছোটখাটো ঘটনা ঘটেছে, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতেও এমনটা ঘটে থাকে।

বাংলাদেশের বাম রাজনীতি

১২ বছর ধরে বাম রাজনীতিকরা একটা মোর্চায় রাষ্ট্রপতি এরশাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করে। তাঁকে উচ্ছেদের পরও তাঁরা সেই মোর্চাটা অব্যাহত রাখে। মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষাকে ভিত্তি করে সেই বামশক্তি সমাজের সর্বত্র সংগ্রাম গড়ে তুলে সমাজকাঠামো পরিবর্তন করে একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে চেষ্টা করে। তারা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর একেবারে মূল জায়গায় আঘাত করার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত তারা ক্ষমতা দখল করতে পারেনি। বড় দলগুলোর রাজনীতি মৌলবাদী রাজনীতির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। সেখানে মৌলবাদী রাজনীতি, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে বাম রাজনীতির মৌলিক পার্থক্য রয়ে যায়। এই পার্থক্যকে এড়িয়ে বামরা দলগুলোর সঙ্গে কোনো কার্যকর ঐক্য গড়ে তুলতে পারেনি।

৬ মে ১৯৯৬ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ১৭ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন। বাম গণতান্ত্রিক বিকল্প শক্তি প্রতিষ্ঠার কর্মসূচিকে অবলম্বন করে তাঁরা বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ভিত্তিতে আসন্ন সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা বলেন, প্রচলিত গণবিরোধী আর্থসামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে শুধু নির্বাচন করে জনগণের অবস্থার উন্নতি করা যাবে না।

অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে অবাধ খোলাবাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন, সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ বিভিন্ন সংস্থার নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষতিকর শর্ত প্রতিরোধ; অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয়হ্রাস ও বিলাসদ্রব্য আমদানি নিয়ন্ত্রণের কথা এবং গ্রাম অভিমুখী ও গরিব অভিমুখী শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ধারায় উন্নয়নের নতুন প্রগতিশীল ব্যবস্থা চালুর কথাও ইশতেহারে বলা হয়। বিএনপি ও জাতীয় পার্টিকে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল দল বর্ণনা করে আরও বলা হয়,

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের নীতিও এখন দক্ষিণপন্থার দিকে নাটকীয়ভাবে ঝুঁকে পড়েছে। বলা হয় রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর ইশতেহারে বলা হয়, বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা হবে। প্রতিবেশী ভারত, পাকিস্তান ও দক্ষিণ এশীয় অন্যান্য দেশের সঙ্গে বিরাজমান সমস্যাগুলোর সমাধান করা হবে এবং ফারাক্কা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মেনন দলের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে বলেন, রাজনীতির বাণিজ্যিকীকরণের ফলে নির্বাচনে টাকার খেলা শুরু হয়েছে এবং নির্বাচনের ব্যয়সীমা আইনে নির্ধারণ থাকলেও ইতিমধ্যে নির্বাচনী আইন ও আচরণবিধি লঙ্ঘন করে লাখ লাখ টাকা খরচ করা শুরু হয়েছে। তাঁর দল নিজের এবং বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ১৯ দফার ভিত্তিতে এই নির্বাচনী লড়াইয়ে অংশ নেবে।

তিনি বলেন, বেআইনি অস্ত্রধারীদের কারণে জনগণ অবাধে ভোট দিতে পারবে কি না এ নিয়ে জনমনে আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছে। নির্বাচনী প্রচারণায় ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবহার নিষিদ্ধ করে যে খসড়া আচরণবিধি প্রণয়ন করা হয়েছিল, ধর্ম ব্যবসায়ী ও মৌলবাদীদের চাপে নির্বাচন কমিশন তা বাদ দিয়েছে। ফলে ধর্ম ও সম্প্রদায়ভিত্তিক ভোট ভাগ সহজ হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি অভিযোগ করেন, ভোটের তালিকায় বস্তিবাসী ও গার্মেন্টস শ্রমিকসহ বহু ভোটারের নাম বাদ পড়েছে।

ওয়ার্কার্স পার্টি অর্থনীতির ক্ষেত্রে দাতা সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও উদারীকরণের নামে দেশের বাজার বিদেশি পণ্যের জন্য প্রসারিত করে দেওয়ার বিরোধিতা করে। আত্মসমর্পণের নীতি অনুসরণ করলেও নির্বাচন সামনে রেখে তারা ভারত-বিরোধিতার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়।

নির্বাচনে ধর্ম-প্রসঙ্গ

মুসলিমপ্রধান বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর অনেকেই অতীতে ইসলামি আবেগকে পুঁজি করে ও ইসলামকে ব্যবহার করে ভোট পাওয়ার চেষ্টা করেন। ১৯৯১ সালে নির্বাচনে বিএনপির জয়লাভ করার পেছনে অনেক কারণের মধ্যে একটি ছিল—আওয়ামী লীগের চেয়ে তারা নিজেদের অনেক বেশি পরিমাণে ইসলামপন্থী হিসেবে দেখাতে পেরেছিল। বিএনপির স্লোগান ছিল, আল্লাহর নামে বিএনপিকে ভোট দিন। এতে অনেক ভোটারের সমর্থন বিএনপির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল।

১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগ তাদের যে চারটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে প্রচারাভিযান চালিয়েছিল, তার একটি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। এবার আওয়ামী লীগ তাদের ভাবমূর্তি এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করল যে তারা

www.pathagar.com

ইসলামবিরোধী নয়, বরং ইসলামপন্থী দল। দলের নেতারা এখন ভাষণ দেওয়ার আগে বলেন, আল্লাহর নামে শুরু করছি। কোনো কোনো বক্তা আবার ভাষণ দেওয়ার আগে পবিত্র কোরআন থেকেও অংশবিশেষ পড়ে শোনান। দলের নেতারা যুক্তি দেন যে আল্লাহর নাম করায় কোনো ক্ষতি নেই, এটা তাদের নির্বাচনের নীতিও নয়। ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের নির্বাচনী প্রচারাভিযানের মধ্যে পার্থক্য এত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তা উপেক্ষা করা যায় না।

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশকে যখন দুই ধর্মের নীতির ওপর ভিত্তি করে বিভক্ত করা হয়েছিল, তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে ভারতবিরোধী মনোভাব ছিল গভীর। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনের সময় ভারত বাংলাদেশকে যে সাহায্য দিয়েছিল, তার ফলে স্বল্পকালের জন্য বাংলাদেশিদের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী লুটপাট করেছে বলে অভিযোগ স্বল্পকালের জন্য এবং বাংলাদেশের বাজার নিম্নমানের ভারতীয় পণ্যে ছেয়ে যাওয়ার ফলে সেই ভালো সম্পর্ক খুব বেশি দিন টেকেনি।

১৯৭৫ সালে এক রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হয়। এরপরে যারাই ক্ষমতায় এসেছে, তারাই আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এই ভারতবিরোধী মনোভাবকে বারবার ব্যবহার করেছে। ভারতের বড়ভাই-সুলভ মনোভাব, গঙ্গার পানিবণ্টন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ের জন্য বহু বাংলাদেশির মনে এক ধরনের ভারতভীতি ছিল।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপি এই ভারতবিরোধী ভাবটি চমৎকার সফলতার সঙ্গে ব্যবহার করেছিল। সেই নির্বাচনে পরাজয়ের পর আওয়ামী লীগ প্রথম যে ঘোষণা দিয়ে তাদের ভারতপন্থী ভাবমূর্তি ত্যাগ করার চেষ্টা করে তা হলো, তারা ক্ষমতায় গেলে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি নবায়ন করবে না। বিএনপিও একই কথা পরে বলেছে। খোলাবাজার নীতির আওতায় বাংলাদেশের বাজার ভারতীয় জিনিসপত্রে বিএনপি ছেয়ে যেতে দেয়। এসব জিনিসপত্রের মান অনেক ভালো ছিল। ভারতবিরোধী বলে তাদের ভাবমূর্তি গঠনের চেষ্টা দেশের সাধারণ মানুষ খুব ভালোভাবে নেয়নি।

জাতীয় পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়, জাতীয় পার্টি ইসলামি মূল্যবোধকে আরও সুসংহত করার জন্য নিয়মিত পরামর্শ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট আলেম ও ইসলামি চিন্তাবিদদের সমন্বয়ে একটি ইসলামিক মিশন গঠন করবে।

২৪ এপ্রিল দৈনিক *ইনকিলাব* 'নির্বাচনী প্রচারণায় মসজিদ প্রসঙ্গ' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে লেখে, 'যতদূর জানা যায়, নির্বাচন আচরণ বিধিমালায় এটি একটি নতুন সংযোজন।...কোনো রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপের দাবি উঠেছে বলেও আমাদের জানা নেই।...ইসলাম এ দেশের সংবিধানস্বীকৃত রাষ্ট্রধর্ম। রাষ্ট্রের সঙ্গে রাজনীতির এবং সেই সঙ্গে ইসলামের

www.pathagar.com

সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই রাষ্ট্র রাজনীতি বিষয়ে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান মসজিদ থেকে মতামত গঠন, প্রচার ও প্রকাশের অধিকার সংবিধানস্বীকৃত একটি অধিকার।...ভারতীয় মুসলমানরা কোন দল যে প্রার্থীকে ভোট দেবে, সমর্থন জানাবে সে কথা যদি দিল্লির জামে মসজিদে আলোচিত হতে পারে, মতামত ঘোষিত হতে পারে এবং তাতে সে দেশের সরকার, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের কোনো আপত্তি না থাকে, তবে আমাদের দেশে থাকবে কেন—যে দেশের ৯০ শতাংশ মানুষই মুসলমান।'

৪ মে ১৯৯৬ সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের সদস্যসচিব ইসলামী মোর্চা বাংলাদেশের মহাসচিব মুফতি ফজলুল হক আমিনী বলেন, 'বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার কাদের খুশি করার জন্য "বিসমিল্লাহ" পরিহার করে চলছে তা বোধগম্য নয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনারও তাঁর ভাষণে "বিসমিল্লাহ" পরিহার করলেন কার স্বার্থে? অথচ বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ, মুসলিম লীগসহ এ দেশের সব রাজনৈতিক দল, বিসমিল্লায় বিশ্বাসী। এমনকি আওয়ামী লীগও বিসমিল্লায় বিশ্বাসী। নতুবা আওয়ামী লীগপ্রধান বারবার হজে যেতেন না। বিসমিল্লাহ ছাড়া তো হজও হয় না। কাজেই কাদের খুশি করার জন্য বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিসমিল্লাহ পরিহার করে চলছে দেশবাসী তা জানতে চায়।'

৮ মে দৈনিক *সংগ্রাম* 'আল্লাহ হাফেজ প্রসঙ্গ' শিরোনামে এক সম্পাদকীয়তে লেখে, 'বাংলাদেশ টেলিভিশনের ঘাড়ে নতুন ভূত সওয়ার হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান মহাপরিচালক নাকি বিটিভির পাঠক/পাঠিকাদের খবর পড়া শেষে "আল্লাহ হাফেজ" বলতে নিষেধ করেছেন এবং এর স্থলে "খোদা হাফেজ" বলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

'এ সংক্রান্ত প্রকাশিত খবরটি জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। কারণ, আমাদের দেশে "খোদা" এবং "আল্লাহ" শব্দদ্বয় উভয়ই মহাস্রষ্টা লা-শরিক মাবুদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও সংগত কারণেই আল্লাহ শব্দ অধিক প্রিয়, যার উচ্চারণে অধিক সওয়াবও রয়েছে। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে এটি ব্যবহৃত হওয়াতে খোদা শব্দটি এ দেশের ভাষা ও সাহিত্যে বহুল প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও এর স্থলে আল্লাহ হাফেজ শব্দের ব্যবহারের দিকে ঝোঁক বেড়েছে। এটি হচ্ছে মহাসত্তার মূল পরিচায়ক নাম "ইসমে জাত"। খোদা, ঈশ্বর ও গডের ন্যায় আল্লাহ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ নেই, এ কারণেই আল্লাহ হাফেজ কথাটি বিটিভিসহ অন্যান্য প্রচারমাধ্যমে প্রাধান্য পায়। ফারসি ভাষাভাষী শাসকদের দ্বারা এই উপমহাদেশ শত শত বছর যাবৎ শাসিত হওয়াতে "খোদা" শব্দটি এখানকার ভাষায় প্রথম প্রাধান্য পেয়ে যায়। এ ছাড়া এখানে যাদের মাধ্যমে ইসলামের আগমন ঘটে সেসব মহান প্রচারকের অধিকাংশেরই আগমন ঘটে ফারসি এলাকা থেকে। তখন

www.pathagar.com

এর শাব্দিক ব্যবহার আজকের ন্যায় আল্লাহ শব্দের সঙ্গে তুলনা করে মূল্যায়িত হয়নি। সময়ের পরিক্রমায় আদর্শিক দৃষ্টিকোণ এবং ভাষা ও শব্দের ব্যবহার তাৎপর্যের গবেষণার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সচেতন ইসলামি বুদ্ধিজীবীদের কাছে "আল্লাহ হাফেজ" কথাটির তাৎপর্যই অধিক বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।'

১৯ মে দলের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা উপলক্ষে আহূত এক সম্মেলনে খালেদা জিয়া ভাষণের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' না বলায় প্রধান উপদেষ্টার সমালোচনা করে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'সংবিধানের শুরুতে এটা রয়েছে এবং তিনি যেহেতু সংবিধান অনুযায়ী নিযুক্ত হয়েছেন তাই বিসমিল্লাহ বলা তাঁর উচিত ছিল।'

এই প্রসঙ্গে আমি আমার বিদায়ী বক্তৃতায় যে কথাগুলো বলেছিলাম তার উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমি বলি, 'রাষ্ট্রকর্মে দেয় বক্তৃতা-ভাষণ জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেকে কীভাবে শুরু করবেন এবং কীভাবে শেষ করবেন সে সম্পর্কে সংসদ আইন প্রণয়ন বা প্রস্তাবের মাধ্যমে একটা দিকনির্দেশনা দিলে বড়ই ভালো হয়। লক্ষণীয়, সংবিধানের ১৪০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণের পূর্বে যে শপথ বা ঘোষণা করেন সেই শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে কোনো ধর্মাশ্রয়ী শব্দাবলির উচ্চারণের প্রয়োজন হয় না।'

২৩ মে ১৯৯৬ নির্বাচনী ইশতেহার নিয়ে বিবিসির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জামায়াতে ইসলামীর মহাসচিব নিজামী বলেন, 'বিশ্বের দুই-একটি দেশে ইসলামি আইন চালু আছে। এর মধ্যে ইরান হচ্ছে প্রথম। এখানে একটি ইসলামি বিপ্লব হয়েছে। এ বিপ্লবের বিপদ কেটে যায়নি। যারা এটা পছন্দ করে না তারা এটাকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করছে। তারপর সুদানে একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে, কিন্তু তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। বাকি আর কোনো দেশে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হয়নি এবং হওয়ার চেষ্টাও নেই। আমরা পরিপূর্ণ ইসলামিক সমাজ কায়েম করতে চাইছি এবং আমাদের সামনে মডেল হজরত মুহাম্মদ (সা.) পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থা, খোলাফায়ে রাশেদান পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থা। বর্তমান যুগের কোনো মুসলিম দেশ আমাদের সামনে মডেল নয়।...

'আমরাও আমাদের দেশে মুক্তবাজার অর্থনীতির চর্চা করতে পারি। নিজের দেশের শিল্প বিকাশের পথকে বিপদমুক্ত রেখে।...ভারতের পণ্যে আমাদের বাজার ভরে গেছে এবং বাণিজ্য ঘাটতির একটা আকাশ-পাতাল ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। এই ভারসাম্যহীনতা কাম্য নয়।...

'শুধু সুদের ব্যাপার নয়, সার্বিকভাবে ইসলামি আইনকানুনের প্রবর্তন রাতারাতি হবে না। এর জন্য পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।...আমরা বিদেশি সাহায্য এবং ঋণকে হারামও মনে করি না, ফরজও মনে করি না। আমাদের প্রয়োজনে নিতে হবে, আমাদের প্রয়োজনকে সামনে রেখে, আমাদের পরিকল্পনার

www.pathagar.com

ভিত্তিতে। তারা যে জিনিসটা এখানে বিনিয়োগ করবে সেটার যদি প্রটেকশন পায়, তারা যদি লাভসহ বিনিয়োগের সুবিধা পায় তাহলে সুদের বিকল্প লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে লেনদেন মেটাতে তারা আগ্রহী হতে পারে।...

'মূর্তি তো হারাম ছিল, কিন্তু মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত কাবাঘর থেকে মূর্তি অপসারণ করা হয়নি। সুদ হারাম করা হয়েছে তিনটা পর্যায় পার হয়ে। সুদকেও উচ্ছেদ করা হয়েছে চারটা পর্যায় অতিক্রম করার পর। তাই আধুনিক যুগে সুদমুক্ত অর্থনীতির পরিপূর্ণ প্রচলনের জন্য চারটা কেন, যদি ১০টা পর্যায় অতিক্রম করতে হয় তাতেও কোনো বাধা নেই।...

'দুনিয়ার কোনো বিচারে কাউকে বড় শাস্তি দিলে সেটা মানবিক আইন হয়, আর শরিয়তের দিক থেকে যদি কেউ মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য হয় সেটা দিলে কিন্তু বলা হয়, এটা বর্বর যুগের আইন। চুরি করলে হাত কাটা হবে বলে একটা কথা আছে ঠিকই, কিন্তু চুরি যাতে করতে না হয় ইসলাম সেই ব্যবস্থা নেবে। তেমনি মানুষকে হত্যা করলে তার জন্য প্রাণদণ্ড হয়; এটা গলা কাটার কথা নয়, বিচারের রায়ের ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড হতে পারে, এখনো হচ্ছে। এটা প্রয়োগ করার আগে আসলে মানুষ যাতে আইন হাতে তুলে নিয়ে কাউকে খুন করতে উদ্যত না হতে পারে সেই পরিবেশ, ব্যক্তি মানুষের মন এবং সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার পরই তা প্রয়োগ করা হবে। তেমনি জেনা, ব্যভিচারের শাস্তির একটা পরিবেশ তার আগে সৃষ্টি করা কর্তব্য, যাতে করে মানুষ এ ধরনের জেনা, ব্যভিচারে লিপ্ত না হয়।'

গণফোরাম, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং সেই সঙ্গে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট অভিযোগ করে, নির্বাচনী প্রচারণায় মসজিদ, মন্দির ও গির্জাকে ব্যবহার করা যাবে না বলে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য সত্ত্বেও চূড়ান্ত আচরণবিধিতে নির্বাচন কমিশন সেই বিধান রাখেনি। বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এ উপলক্ষে আগামী ৮ মে এক প্রতিবাদ দিবসেরও ডাক দেয়। এ দলগুলো অভিযোগ করে, ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করতে দিয়ে মৌলবাদী দলগুলোর কাছে নির্বাচন কমিশন নতি স্বীকার করেছে।

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর দলীয় নির্বাচনী প্রচারাভিযানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগে সিলেটে হজরত শাহজালাল ও হজরত শাহ পরানের মাজার জিয়ারত করেন এবং এক কর্মিসভায় ভাষণ দেন। তিনি হজরত বোরহানউদ্দিনের মাজারও জিয়ারত করেন। শেখ হাসিনা এর আগে হজ সেরে ও মদিনায় হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রওজা শরিফ জিয়ারত করে আসেন।

শেখ হাসিনা বলেন, 'আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অনেক কুৎসা শুনেছেন, অনেক বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার শুনেছেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ ২০ বছর ক্ষমতায় নেই। এই ২০ বছর পর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমি দেশবাসীর কাছে এটুকু

www.pathagar.com

আবেদন করব যে সেই ভুলভ্রান্তি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে আরেকবার আওয়ামী লীগকে সুযোগ দেবেন।'

বর্তমান নির্বাচনে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলার একটা প্রবণতা আপাতত দেখা যাচ্ছে। যদিও এর মধ্যেই চট্টগ্রামে একটি নির্বাচনী সংঘর্ষ ঘটে গেছে। তবুও নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চললে সহিংসতা কম হবে এবং অবাধে একটি নির্বাচন করার সুযোগ হয়তো আসবে। অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন, নতুবা বড় ধরনের সহিংসতা ঘটার আশঙ্কা থেকেই যাবে।

আজকের সূর্যোদয় পত্রিকার ২৫ জুন-১ জুলাই ১৯৯৬ সংখ্যায় গেদুচাচা তাঁর খোলা চিঠির কলামে শেখ হাসিনাকে সম্বোধন করে বলেন, 'এইবার দেশের আধ্যাত্মিক সম্রাটরা আপনার দলকে খমতায় যাওয়ার পারমিশন দিয়া দিয়াছে। বাবা শাহজালালের সিটে যে জিতে সেই দলই নাকি ৭০ সাল হইতে সরকার গঠন করিয়া আসিতেছে। এইবার সেই সিটে হুমায়ূন রশিদ চাচা নৌকা লইয়া জিতিয়াছেন। ঢাকার হাইকোর্ট মাজারের শাহ শরিফুদ্দিন চিশতি বাবার সিটে ইকবাল চাচা আপনার দল হইতে জিতিলেন। মিরপুর মাজার এলাকায় কামাল মজুমদার, আমানত শাহের দরগাহ এলাকায় আপনার দলের মান্নান চাচা, বার আউলিয়ার জায়গায় আপনার দলের কাশেম চাচা, খানজাহান আলীর এলাকায় আপনি নিজে, শাহরাস্তীর দরবার এলাকায় মেজর রফিক চাচা, পাগলা মিয়ার এলাকায় জয়নাল হাজারী চাচা, মির্জান শাহের এলাকায় খশরু চাচাসহ প্রায় সকল অলি আবদালের মাজার এলাকায় নৌকা জিতিয়াছে। বঙ্গবন্ধু বা জিয়ার মাজার এলাকায়ও একই অবস্থা। তিন নেতার মাজার এলাকায়ও আপনার দলই জিতিলো। ইহাতে বুঝা যাইতেছে এইবার আপনার দলকেই আধ্যাত্মিক সম্রাটরা পছন্দ করিয়াছেন।'

এক পত্রিকায় প্রকাশিত কার্টুনে দেখা যায়, মাজারের পথে দুই নেত্রী এক কিশোরকে জিজ্ঞেস করছেন, 'আর কোথায় মাজার আছে রে?'

www.pathagar.com

নির্বাচন পর্যবেক্ষক

১৯৭১ সালে কমনওয়েলথের সরকারপ্রধানদের সিঙ্গাপুর-ঘোষণায় বলা হয় যে জনগণ যে সমাজে বাস করে, তা তাদের স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠন করার অবিচ্ছেদ্য অধিকার রয়েছে। ১৯৮৯ সালে কমনওয়েলথ সরকার-প্রধানদের কুয়ালালামপুর অধিবেশনে সেই নীতি পুনর্ব্যক্ত হয়। ১৯৯১ সালের হারারে বৈঠকে কমনওয়েলথ সরকারপ্রধানেরা কমনওয়েলথের সদস্যদের মধ্যে নির্বাচনী ও অন্যান্য সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে যথোপযুক্ত সহায়তাদানের জন্য ঐকমত্য পোষণ করেন। ওই ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য ১৯৯৫ সালে নিউজিল্যান্ড অধিবেশনে মিলব্রুক কমনওয়েলথ অ্যাকশন প্রোগ্রাম গ্রহণ করে। নির্বাচনের সময় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা ও সমর্থনদানের জন্য কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়। যে দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কেবল সেই দেশের আমন্ত্রণক্রমে কমনওয়েলথের মহাসচিব পর্যবেক্ষক দল প্রেরণ করে থাকেন।

কমনওয়েলথের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলো ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নও বাংলাদেশের নির্বাচনে বেশ ঔৎসুক্য প্রকাশ করে। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার মুসলমান দেশগুলো তেমন কোনো কৌতূহল দেখায়নি।

৪ জুন ১৯৯৬ ভয়েস অব আমেরিকায় সম্প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে আমাকে প্রশ্ন করা হয়, 'পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শত শত পর্যবেক্ষক বাংলাদেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষণে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। আপনি কি মনে করেন, তাঁদের সবাইকে প্রয়োজন এবং স্বাগত জানানো দরকার?'

আমি উত্তর দিই, 'আমি বলব না যে আমাদের বিদেশি পর্যবেক্ষক দরকার। কিন্তু সংখ্যা যা-ই হোক, আমরা তাঁদের স্বাগত জানাব। আমার মনে হয়, তাঁদের

www.pathagar.com

উপস্থিতিতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সব অংশগ্রহণকারী উৎসাহবোধ করবেন।'

যেসব বিদেশি টিম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে তারা হলো কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষক গ্রুপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স (এনডিআই), ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন পর্যবেক্ষক দল, সার্ক বেসরকারি পর্যবেক্ষক দল, ও জাপানি পর্যবেক্ষক দল। সবকটি পর্যবেক্ষক গ্রুপই তাদের মূল্যায়ন রিপোর্টে এ নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য চমৎকার দৃষ্টান্তমূলক বলে উল্লেখ করেন।

কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষণ গ্রুপের চেয়ারম্যান ছিলেন মালেশিয়ার তানশ্রী ড. মো. গাজালী শাফী। ঢাকায় আগত পর্যবেক্ষক দলের অন্য সদস্যরা হলেন—বাহামার পার্লামেন্টারি কমিশনার অ্যরল ডব্লিউ ব্যাথেল, সেন্ট লুসিয়ার প্রধান নির্বাচন অফিসার জাস্টিন ম্যাকক্লিয়ার ড্যানিয়েল, পাপুয়া নিউগিনির ইলেকটোরাল কমিশনার রুবেনটি কাইয়ুলু এমবিই, তানজানিয়ার সংসদ সদস্য হন হুলদা স্ট্যানলি কিরাচা এমপি, কানাডার ইলেকটোরাল অফিসার মিস এলিস কিলাম, দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেন্ট মেম্বার মিস লিনডিউই মাসেকু এমপি, শ্রীলংকার সংসদ সদস্য ধীলন পেরেজ, বৎসোয়ানার সংসদ সদস্য জাহান্নালী জয় পুমাণ্ডী, সিঙ্গাপুরের সংসদ সদস্য ড. ক্যানওয়াজিভ সয়েন, ব্রিটেনের মেম্বার হাউস অব লজস লর্ড ওবার লী, অস্ট্রেলিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেকটোরাল কমিশনার ট্রিভর উইলসন। এই দলকে কমনওয়েলথ সচিবালয়ের ৮ সদস্যের একটি দল সমর্থন জোগায় নেতৃত্ব দেয় লিগ্যাল এবং কনস্টিটিউশনাল বিভাগের পরিচালক প্রফেসর বেগ অস্টিন।

সাবেক মার্কিন কংগ্রেসম্যান স্টিফেন সোলার্জের নেতৃত্বে এনডিআই পর্যবেক্ষক দলে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ১৬টি দেশের সংসদ সদস্য, নির্বাচনী কর্মকর্তা, সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন পর্যবেক্ষক দলের মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশের ২৯ জন পর্যবেক্ষক এবং নরওয়ের ৩ জন পর্যবেক্ষক ছিলেন।

জাপানের পার্লামেন্টের সদস্যদের নিয়ে গঠিত নির্বাচন পর্যবেক্ষণ দলটি ১০ জুন থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন এলাকা সফর করে। পর্যবেক্ষণ শেষে তাঁরা উল্লেখ করেন যে, তাঁদের প্রত্যয় জন্মেছে যে, সার্বিকভাবে নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ভারত, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার ৪০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে গঠিত দক্ষিণ এশীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন নির্বাচনে উচ্চহারে ভোটারদের

www.pathagar.com

উপস্থিতি, বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের উপস্থিতির উচ্চহার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটেছে বলে মন্তব্য করেন। শান্তি, শৃঙ্খলা ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ নির্বাচনী আইন ও বিধির সঙ্গে সংগতি রেখে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা করেছে এবং নির্বাচন সম্পূর্ণ অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষকরা ঢাকাসহ ৬টি বিভাগে অবস্থান নেয়। এনডিআই ঢাকাসহ ১৩টি এলাকায় যায়। সার্কের প্রতিনিধিরা ৩৫টি জেলার এক শ' আসন দেখে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচনী পর্যবেক্ষকগণ সিনেটর কায়েতানা ডি জুলুয়েটার নেতৃত্বে ১৫টি দল ৬টি বিভাগের ১৭টি নির্বাচন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। ইতালির রাষ্ট্রদূত রাফায়েলে মিনিয়েরো এবং ইউরোপী ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল ড্রুরি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ছিলেন।

নির্বাচন দেখার জন্য দেড় শ' বিদেশি পর্যবেক্ষক ঢাকাস্থ কয়েকটি মিশনের আরো দেড় শ' পর্যবেক্ষকসহ মোট তিন শ' পর্যবেক্ষক দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে এবারই এত বিপুলসংখ্যক পর্যবেক্ষক বাংলাদেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে আসেন। সেই সঙ্গে 'ফেমা' বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদসহ দেশীয় কয়েকটি পর্যবেক্ষক ও মনিটরিং দলের প্রায় ৩০ হাজার সদস্য দেশব্যাপী প্রায় সকল আসনে অবস্থান প্রস্তুতি নিয়ে রাখেন। সেবারের নির্বাচন দেখার জন্য বিদেশি সাংবাদিকদের সংখ্যা এক শ' ছাড়িয়ে যায়।

বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নির্বাচনবিষয়ক ধারণা দেবার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকার শেরাটন হোটেলে একটি লিয়াজোঁ অফিস স্থাপন করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রায় ৩০ জন কর্মকর্তা দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জেলায় অবস্থান নেয়। অতিথি পর্যবেক্ষকদের জানানো হয়, তাঁরা প্রয়োজনে এই অফিসারদের সাহায্য নিতে পারবেন। কিন্তু তাঁরা না চাইলে কে কোথায় যাবেন সে সম্পর্কে কোনো পরামর্শ দেওয়া হবে না। তথ্য মন্ত্রণালয় হোটেল সোনারগাঁওয়ে একটি মিডিয়া সেন্টার খোলে। বিদেশি সাংবাদিকরা সেখান থেকে টেলিফোন ও ফ্যাক্স ব্যবহার করতে পারবে। সোনারগাঁওয়ে মিডিয়া সেন্টারের পাশেই 'দৃক' আলোকচিত্র গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে ই-মেইল কম্পিউটার সার্ভিসের অত্যাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা খোলা হয়। স্বল্প খরচে দ্রুত বহুমাত্রিক উপায়ে খবর পাঠানো ও ছবি পাঠানোর ব্যবস্থা নিয়ে 'দৃক' নিজেদের উদ্যোগে এগিয়ে আসে।

বিদেশি নির্বাচন-পর্যবেক্ষকগণ ২৫ হাজার ভোটকেন্দ্রের মধ্যে মাত্র কয়েক শ' ভোটকেন্দ্রে যেতে পারেন। সেসব কেন্দ্রে তেমন কোনো গোলোযোগ হয়নি। দুটি নির্বাচনী এলাকায় সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার হয়। আর ওই দুটি এলাকার ঘটনা দিয়ে সারা দেশকে বিচার করে এনডিআই মন্তব্য করে, সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অন্তরায়।

www.pathagar.com

২০ জুন ১৯৯৬ মার্কিন কংগ্রেস ম্যান স্টিফেন জি সোলার্ৎজ ও অস্ট্রেলিয়ার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এন্ড্রু পিকক ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিদের নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। স্টিফেন সোলার্ৎজ প্রথমেই বলেন, 'আপনি দু-একটা সংঘাতপূর্ণ অবস্থার খবর রাখেন কি না?' আমি তাঁকে বললাম, 'আপনারা কি জানেন এ ব্যাপারে কোনো অভিযোগ করা হয়েছে কি না? একটা তো অভিযোগ করতে হবে। না হলে আমরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কেমন করে জানব? কোনো কোনো সময় জানব, কিন্তু অভিযোগ থাকলে আমাদের জানাটা সহজ হয়। অভিযোগ হয়েছে কি না, তা না জেনে আপনারা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তো আমার বলার কিছু নেই।'

সোলার্ৎজ আমাকে বললেন, 'আমরা এসেছি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে। আমরা কি চুপচাপ বসে থাকব?'

আমি বললাম, 'মোটেই না। আপনারা মাদাম তুসোর জাদুঘরের নির্বাক দণ্ডায়মান মূর্তি হিসেবে এখানে আসেননি। আপনারা নিশ্চয়ই কথা বলবেন। আপনাদের পর্যবেক্ষণে আপনারা খুশিমতো অংশগ্রহণ করবেন। পর্যবেক্ষণে যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, সেদিকে আমরা লক্ষ রাখব।'

১৯ জুনের পুনর্ভোট গ্রহণকালে কুমিল্লার দু-একটি কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স ছিনতাই ও গুলি চালানোর মতো সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সেনাবাহিনীকে পাল্টা গুলিবর্ষণও করতে হয়।

নির্বাচন

৪ জুন ১৯৯৬ ওকাবের সঙ্গে বৈঠকে এক প্রশ্নের উত্তরে আমাকে প্রশ্ন করা হয়, 'আপনি বলেছেন, আপনার সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন অভিযোগে ৪০ হাজার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। পূর্ববর্তী সরকারও এর আগে ২০ হাজার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। তার মানে এ নিয়ে এখন মোট ৬০ হাজার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হলো। আমরা জানি, আমাদের জেলখানায় স্থানাভাব কী রকম। তাই আমার প্রশ্ন, কারাগারে এই এতগুলো লোকের থাকার ব্যবস্থা আপনারা কীভাবে করেছেন? অনুগ্রহ করে এ ব্যাপারে কি মন্তব্য করবেন?'

উত্তরে আমি বলি, 'আমি ছোটখাটো অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়ার, রাজক্ষমা বা দণ্ড বিরাম ইত্যাদির জন্য স্বরাষ্ট্রসচিবকে নির্দেশ দিয়েছি। আপনার প্রশ্নটা খুব সুন্দর। ক্রান্তিকালীন সময়ে কখনো কখনো জেলখানায় সমস্যার পাহাড় জমে ওঠে। ১৯৯১ সালে এ অবস্থা হয়েছিল। আমি সমস্যাটা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন রয়েছি এবং আগামী কয়েক সপ্তাহে আমি সে সমস্যার পুনরাবৃত্তি দেখতে চাই না। এই দুর্ভাগা মানুষগুলোর জন্য আমি জেলখানাকে আরামদায়ক করে তুলতে পারব

www.pathagar.com

না। তবে সেই চেষ্টা করব, যাতে তারা স্বচ্ছন্দে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে এবং সেখানে যেন অত্যধিক ভিড় জমে না ওঠে।'

তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাজধানী ঢাকাকে যানজটমুক্ত করতে সক্ষম হয়। নির্দেশ দেওয়া হয় যার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা থাকবে তার বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই নির্দেশের পর রাজধানীর ফুটপাথ পরিষ্কার, ভুল যানবাহন পার্কিং অভিযান, যানবাহনের কাগজপত্র পরীক্ষা, চেকিং পোস্ট স্থাপনসহ যানজট নিরসনে অনেকটা সফলতার মুখ দেখা গেছে।

সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা করার লক্ষ্যে ১১ জুন সন্ধ্যা ৬টা হতে বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা পর্যন্ত মোটরসাইকেল, বেবিট্যাক্সি, মাইক্রোবাস, জিপ ও পিকআপ চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়। এই নিষেধাজ্ঞা অবশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাদের নির্বাচনী এজেন্ট, নির্বাচন পর্যবেক্ষক, সংবাদ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত দেশি-বিদেশি সাংবাদিক এবং নির্বাচন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টিঅ্যান্ডটি, ওয়াসা, বিমান ইত্যাদির মতো জনস্বার্থে নিয়োজিত যানবাহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। ভোটকেন্দ্রের ৪ শত গজের মধ্যে কোনো প্রকার পিকেটিং ও সকল রকম আইনশৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়।

১১ জুন মধ্যরাতে তিন সপ্তাহব্যাপী নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা সমাপ্ত হয়। পৌনে ৬ কোটি ভোটার অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। ১২ জুন সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত একটানা ভোট দেওয়া হয়। ভোট গ্রহণের পর পরই ভোট গণনা এবং ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ভোটারদের মধ্যে এবার সচেতনতা যেমন লক্ষণীয় ছিল, তেমনি ভোটের ব্যাপারে উৎসাহ-উদ্দীপনাও ছিল আগের যেকোনো সময়ের চাইতে অস্বাভাবিক রকম বেশি।

জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনে ৮১টি রাজনৈতিক দলের দুই হাজার ৫৭৪ জন প্রার্থী এবং ২৭৯ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী অংশ নেন। নির্বাচনে প্রার্থী হন ৬০ জন প্রাক্তন আমলা এবং ৪০ জন প্রাক্তন সেনাকর্মকর্তা। মোট ভোটার সংখ্যা পাঁচ কোটি ৬৭ লাখ ১৬ হাজার ৯৩৫-এর মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ছিল দুই কোটি ৮৭ লাখ ৫৯ হাজার ৯৯৪ আর মহিলা ভোটার দুই কোটি ৭৯ লাখ ৫৬ হাজার ৯৪১। খুলনা বিভাগে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়ে ৮৩ শতাংশ। গোলযোগের জন্য ২৭টি আসনের ১২২টি কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত হয়। জাল ভোট দেওয়ার জন্য ঢাকায় ১৭ জনকে আটক করা হয়। নির্বাচনকালে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার লক্ষ্যে প্রায় চার লাখ পুলিশ, আনসার ও বিডিআর সদস্যের পাশাপাশি বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার জন্য সেনাবাহিনীর ৪০ হাজার এবং নৌবাহিনীর ৫৫০ জন সদস্যকে মোতায়েন করা হয়। আইনশৃঙ্খলার কাজে ব্যয় হয় ২৬ কোটি টাকা।

www.pathagar.com

চার মাসের কম সময়ে দুটি সাধারণ নির্বাচনে সরকারের মোট ব্যয় হয় প্রায় ৯৫ কোটি টাকা।

নির্বাচনী সংঘর্ষে নিহত হয় ছয়জন এবং আহত হয় প্রায় ৭০০ জন। বিএনপি অভিযোগ করে ৯৯ আসনে কারচুপি হয়েছে। আওয়ামী লীগও কিছু অনিয়ম ও মাস্তানির অভিযোগ করে। নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় দুজন আওয়ামী লীগ কর্মীসহ চারজন মারা যায়। নির্বাচনের দিনে ও পরে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের জন্য হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ প্রতিবাদ করে।

মোট ৭টি সংগঠন জরিপ করে রিপোর্ট দেয়। ৬টিতে আওয়ামী লীগকে অগ্রগামী দেখানো হয়। অপর একটি সংস্থার জরিপে বিএনপিকে অগ্রগামী দেখানো হয়। ৪টি সংগঠনের জরিপ রিপোর্টে বলা হয় সরকার গঠনের মতো নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা কেউই পাবে না, কোয়ালিশন করতে হবে। ভোট ভবিষ্যৎবক্তাদের অনুমান সঠিক হয়।

আওয়ামী লীগ ৩৭.৫৩ শতাংশ ভোট ও ১৪৬ আসন, বিএনপি ৩৩.৪০ শতাংশ ভোট ও ১১৬ আসন, জাতীয় পার্টি ১৫.৯৯ শতাংশ ভোট ও ৩২ আসন এবং জামায়াত ৮.৫৭ শতাংশ ভোট ও তিনটি আসন পায়। বামফ্রন্ট কোনো আসন পায়নি, ভোট পায় মাত্র ০.৪২ শতাংশ মাত্র।

নির্বাচন ও সংখ্যালঘু

এ দেশের প্রায় দুই কোটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের পরে যেসব রাজনৈতিক দল মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি সমর্থন জানায়নি, তাদের সঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটা বিরূপ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং ঢালাওভাবে তাদের আওয়ামী লীগের সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

চাঁদপুর-১ আসনে, কুমিল্লা-৬ আসনের মাইজখার ইউনিয়নের তিন গ্রাম। চট্টগ্রামের রাউজানের কিছু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল, বগুড়া জেলার ধুনট ও শেরপুর থানার বেতখের সীমাবাড়ি, সিমলা, মাধাবাগ, নকুয়া, কালিয়াকৈর, নিশিন্দা চট্টবেশর গ্রামসমূহ এবং বরিশালের ওয়েস্টার্ন পাহাড় ও বেতাইবাড়ী অঞ্চলে এবং নারায়ণগঞ্জের কিছু কিছু অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের ওপর হুমকি প্রদর্শন করার অভিযোগ ওঠে।

১৯৯৬ সালের জুনের সাধারণ নির্বাচনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক আছে। ১১৩ আসন পেয়ে বিরোধী দল আমাদের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এককভাবে যে সংখ্যাধিক্য লাভ করেছে, তা আগে কখনো ঘটেনি। ৭ জন মহিলা সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত হন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে ৮ জন নির্বাচিত হন। জনজাতিদের মধ্য থেকেও কয়েকজন নির্বাচিত হন।

www.pathagar.com

নারী ও নির্বাচন

নির্বাচনে মহিলা প্রার্থী ছিলেন ৩৬ জন। বিজয়ী হয়েছিলেন পাঁচজন। বিগত নির্বাচনগুলোর তুলনায় ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে প্রায় অধিকাংশ এলাকায় মহিলা ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা বেশি ভোট দেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বুঝতে পেরেছিলেন নিরাপদে তাঁরা ভোট দিতে পারবেন। রেডিও-টেলিভিশনে নির্বাচন কমিশনের প্রচার তাদের উৎসাহিত করে। মহিলারা যে একজন পুরুষ ভোটার থেকে কোনোভাবেই কম নয়, তা অনেক স্থানে বোঝাতে সক্ষম হন। তবু বেশ কিছু স্থানে মহিলারা ভোট দিতে গিয়ে নানা অন্তরায়ের সম্মুখীন হন। পুরুষ কর্তাদের পরামর্শে এবং ফতোয়াবাজদের ভর্ৎসনার ভয়ে অনেকে ভোট দেননি। ভোট দিলে বিবি তালাক হয়ে যাবে এমন ফতোয়া কোথাও কোথাও দেওয়া হয়। অনেক মহিলা প্রশ্ন করেন, তাঁদের হাতের কাজ কে করে দেবে, যদি তারা ভোট দিতে যান। অভিযোগ করা হয় যে ঝিনাইদহের সুরাট ইউনিয়নের ১২টি গ্রামের কোনো মহিলা ভোটার ভোট দিতে পারেননি। অনুরূপ অবস্থা ছিল তেঁতুলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র এবং ইটবাড়িয়া ইউনিয়নের ছয়টি ভোটকেন্দ্রে। কোনো কোনো কেন্দ্রে মহিলাদের এক থেকে দুই শতাংশের বেশি ভোট পড়েনি। কিছু কিছু কেন্দ্রে নির্বাচন কর্মকর্তারা সারাদিন অপেক্ষা করে খালি বাক্স নিয়ে দপ্তরে ফেরেন।

২১ জুন ১৯৯৬ কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষক গ্রুপের চেয়ারম্যান তানশ্রী ড. গাজালী শাফি ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে ১২ জুনের সাধারণ নির্বাচনকে অর্থপূর্ণ আখ্যায়িত করে একে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ একটি নির্বাচন হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের জনগণ গণতন্ত্রের প্রতি তাদের অভূতপূর্ব প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছে। সশস্ত্র বাহিনী এই নির্বাচনে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। রাজনৈতিক দলগুলো ও নির্বাচনের প্রার্থীরাও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেন। নির্বাচনে বিপুলসংখ্যক ভোটারের, বিশেষ করে মহিলাদের অংশগ্রহণে আমরা খুশি।'

কমনওয়েলথ মহাসচিব চিফ এমেকা আনিয়াকুর কাছে প্রেরিত এক রিপোর্টে বলা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের ফলেই নির্বাচনের জন্য এমন সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হয়। ভোটারদের উচ্চ হারে উপস্থিতিই প্রমাণ করেছে পরিবেশ কতটা শান্তিপূর্ণ। ছয়টি বিভাগীয় সদর দপ্তরে অবস্থান করে কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষকরা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন। নির্বাচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীদের সচেতনতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের জন্য এনজিওদেরও প্রশংসা করা হয়। আমরা গুরুতর গোলযোগের ব্যাপারে সতর্ক ছিলাম। এই ধরনের কোনো ঘটনা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কোনো প্রভাব ফেলতে পারে নাই। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী ভোট গণনা করা হয়। নিরাপত্তা বাহিনীও নির্বাচনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত মানুষ রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে ভোট দিয়েছে। 'আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব'—স্লোগানের যথার্থ বাস্তবায়নে জনসাধারণ দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়েছে বলেই এমন সুন্দর নির্বাচন হতে পেরেছে। বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দ্য এনফোর্সমেন্ট অব হিউম্যান রাইটসও অনুরূপ মন্তব্য করে।

ব্রিটিশ সংসদীয় দলের নেতা পিটার শোর বলেন, এবারের নির্বাচনে আগের চেয়েও অনেক বেশি ভোটারের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। নির্বাচনের ফলাফলে বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের নেতা মিস কায়তানা ডি জুলুয়েকা বলেন, গত ১২ জুনের সাধারণ নির্বাচন ছিল অবাধ, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ। তিনি বলেন যে তাঁর দলের সদস্যরা ১৭০টি নির্বাচন কেন্দ্র সফর করে দেখেছেন যে নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনী কর্মকর্তারা যথাযথভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন। কয়েকটি স্থানে ছোটখাটো কয়েকটি অনিয়ম দেখতে পাওয়া গেলেও তা তাঁদের সামগ্রিক মূল্যায়নের ওপর প্রভাব ফেলতে পারেনি। ১১১টি আসনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে বলে বিএনপি যে অভিযোগ করেছে; সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এই অভিযোগের সঙ্গে তাঁরা যা দেখেছেন তার কোনো মিল নেই। রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত, এই ফলাফল মেনে নেওয়া। এক প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, '৯১ সালের নির্বাচনের চেয়েও এবারের নির্বাচন স্বচ্ছ ও অবাধ হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউটের পর্যবেক্ষকেরা বলেন, বুধবারের সাধারণ নির্বাচন বাংলাদেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। স্বচ্ছতারও প্রমাণ রেখেছে এই নির্বাচন। ঢাকায় ৩০ সদস্যবিশিষ্ট পর্যবেক্ষণ দলের নেতা যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক কংগ্রেসম্যান স্টিফেন সোলার্জ ও অস্ট্রেলিয়ার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. পিকক এক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, চমৎকার একটি নির্বাচন হয়েছে; যে নির্বাচন থেকে অনেক কিছু শেখার বা জানার রয়েছে। তাঁরা বলেন, এই নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। শুধু তা-ই নয়, এই নির্বাচন দেশকে রাজনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের একটি সুযোগ করে দিয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এনডিআই নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের নেতা সাবেক মার্কিন কংগ্রেস সদস্য স্টিফেন সোলার্জ বলেন, বাংলাদেশের মানুষের ভোটের ব্যাপারে আগ্রহ দেখে আমরা খুবই মুগ্ধ হয়েছি। এত বিপুলসংখ্যক ভোটার যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে অংশ নেন না। নির্বাচনের দিন অবশ্য কিছু কিছু

www.pathagar.com

সমস্যা হয়েছে; তা অবশ্য স্থানীয়ভাবে হয়েছে, জাতীয়ভাবে কিছু হয়নি। তবে ২৫ হাজার ৯৫৭টি কেন্দ্রের মধ্যে ১২৩টি কেন্দ্রে ভোট বন্ধ থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এই সংখ্যা ১ শতাংশের অর্ধেকেরও কম। এর থেকে প্রমাণিত হয়, প্রশাসন কত সাফল্যজনকভাবে এই দায়িত্ব পালন করেছে। এবারের নির্বাচনে শুধু গণতন্ত্রের পরীক্ষাই হয়নি; বরং বাংলাদেশের জনগণের মর্যাদার পরীক্ষাও হয়েছে। ১২ জুনের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে এবং সব দলেরই উচিত, তা মেনে নেওয়া। তবে তিনি বলেন, নির্বাচনী এলাকা চট্টগ্রাম-৬ ও ৭-এ সংখ্যালঘু ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে। নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে বলে বিএনপির অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, তাঁরা নির্বাচনে অনিয়ম দেখেননি এবং এ ব্যাপারে বিএনপি নির্বাচন কমিশনারের কাছে নির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেনি।

অপর এক সংবাদ সম্মেলনে জাপানের নির্বাচন পর্যবেক্ষক প্রতিনিধিদলের নেতা মি. সিন সাকুরাই বলেন, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। তবে তিনি বলেন, কোনো কোনো স্থানে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেও তা নির্বাচনের ওপর প্রভাব ফেলতে পারেনি।

সার্ক নির্বাচন পর্যবেক্ষক বেসরকারি গ্রুপ তাদের অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে মতপ্রকাশ করেন। এ নির্বাচনে জনগণের ইচ্ছার সঠিক প্রতিফলন ঘটেছে। তবে এতে বলা হয়, নির্বাচনী কর্মকর্তা ও পোলিং এজেন্টদের আরও প্রশিক্ষণের দরকার রয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যে আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রয়েছে তা আরও উন্নত করা যেতে পারে।

আমি ১৩ জুন ১৯৯৬ আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষদের জন্য এক সংবর্ধনার আয়োজন করি। আমি সরকারের পক্ষ থেকে বিদেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের বাংলাদেশ ডাকটিকিটের একটি অ্যালবাম উপহার দিই।

১৩ জুন ১৯৯৬ নির্বাচন উপলক্ষে বাংলাদেশে আগত নির্বাচন-পর্যবেক্ষক দলগুলোর সম্মানে প্রদত্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পশ্চিমা কূটনীতিকগণ আমাকে বলেন যে, তাঁরা বহু চেষ্টা করেও বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেননি। তাঁরা আমাকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'আমরা কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?' তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। আমি তাঁদের বললাম, 'এখন তো কিছু পানের সময়। আপনারা পরস্পরের সুস্বাস্থ্য পান করে নিজেরা নিজেদেরকে পরামর্শ দিন।'

আমি তাঁদের কাছে কোনো সাহায্য চাইনি।

১২ সেপ্টেম্বর ২০০৮ *প্রথম আলোর* 'সাহিত্য সাময়িকী'তে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান তাঁর ধারাবাহিক আত্মস্মৃতি *বিপুলা পৃথিবীতে* লেখেন, 'বিএনপি বড়োরকম প্রতিবাদের পরিকল্পনা করেছিল—পরবর্তীকালে আমাকে তা

www.pathagar.com

জানিয়েছিলেন একজন হাই কমিশনার ও একজন রাষ্ট্রদূত। তাঁদের দুজনের ভাষ্য ছিল হুবহু এক। আমার কাছে আষাঢ়ে গল্প ফাঁদার কোনো কারণ তাঁদের ছিল না। তাঁরা বলেন যে, তাঁরা খবর পেয়েছিলেন, ঢাকায় সংবাদ-সম্মেলন করে খালেদা জিয়া নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করতে যাচ্ছেন। তাঁর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় সারা দেশে, বিশেষ করে রাজধানীতে, ব্যাপক গোলযোগের সৃষ্টি হবে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি কোনো চরম ব্যবস্থা নিয়ে ফেলবেন। এই খবর জানার পরে ব্রিটিশ হাই কমিশনারের অফিসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও জাপানের রাষ্ট্রদূত এবং কানাডার হাই কমিশনার মিলিত হন এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বেগম জিয়াকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করতে সিদ্ধান্ত নেন। ব্রিটিশ হাই কমিশনারের দপ্তর থেকে ফোনে বেগম জিয়ার সঙ্গে ওই পাঁচজন দেখা করবেন বলে সময় চাওয়া হয়, কিন্তু তাঁদের বলা হয় যে, তিনি ব্যস্ত আছেন, পরদিন রাতে ছাড়া দেখা করতে পারবেন না। পরদিন বিকেলেই ছিল পরিকল্পিত সংবাদ-সম্মেলনের সময়। উপায়ান্তরবিহীন হয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জানান যে, তিনি তখনই মার্কিন প্রেসিডেন্টের একটি জরুরি বার্তা বেগম জিয়াকে পৌঁছোতে চান এবং তার সঙ্গে দুজন রাষ্ট্রদূত ও দুজন হাই কমিশনার থাকবেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের সময় দেওয়া হয়। নির্ধারিত সময়ে ওঁরা পাঁচজন খালেদা জিয়ার সামনে উপস্থিত হলে তিনি বিরক্ত হয়ে বাংলায় বলেন, এরা কেন এসেছে? এরা কিছু জানে না, বোঝে না, শুধু শুধু মাতব্বরি করতে চায়। বেগম জিয়ার দোভাষী ইংরেজিতে বলেন, আপনারা আসায় ম্যাডাম অত্যন্ত খুশি হয়েছেন এবং তিনি আপনাদের আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছেন। জাপানি রাষ্ট্রদূত বাংলা জানতেন, ফরাসি রাষ্ট্রদূত জানতেন জাপানি। ফরাসি রাষ্ট্রদূতকে জাপানি রাষ্ট্রদূত খালেদা জিয়ার মন্তব্য তখনই জাপানিতে অনুবাদ করে শোনান। অনেকক্ষণ ধরে এই পাঁচজন কূটনীতিক বেগম জিয়াকে নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে অনুরোধ করেন, নইলে বাংলাদেশ নতুন করে সংকটে পড়বে বলেও তাঁরা সতর্ক করে দেন। বেগম জিয়া তাঁদের কথায় আনুষ্ঠানিক সম্মতি না জানালেও একসময়ে তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, তিনি নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করবেন না। তাঁরা তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে আসেন।'

ভয়েস অব আমেরিকা বিশেষ প্রতিবেদনে বলে, বাংলাদেশের ইতিহাসে আর কোনো নির্বাচনে এমনটা হয়নি। রাজনীতিক, কূটনীতিক ও বিদেশি পর্যবেক্ষকেরা তাজ্জব হয়েছেন। বলেছেন, এটা ভোট নয়, এ যেন এক মহা উৎসব। দিনটি ছিল সরকারি ছুটির দিন। ভোট শুরু হওয়ার আগেই দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়। গ্রামগঞ্জ, শহর-বন্দরে একই অবস্থা। গোলযোগের খবর আছে। তবে ব্যাপকভাবে উল্লেখ করার মতো নয়। নির্বাচনী হাঙ্গামায় এ পর্যন্ত পাওয়া প্রতিবেদনে ৬০টি কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত রয়েছে। মহিলা ভোটারদের উপস্থিতি ছিল বেশি। ধীরভাবে

www.pathagar.com

ভোটাররা ভোট দিয়েছেন। গুলির শব্দ কোথাও শোনা যায়নি, বোমার শব্দও ছিল না—বাংলাদেশে যা ভাবাই যায় না। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যেই সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। নির্বাচনে যাতে হিংসা, হানাহানি না হয় সে জন্য সাড়ে চার লাখ নিরাপত্তা কর্মী ছিলেন সজাগ। সেনাবাহিনী রাজধানীর অলিগলিতে টহল দিয়েছে। সেনাবাহিনী নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেছে। নয় হাজার ভোটকেন্দ্র স্পর্শকাতর হিসেবে আগেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। এসব কেন্দ্রে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকার বাইরে থেকে যেসব খবর আসছে, তাতেও অশান্তির ঘটনা তেমন নেই।

www.pathagar.com

নির্বাচনোত্তর পর্যালোচনা

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস (বিটা) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনগুলো যে নতুন স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনা তৈরি করে, তা ধরে রাখার জন্য *নির্বাচন '৯৬ পর্যালোচনা ও অভিমত* শীর্ষক এক সংকলন গ্রন্থ ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশ করে। দেশের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিদের কাছে তাঁদের অভিমতের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো রাখা হয়েছিল :

১. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচন আপনার দৃষ্টিতে কতটুকু অবাধ ও নিরপেক্ষ ছিল? দেশের সুস্থ গণতান্ত্রিক চর্চায় এই নির্বাচনকে কতটুকু সহায়ক বলে আপনি মনে করেন?

২. জাতীয় নির্বাচন যাতে আরও গণমুখী এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি তৈরিতে সহায়ক হয় সে লক্ষ্যে কী কী প্রচেষ্টা নেওয়া প্রয়োজন।

৩. ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে কালো টাকা ও পেশিশক্তির আদৌ কোনো প্রভাব ছিল কি? থাকলে এ প্রভাব থেকে ভবিষ্যতে কীভাবে নির্বাচনকে মুক্ত করা যায়?

৪. নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় মহিলা ভোটারদের সচেতন অংশগ্রহণ কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন?

৫. দেশের মূল জনসংখ্যার নিরিখে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সংখ্যালঘুদের (ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, সংস্কৃতি) ভূমিকা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

৬. বিগত দুটি জাতীয় নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেছে, ভোটপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের অবস্থান খুবই কাছাকাছি (১৯৯৬ : আওয়ামী লীগ ৩৭ শতাংশ, বিএনপি ৩৩ শতাংশ এবং ১৯৯১ : আওয়ামী লীগ ৩৩ শতাংশ, বিএনপি ৩০ শতাংশ)। জনগণের এ রায়কে দেশের গণতান্ত্রিক চর্চার ক্ষেত্রে আপনি কীভাবে দেখছেন?

www.pathagar.com

আমি এখানে তিনজনের অভিমত উল্লেখ করলাম। নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ কবি সুফিয়া কামাল বলেন :

১. দেশের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচন হওয়ায় তা আমার ভালো লেগেছে। এ নির্বাচন আরও অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে পারত; কিন্তু হয়নি। রাজনৈতিক কিছু কারণে বেশ কিছু স্থানে সুষ্ঠু নির্বাচন বিঘ্নিত হয়েছে। এ নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে সার্থক না হলেও এর দরকার ছিল।

২. যাঁরা নির্বাচনে দাঁড়াবেন, তাঁদের এ দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। ভোট যাঁরা দেবেন, তাঁদের সঙ্গে মিশতে হবে। তাঁদের ওপর আস্থা রাখতে হবে। মাটির মানুষের ও মাটির ভাষা [এরকমই ছিল] লিখতে হবে। তবেই সুষ্ঠুভাবে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এগিয়ে যাবে।

৩. কালো টাকার প্রভাব তো নিশ্চয়ই ছিল। এখন এ প্রভাব নিয়ে বিভিন্ন স্থানে আলোচনা হচ্ছে। এর প্রভাব থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে যুবকদের অর্থাৎ নতুন প্রজন্মের এগিয়ে আসতে হবে। তাদের কাছে আমরা আশা করব, তারা নির্বাচনকে কালো টাকার অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারবে।

৪. আমাদের দেশের মহিলারা কিন্তু হঠাৎ করে অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠেছে। তারা বুঝতে শিখেছে যে তারা এত দিন উপেক্ষিত হয়েছিল, এত দিন যে তারা নির্বিচারে উপেক্ষিত হয়েছিল, এখন আর তারা [এরকমই ছিল] থাকতে চায় না। তারা তাদের নিজেদের অধিকারটা খুঁজে নিতে চায়। এটা আমাদের জন্য সুখবর বলে মনে করি। আশা করি এটা ভালো।

৫. সংখ্যালঘু যারা আছে, তারাও এ দেশেরই মানুষ। যখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু সবারই রক্ত দিতে হয়েছে। তারপর এ দেশের মাটি মুক্ত হয়েছে। কাজেই সেখানে সে অধিকার তো তাদের দিতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে, তাদের অধিকার আছে। আর তারা যাতে সেটা ব্যবহার করতে পারে, সেটাও বলতে হবে।

৬. দেশের প্রধান দুই দলের অবস্থান কাছাকাছি ঠিক। কিন্তু ফারাকটা হলো ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপি যখন অল্প ভোটের ব্যবধানে সরকার গঠন করল, তখন কিন্তু আওয়ামী লীগ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যখন সরকার গঠন করল, তখন কিন্তু বিএনপি তা মেনে নেয়নি। এখানে কিন্তু এই দুই দলের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। এখান থেকেই বোঝা যায় তাদের কার কী মনোভাব রয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া বলেন :

১. এই নির্বাচন একটি কারচুপির নির্বাচন। চক্রান্তকারীদের নীলনকশা অনুযায়ী সেই নির্বাচনে চূড়ান্ত জালিয়াতি হয়েছে। তবে তাদের চক্রান্তটা ছিল সুনিপুণ-ক্যালকুলেটিভ ও সিলেক্টিভ কারচুপি। একটি নির্বাচনী এলাকার সব কেন্দ্রেই আওয়ামী লীগ রিগিং করেনি। করেছে নির্দিষ্ট কিছু কেন্দ্রে। যেগুলো জয়-পরাজয়ের ভারসাম্য রক্ষাকারী ছিল। সেসব কেন্দ্রে তারা জোর করে রিগিং করার জন্য আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল। এর পরও যেখানে প্রত্যাশিত ফল করতে পারেনি, সেখানে তাদের চক্রান্তে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের সহায়তায় নির্বাচনী রায় পাল্টে দিয়েছে। এটা ছিল একটা পুকুর চুরি। এই কাজ প্রকাশ্য রিগিংয়ের চেয়েও ভয়ংকর ছিল। দুটি অপরাধ একসঙ্গে ঘটেছে। নির্বাচনে

www.pathagar.com

কারচুপি হয়েছে, আবার সেই কারচুপির নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও অবাধ বলে চালানো হয়েছে। এই ধূর্ততা বাংলাদেশের নির্বাচনীব্যবস্থায় একটি বড় কলঙ্ক হয়ে থাকবে। কিন্তু এর পরও আমরা গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা এবং আমাদের সূচিত উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখার স্বার্থে নির্বাচনী ফলাফল মেনে নিয়েছি। এটা করেছি গণতন্ত্রের অভিযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য। এদিক থেকে ১২ জুনের নির্বাচন গণতান্ত্রিক চর্চায় ভূমিকা রাখার সুযোগ অবশ্যই পেয়েছে এবং সেটি আমাদের সদিচ্ছা ও গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার জন্য।

২. প্রথমে প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, স্বচ্ছতা ও সততা। সেই সঙ্গে দরকার নির্বাচন কমিশন এবং তার মাধ্যমে পরিচালিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা ও সততা। আমাদের দেশের নির্বাচন অবশ্যই গণমুখী। ভোটারের অংশগ্রহণ উন্নত দেশের তুলনায়ও অনেক বেশি। জনগণ যদি তাদের ভোটাধিকার স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করার সুযোগ পায়, ভোটে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা আরও বাড়বে। সুতরাং জনগণের এই ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রকে সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন করা সবচেয়ে জরুরি। এসবের সঙ্গে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রশ্নটিও জড়িত। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি কখনো বিচ্ছিন্ন বা উৎকেন্দ্রিকভাবে তৈরি হয় না। অন্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকশিত হয়। এই সংস্কৃতি লালন ও বিকাশে দেশের রাজনৈতিক দল, সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন, পেশাজীবীদের সংগঠন, সচেতন লেখক-বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিক সবার সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীন ভূমিকার প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে সে প্রক্রিয়া বেশ পিছিয়ে পড়েছে। তবে আমরা আশাবাদী, এখানে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি আরও বিকশিত ও পরিপুষ্ট হবে। এখানে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং একে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি তৈরিতে সহায়ক করার জন্য নির্বাচন পরিচালনায় আরও কিছু প্রচেষ্টা নিতে হবে। যেমন—

১) ভোটার আইডি কার্ড অত্যাবশ্যকীয় করা।
২) নির্বাচন পরিচালনায় বিচার ও বিচার বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করা।
৩) আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া।
৪) নির্বাচন পরিচালনায় নিয়োজিত কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী সম্পর্কে কোনো দল বা প্রার্থী বিতর্ক তুললে তাঁর জায়গায় অন্য কাউকে নিয়োগ করা।

৩. কালো টাকা ও পেশিশক্তির প্রভাব শুধু যে ছিলই তা নয়, ১৯৯১ সালের নির্বাচনের চেয়ে আরও অনেক বেশি মাত্রায় ছিল। এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিভিন্ন মহলের চক্রান্ত ও ধূর্ততা। কালো টাকা ও পেশিশক্তির প্রভাব থেকে নির্বাচনকে মুক্ত করতে হলে ঘুরেফিরে সেই গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকতা এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রশ্নটিই চলে আসে। পেশিশক্তির প্রভাব থেকে নির্বাচনকে মুক্ত করা সামান্য প্রয়াসেই সম্ভব। নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর সততা, স্বচ্ছতা এবং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ পেশিশক্তির প্রভাবকে শূন্যে নামিয়ে আনতে পারে। তবে কালো টাকার প্রভাব থেকে মুক্তির জন্য দরকার সামাজিক আন্দোলন। কালো টাকার মালিকদের প্রতি সমাজের ঘৃণা, আইনের প্রয়োগ এবং জনগণের প্রতিরোধ একসঙ্গে কাজ করলে কালো টাকা আর নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারবে না। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই কালো টাকার মালিকদের জনপ্রতিনিধি হওয়ার প্রক্রিয়া প্রতিরোধ করতে হবে। তা না হলে দিন দিন পার্লামেন্টে তাদের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে এবং প্রকৃত

www.pathagar.com

রাজনীতিকদের সংখ্যা হ্রাস পাবে। গত কয়েকটি নির্বাচনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, নির্বাচন এলে ষড় বড় দল ত্যাগী ও অভিজ্ঞ নেতা-কর্মীদের মূল্যায়ন না করে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য টাকাওয়ালা লোক খোঁজে। এটা দুঃখজনক। রাজনৈতিক দলগুলোকে সম্মিলিতভাবে এই প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে।

৪. অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। কারণ, মহিলারা শুধু জনসংখ্যা বা ভোটারের অর্ধেকই নন, নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সুস্থ, স্বচ্ছ ও সৎ রাখার ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা বিরাট। কারণ, মহিলারা ভোট রিগিং, মাস্তানি বা অর্থের বিনিময়ে প্রভাবিত হওয়ার প্রক্রিয়া থেকে মোটামুটি মুক্ত। তাঁদের ভোট এ ক্ষেত্রে আরও মূল্যবান। এবং আমি এও মনে করি, মহিলাদের রায় দেওয়ার ক্ষমতাও তুলনামূলতভাবে নিখুঁত এবং সাহসী। কারণ, বাইরের বাস্তব জীবনের অনেক টানাপোড়েন, আপস এবং পলায়নবাদিতা থেকেও মহিলারা মুক্ত। তাঁরা ভোট দিতেও বেশি আগ্রহী। প্রচণ্ড ভিড় ও বিরক্তিকে উপেক্ষা করে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে ভোট দেওয়ার ধৈর্যও তাঁদের বেশি দেখেছি। তাই মহিলাদের সচেতন অংশগ্রহণকে আমি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। তাঁদের আগ্রহ অধিকার প্রয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশের ওপর নির্ভর করে। সেটা করার দায়িত্ব আমাদের সবার। আমাদের দল, বিএনপি এ ব্যাপারে খুবই সচেতন। আমি আরও বলতে চাই যে নির্বাচনে মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আরও ব্যাপক করতে হলে সর্বস্তরে মহিলা নেতৃত্বের হার বাড়াতে হবে। নতুন মহিলা নেতৃত্ব সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

৫. আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে মুসলমান-হিন্দু-খ্রিষ্টান-বৌদ্ধ ও ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবার অংশগ্রহণ এবং যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। তাই আমার কাছে দেশের জনসংখ্যার মূল বা শাখা-প্রশাখা বলে কিছু নেই। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, সংস্কৃতিনির্বিশেষে আমরা সবাই বাংলাদেশি। এ দেশের প্রতিটি মানুষের মতো সংখ্যালঘুরাও প্রতিটি অধিকার ভোগের সঙ্গে ভোটাধিকার নির্বিঘ্নে প্রয়োগ করার অধিকার রাখেন। আমাদের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত তাঁদের অধিকারকে নির্বিঘ্ন করা, নিশ্চিত করা।

৬. আপনাদের দেওয়া পরিসংখ্যানে হেরফের আছে। ১৯৯১ সালে নির্বাচনে বিএনপির ভোটের হার ছিল ৩০ দশমিক ৭৯ শতাংশ এবং আওয়ামী লীগের ছিল ৩০ দশমিক ১৯ শতাংশ। নির্বাচন কমিশন এই হারের কথাই জানিয়েছিল। বিএনপির ভোটসংখ্যা সে নির্বাচনে বেশি ছিল। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের যে ভোটের হার আপনারা দেখিয়েছেন, তা একা আওয়ামী লীগের ভোট নয়, সঙ্গে সিপিবি, ন্যাপ ও বাকশালের সম্মিলিত ভোট। তখন বিএনপি এ ধরনের কোনো জোটে যায়নি। আর ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ যে ভোট পেয়েছে, তার চেয়ে কমপক্ষে সাত ভাগ ভোট তারা কারচুপি করে এবং সিল মেরে নিয়েছে। আমাদের অনেক আসন দস্তুরমতো জোর করে তারা দখল করেছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। অনেকগুলোতে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছি। সুতরাং ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে দেখানো ভোটের হার সঠিক নয়। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে বিএনপি আওয়ামী লীগের চেয়ে শতকরা চার থেকে পাঁচ ভাগ ভোট বেশি পেত। আমরা সব সময়ই জনগণের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমরা তখনই ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হই, যখন দেখি চক্রান্ত করে জনগণের রায় পাল্টে দেওয়া হয়। যেমন দেওয়া হয়েছে ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে। ভোটের বর্তমান প্রবণতা থেকে দেখা যাবে ভবিষ্যতে

www.pathagar.com

বাংলাদেশের বড় দুটি দলের মধ্যেই সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। তৃতীয় বা চতুর্থ দলের ভূমিকা আরও হ্রাস পাবে। আমি এটাকে শুভ লক্ষণই মনে করি। যা-ই হোক জনগণ যাকে, যেভাবে নির্বাচিত করুক, আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন :

১. আমরা আগেই বলেছিলাম অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্থায়ী ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। তবে এ কথাও আমরা বলেছিলাম যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য এটা প্রয়োজন হলেও যথেষ্ট নয়। নির্বাচনে টাকার খেলা, পেশিশক্তির ব্যবহার, নানা শক্তির জালিয়াতির সুযোগ বন্ধ করতে হবে। এ জন্য আমরা সিপিবি ও বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে ২৫ দফা সুনির্দিষ্ট কার্যব্যবস্থার সুপারিশ করেছি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থাটি ব্যতীত অন্য ২৪টি সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি। তাই আমাদের দৃষ্টিতে দেশে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে হলে গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা এখনো বাকি আছে।

২. এর উত্তর ১ নম্বরে দ্রষ্টব্য

৩. কালো টাকা ও পেশিশক্তির বিপুল প্রভাব ছিল। এমনকি তৃণমূল পর্যায়ে এ অপশক্তিগুলোর প্রভাব '৯১-এর নির্বাচনের চেয়েও বেশি ছিল। বামফ্রন্টের এ বিষয়ে কিছু সুপারিশ দেওয়া ছিল। এগুলো হলো সব প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রত্যাহারের তারিখের আগেই তাঁর নিজের ও পরিবারের সম্পত্তির হিসাব বিধান বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রার্থী নির্বাচন খরচ দুই লাখ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এ ছাড়াও প্রায় ২৫টি সুপারিশ রয়েছে আমাদের ফ্রন্টে।

৪. মহিলা ভোটারদের সচেতন অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে এদিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

৫. ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্বাচনে এ জাতির প্রধান ভিত্তি হচ্ছে রাষ্ট্রের কার্যকলাপে ধর্ম, বর্ণ, গোত্রনির্বিশেষে সব নাগরিকই সমান অধিকার ভোগ করবে। এ মূল ভিত্তিটি সুপ্রতিষ্ঠিত করাই আসল কাজ। বর্তমানে দেশের ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নানাভাবে নিগৃহীত ও অধিকার বঞ্চিত। সাম্প্রদায়িকতার নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আঘাতে তাদের নাগরিক অধিকার খর্ব হচ্ছে। এ দুষ্টশক্তির হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। তাহলে সব নাগরিকের জন্য (ধর্ম, বর্ণ, গোত্রনির্বিশেষে) নাগরিক সম-অধিকার সত্যিকারভাবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

৬. দেশে গণতন্ত্রের চর্চা ও বিকাশ পরিপূর্ণ করতে হলে এখনকার অবস্থা থেকে আমাদের অনেক সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির ভোট গত দুই নির্বাচনে বেশ কাছাকাছি ছিল এবং এ দুটি রাজনৈতিক দল এখনো দেশের প্রধান দুটি ভোট সংগ্রাহক দল হিসেবে বিরাজ করছে। এ দুই দলের ভেতরে কতগুলো পার্থক্য থাকলেও আর্থসামাজিক জাতির প্রশ্নে তাদের মধ্যে কর্মসূচিগত পার্থক্য খুবই কম। দেশের ক্ষমতার প্রকৃত নিয়ন্ত্রক পর্দার অন্তরালে দেশি-বিদেশি নানা কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠীকে তারা নানাভাবে খুশি রাখতে চায় ভোটের লড়াইয়ে জেতার জন্য। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে দেশে গণতন্ত্রের চর্চা বিকৃত ও খণ্ডিত হতে থাকবে। তাই

www.pathagar.com

গণতন্ত্র চর্চা ও বিকাশের জন্য দেশে বাম প্রগতিশীল বিকল্প শক্তির জোরদার ভূমিকা ও উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু হেনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জাপানি পর্যবেক্ষকেরা জানতে পারেন যে বাংলাদেশে এই প্রথম আইন পেশার বাইরে থেকে একজনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করা হয়েছে। এর আগে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সবাই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি। আবু হেনা দীর্ঘ দুই বছরের রাজনৈতিক অচলাবস্থার পর যাতে দেশে একটি নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে, সে জন্য তাঁর সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করেন। দুই মাস ধরে তিনি ঘুমানোর সময়টুকুও খুব একটা পাননি। সত্যিই তাঁকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। আমাদের ধারণা, বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে তাঁকে অনেক চাপের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু সংবিধানকে সামনে রেখে তিনি সবকিছু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে মোকাবিলা করেছেন, বলেছেন জাপানি পর্যবেক্ষণ দলের সদস্যরা। তাঁরা আরও জেনেছেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ভোটের দিন হেলিকপ্টারে করে বিভিন্ন এলাকায় গেছেন এবং ভোটকেন্দ্রে বিভিন্ন দলের এজেন্টদের সঙ্গে আলাপ করেছেন।

৮ জুন ১৯৯৬ ডেমোক্রেটিক লীগের সভাপতি অলি আহাদ বলেন, 'বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ নন। দেশ-জাতির বিরুদ্ধে তিনি এক ষড়যন্ত্র করছেন।...তিনটি পরিস্থিতিকে ঘিরে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠেছে। সেগুলো হলো ১. সচিবসহ ৩৫ জন সরকারি কর্মকর্তার 'বিদ্রোহ'; ২. কতিপয় সেনাকর্মকর্তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য ও ৩. গ্রামীণ সমাজকে অস্থিতিশীল করতে এনজিওগুলোর অপতৎপরতা।'

তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান 'ভারত-বাংলাদেশ ২৫ বছর মৈত্রী চুক্তি' পাঠ করেননি বলে যে উক্তি করেছেন তার তীব্র সমালোচনা করে জনাব আহাদ বলেন, 'বিচার বিভাগের প্রধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হয়ে তিনি যে কথা বলেছেন তা হাস্যকর ও দুর্ভাগ্যজনক। প্রধান উপদেষ্টার জানা উচিত ছিল এই মৈত্রী চুক্তি ব্রিটিশদের "বৈশ্যতামূলক চুক্তি"-রই অনুরূপ।...প্রশ্ন জাগে প্রধান উপদেষ্টা কি বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে না তাঁর পূর্বপুরুষদের বাসভূমির সপক্ষে বলছেন?...সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুযায়ী প্রধান উপদেষ্টা নয় রাষ্ট্রপতিই সরকার ও রাষ্ট্রের প্রধান।'

তিনি প্রধান উপদেষ্টাকে ত্রয়োদশ সংশোধনী ভালোভাবে পাঠ করে এর মর্মোদ্ধারের পরামর্শ দেন।

১২ জুন ১৯৯৬ *ভোরের কাগজ*-এ সাংবাদিক ফয়েজ আহ্‌মদ লেখেন :

আজ সপ্তম সংসদের সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই এ উৎসবমুখরতার আড়ালে উত্তেজনা ও আক্রান্ত হওয়ার বা প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করার আয়োজন যে বন্ধ হয়ে

www.pathagar.com

গিয়েছে তা নয়, প্রধান দুই নেত্রীর গত কয়েক দিনের বক্তব্য প্রকাশ্যভাবে যত নম্রই হোক না কেন, ক্ষমতায় যাওয়ার প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতাই শুধু নয়—পরস্পরের প্রতি অভিযোগ নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে।...আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা গত দুই দিনে কয়েকবার বলেছেন যে ১০৫টি আসনে ভোট কারচুপির আশঙ্কা রয়েছে। তিনি আরও বলেছেন যে বিশেষ মহলের সহযোগিতায় এ কারচুপি করতে না পারলে বিএনপি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। এ জাতীয় অভিযোগ বিশেষ আশঙ্কা থেকেই করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে তিনি নিজের অজান্তে তাঁর দলের দুর্বলতাকেও প্রকাশ করেছেন।

বিএনপি নেত্রী এবং তাঁদের অন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতারা তাঁদের পাঁচ বছরের শেষের আড়াই বছরের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছেন তবে, এ ব্যর্থতার দায়িত্ব বিরোধী দলগুলোর ওপরে অর্পণ করেছেন।...বিএনপি নেত্রী এক বক্তব্যে বলেই ফেলেছেন, তারা (আওয়ামী লীগ) একদিনও আমাদের স্বস্তিতে শাসন করতে দেবে না বলে শাসন ক্ষমতায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করেছিল।...

একটি প্রশ্ন টেলিভিশন ও বিদেশি রেডিওতে নেতাদের কাছে বারবার এসেছে, নির্বাচনের ফলাফল যা-ই হোক না কেন অর্থাৎ যে পক্ষই সরকার গঠন করুক না কেন তা তাঁরা মেনে নেবেন কি না? উভয় পক্ষের নেতাদের কাছে এ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি আপেক্ষিক মনে হয়েছে এবং কেউ কেউ নানাভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন, নির্বাচন যদি সুষ্ঠু কারচুপিহীনভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তবে তা মেনে না নেওয়ার কারণ নেই।...আওয়ামী লীগের সর্বশেষ বক্তব্যে ১০৫টি আসনে কারচুপির কথা নির্বাচনের আগে দিনে প্রকাশিত হওয়ার পর বিএনপি থেকে সরাসরি কোনো প্রতিক্রিয়া এখনো ব্যক্ত হয়নি। কিন্তু তাদের মধ্যকার বিশিষ্ট নেতাদের কেউ কেউ গত রাতেই ঢাকার কোনো একটি পার্টিতে অনেকটা ক্রুদ্ধস্বরে ব্যক্ত করেন, আওয়ামী লীগ শেষ মুহূর্তে পরাজয়ের আশঙ্কায় যেকোনো অভাবনীয় এবং অসম্ভব বক্তব্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রচেষ্টায় রয়েছে।...

এ নিরপেক্ষ সরকার ও তাদের শাসনব্যবস্থা দেশকে যে বহুলাংশে সন্ত্রাসমুক্ত এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি তারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেনাবাহিনীকেও নির্বাচনে শান্তিরক্ষার জন্য নিয়োগ করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। গত দুই বছরে যে অস্ত্র উদ্ধার পায়নি তার দ্বিগুণ অস্ত্র তাদের আমলে উদ্ধার করা হয়েছে এবং প্রায় ৫০ হাজার সন্ত্রাসী, অভিযুক্ত ও সন্ত্রাসী বলে কথিত ব্যক্তিদের তারা কারাগারে নিরপেক্ষ করেছে।...যতভাবেই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হোক না কেন, সব কটি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পার্টির স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি ছাড়া সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গুপ্ত স্থানের অবস্থানে হানা দেওয়া এখনো সম্ভব হয়নি।...

৫০ বছর ধরেই বাঙালি জাতি রাজনৈতিক পরিচ্ছন্নতা, চিন্তার স্বাধীনতা, সুচিন্তিত ভোটাধিকার ও আধুনিক উন্নত জীবনযাত্রা কামনা করে আসছে। তারই প্রতিফলন ঘটেছে ২৫ বছর আগে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার মধ্য দিয়ে। কিন্তু আমরা আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে হত্যা, ষড়যন্ত্র, লুণ্ঠন, দুর্নীতিকে সর্বশাসনেই প্রশ্রয় দিয়েছি। অপরদিকে সাধারণ মানুষ—যাদের ৮৫ ভাগ দারিদ্র্যসীমার নিচে অথবা দরিদ্র, তারা নির্বাচনে ভোট দিতে আকাঙ্ক্ষী। কিন্তু সে ভোট যেন হয় স্বাধীন, নিরপেক্ষ, কারচুপিহীন ও প্রশ্নাতীত।

১৪ জুন বিবিসির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সাংবাদিক কে জি মুস্তাফা বলেন, 'আমার ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে, আমাদের আরও পাঁচ-সাতটি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক

www.pathagar.com

সরকারের অধীন হতে হবে এবং তাতে যে গণতান্ত্রিক মনোভাব ও ভাবধারা দেশের মধ্য সৃষ্টি হবে, যেটা আমরা এই নির্বাচনে দেখলাম; সেটা যদি বারবার চার-পাঁচটি নির্বাচনে আমরা দেখতে পাই এ রকম পরিস্থিতি, তাহলে গণতান্ত্রিক চর্চা উৎসাহিত হবে। জনগণের গণতান্ত্রিক ব্যবহারের প্রতি বা আচরণের প্রতি আস্থা আছে এবং ধীরে ধীরে দেশে গণতন্ত্রমনস্ক সমাজ তৈরি হবে।'

সাংবাদিক মতিউর রহমান বলেন, 'দেশের মানুষ যে ভোট দিয়েছে তাতে আওয়ামী লীগ বেশি ভোট পেয়েছে; কিন্তু তারা বিএনপিকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেনি। এ অবস্থায় আজকে দেশের গণতন্ত্রকে স্থায়ী করতে হলে, সত্যিকার অর্থে পরিচালনা করতে হলে আমি মনে করি আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সমগ্র জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একটি জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। না হলে এক পক্ষ যদি আরেক পক্ষকে উপেক্ষা বা আরেক পক্ষ যদি অপর পক্ষকে অবজ্ঞা-উপেক্ষা করে, তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের দেশ এক গভীর সংকটে পতিত হবে।'

কলাম-লেখক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী বলেন, 'আমার একটি কথা, বিএনপি যেসব ভুল করেছে; তা থেকে শিক্ষা নেবে। আওয়ামী লীগ যদি সে ক্ষেত্রে সরকারি মিডিয়াকে স্বায়ত্তশাসন দেয়, সাংবাদিক নির্যাতন বন্ধ করে, কৃষকদের ভর্তুকি দেওয়া এবং পুরোপুরি একটা গণতান্ত্রিক কাঠামো, যা বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটি একেবারেই দুর্বল হয়ে নড়বড়ে হয়ে গেছে; তাকে শক্তিশালী করা হয়। তাহলে আওয়ামী লীগ দেশের জন্য ভালো করবে, গণতন্ত্রের জন্য ভালো করবে এবং বিএনপি যদি তাকে সহযোগিতা দেয়, তাহলে বিএনপিও বাংলাদেশে আমার মনে হয়, ব্রিটিশ মডেলের একটা দুই পার্টি সিস্টেম গণতন্ত্র তৈরি হতে পারে।'

১৬ জুন ১৯৯৬ বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর সংবাদ সম্মেলনে বলেন যে, সমঝোতার ভিত্তিতে সরকার গঠনে যদি প্রয়োজন হয়; তাতে অনুকূল সাড়া দেবেন। তাঁর ভাষায়, বিএনপি গণতন্ত্র এনেছে, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সবকিছু করবে।

তিনি বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে; তা মেনে নেওয়া যাবে না। তিনি বলেন, কারচুপি নয়; বলতে পারেন পুকুরচুপি হয়েছে। রেডিও ও টেলিভিশনে ফলাফল ঘোষণায় পক্ষপাতিত্ব হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

২১ জুন ১৯৯৬ *বাংলার বাণী* সংখ্যালঘুদের ওপর নির্বাচন-পরবর্তী নির্যাতন বিষয়ে মন্তব্য করে, 'নৌকায় ভোট দেওয়ার অপরাধে তাদের ওপর হিংস্র আক্রমণ চালিয়ে ঘরবাড়ি তছনছ করা হয়েছে এবং মারপিট করে জখম করা হয়েছে।

'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উচিত ছিল নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষ ও হানাহানি বন্ধের ব্যাপারে আগে থেকেই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছে, সরকার তেমন দ্রুত কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। নির্বাচনের পর বিভিন্ন

www.pathagar.com

স্থানে আক্রমণের ঘটনা যখন সংবাদপত্রে প্রকাশ পেতে শুরু করল, তখনো সরকার কঠোর কোনো ব্যবস্থা দ্রুত নিতে পারেনি। ফলে অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে সংঘর্ষের। এখনো মাঝেমধ্যেই তেমন ঘটনার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশ পাচ্ছে।

'তাই আমরা আশা করব, সরকার কালবিলম্ব না করে এহেন হিংসাত্মক ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবে।'

২১ জুন ১৯৯৬ *বাংলাবাজার পত্রিকা* মন্তব্য করে, 'এ সন্ত্রাসের হিসাব থেকেই বোঝা যায়, দেশের প্রায় সমগ্র এলাকাতেই বিচ্ছিন্নভাবে এমনটি ঘটেছে। এ দেশে ভোটাররা দীর্ঘকাল সন্ত্রাসীদের পছন্দমাফিক ভোট দিয়েছে। তাদের ইচ্ছামতোই প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সমগ্র জাতি ঐকমত্য হয়েছিল একটি নীতিতে, তা হলো—'আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব।' ইতিহাসের চাকা যে গতিতে এগিয়ে চলছে, তাতে ১৯৯৬ সালে এসব ভোটের মালিক আরও স্বাধীন ও সচেতন হবে। সেখানে এই রুদ্রতার, এই অসভ্যতার স্থান থাকবে না।...অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আমাদের আবেদন রইল, এ ক্ষেত্রে তারা যেন কারও মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে না যায়।

'বরং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে যারা নিয়োজিত, তারা যেন কোনোক্রমেই আইনের প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা না দেখায়। যথার্থ দায়িত্ব পালন করলেই সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তা পাবে। পাশাপাশি তারা এ উপলব্ধিতে পৌঁছাতে সমর্থ হবে যে সংখ্যালঘুরা বিচ্ছিন্ন নয়, দেশের জনগোষ্ঠীর মূল স্রোতধারার অংশ।'

২২ জুন *বাংলাদেশ অবজারভার*-এ প্রকাশিত এক খবরে বিএনপির বেগম খালেদা জিয়া অভিযোগ করেন যে প্রশাসন একটা বিশেষ দলের প্রতি অনুরক্ত হয়ে তাঁদের দলের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। তিনি বলেন, 'আমি কী করে এই নির্বাচনের ফলাফলে খুশি হব। যখন বুঝতে পারছি, আমাদের কাছ থেকে আমাদের নিশ্চিত জয় ছিনিয়ে নিয়েছে এবং নির্বাচন কমিশনও অনেক অনিয়ম করেছে।' তিনি বলেন, 'ভোটার সংখ্যা যেখানে দুই হাজারের বেশি বা কম, সেখানে ভোট কারচুপি হয়েছে অনেক। যেখানে আওয়ামী লীগ পেয়েছে এক হাজার ৯৫০, বিএনপি পেয়েছে মাত্র ৩০ বা ৪০টি ভোট। ১১১টি নির্বাচন কেন্দ্রে অনিয়ম ও কারচুপির বিরুদ্ধে বিএনপি মামলা দায়ের করবে।' তিনি আশা করেন, 'মামলাগুলো জরুরি ভিত্তিতে বিচার করা হবে। জনগণ আমাদের নির্বাচিত করেছেন, আমরা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের দায়িত্ব পালন করব এবং আমরা সংসদে যোগদান করব।'

নির্বাচন শেষে বিএনপি নেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, ইতিহাসের কারচুপি হয়েছে এই নির্বাচনে।

বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক বলেন, এবারের নির্বাচনে প্রশাসন ছিল দলীয় ভাবাপন্ন। চৌহালী-শাহজাদপুরের নির্বাচন-প্রার্থী ভাষাসৈনিক

www.pathagar.com

আবদুল মতিন বলেন, স্থানীয় প্রশাসন ও প্রিসাইডিং অফিসাররা আওয়ামী লীগের প্রার্থীর পক্ষে ভোট ডাকাতি ও সন্ত্রাসে সহযোগিতা দান করে।

একজন বামপন্থী লেখক বলেন, বিদেশি সাহায্য সংস্থাগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধানকে গুডবয় সার্টিফিকেট দিয়ে গেছে।

২২ জুন ১৯৯৬ সৈয়দ আলী কবীর তাঁর এক কলামে বলেন, 'বেগম খালেদা জিয়ার উদ্দেশে দুটি কথা বলব। তিনি টেলিভিশনে তাঁর নির্বাচনী ভাষণে বলেছিলেন, যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তখন তিনি শাসনকার্যে অনভিজ্ঞ ছিলেন। দেশ যদি তাঁর দলকে জয়যুক্ত করে, তাহলে তিনি অভিজ্ঞতার দ্বারা শক্তিশালী হয়ে দেশকে নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ পাবেন।

'তবে গত সাধারণ নির্বাচনে দেশের মানুষ বেগম খালেদা জিয়াকে সরকার গঠনের অধিকার দেয়নি। কিন্তু তাঁকে বিরোধী দলের নেত্রী হবার সুযোগ দিয়েছে। এই অভিজ্ঞতা তাঁর জন্য নতুন। আশা রাখবো যে, তিনি বিরোধী দলকে সার্থকভাবে নেতৃত্ব দেবেন।...

'নতুন সরকার হিসেবে আওয়ামী লীগের কাছে প্রত্যাশা যে, তাঁরা তাঁদের কয়েকটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে গুরুত্ব দেবেন। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁরা নিরপেক্ষভাবে দেশে আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করবেন ও ছাত্র সন্ত্রাসসহ সমস্ত সন্ত্রাস বন্ধ করবেন। আমরা আশা রাখবো যে তাঁরা সততার সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতি পালন করবে।...

'ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুর নিয়ে গঠিত নয় নম্বর নির্বাচনী আসনে ভোটাররা একটা রায় দিয়েছে। মেধা ও অর্থ যদি দেশের রাজনৈতিক ধারা থেকে বিযুক্ত হয় তবে তারা মূল্যহীন। সারা দেশ বলছে যে, কারো একার নেতৃত্বে কোনো দল গঠিত হতে পারে না। তিনি যতই মেধাবী হউন। এজন্য সারাদেশে গণফোরাম পর্যুদস্ত হয়েছে। ড. কামাল হোসেনের মেধা অনস্বীকার্য কিন্তু রাজনীতির মূলধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে তিনি লাভবান হননি।

'আর যতই টাকা থাকুক তার পেছনে শক্তিশালী পার্টির সমর্থন না থাকলে সার্থক ব্যবসায়ীও নির্বাচিত হতে পারে না। নির্বাচনী নয় নম্বর আসন থেকে নির্বাচিত হবার আশা পোষণ করেছিলেন সালমান এফ রহমান। কিন্তু তিনি নির্বাচনী লড়াইয়ে হেরে গিয়েছেন। তবে দেশের পার্টি ব্যবস্থায় পৃষ্ঠপোষকতার টাকাওয়ালা মানুষ শক্তিশালী স্থান করে নেয়। কীভাবে এই পরিণতি থেকে দেশকে রক্ষা করা যায় সে কথা দেশকে ভাবতে হবে। ঋণখেলাপীদের বিরুদ্ধে আইনকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন।' (*নির্বাচন '৯৬: পর্যালোচনা ও অভিমত*, '১২ জুনে জনগণের রায়'; পৃ. ৩১-৩৩)

যায়যায়দিন ২৫ জুন-১ জুলাই ১৯৯৬ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, 'আমরা ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা

www.pathagar.com

বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান এবং তাঁর সুযোগ্য দশজন উপদেষ্টাকে। মাত্র ১২ সপ্তাহের মধ্যে দেশকে একটি সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন উপহার দেওয়ার জন্য তাঁদেরকে কঠোর ও নিরলস পরিশ্রম করতে হয়েছে। পরিস্থিতি সব সময় তাদের অনুকূলে ছিল না—বিবদমান সকল পক্ষকে নিয়ে একটি সমঝোতাপূর্ণ পরিবেশ তৈরির কাজটি মোটেও সহজ নয়। তারপরও এই স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্য উপদেষ্টাগণ একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তাঁরা প্রমাণ রেখে গেলেন যে, দেশ নিয়ে হা-হুতাশ করার কিছু নেই। পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য দেশে উপযুক্ত লোক আছে। সততা ও আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করলে ভালো কিছু করা সম্ভব। দল নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা যদি পারেন, তাহলে দলীয় ব্যক্তিরা কেন পারবেন না? যে রাজনৈতিক সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করছে, তারা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে অনেক অবাঞ্ছিত বিতর্ক এড়ানো সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি।'

www.pathagar.com

সরকার সম্পর্কে সংবাদপত্রের কিছু কথা

২-৮ এপ্রিল ১৯৯৬ সংখ্যার *যায়যায়দিন*-এ 'শেলীর নিজের সরকার : দেশবাসীর আশা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল :

আমরা সর্বাগ্রে এর জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই এক. খালেদা জিয়াকে যিনি তাঁর দলের মধ্যে উগ্রপন্থীদের উপেক্ষা করে এবং কোনো কালক্ষেপণ না করে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলটি ষষ্ঠ সংসদে পাস করিয়ে পদত্যাগ করছেন এবং দুই. শেখ হাসিনাকে যিনি তাঁর দলের মধ্যে উগ্রপন্থীদের নিরস্ত করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলটি মেনে নিয়ে তাঁরই অধীনে পরবর্তী নির্বাচনে অংশ নিতে রাজি হয়েছেন।...এই দুই বছরে তারা লক্ষ করেছে আন্দোলন, হরতাল, অসহযোগিতায় ক্ষমতাসীন অথবা বিরোধী দলের কোনো নেতানেত্রীর কোনো অসুবিধা হয়নি। তারা লক্ষ করেছে, এই সব নেতানেত্রীর কারও আয় অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হয়নি, এঁদের কারও গাড়ি ভাংচুর হয়নি, এঁদের কারও চলাফেরা ব্যাহত হয়নি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী পলিটিশিয়ানদের এই ব্যবধান গত দুই বছরে আরও বেড়েছে।...শেষ পর্যন্ত এই যন্ত্রণাপীড়িত সাধারণ মানুষের কথা বিবেচনায় আনতে বাধ্য হয়ে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দুটি পক্ষই যে সাংবিধানিকভাবে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠায় সম্মত হয়েছে, তাতে বলা চলে যে এই মুহূর্তে ক্ষমতা লিপ্সার রাজনীতিবিদেরা পরাজিত হয়েছেন, শান্তি লিপ্সার সাধারণ মানুষ বিজয়ী হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান একজন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি, সফল লেখক এবং তর্কাতীত বিচারপতি রূপে প্রতিষ্ঠিত। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি না পাওয়ার পর ব্যক্তিগত সংকটে তিনি তাঁর প্রতিবাদ ও প্রতিভা অভিনব পন্থায় প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তাঁর ডাক নাম শেলী (Shelley) নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন এবং শেলীর নিজের দোকান (Shelley's Own Shop) নামে কাঁধ থেকে ঝুলন্ত একটি পান-সিগারেটের দোকান

www.pathagar.com

নিয়ে ইউনিভার্সিটির ফাংশনে দাঁড়িয়ে থাকতেন, পণ্য বিক্রি করতেন। সেই শেলী আজ একটি জাতীয় সংকটে তাঁর নিজের তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করছেন। আমরা কৃতজ্ঞ তিনি জাতিকে সাহায্য করতে সম্মত হয়েছেন বলে এবং আমরা আনন্দিত তাঁকে সাহায্যের জন্য সকল পক্ষের প্রতিশ্রুতি তিনি আদায় করতে পেরেছেন বলে। শেলীর চ্যালেঞ্জ সহজ নয়। কারণ তাঁর আগে সাহাবুদ্দীন আহমদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান হিসেবে যে সফল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি অস্থির দলীয় রাজনীতির সময়ে শেলী দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞা, বিশেষত তাঁর ডিসিপ্লিনড বা সুশৃঙ্খল মনমানসিকতা যেটা তাঁর লেখা বইগুলোতে প্রমাণিত—তাঁকে সফল হতে সাহায্য করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।...

এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করছি ২৪ মার্চ সকাল সাতটায় জনতার মঞ্চসংলগ্ন সেগুনবাগিচায় পিকেটারদের হাতে মাথায় ইটের আঘাতে পুলিশ সার্জেন্ট আনোয়ারুল করিমের নিহত হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনাটি। ২৮ বছর বয়স্ক সদ্য এমকম পাস করা এই তরুণ পুলিশ অফিসারটি কোনো নিপীড়নমূলক কাজে জড়িত ছিলেন না। তিনি সেই সময় তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডিউটিতে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন এবং নিপীড়নকারী জনতার হাতে তাঁকে অকাল মৃত্যু বরণ করতে হয়। খালেদা এবং হাসিনা উভয়েই তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।...একই সঙ্গে আমরা তীব্র নিন্দা করছি ৩০ মার্চ বিকেলে জাতীয় পার্টির মহাসচিব ও *ইত্তেফাক* সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, বেগম রওশন এরশাদ এবং অন্যান্যের বিরুদ্ধে বোমাবাজির।...সবার আশু নিরাময় কামনা করি।

৯-১৫ এপ্রিল ১৯৯৬ সংখ্যার *যায়যায়দিন*-এ 'নিরপেক্ষতার প্রশ্নে বিবিসি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার' শিরোনামে সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল :

> বিবিসি টিভিতে পক্ষপাতদুষ্ট প্রচারণার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন তাদের ঢাকার সংবাদদাতা রিচার্ড গ্যালপিন। সমালোচকেরা বলছেন, রিচার্ড গ্যালপিন তাঁর সচিত্র প্রতিবেদনে বিএনপিকে খাটো করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা বলেন, বিরোধীদের হুমকি ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সারা রাত অধিবেশনের পর ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ যখন সর্বসম্মতিক্রমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলটি পাস করে, তখন গ্যালপিন সরল রায় দেন যে 'বিরোধীরা তাদের দুই বছরব্যাপী আন্দোলনে চূড়ান্ত জয় অর্জন করেছে।' সমালোচকেরা আরও বলেন যে দুই দিন পরে প্রেসক্লাবের সামনে আওয়ামী লীগ ও মেয়র হানিফের জনতার মঞ্চে যখন কতিপয় সরকারি আমলা আন্দোলনকারী তিনটি দলের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে খালেদার পদত্যাগ দাবি করেন, তখন গ্যালপিন দাবি করেন, 'বিএনপি সরকারের একটি অপমানজক পরাজয় ঘটেছে।' এর দুই দিন পরে ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুযায়ী খালেদা সংসদ ভেঙে দেওয়ার এবং একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পরামর্শ রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে ঢাকায় একটি বিশাল জনসমাবেশে বিএনপির সরকারের বিদায় ঘোষণা করেন। ওইদিন সন্ধ্যায় গ্যালপিন রিপোর্ট করেন, 'ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার সময়েও খালেদা তাঁর বিজয় দাবি করেছেন।' তাঁর এই মন্তব্যে লন্ডনের প্রোগ্রাম প্রেজেন্টার প্রশ্ন করেন, 'এই দাবি খালেদা পদত্যাগের সময়ে কীভাবে করতে পারেন?' উত্তরে গ্যালপিন স্বীকার করতে বাধ্য হন যে 'বিএনপির জনসমাবেশটা দেখে একটি বিজয় সমাবেশের মতোই মনে হয়েছিল।' সমালোচকেরা বলেন, গ্যালপিনের এই স্বীকারোক্তিতে তাঁর আগের দুটি মন্তব্য অসার প্রমাণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

একই রাতে বিবিসি টিভিতে কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ম্যানর বলেন, 'পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী এই পর্যায়ে করা সম্ভব নয়। হতে পারে কোনো পার্টিই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না এবং বিএনপি যদি সবচেয়ে বেশি আসন পায়, তাহলে আশ্চর্য হবেন না।' প্রফেসর ম্যানরের এই উক্তিতে বিএনপিবিরোধীরা ক্ষুব্ধ হন। গ্যালপিনও রায় দেন যে আগামী নির্বাচন খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে।

কিন্তু বিবিসি টিভির চেয়ে বিবিসি রেডিওর বাংলা বিভাগ অনেক বেশি সংগঠিত সমালোচনার মুখে পড়েছে। বিএনপিবিরোধী পলিটিশিয়ানরা এই ঝড় তুলেছেন এবং তাঁরা বিবিসি কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁরা বিশেষত বাংলা বিভাগের জনৈক সাক্ষাৎকারীর অনুসন্ধানী বা পেনিট্রেটিং প্রশ্নে ক্ষুব্ধ হয়েছেন।...শুধু বিবিসিই নয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দু-একজন উপদেষ্টার নিরপেক্ষতা নিয়েও এখন পলিটিশিয়ানরা প্রশ্ন তুলেছেন। আমরা মনে করি, উপদেষ্টাদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে অভিযোগ তুলে পলিটিশিয়ানরা নিজেদের শ্রদ্ধা হারিয়েছেন।...আসলে এসব পলিটিশিয়ান নিরপেক্ষতা চান না। তাঁরা চান নিজেদের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব।

ওই সংখ্যাতে দুই নেত্রীর কিছু উদ্ধৃতি ছাপা হয়েছিল। খালেদা জিয়া বলেন, 'এখন আমরাও তো বিরোধী দলে। একটু গরম কথা তো হবেই।...তারা যেসব কর্মসূচি পালন করল, এর অর্থ কোত্থেকে এসেছে সেটাই তাদের জিজ্ঞেস করুন।...জাতীয়তাবাদী শক্তি বিএনপিই। দেশের স্বার্থে কখন কার সঙ্গে ঐক্য হবে, তা সময়ই বলে দিতে পারবে।...আমরা সবার বিচার দাবি করিনি। যারা দলীয় মঞ্চে গিয়েছিল, শুধু তাদের বিচার দাবি করছি।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'বিএনপির জন্মদাতা জেনারেল জিয়া ক্ষমতার জন্য সেনাসদস্য ও জনগণকে নির্বিচারে হত্যা করেছেন। যা হোক, তারপরও '৯১ সালে আবার বিএনপি ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু জন্মদোষ খণ্ডানো যায় না, সেটাই হয়েছে।'

সাংবাদিক এবিএম মূসা মন্তব্য করেন যে, 'চরম সত্যটি হচ্ছে, পরাজিত হয়েছে এ দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতি আর রাজনীতিবিদগণ। তাই তো আজ তাঁদের একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তির কাছে ক্ষমতা দিয়ে রাজনৈতিক শক্তি পুনরুদ্ধারের মোকাবিলায় নামতে হয়েছে। জয়-পরাজয় সম্পর্কে বক্তব্য রাখার আগে উভয় নেত্রীকে এই চরম সত্যটি মেনে নিতে হবে।'

২৩-২৯ এপ্রিল ১৯৯৬ সংখ্যার *যায়যায়দিন*-এ 'যথাডায়রি অযথা বিতর্ক' শিরোনামে সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> আমাদের গত সংখ্যায় প্রকাশিত একটি নতুন কলাম শেলীর (৬৫) যথাডায়রি নিয়ে অহেতুক কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এ রচনাটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক হওয়া সত্ত্বেও কিছু পত্রপত্রিকা এবং কিছু পাঠক মনে করেছেন, এটি লিখেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, যাঁর ডাক নাম শেলী এবং বয়স ৬৫। সৌভাগ্যের বিষয়, অধিকাংশ পাঠক এবং বিশেষত *যায়যায়দিন*-এর প্রায় সব পাঠক

www.pathagar.com

ঠিকই বুঝতে পেরেছেন যে রচনাটি কাল্পনিক এবং তাঁরা লেখাটির রাজনৈতিক বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত না হলেও তার স্টাইল, বাঁধুনি ও ব্যঙ্গাত্মক দিকটির প্রশংসা করেছেন। কিছু পাঠক সমালোচনা ও নিন্দাও করেছেন।...নতুনত্বের নীতির বিশ্বাসী হয়েই আমরা শেলীর (৬৫) যথাডায়রি প্রকাশ করেছি। এই প্রসঙ্গে পাঠকদের জানিয়ে রাখতে চাই যে *প্রাইভেট আই* তাদের দি সিক্রেট ডায়রি অব জন মেজরে সাধারণত রাজনৈতিক অন্দর মহলের অপ্রকাশিত খবরগুলো প্রকাশ করে থাকে। আমরা যথাডায়রিতে কোনো অপ্রকাশিত খবর প্রকাশ করিনি। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ওপর ভিত্তি করেই যথাডায়রি রচিত হয়েছে। আর যারা বলেন, এ রচনাটি যে কাল্পনিক সেটা কোথাও লেখা উচিত ছিল তাদের প্রতি আমাদের উত্তর হলো, বিশ্বের কোনো দেশে কোনো রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান উপদেষ্টা অথবা মন্ত্রী বা উপদেষ্টা যে ক্ষমতায় থাকাকালে তাদের ডায়রি প্রকাশ করতে পারেন না এবং করেন না সেটা বোদ্ধা ও সচেতন পাঠকেরা জানেন।

সে যা-ই হোক, সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে একটি নতুন ধরনের রাজনৈতিক কলাম চালু করা ছাড়া যথাডায়রির পেছনে আর কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল না। এ কলামটি ছিল সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং এতে প্রধান উপদেষ্টার কোনো পূর্ব অনুমোদন ছিল না। তাই আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি দেখে যে প্রধান উপদেষ্টা এ কলামটির জন্য একটি অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন।...সম্প্রতি *যায়যায়দিন* 'দিনের পর দিন' কলামে খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরালো করার পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল। আমরা জেনে খুশি হয়েছি যে দুই নেত্রীকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার জাতীয় নেত্রীর গুরুত্ব আরোপ করে তাঁদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়িয়ে আগের চেয়ে দ্বিগুণ করেছে। আমরা আশা করি, তাঁদের এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা সার্বক্ষণিকভাবে উচ্চতম পর্যায়ে মনিটর করা হবে এবং দেশবাসীকে চিন্তামুক্ত রাখা হবে।

তবে এই প্রসঙ্গে দুই নেত্রীরও যে দায়িত্ব আছে সেটা তাঁদের মনে করিয়ে দিতে চাই। সন্ত্রাস শুধু অস্ত্রেই হয় না, সন্ত্রাস শব্দেরও হতে পারে। খুব সাম্প্রতিক অতীতে দুই নেত্রীই শব্দ সন্ত্রাস করেছেন। শেখ হাসিনার 'আদর-আপ্যায়ন' এবং খালেদা জিয়ার 'গরম কথা' বা তাঁদের এসব উক্তিতে অস্ত্র সন্ত্রাসের জন্ম হতে পারে এবং যার পরিণতি তাঁদের নিজেদের জন্য, দলের জন্য বা দেশের জন্য ভালো হতে পারে না। তাই আমরা বলতে চাই, দুই নেত্রী যদি শব্দ সন্ত্রাস বন্ধ করে তাহলে তাঁদের নিজেদের নিরাপত্তাও বাড়বে। নিজেদের স্বার্থেই তাঁদের বাক্‌শালীনতা ও সংযম অভ্যাস করা উচিত।

২০ মে ১৯৯৬ প্রধান উপদেষ্টার ভাষণটি মাত্র আধঘণ্টা এবং দু'ঘণ্টা পর টিভিতে পুনঃপ্রচারের সময় কয়েকটি অংশ বাদ দিয়ে প্রচার করা হয়। রাত সাড়ে নয়টায় আমার ভাষণে আমি বলেছিলাম, রাষ্ট্রপতি স্বীয় বিবেচনা এবং নিজ সিদ্ধান্তে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। রাত ১০টার ইংরেজি সংবাদে ভাষণটি থেকে 'অব হিজ ঔন' অংশটি বাদ দেওয়া হয়। রাত সাড়ে ১১টার বাংলা সংবাদে ভাষণের 'স্বীয় বিবেচনা এবং নিজ সিদ্ধান্তে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন' অংশটি বাদ দেওয়া হয়। ২১ মে উপদেষ্টামণ্ডলীর সভায় বিষয়টি আলোচিত হয় এবং তথ্য সচিবকে ডেকে পাঠিয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। ভাষণটি ২১ মে রাত আটটা ও রাত ১০টার ভাষণে কর্তিত অংশ পুনঃপ্রচার করা হয়। পক্ষপাতদুষ্ট কাঁচা হাতে যে

www.pathagar.com

কাজটা করা হয়েছিল, তার দ্রুত সংশোধন করা হয় এবং টিভির দুজন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে বার্তা বিভাগ থেকে সরিয়ে মহাপরিচালকের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। এই ঘটনা নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠে। দেশে কি এখন দুটি সরকার?

২৪ মে ১৯৯৬ *আজকের কাগজ* এক সম্পাদকীয়তে লেখে, 'নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়কে শিখণ্ডি করে "মিডিয়া ক্যু" করা সম্ভব। নির্বাচনের প্রকৃত ফলাফল অভিন্ন হবে কি না সেটা একটা মৌলিক প্রশ্ন।'

দৈনিক সংবাদ ওই তারিখে এক সম্পাদকীয় মন্তব্য করল, 'নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে পারে তার জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম অর্থাৎ রেডিও-টিভিকে সকল প্রকার দলীয় প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন। এই কাজটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার সুষ্ঠুভাবে করতে পারেনি। অন্য বহু ক্ষেত্রের মতো সমালোচনা ও চাপের মুখে পিছিয়ে গেছে।'

২৬ মে *দৈনিক বাংলায়* 'প্রতি পাঁচ বছরে বিনয়ী' শিরোনামে একটা মজার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, 'সবার বিনয়ী হওয়ার প্রয়োজনও নেই। তবে বিশিষ্টজনদের বিনয়ী হওয়ার প্রয়োজন আছে। সব সময় না হোক, অন্তত পাঁচ বছর পরপর তাঁরা বিনয়ী হন।...এটাই সম্ভবত গণতন্ত্রের মহিমা। অন্তত প্রতি পাঁচ বছরে ধনাঢ্য, প্রভাবশালী, শিক্ষিত, বিত্তবান প্রার্থীদের দরিদ্রের বস্তিতে মস্তক অবনত করে গিয়ে হাজির হতে হয়। পাঁচ বছরের মধ্যেও যাঁরা গ্রামগঞ্জেও মুখ দেখানোর সুযোগ পান না, নির্বাচন উপলক্ষে তাঁরা অন্তত একবার গ্রাম পরিদর্শনে বাধ্য হন। এটাই সম্ভবত ভোট ও গণতন্ত্রের মহিমা।'

ঝঁ ঝাক রুশো বলতেন ইংল্যান্ডের লোক শুধু নির্বাচনের দিন স্বাধীন।

যায়যায়দিন ১৮-২৪ জুন ১৯৯৬ সংখ্যায় 'সময় এসেছে শান্ত হওয়ার কাজ করার' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, 'নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নয়-দশমাংশের কিছু বেশি সমাপ্ত হয়েছে। বাকিটুকু সমাপ্ত হবে স্থগিত ২৭টি আসনের ১২২টি ভোটকেন্দ্রে আগামী ১৯ জুনে পুনঃ ভোটগ্রহণের পর। তবে চূড়ান্ত ফলাফল যা-ই হোক না কেন যেহেতু ইতিমধ্যেই আওয়ামী লীগ বৃহত্তম সংসদীয় দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে সেহেতু বলা যায় যে প্রেসিডেন্ট তাদেরই সর্বপ্রথম সরকার গঠনের আহ্বান জানাবেন। আমরা আওয়ামী লীগের এই বিজয়কে অভিনন্দন জানাই এবং সরকার গঠন প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি। আমরা আওয়ামী লীগকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে সরকার হিসেবে তাদের দায়িত্ব হবে দলমতনির্বিশেষে সকলেরই স্বার্থ রক্ষার। আমরা প্রতিটি সংসদীয় আসনের বিজয়ী প্রার্থীদেরও একই কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই বিজয়ী প্রার্থীর দায়িত্ব হবে তার এলাকার সব ভোটারের স্বার্থ রক্ষার। কেবলমাত্র এভাবেই নির্বাচনের সময়ে সৃষ্ট জাতীয় ক্ষতগুলো দূর হতে পারে।

www.pathagar.com

'গত দুই বছর আমাদের দেশ অনেক সংঘর্ষ-সংঘাত, বিদ্বেষ-বিবাদের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। দেশের অর্থনীতির প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে। সাধারণ মানুষের টেনশন বেড়েছে, স্নায়ুর ওপর চাপ বেড়েছে এবং হয়তো আয়ু কমেছে। এখন সময় এসেছে শান্ত হওয়ার, একসঙ্গে কাজ করার।

'আওয়ামী লীগের সাফল্যের পরে বিএনপি মনে করতে পারে সংসদ বর্জন করে রাজপথে আন্দোলন করলে সুফল পাওয়া যায় এবং তাদেরও বর্জন, হরতাল, অবরোধ, অসহযোগিতার রাজনীতিতে যাওয়া উচিত। আমরা মনে করি, বিএনপি এটা করলে ভুল করবে। এসব নেতিবাচক রাজনীতি এবং তার সরাসরি মোকাবিলা বিএনপি খুব ধৈর্য ধরে গত দুই বছর এড়িয়ে গিয়েছে বলেই একানব্বইয়ের চেয়ে বেশি পরিমাণ ভোট পেয়েছে এবং খালেদা জিয়া তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা অটুট রাখতে পেরেছেন। আমরা মনে করি, রাজপথে না গিয়ে সংসদের মধ্যেই খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি যদি একটি ইতিবাচক বিরোধীদলীয় ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট হয়, তাহলে আমাদের গণতন্ত্রের ইতিহাসে আরেকটি নতুন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে। আমরা আশা করি, ১৯ জুনের নির্বাচনের পর বিএনপি তার পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার সময়ে এ কথা মনে রাখবে।

'আমরা আরও মনে করি যে কোনো ধরনের সরকার গঠন প্রক্রিয়ায় হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের জেল মুক্তির শর্তটি আরোপ করা অনুচিত হবে।...

'দুই প্রধান দলের নায়ক-নায়িকারা যখন নিজেদের ইসলামপ্রীতি প্রমাণের জন্য রীতিমতো প্রতিযোগিতায় ছিলেন, ঠিক তখনই দেশের রাজনীতিতে ধর্মীয় প্রভাব যে অনেক অংশে কেটে গিয়েছে এই নির্বাচনে জামায়াতের করুণ অবস্থা সেটাই প্রমাণ করেছে। জামায়াত হারিয়েছে ভোটের পরিমাণ এবং আসন। মৌলবাদের বিরুদ্ধে দেশে একটা নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে।...

'এই প্রসঙ্গে আমরা নির্বাচন-উত্তর কিছু সংঘর্ষ ও অপ্রীতিকর ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই, যার মূল শিকার হয়েছে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। আমরা মনে করি, সকল দলের নেতা-নেত্রীদের এ বিষয়ে অনতিবিলম্বে তৎপর হওয়া উচিত এবং ক্ষতিগ্রস্তদের শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা উচিত।

'সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান লে জে নাসিমসহ সেনানাহিনীর সাতজন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করে অন্তরিন থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এই সংবাদে দেশবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। শান্তিপূর্ণভাবে যে সমগ্র বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়েছে তার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কৃতিত্ব ও ধন্যবাদ দাবি করতে পারে।'

ইসলামপন্থী দলগুলোর ব্যর্থতা সম্পর্কে ২১ জুন ১৯৯৬ সালে আল-আমীন তাঁর 'দেশ-জাতি-রাষ্ট্র' শীর্ষক কলামে লেখেন, "বাংলাদেশের মানুষ এ নির্বাচনে ইসলামী মৌলবাদ চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।" নির্বাচনের ফলাফল দেখে এ মন্তব্য করেছেন প্রায় সব পর্যবেক্ষক।...ক্যাডারভিত্তিক নিবেদিতপ্রাণ, সুদক্ষ,

www.pathagar.com

কর্মীবাহিনীসমৃদ্ধ, অত্যন্ত মজবুত সাংগঠনিক ভিতের অধিকারী জামায়াতে ইসলামীরই যখন ভরাডুবি হয়েছে, তখন অন্যান্য ইসলামি মৌলবাদী দলের আর অবস্থান কোথায়?...ইসলামী ঐক্যজোট, ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ, জমিয়তে উলামা, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন, জাকের পার্টি, মুসলিম লীগ এবং আরও আরও ইসলামি মৌলবাদের পতাকাবাহী দলগুলোর তো এ নির্বাচনে কোনো পাত্তাই নেই। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া সবারই জামানত বাজেয়াপ্ত। এরা সবাই কোরআনের আইন চেয়েছেন, সৎ লোকের শাসন চেয়েছেন, ইসলামি শাসনতন্ত্র চেয়েছেন, খোদাভীরু নেতৃত্ব চেয়েছেন, খোলাফায়ে রাশেদার [এমনই লেখা ছিল] সুবর্ণ যুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চেয়েছেন, ইসলামের গৌরবময় যুগের পুনরুত্থান চেয়েছেন।...জনগণ তাঁদের ভোট দেয়নি। তাঁরা পরাজিত হয়েছেন। সম্মানজনক পরাজয় নয়—জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।...ইসলাম বিশ্বমানবের, বিশেষ করে সব মুসলমানের, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সব দলের। তাই বিশেষ বিশেষ দলের পরাজয় মানে ইসলামের পরাজয় নয়।...ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে কোনো দলের পক্ষেই বাংলাদেশে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। এ কথা এ দেশের সেক্যুলার দলগুলোও ভালো করে জানে। আর জানে বলেই তারা যে ইসলামের বিপক্ষে নয় এ দেশের মানুষের মনে, ভোটার সাধারণের হৃদয়ে এ অবস্থা সৃষ্টির জন্য নানা কৌশল তাদের অবলম্বন করতে হয়েছে।...যদি তারা এ না করে আগের মতোই একে অপরের প্রতি মারমুখী হয়ে থাকেন, যদি তাঁরা কবরে শান্তি, আখেরাতে মুক্তি ও জান্নাতপ্রাপ্তির নসিহতের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের দুনিয়াবি জিন্দেগির সুখ-দুঃখেরও অংশভাগী না হতে পারেন, তাঁদের অভাব, অনটন, দারিদ্র্য দূরীকরণের বাস্তব কর্মসূচি ও কর্মপন্থা নিয়েও তাদের পাশে গিয়ে হাজির হতে না পারেন; দুনিয়ার কাজ সম্পাদনের ব্যাপারে, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারেও তারা দক্ষ-যোগ্য এ আস্থা যদি জাগিয়ে তুলতে না পারেন জনগণের মধ্যে তবে সত্যিই এ দেশে ইসলামের ভবিষ্যৎ হবে ভয়াবহ। আজ বাংলাদেশের মানুষ ইসলামি মৌলবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে—এ উল্লাসে যারা মাতোয়ারা—তাদের সে উল্লাসই পরিণত হবে স্থায়ী উল্লাসে। আর এখানে দেখা দেবে লেবানন, বসনিয়া, চেচনিয়া, কাশ্মীরের পরিণতি। আজকের পরাজয় থেকে এ শিক্ষা নিতে আগ্রহী হবেন কি ইসলামপন্থীরা?'

২৫ জুন-১ জুলাই ১৯৯৬ *আজকের সূর্যোদয়* পত্রিকায় 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে অশুভ নক্ষত্রের পতন' নামে এক কলামে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী লিখেছিলেন, 'যারা বলে থাকেন, সাবেক তৃতীয় বিশ্বের শিক্ষাদীক্ষাহীন অধিকাংশ ভোটদাতা সঠিকভাবে তাদের নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করতে জানে না; তাদের সেই ধারণা বাংলাদেশের মানুষ এবার ভেঙ্গে ফেলেছে। শুধু এক

www.pathagar.com

দলের মধ্যে নয়, সকল দলের মধ্যেই দুষ্টব্রণের মতো চিহ্নিত যেসব ব্যক্তি রয়েছেন, ভোটদাতারা এবার বেছে বেছে তাদের নতুন সংসদের আঙিনায় প্রবেশাধিকার দেননি।...অসংখ্য অশুভ নক্ষত্রের ক্রমাগত আবির্ভাব ঘটেছে এবং গত পঁচিশ বছরে তাদের দৌরাত্ম্য সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।...এবারের নির্বাচনে যে সত্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা হলো নির্বাচনে জয়লাভে ব্যর্থ হওয়ার সবটুকু কৃতিত্ব বিএনপির একার। নির্বাচনের ফল বলে, জনগণ বিএনপিকে প্রত্যাখ্যান করেনি; দলটিকে সাময়িকভাবে ক্ষমতার বাইরে দেখতে চাচ্ছে।...এই নির্বাচনে বিএনপি যে আসন সংখ্যার অধিকারী হয়েছে, তা বিস্ময়কর। তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দু'বছরব্যাপী আন্দোলনের মুখে ক্ষমতা ছাড়ার পর বিএনপি যেখানে ভোটারদের কাছে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত হবে মনে করা হয়েছিল, সেক্ষেত্রে নির্বাচনে অর্জিত তার আসন সংখ্যা দলটির পেছনে একটা বড় জনসমর্থনেরই প্রমাণ।'

একই পত্রিকার ২৫ জুন-১ জুলাই ১৯৯৬ সংখ্যায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতা শেখ হাসিনার একটি উদ্ধৃতি ছাপা হয়। সেখানে তিনি বলেন, 'ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ও পরিচয়ের ভিন্ন ভিন্ন দল অবশ্যই থাকবে। কিন্তু মৌলিক জাতীয় বিষয়গুলোতে একটা সাধারণ ঐকমত্য দরকার। আমরা ক্ষত নিরাময় করব, নতুন ক্ষত সৃষ্টি করব না। আমরা ঐক্যবদ্ধ করবো, বিভক্ত করব না।'

www.pathagar.com

নির্বাচন-প্রাক্কালে প্রদত্ত ভাষণ

১১ জুন ১৯৯৬ নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে আমি বলি, 'সাংবিধানিক আয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বাংলাদেশের মাননীয় রাষ্ট্রপতির আহ্বানে গত ৩০ মার্চ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করি।

'রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত নিয়ে একটা সমঝোতার মাধ্যমে উপদেষ্টাবর্গ ও নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। পরবর্তীতে, সকলের মতামতকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দান করে স্বীয় বিবেচনায় এই সরকার যেসব পদক্ষেপ নেন তা সকলের কাছে সব সময় হয়তো গ্রহণযোগ্য হয়নি। তবে আমরা নিশ্চিত ছিলাম এবং এখনো নিশ্চিত বোধ করি যে, আমরা সরকারের নির্দলীয় ভাবমূর্তি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নই। মাঝে মাঝে পত্রপত্রিকা, চিঠিপত্র এবং টেলিফোনে আমরা যে সমালোচনা ও পরামর্শ পেয়েছি তা আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বড় সহায়ক হয়েছে।

'বিভিন্ন সংবাদপত্রে আমার ও নির্দলীয় সরকার সম্পর্কে যে আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে তা আমাকে জনমত যাচাই করতে এবং সরকারের কার্যধারাকে সঠিক নির্দেশনা দিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ব্যতিরেকে গণতন্ত্র সম্ভব নয়। সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমাদের যা জানা নেই, তা আমরা জানতে পারি এবং আমাদের যা জানানো হয় না, অথচ আমাদের জানা উচিত, তা আমরা জানতে পারি। এই ক্রান্তিলগ্নে দেশের সংবাদপত্র একটি উল্লেখযোগ্য গঠনমূলক কাজ করেছেন। এজন্য আমি সাংবাদিকদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার একান্ত অনুরোধ, এই মুহূর্তে দলমত নির্বিশেষে দলমত অবস্থানের ঊর্ধ্বে থেকে সাংবাদিকগণ তাদের প্রতিবেদন, বর্ণনা ও বিশ্লেষণে একটি স্বস্তিব্যঞ্জক

www.pathagar.com

পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে, একটা শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া এখন আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

'সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য আমরা সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিয়েছি। দুই-আড়াই মাসের মধ্যে রেকর্ড-প্রমাণ বিপুল সংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। আপনারা নিজেরাই দেখেছেন, দেশে অস্ত্রের ব্যবহার অপ্রত্যাশিতভাবে হ্রাস পেয়েছে। এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, কতিপয় মুষ্টিমেয় পথভ্রষ্ট ছাড়া দেশের শান্তিপ্রিয় জনগণ সন্ত্রাস বড়ই অপছন্দ করেন। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলার অতন্দ্র প্রহরী পুলিশ, বিডিআর ও আনসার বাহিনীর চার লক্ষ সদস্য সদাপ্রস্তুত রয়েছেন। বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য সারা দেশে সশস্ত্রবাহিনীর চল্লিশ হাজার সদস্য মোতায়েন রয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতে আমাদের পুলিশ ও প্রতিরক্ষা বিভাগের সদস্যগণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে এক ঈর্ষণীয় সুনাম অর্জন করেছেন। আমি আশা করি, নির্বাচন উপলক্ষে তারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে তাদের সেই সুনাম অক্ষুণ্ন রাখবেন।

'নির্বাচনী আইন আমাদের সকলকে মানতে হবে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত আচরণবিধি সরকার এবং সরকারের রেডিও-টিভি প্রমুখ প্রতিষ্ঠানও মানতে বাধ্য। নির্বাচন কর্মসূচি ঘোষণার পর রেডিও-টিভিতে প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলোতে যাতে আচরণবিধি পরোক্ষভাবেও লঙ্ঘিত না হয় তার জন্য আমাদেরকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হয়। আপনাদের স্বাধীন নির্বাচন কমিশন দেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের যে প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং জনগণের কাছ থেকে যে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা পেয়ে আসছেন তার জন্য আমাদের দায়িত্ব পালন বহুল পরিমাণে সহজ হয়েছে।

'চার-পাঁচ মাসের মধ্যে দুটো নির্বাচন করা দরিদ্র বাংলাদেশের পক্ষে অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার। একটি মাঝারি ধরনের ভোটকেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যা ব্যয় হয়, তা দিয়ে তিনটি অগভীর নলকূপ স্থাপন করা যায় এবং তার দ্বারা ত্রিশটি কৃষক পরিবার উপকৃত হতে পারে। আপনাদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা এমন কোনো কাজে উৎসাহ দেবেন না যাতে করে নির্বাচন কমিশনকে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিতে হয়। একটি কথা আমি স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, নির্বাচনে গোলযোগ করে কেউ পার পাবেন না। গোলযোগের কারণে কোনো কেন্দ্রে নির্বাচন ব্যাহত হলে, পুনর্নির্বাচন এবং প্রয়োজন হলে একাধিকবার পুনর্নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত, ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছেন।

'আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে গঠিত পর্যবেক্ষকগণ আমাদের দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও পরিচালনা সরেজমিনে দেখতে এসেছেন। আমি আশা করি, দেশের জনগণ আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম পর্যবেক্ষকগণকে নিরাশ করবেন না। তাঁরা

www.pathagar.com

কাঙ্ক্ষিত সুষ্ঠু নির্বাচনেরও আর এক গণতন্ত্রের জয়ের সুখবর নিয়ে স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন।

'আমাদের দেশে পাঁচ থেকে আঠারো বছরের নিচের জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে চার কোটি। এসব সুকুমার কিশোর-কিশোরী এবার ভোট দেবে না। তারা অবশ্য লক্ষ করবে প্রার্থীরা কেমন করে ভোট চান, তারা কি প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট দাবি করেন, ভোটাররাই বা কীভাবে ভোট দেন। তাদের কৌতূহল থাকবে নির্বাচন কমিশন কি কাজ করেন এবং সরকার নির্বাচন কমিশনকে কি সাহায্য ও সহায়তাই বা দেন। এই ক্ষুদে পর্যবেক্ষকগণ বিদেশি পর্যবেক্ষকদের চেয়ে অনেক কাছ থেকে এই নির্বাচন প্রত্যক্ষ করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জাতির এসব ভাবি উত্তরাধিকারীদের সামনে এবারের নির্বাচনপ্রার্থীগণ সংযম, সহনশীলতা ও মানসিক ঔদার্যের এমন একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন, যা আমাদের দেশের ইতিহাসে গৌরবের বিষয় হয়ে থাকবে।

'নির্বাচন একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় কিছুটা উত্তাপ সৃষ্টি হয়। গণতন্ত্রকামী সমাজে তা সহজে সহ্য করা হয়। সব বিরোধ ভুলে গিয়ে এবং সব প্রতিহিংসা পরিহার করে আমরা সকলে নির্বাচনের রায় জাতির রায় হিসেবে গ্রহণ করব। আমি যে ধর্মে মানুষ হয়েছি, সেই ধর্মের মহাগ্রন্থ কোরআন শরিফের সূরা শূরার চল্লিশ আয়াতে বলা হয়েছে, "ফামান আফা ওয়া আসলাহা ফা-আজরোহু আলাল্লাহে।" অর্থাৎ যে ক্ষমা করে দেয় ও আপস নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আছে আল্লাহর কাছে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা যেন আমাদের নতুন জীবনের, শান্তিময় জীবনের, সমৃদ্ধিমণ্ডিত জীবনের ভিত রচনা করতে পারি। আমাদের সকলের স্বপ্ন বাস্তবে রূপলাভ করুক। আপনি নিজে ভোট দিন। আপনার পরিবারের সবাই মিলে ভোটকেন্দ্রে যান। পাড়া-পড়শি সবাইকে নিয়ে ভোটকেন্দ্রে যান। নির্বাচনের মহোৎসবে সবাই শরিক হোন।'

হস্তান্তর কি শান্তিপূর্ণ হবে?

ওকাবের সঙ্গে বৈঠকে এক প্রশ্নের উত্তরে আমাকে প্রশ্ন করা হয়, 'আপনার কি মনে হয় নির্বাচনের পর ক্ষমতা-হস্তান্তর শান্তিপূর্ণভাবে হবে?'

আমি বলি, 'বাচ্চাদের গল্প বলার সময় মাঝে মাঝে আপনারা এবং আমাদের দেশে দাদা-দাদিরা বলেন, "হুঁ বলবে, ঘুমিয়ে পড়ো না, ঘুমিয়ে পড়লে কিন্তু গল্প বলব না।" গল্পের শেষে বলা হয়, "তারা সুখে বসবাস করতে লাগল।" আমাদের রাজনীতিকেরা তাঁদের প্রত্যাশিত ভূমিকাটি পালন করবেন। নির্বাচনের বৈরী পরিবেশে সৃষ্ট উত্তাপ ভুলে গিয়ে তাঁরা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও তা বিকশিত করে তোলার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করবেন।'

www.pathagar.com

এরপর তাঁরা প্রশ্ন করেন, 'আসন্ন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটা ঝুলন্ত সংসদ গঠিত হবে, এমন একটা জল্পনা আছে। তাহলে সে ক্ষেত্রে আপনি কীভাবে কার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন?'

আমি উত্তর দিই, 'সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন আদায় করতে পারবেন, এমন একজন সংসদ নেতাকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব থাকবে রাষ্ট্রপতির। আমার মনে হয় না ঘটকালির ব্যাপারে আমার কোনো ভূমিকা থাকা উচিত। আমার অবস্থানটা তখন হবে মঞ্চের পাশে।'

পরবর্তী সরকারের প্রতি উপদেশ ও ব্যক্তিগত প্রশ্ন

৪ জুন ১৯৯৬ ভয়েস অব আমেরিকায় সম্প্রচারিত এক সাক্ষাতে আমাকে প্রশ্ন করা হয়, 'পরবর্তী সময়ে যে সরকার ক্ষমতায় আসছে, তাদের আপনি কী উপদেশ দিতে যাচ্ছেন?'

আমার উত্তর ছিল, 'আমি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। বহুদলীয় নির্বাচনের ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে যে সরকার গঠিত হতে যাচ্ছে, তাদের আমি কোনো উপদেশ দিতে চাই না। আমি আশা করি, তারা তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে এবং বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে পূরণ করতে সক্ষম হবে।'

এরপর তাঁরা প্রশ্ন করেন, 'সবশেষে কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন—আপনার প্রতি যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, সে দায়িত্ব পালনের কাজটি কি আপনি উপভোগ করছেন? তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে আপনার মেয়াদ শেষে আপনি কি করার পরিকল্পনা করছেন? নতুন সরকার যদি আপনাকে কোনো দায়িত্ব দেয়, তাহলে সেটা কি আপনি গ্রহণ করবেন?'

আমি বলি, 'আমাদের সরকারের ৫৩ দিনের মাথায় আমার দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অর্ধদিবস ছুটি ভোগ করলেন। ঘণ্টা দুয়েক বিরতি দিয়ে আমরা প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত কাজ করছি। আমার স্ত্রী ঠাট্টা করে বলেন, "তুমি নিশ্চয়ই তোমার নতুন কাজে বেশ মজা পাচ্ছ।" একদিন সন্ধ্যায় আমার বড় মেয়ে আমাকে অফিসে টেলিফোন করেছিল। সে দেখি কান্নায় ভেঙে পড়ছে, আমাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি ভালো আছ? সব ঠিকঠাক তো, আব্বা?" আমি বললাম, "আমি ভালো আছি। নয়টার মধ্যে আমি বাসায় আসব এবং আমরা একসঙ্গে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত আমার বক্তব্য শুনব।"

'আমাকে যখন এই দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়, তখন আমি এমন একটা উৎসাহব্যঞ্জক কাজে ব্যস্ত ছিলাম, যার মধ্যে অত্যন্ত সন্তোষজনক একটা প্রাপ্তিযোগ ছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দশ সপ্তাহের ঝকমারি আমার জন্য যথেষ্ট। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে নতুন সরকারের কাছ

www.pathagar.com

থেকে কোনো প্রস্তাব আসা বা আমার কোনো পদ গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো চিন্তা করা আমার জন্য একেবারেই নিষিদ্ধ।

'প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে আমার দায়িত্বের মেয়াদ শেষে আমি আমার নিজ চারণভূমিতে ফিরে যাব, সেখানে সামান্য কিছু পড়ব আর কখনো কখনোবা সামান্য কিছু লিখব।'

আমাকে প্রশ্ন করা হয়, 'বর্তমান ভূমিকায় থেকে কি আপনি স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন? আপনার অনুভূতি কেমন?'

আমি বলি, 'দেখুন, আমার এই কাজটা আরামদায়ক কাজ নয়। বাংলাদেশের একটা সুপরিচিতি আছে যে এখানে প্রায়ই নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। ঝড়-ঝাপটা আঘাত হানে। টর্নেডো ছোবল মারে। কিন্তু যখন আপনি কোনো দায়িত্ব কাঁধে নেন, আপনাকে আপনার পদের আরাম-আয়েশের কথা ভুলে যেতে হয় এবং আমি নিজেও আমার ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশের কথা ভাবতে পারছি না। কেন পারছি না, গতকালও এক সাক্ষাৎকারে বলেছি। আমি আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমার সরকারের ৫৩তম দিবসে আমাদের স্টাফরা প্রথম তাঁদের আধবেলা ছুটি পান। এই ৫৩টি দিন তাঁরা সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত কাজ করেছেন। মাঝখানে দুপুরের আহারের জন্য দুই ঘন্টা বিরতি থাকত এবং এই দীর্ঘ সময় তাঁরা কাজ করেছেন, যেটাকে আপনারা বলেন ওভারটাইম, কোনো বাড়তি প্রাপ্তি ছাড়াই।'

১১ জুন ১৯৯৬ রেডিও-টিভিতে নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে আমি বলি, 'নির্বাচনে গোলযোগ করে কেউ পার পাবেন না। গোলযোগের কারণে কোনো কেন্দ্রে নির্বাচন ব্যাহত হলে সেখানে পুনর্নির্বাচন এবং প্রয়োজন হলে একাধিকবার পুনর্নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশন গ্রহণ করেছে। জাতি আজ তার রায় ঘোষণা করবে। এ রায় আমাদের শুভদিনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।'

নির্বাচনকে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রক্রিয়া হিসেবে উল্লেখ করে আমি এই আশা প্রকাশ করি, 'সব বিরোধ ভুলে গিয়ে এবং সব প্রতিহিংসা পরিহার করে আমরা নির্বাচনের রায় জাতির রায় হিসেবে গ্রহণ করব। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে নির্বাচিত সাংসদরা একটা সুস্থ সমঝোতার মাধ্যমে সংসদে এবং সংসদের বাইরে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণে সবাই মিলে সবিশেষ তৎপর হবেন।'

১২ জুন ১৯৯৬ আমি বিবিসিকে বলি, 'আমরা যেমনটি চেয়েছিলাম ঠিক তেমনিভাবে ইলেকশন হয়েছে এবং নির্বাচনে বোধহয় ভোটাররা সবাই এসেছে। তারা প্রতিনিধি সঙ্গে করে এসেছে আর কি। তা আমার মনে হয়, আমাদের আনন্দের কথা এবং গণতন্ত্রের পরীক্ষায় বোধহয় আমরা এবার পাস করলাম। সামনে অবশ্য দেশ শাসন করা যে কঠিন, দৈনন্দিন পরীক্ষা যেমন থাকবে তেমনি

www.pathagar.com

রয়েই গেল এবং আমরা আশা করি যে এ নির্বাচনের মাধ্যমে একটা প্রক্ষালন ঘটছে এবং সুন্দর, স্বচ্ছ ও পরিষ্কার জিনিস আমাদের জন্য বয়ে নিয়ে আসছে।...

'আমি আশা করি, এসব স্বচ্ছ নির্বাচনের একটা প্রভাব নেতাদের ওপর পড়বে এবং জনগণকে বিশ্বাস করলে, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করলে তাঁরা যে আরও সাফল্যমণ্ডিত হবেন, আমার মনে হয় এই একটা প্রত্যয় জন্মাবে সবার মধ্যে।...

'না, আমি যদি না হয়—এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি, হবে। তা না হলে আমি এত দিন কাজ করতে পারতাম না এবং এ রকম একটা আত্মবিশ্বাস না থাকলে বাংলাদেশকে সামনে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।'

বিদায়ী ভাষণ

জাতির উদ্দেশে বিদায়ী ভাষণে আমি বলি, 'দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমুন্নত রাখতে গিয়েই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার স্বাভাবিকতা ও ন্যায্যতার বিরুদ্ধে যে স্বৈরাচারী অপচেষ্টা চালানো হয় তাকে রুখে দাঁড়াতে গিয়েই মুক্তিযুদ্ধের সূচনা। জন্মলগ্ন থেকে আমরা গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শকে সংরক্ষণ করব বলে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক পরস্পর পরস্পরের কাছে দায়বদ্ধ। দেশের মোট ভোটারদের শতকরা ৭৩ জন রোদে তেতে ও বৃষ্টিতে ভিজে ভোট দিয়ে সেই দায় পরিশোধ করেছেন। সাধারণ নির্বাচনে জনগণের এই সক্রিয় শরিকানা বিশ্বের সকল গণতন্ত্রী দেশসমূহের মধ্যে এক রেকর্ড হয়ে রইল।

'মোট ভোটার সংখ্যার প্রায় অর্ধেক ভোটার হচ্ছেন মহিলা। নির্বাচনে বিপুল মহিলাদের অংশগ্রহণ দেশের জন্য এক চমৎকার আশাব্যঞ্জক ঘটনা। যেখানে আমাদের মা-বোনদের একজন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছিলেন এবং অতিশিগগিরই আর একজনও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেতে যাচ্ছেন—সেখানে এটা অত্যন্ত প্রত্যাশিত ব্যাপার ছিল। আমাদের কোনো সন্দেহ ছিল না যে, এবার মা-বোনেরা সোৎসাহে নির্বাচন উৎসবে যোগ দেবেন। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি আশা করি, সর্বপ্রকার মহিলা নির্যাতন এ দেশ থেকে অন্তর্হিত হবে।

'গত মার্চ মাসে যখন দেশের রাজনৈতিক নিম্নচাপজনিত এক গুমোট আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় তখন আমরা কায়মনোবাক্যে কামনা করেছিলাম দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী মোতাবেক মাননীয় রাষ্ট্রপতি আমাকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যখন আহ্বান জানান, তখন সংবিধানে অর্পিত কর্তব্য পালনকে আমার পবিত্র দায়িত্ব ভেবে সেই আহ্বানে আমি সাড়া দিই। আমার দশজন সহকর্মীও একইভাবে সাড়া

www.pathagar.com

দিয়ে আমার অনুরোধে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। বর্ষারম্ভে বৈশাখের বর্ষণশেষে রৌদ্রস্নাত নিম-দেবদারুর সোনালি কিশলয়ের মতো হঠাৎ আবহাওয়া ঝলমল করে উঠল।

'একটি সাংবিধানিক বিধানের নানান ব্যাখ্যা হতে পারে। একটি বিধান প্রণয়নের পশ্চাতে প্রণয়নকারীদের কী ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য কাজ করছিল তা অনেক সময় নির্ণয় করা সহজ নয়। আপাতদৃষ্টিতে একটি সহজ ও সরল বিধানও আইনের কূটতর্কে বিরোধগর্ভ হয়ে ওঠে। ত্রয়োদশ সংশোধনী সম্পর্কে জনমনে নানা মতের সৃষ্টি হয়। দেশে সুষ্ঠু ও শান্তিপ্রিয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহায়তাদানকে আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য জেনে এবং সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমরা অনলস সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে কাজ করেছি। আমরা সরকারের সাংবিধানিক কর্তৃত্বকেও অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সারাক্ষণ চেষ্টা করেছি এবং এ সম্পর্কে কোনো ক্ষতিকর জল্পনা-কল্পনাকে প্রশ্রয় দেইনি।

'গত বারো সপ্তাহে নানা নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে দেশের মানুষ যে অবিচল সমর্থন এবং আস্থা অকুণ্ঠচিত্তে আমাদেরকে জুগিয়ে এসেছেন তার জন্য আজ বিদায় বেলায় আমি এবং আমার সহকর্মীদের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনাদের এই ভালোবাসা আমাদের জীবনের পরম পাওয়া, আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরদিন তা ভাস্বর হয়ে থাকবে।

'অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেও এবং বিরুদ্ধ অবস্থান নিয়েও আলোচনার মাধ্যমে আমি ও আমার দশজন মাননীয় উপদেষ্টা প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐকমত্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। সরকারের প্রতিটি বক্তব্যের ক্ষেত্রে মাননীয় উপদেষ্টাবর্গের মূল্যবান পরামর্শ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।

'নির্দলীয় সরকারের প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দেশের আইন ও বিধি অনুসরণ করে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি। মাঝে-মধ্যে আমরা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করেছি বা কিছু নির্দেশনা দিয়েছি। প্রশাসনের প্রতিটি কর্মীর প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে আমরা অত্যন্ত লাভবান হয়েছি। মন্ত্রণালয় এবং মাঠ পর্যায়ে সরকারের সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাদের দায়িত্ব পালনে যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে দেশে প্রশাসনে যে একটি নতুন আবহ সৃষ্টি করেছেন তার জন্য তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

'বিশেষভাবে আমি ধন্যবাদ জানাই পুলিশ বাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস ও আনসার ভাইবোনদের প্রতি। আপনারা স্বল্প সময়ে দেশের সামনে যে নজির স্থাপন করেছেন তাতে দেশে সবার মনে নতুন আশা জেগেছে। পুলিশ বাহিনীর মধ্যে যে দৃঢ়তা, দক্ষতা ও দায়িত্বপরায়ণতা রয়েছে তা ব্যবহার করার সুযোগ পেলে দেশকে তারা সম্পূর্ণভাবে সন্ত্রাসমুক্ত করতে পারবেন। সন্ত্রাস পরিপূর্ণরূপে নির্বাসিত না হলেও অন্তত ফণা তুলে সর্বত্র বিচরণ করার ক্ষমতা তার আর নেই।

www.pathagar.com

'নির্বাচনকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও অবাধ করার লক্ষে নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করার জন্য সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর অফিসার ও সৈনিকদেরকে আমি সরকারের পক্ষ হতে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের সদস্যরা দেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দেশকে সংকটমুক্ত রাখার যে ঐতিহ্য গড়ে তুলেছেন তা আরো বলবান হয়েছে সাম্প্রতিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে।

'সর্বোপরি, সাফল্যের সঙ্গে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আমি প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনারদ্বয় এবং নির্বাচন কমিশনের সচিবসহ কমিশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

'অতি স্বল্পকালের জন্য সরকার পরিচালনায় আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা আপনাদের জানানো দরকার। প্রথমত, দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একান্ত প্রয়োজন। সংযম ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে বিভিন্ন মতামতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দেশকে এগোতে হবে। দ্বিতীয়ত, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিকে সারাক্ষণ দৃষ্টি দিতে হবে যাতে সামান্যমাত্র অবক্ষয়ের দেখা দিলে তাৎক্ষণিক প্রতিবিধান করা সম্ভব হয়। সদিচ্ছা থাকলেও কেবল আইনশৃঙ্খলার অভাবে সব ভালো কাজ ভেস্তে যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, মুষ্টিমেয় পথভ্রষ্টের হাতে উন্নয়নকর্ম নিমিষেই ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে। প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে দেশের ভাবি উত্তরাধিকারী যেন নিশ্চিন্ত লেখাপড়া করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। তৃতীয়ত, রাষ্ট্র পরিচালনায় যে মূলনীতিগুলো সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য অনুক্ষণ আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে। সামাজিক ন্যায় নীতির দিকে লক্ষ রেখে আমাদের কর্মকাণ্ডের পরিসর ও অবধি নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। জনগণের মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থাকল্পে সংবিধানে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার দিকে লক্ষ রাখতে হবে। অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের কথা মনে রেখে জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। এর জন্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন দেশের সম্পদের সকল প্রকার অপচয় বন্ধ করা ও প্রশাসনের ব্যয় সংকোচনের নীতি অনুসরণ করা এবং প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অসরকারি কাজে ব্যবহার না করা। সর্বোপরি, সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনগণকে সঙ্গে রাখতে হবে।

'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষ থেকে আমি জাতীয় সংসদের নবনির্বাচিত সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিপুল জনসমর্থন পেয়েও যারা নির্বাচিত হতে পারেননি তাদেরকেও আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। মানুষ যে ভালোবাসা আপনাদের জন্য প্রকাশ করেছে তা অমূল্য সম্পদ। যে মানুষ আপনাদের প্রতি সম্মান জানালো তাদের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা অক্ষুণ্ন থাকুক, আপনাদের দৈনন্দিন জীবন তাদের সেবায় উৎসর্গিত থাকুক—এই আমি কামনা করছি।

www.pathagar.com

'আজ যে জাতীয় সংসদ আপনাদের নিয়ে গঠিত হলো এবং যে সরকার আপনারা রচনা করতে যাচ্ছেন, তা এই জাতিকে একবিংশ শতাব্দীতে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পালন করবে। আমরা দারিদ্র্যমুক্ত, নিরক্ষরতামুক্ত, পরসাহায্যমুক্ত, আত্মনির্ভরশীল, পরিশ্রমী এবং সৃজনশীল জাতি হিসেবে যেন নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ করতে পারি তার ভিত্তি রচনার দায়িত্ব আপনাদের ওপর রইল। প্রসঙ্গক্রমে আমি বলতে চাই, আমাদের দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক রেওয়াজ ব্যবহারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে দারিদ্র্য-বিমোচন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেবল মুনাফামুখী দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে কোনো নিরীক্ষা হলে তা অসম্পূর্ণ হবে। দেশের সমস্যার সুরাহার দায়িত্ব দেশের সন্তানদের নিজ হাতে তুলে নিতে হবে। যার ব্যথা সে ছাড়া তার বেদনা কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না।

'বিদায়ের মুহূর্তে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি আমার একটি বিশেষ আবেদন রইল। নতুন জাতীয় সংসদকে কেন্দ্র করে আপনারা এমন রাজনৈতিক রীতি-রেওয়াজ গড়ে তুলুন যেন ভবিষ্যতে আর কোনোদিন রাজনৈতিক কোনো সমস্যা সমাধানে রাজপথের আশ্রয় নিতে না হয়, সন্ত্রাসী শক্তি পোষণ করতে না হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণদের হাতে মারণাস্ত্র তুলে দিতে না হয়। অল্প কিছুদিন সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে যে সীমাহীন অসহিষ্ণুতা দেখেছি ভবিষ্যতেও যেন আর কাউকে অসহিষ্ণুতা ও উত্তেজনা দেখতে না হয় তার প্রক্রিয়া সৃষ্টি করুন।

'শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত বহু দেশদরদী ব্যক্তি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার চেয়েছিলেন। সরকারি কর্মকাণ্ডের সীমাবদ্ধতা ও সময়ের অভাবে তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রাথমিক কর্তব্যে আমরা ব্যস্ত থাকায় দেশের নানা বিষয়ে আমরা দেশপ্রেমিক সুধীজনের কাছ থেকে যে পরামর্শ পেয়েছি তা বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে পারিনি। আমরা কিছু সুপারিশ রেখে গিয়েছি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নথিতে। আমাদের সীমিত কর্মসূচির দিকে লক্ষ রেখে দেশের কাঠামো যাতে কোনো রকমেই দুর্বল না হয়ে যায় সেদিকে মনোযোগ দিয়েছিলাম। বিভিন্ন পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরির ব্যাপারে বিদ্যমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কিছু অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আইন শৃঙ্খলা সংস্থাগুলোর উন্নয়নকল্পে, আইন সংস্কারের জন্য স্থায়ী কমিশন এবং অধঃস্তন আদালতের বিচারকের জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণ এবং প্রশাসন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আধুনিক ব্যবস্থাপনাবিদ্যায় ক্রমাগত প্রশিক্ষণের জন্য উন্নততর কিছু প্রকল্প-প্রতিষ্ঠানের কথা নিয়ে আমরা চিন্তা-ভাবনা করেছিলাম। অবশেষে, আমরা এই প্রত্যয়ে উপনীত হই যে, দেশের কি প্রয়োজন

www.pathagar.com

ও কীভাবে তা মেটানো যায় এবং দেশের মঙ্গল কীভাবে সাধন করা সম্ভব তা আমাদের চেয়ে নির্বাচিত সরকার ভালো বুঝবেন এবং এ ব্যাপারে তারা যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নেবেন। আমরা আর একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন না হলে আমরা মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে অধ্যাদেশ জারি করার জন্য অনুরোধ করব না। আমি মনে করি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অধ্যাদেশ প্রণয়ন-ক্ষমতার ব্যবহার সাংবিধানিকভাবে নির্দেশিত কেবল সীমিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সমীচীন। জাতীয় সংসদের আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা পরোক্ষভাবে ব্যাহত হলে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য পরিপোষণের ক্ষেত্রে কল্যাণকর হবে না বলে আমার কাছে অনুমিত হয়।

'এবারের নির্বাচনে যে কয়েকটি অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে তার জন্য আমরা মর্মাহত। মৃত ব্যক্তিদের শোকসন্তপ্ত পরিবারদের আমরা গভীর সমবেদনা জানাই। অপঘাতে একটি মৃত্যুও সমাজ ও রাষ্ট্রের দারুণ ক্ষতি। আমরা আশা করি, সেদিন দূরে নয়, যেদিন কোনো নির্বাচনে অপঘাতে একটিও মৃত্যু ঘটবে না এবং বিশৃঙ্খলার জন্য কোনো পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন হবে না এবং দেশের সকল সাক্ষর নাগরিকের জন্য ভোটপত্রে কোনো নির্বাচনী প্রতীকের প্রয়োজন হবে না। সেদিন হবে বাংলাদেশের আর একটি বিজয় দিবস এবং গণতন্ত্রের জয়োল্লাসের দিন। ইতিমধ্যে কয়েকশত বিদেশি পর্যটক সেই সম্ভাবনার সুখবর দুনিয়ার গণতন্ত্রকামী মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

'বাংলাদেশের প্রবাসী নাগরিকদের কাছ থেকে সরকারের কাছে একাধিক অনুরোধ এসেছিল যেন আমরা তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দিই। সীমিত সময় ও সাজসরঞ্জামের অভাবের জন্য তাদের সেই অনুরোধ আমরা রক্ষা করতে পারিনি বলে দুঃখিত। আগামী সাধারণ নির্বাচনে দুনিয়ার যে যেখানে বাংলাদেশের নাগরিক রয়েছে তারা ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন। আমি আশা করি, এই লক্ষে নির্বাচন কমিশন আগামীতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

'দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের নাগরিকদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, পরিশ্রম ও মেধার বদৌলতে উপকৃত হচ্ছে। যখন আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে যে ভূমণ্ডলায়ন ঘটতে যাচ্ছে তখন বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা ভাগ্যোন্নয়নে দিকবিদিকে ছড়িয়ে পড়বেন তাতে আশ্চর্য কি! তবে আমি প্রবাসে অবস্থিত বাংলাদেশের নাগরিকদের কাছে আকুল আবেদন রাখব তারা তাদের শ্রম, মেধা, সঞ্চয় ও বিত্তের কিয়দংশ দেশে বিনিয়োগ করে জন্মসূত্রজনিত দেশমাতৃকার ঋণ পরিশোধ করতে উৎসাহিত বোধ করবেন। দেশে বিনিয়োগের চমৎকার আবহাওয়ার সৃষ্টি হতে যাচ্ছে।

'সকল মানুষের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনিই ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্যের সৃষ্টিকর্তা। সেই করুণাময়ের কৃপালাভে মানুষ নানা ভাষায় প্রার্থনা করে ও নিত্যকর্ম সম্পাদন

www.pathagar.com

করে। সরকারপ্রধান হিসেবে প্রদত্ত প্রতিটি ভাষণ-বক্তৃতা আমি রাষ্ট্রভাষায় শুরু করেছি এবং রাষ্ট্রভাষায় শেষ করেছি। রাষ্ট্রকর্মে দেয় বক্তৃতা-ভাষণ জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেকে কীভাবে শুরু করবেন এবং কীভাবে শেষ করবেন সে সম্পর্কে সংসদ আইন-প্রণয়ন বা প্রস্তাবের মাধ্যমে একটা দিকনির্দেশনা দিলে বড়ই ভালো হয়। লক্ষণীয়, সংবিধানের ১৪০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণের পূর্বে যে শপথ বা ঘোষণা করেন সেই শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে কোনো ধর্মাশ্রয়ী শব্দাবলীর উচ্চারণের প্রয়োজন হয় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু অবিবেচ্য ও একান্ত অবজ্ঞেয় প্রশ্ন আমাদের মধ্যে নিরন্তর কলহের সৃষ্টি করছে। যেখানে বিরোধ থাকা উচিত নয় সেখানে বিরোধ সৃষ্টি করছে। বেশ কিছু অতীত-কথাও আমাদের মধ্যে তিক্ততার জন্ম দিয়েছে। অতীতের অভিজ্ঞতাভিত্তিক গবেষণা ঐতিহাসিকদের জিম্মায় আমরা রেখে দিই না কেন। এই বর্তমানে, ভবিষ্যতের কথা ভেবে ন্যূনতম হলেও একটা নির্দিষ্ট পরিসরে রাষ্ট্রের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্য দেশের সকল রাজনৈতিক দল একটা ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারলে বড় ভালো হয়।'

'আমাকে সরকারের দায়িত্ব পালনে মাননীয় রাষ্ট্রপতি বরাবর উৎসাহ দিয়ে এসেছেন সরকারি সকল কর্মে সর্বপ্রকারে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন। আমি আমার পক্ষ থেকে ও উপদেষ্টাবর্গের পক্ষ থেকে তাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। আমি আমার ভ্রাতৃপ্রতিম উপদেষ্টাগণকে, নির্বাচন কমিশনের প্রধান কমিশনার ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দের, অসামরিক ও প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এবং সর্বোপরি দেশের মালিক জনগণকে পুনর্বার আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।'

বিদেশে এক সাবেক সেনাকর্মকর্তা, যিনি বহু ঘটনা ঘটনের সাক্ষী ছিলেন, আমাকে বললেন, 'আপনি ভাগ্যবান! আপনি ব্যর্থ হলে আশ্চর্য হওয়ার তেমন কিছু ছিল না।' দেশে আর একজন সেনাকর্মকর্তা বললেন, 'আপনার সঙ্গে সবাই ভদ্রতা করেছেন।' সত্যি কথা! তাঁরা আমাকে এমনও বলতে পারতেন, 'শেষ জীবনে যেন আপনাকে ব্যর্থতার ভার বহন করতে না হয় তার জন্য সবাই আপনাকে মায়া করেছেন।'

দায়িত্বটা সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য দেশের লোক এবং প্রশাসনের সবার কাছে আমার ঋণের শেষ নেই।

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকার তত্ত্ব ও তার ভবিষ্যৎ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটা সাময়িক আয়োজন। সংকটের সময় বিভিন্ন দেশে এ জাতীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে যদ্দিন পর্যন্ত-না একটা বিকল্প সরকার গঠিত হচ্ছে বা কোনো রাজনৈতিক দল জনগণের আস্থা পায় তা দেখার জন্য যদ্দিন পর্যন্ত-না একটা সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তত দিন পর্যন্ত অনেক সময় ক্ষমতাসীন সরকারকেই কাজ চালিয়ে নিতে বলা যেতে পারে। আবার মাঝেমধ্যে জরুরি পরিস্থিতিতে কিংবা যুদ্ধের সময় একটা কোয়ালিশন প্রশাসন গঠন করা হয়।

গণতন্ত্রের অনুশীলনে 'নির্বাচনকালীন সরকার' হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি নতুন নয়। ২৩ মে ১৯৪৫ ইংল্যান্ডে তৎকালীন পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন লিওনার্দ স্পেন্সার চার্চিলের নেতৃত্বে সম্ভবত প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। উল্লেখ্য, ১৯৪০ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেইনের স্থলে উইনস্টন চার্চিলকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য ইংল্যান্ডের তিনটি প্রধান দল নির্বাচনের বদলে একটি 'জাতীয় সরকার' দাবি করলে চার্চিল সর্বদলীয় একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। চার্চিল সর্বদলীয় জাতীয় সরকারের প্রধান হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করলে ২৩ মে ১৯৪৫ রাজা তাঁকে একটি নতুন সরকার গঠনের আহ্বান জানান। চার্চিলের 'জাতীয় সরকারে' থাকলেও তাঁর তত্ত্বাবধায়ক সরকারে শ্রমিক দল অংশীদার হয়নি। ৫ জুলাই ১৯৪৫ অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন চার্চিলের রক্ষণশীল দলের পরাজয় ঘটে এবং ক্লিমেন্ট রিচার্ড অ্যাটলির নেতৃত্বে শ্রমিক দল সরকার গঠন

www.pathagar.com

করে। উইনস্টন চার্চিলের সেই সরকারকে স্যার আইভর জেনিংস 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি অবশ্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো সংজ্ঞা দেননি অথবা ওই সরকারের 'দৈনন্দিন প্রশাসন', 'নীতিগত বিষয়াদি' প্রভৃতি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। কিথ মনে করেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তও নিতে পারে।

১৯৭৫ সালের শেষ দিকে যখন অস্ট্রেলিয়ার গভর্নর জেনারেল স্যর জন কের দেখলেন প্রধানমন্ত্রী গাফ হুইটলাম সরকারের স্বাভাবিক কাজকর্ম চালানোর জন্য অর্থসংস্থান নিশ্চিত করতে পারছেন না, আবার তিনি একটা নতুন নির্বাচন ডাকার পরামর্শও দিচ্ছেন না বা পদত্যাগও করছেন না, তখন তিনি প্রধানমন্ত্রী গাফের ওপর থেকে প্রধানমন্ত্রীর দায়দায়িত্ব প্রত্যাহার করে তাঁকে এক প্রকার পদচ্যুত করলেন। বাজেট পাস করা হবে—এ আশ্বাসের বিনিময়ে লিবারেল দলের নেতা ম্যালকম ফ্রেজারকে তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী করা হলো। ২০০ বছরের মধ্যে এ ছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এই প্রথমবারের মতো রানির কোনো প্রতিনিধি একজন প্রধানমন্ত্রীকে পদচ্যুত করলেন। পরে ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে অস্ট্রেলিয়ার এই রাজনৈতিক সংকটের অবসান হয়।

ভারতে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' গঠনের প্রয়োজন পড়ে ১৯৭৯ সালের আগস্টে। এর আগে ৯ জুলাই ১৯৭৯ ভারতীয় রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব এন রেড্ডি 'লোকসভার' অধিবেশন ডাকেন। লোকসভার আস্থা ভোটের মুখোমুখি না হয়ে জনতা দলের প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই ও তাঁর মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। রাষ্ট্রপতি রেড্ডি পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে 'একটি নতুন সরকার গঠন করা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখার' জন্য দেশাইকে অনুরোধ করেন। এরপর জনতা দলের সংসদীয় নেতার বদল হয়। দেশাইর বদলে আসেন জগজীবন রাম। রাষ্ট্রপতি রেড্ডি পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের জন্য জনতা দলের নতুন নেতা জগজীবন রাম, বিরোধীদলীয় নেতা ওয়াই বি চ্যবন ও সংসদে সংখ্যালঘু নেতা চৌধুরী চরণ সিংয়ের সঙ্গে আলোচনা করেন। ওয়াই বি চ্যাবন সরকার গঠনে অপারগতা জানান। জগজীবন রাম ও চৌধুরী চরণ সিং সরকার গঠনে রাজি হলেও তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিষয়ে রাষ্ট্রপতি রেড্ডি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। এ অবস্থায় তিনি সংসদীয় দলগুলোর কাছে তাঁদের দলীয় ও সমর্থক সাংসদদের তালিকা চেয়ে পাঠান। প্রাপ্ত তালিকা থেকে রাষ্ট্রপতির মনে হলো চৌধুরী চরণ সিং লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন। রাষ্ট্রপতি চরণ সিংকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান ও 'সম্ভাব্য নিকটতম সুযোগে' তথা আগস্টের (১৯৭৯) তৃতীয় সপ্তাহে তাঁকে লোকসভার আস্থা ভোটের মুখোমুখি হওয়ার পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রী চরণ সিং লোকসভায় আস্থা ভোটের মোকাবিলা না

www.pathagar.com

করেই ১৯৭৯ সালের ২০ আগস্ট তাঁর মন্ত্রিসভাসহ পদত্যাগ করেন এবং লোকসভা ভেঙে দিয়ে নতুন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন। রাষ্ট্রপতি তাঁদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন এবং ২০ আগস্টেই এক পত্রে 'অন্য কোনো আয়োজন সম্পন্ন করা পর্যন্ত' চৌধুরী চরণ সিংকে তাঁর মন্ত্রিসভাসহ দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার অনুরোধ করেন। রাষ্ট্রপতি রেড্ডির এই সিদ্ধান্ত চরণ সিংয়ের সরকারকে একটি 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারে' পরিণত করে। উল্লেখ্য, সে সময় দলীয় সদস্যের হিসাবে ৫৪৪ আসনের লোকসভায় জনতা দলের ছিল ২০৫ জন ও চরণ সিংয়ের ছিল ৭৫ জন সদস্য। ভারতীয় রাষ্ট্রপতির এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সে সময় মাদ্রাজ, কলকাতা ও দিল্লির হাইকোর্টে রিট মামলা হয়। তিনটি কোর্টই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চৌধুরী চরণ সিংয়ের নিয়োগকে বৈধ বলে রায় দেন।

ইংল্যান্ড ও ভারতে যে দুজনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁরা এর আগে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছিলেন। ওই দুই দেশে সাধারণভাবে মেয়াদ শেষে প্রধানমন্ত্রীদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব পালনের অনুরোধ করা হয়ে থাকে। গণতান্ত্রিক দেশগুলোয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে ধারাবাহিকতা বিদ্যমান, তা দলীয় এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মাধ্যমেই অব্যাহত থাকে।

পাকিস্তানেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চর্চা হয়েছে। পাকিস্তানের সংবিধানের আওতায় অনির্বাচিত ব্যক্তিসমন্বয়ে মন্ত্রিসভা ও উপদেষ্টা পরিষদ উভয়ই গঠনের সুযোগ আছে (অনুচ্ছেদ-৯১)। ৪৮(৫) সংখ্যক অনুচ্ছেদে পাকিস্তানের সংবিধান তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের অধিকার দিয়েছে প্রেসিডেন্টকে। পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ৩৭(৯) অনুচ্ছেদে পদত্যাগী মন্ত্রিসভাকে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারে' পরিণত করার বিধান ছিল। ১৯৭৩ সালের নতুন সংবিধানে সোজাসুজি 'Care-taker Cabinet' কথাটি যুক্ত হয়। ১৯৮৮ সালে জেনারেল জিয়াউল হক নিহত হওয়ার পর পাকিস্তানে প্রথমবারের মতো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানে দ্বিতীয়বার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হয় ১৯৯০ সালের অক্টোবরে। ১৯৯৩ সালের অক্টোবরে মঈন কোরেশির নেতৃত্বে তৃতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে সেখানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেহেতু সরকারপ্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধান একই ব্যক্তি, সেখানে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো ব্যবস্থা নেই। তবে নির্বাচনে যাতে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের অনুকূলে রাষ্ট্রীয় এবং প্রশাসনিক সুবিধা ও প্রভাব ব্যবহৃত হতে না পারে, তার জন্য কিছু আইনি রক্ষাকবচ রয়েছে।

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশে অ্যাডভোকেট শামসুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি প্রথম উচ্চারিত হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই দাবি ওঠে রাষ্ট্রপতি এরশাদের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ফিরিয়ে নেওয়ার একটি অহিংস বিকল্প হিসেবে। ২০ নভেম্বর ১৯৮৩ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ঢাকায় এক সমাবেশে জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য 'কেয়ারটেকার সরকারের' প্রস্তাব ও দাবি উত্থাপন করে এবং এ জন্য একটি ফর্মুলা উপস্থাপন করে। ওই দাবি তেমন সমর্থন পায়নি। সাধারণ নির্বাচন তদারকির জন্য একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবি আবার উত্থাপিত হয় ১৯৯০ সালে।

৪ ডিসেম্বর ১৯৯০ জেনারেল এরশাদ তৎকালীন বিরোধী দল ও জোটগুলোর প্রস্তাবিত 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' জন্য ঘোষিত 'রূপরেখা' গ্রহণ করার ঘোষণা দেন। ৬ ডিসেম্বর বিরোধী রাজনীতিকদের নির্দেশনামতো তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহমদের পদত্যাগ, তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগদান এবং পরে জেনারেল এরশাদ নিজে পদত্যাগ করে ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার সুযোগ দেন। জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংবিধানবহির্ভূত আয়োজনের সব কাজকর্মকে একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বৈধতা দেওয়া হয়।

৬ আগস্ট ১৯৯১ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাসের মাধ্যমে দেশে ১৬ বছর পর সংসদীয় গণতান্ত্রিকব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

১৯৯০-৯১-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পূর্বাহ্নে বাংলাদেশের এক নাগরিক কমিটি এক ঘোষণায় বলেন: 'বাংলাদেশে আজ মৌলিক অধিকার উপেক্ষিত, গণতন্ত্র অনুপস্থিত, আইনের শাসন লাঞ্ছিত, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও জাতীয় সম্পদ একটি ছোট গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে, সমাজজীবন হিংস্রতা ও সংঘাতকবলিত, মূল্যবোধ স্থূলতা ও বিবেকহীনতার দাস এবং সংস্কৃতির উদার ও প্রাগ্রসর ধারণাসমূহ পশ্চাদমুখী শক্তি দ্বারা আক্রান্ত।'

রাষ্ট্রপতি এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী তিনটি জোট (১৫ দল, ৭ দল, ৫ দল) তাদের আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ফর্মুলা প্রদান করে। ১৯৯০ সালের ১৯ নভেম্বর তিন জোটের যুক্ত ঘোষণায় এই সরকারের রূপরেখা প্রদান করা হয়। ৬ ডিসেম্বর

www.pathagar.com

তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এরশাদ পদত্যাগ করলে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয় এবং ওই সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য প্রকৃত সংগ্রাম করতে হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জিতে একানব্বই সালে ক্ষমতায় আসা বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধেই।

জামায়াতে ইসলামী ও ওয়ার্কার্স পার্টি দাবি করেছিল, পরবর্তী কমপক্ষে তিন মেয়াদের সাধারণ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত করার বিধান সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হোক। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সেই দাবি সমর্থন করেনি। ১৯৯৪ সালের মার্চের মধ্যে সেই দাবি আবার প্রবল হয়। কমনওয়েলথের মহাসচিবের দূত স্যার নিনিয়ান স্টিফেনের মধ্যস্থতাসহ রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপ-প্রচেষ্টা সংকট সমাধানে ব্যর্থ হয়।

১৯৯৩ সালে তিন প্রধান বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখাসহ পৃথক তিনটি বিল জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে জমা দেয়। সরকারি দলের উৎসাহের অভাবে বিল তিনটি সংসদের আলোচ্যসূচিতে আনা যায়নি। ২০ মার্চ ১৯৯৪ অনুষ্ঠিত মাগুরা উপনির্বাচনে কথিত ব্যাপক অনিয়মের পর প্রধান তিন বিরোধী দল সাংবিধানিকভাবে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল সংসদে উত্থাপন ও পাসের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে।

ওই আন্দোলনের একপর্যায়ে জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় সাংসদেরা পদত্যাগ করেন। পদত্যাগের পর কীভাবে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে, সেই সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সেই সরকারের বৈধতা কীভাবে নিশ্চিত করা হবে সে-সম্পর্কে বিরোধী দল ২৮ ডিসেম্বর, '৯৪ পৃথক পৃথক জনসভা থেকে একটি অভিন্ন ফর্মুলা দেয়। সাতটি দাবিসংবলিত ফর্মুলাটি ছিল নিম্নরূপ :

- প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে।
- সংসদ বাতিল করতে হবে এবং অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন দিতে হবে।
- রাষ্ট্রপতি একটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করার লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি অথবা আপিল বিভাগের একজন গ্রহণযোগ্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অথবা একজন নির্দলীয় গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন এবং সেই প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের ৫৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর কার্য পরিচালনা করবেন।
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিজে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এবং কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নন এবং নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এমন ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করবেন।

www.pathagar.com

- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মূল দায়িত্ব হবে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন সুনিশ্চিত করা এবং সংবিধানে প্রদত্ত সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ছাড়া শুধু জরুরি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- সংসদ নির্বাচনের অব্যবহিত পর সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের ৩ দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অবলুপ্ত হবে।
- আগামী সাধারণ নির্বাচনের পর গঠিত নতুন সংসদ একাদশ এবং দ্বাদশ সংশোধনীর মতো একটি সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে উপরিউক্ত ব্যবস্থাকে আইনসম্মত করবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে আরও অন্তত তিনটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হবে।

এ ছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে আরও অবাধ ও সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করা, কমিশন যাতে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ এবং একটি রাজনৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে বলে বিরোধীদলীয় ফর্মুলায় বলা হয়।

দীর্ঘ দুই বছর বিরোধী দলের তীব্র ও সহিংস আন্দোলনের ফলে মেয়াদের প্রায় শেষ পর্যায়ে পঞ্চম জাতীয় সংসদ বাতিল করা হয়। তারপর ক্ষমতাসীন দল ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে ২৬ মার্চ ১৯৯৬ বাংলাদেশ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাস করে ও ২৮ মার্চ রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি দেন। বিএনপি এই সংশোধনীর নাম দেয় 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার'।

বিরোধী দলের 'নিরপেক্ষ সরকার'-এর দাবির সমালোচনা করে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া একদা বলেছিলেন, 'শিশু আর পাগল ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ নয়।' বিএনপি সরকার দীর্ঘ দুই-তিন বছর সাংবিধানিক ভিত্তিসম্পন্ন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মানতে অস্বীকার করে। প্রবল দাবির মুখে অবশেষে এই দলটি স্ব-উদ্যোগে এবং দায়িত্বে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল সংসদে উত্থাপন করে।

১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনে জানুয়ারি মাসেই বিএনপির মনোনীত প্রার্থী, বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী, ছোট কিছু রাজনৈতিক দলের কিছু প্রার্থী এবং কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রার্থী ছাড়া প্রধান বিরোধীদলীয় প্রার্থীরা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন। প্রধানমন্ত্রী যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে বিক্ষোভ হচ্ছে। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘাত বাড়ছে। ১ ফেব্রুয়ারি একুশের বইমেলা উদ্‌বোধন করতে খালেদা জিয়া বাংলা একাডেমীতে আসবেন বলে ঘোষিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়-এলাকায় তাঁর আগমনের প্রতিবাদে ছাত্ররা প্রবল বিক্ষোভ করে।

সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে বিদেশি কূটনীতিকেরা, বিশেষ করে কমনওয়েলথের পক্ষ থেকে প্রয়াস নেওয়া হয়। নাগরিক সমাজের

www.pathagar.com

পক্ষ থেকে বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন, ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, অধ্যাপক রেহমান সোবহান, সাবেক পররাষ্ট্রসচিব ফখরুদ্দীন আহমদ ও সাংবাদিক ফয়েজ আহমদকে নিয়ে গঠিত পাঁচ-সদস্যের এক প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রীর কাছে কয়েক দফা দৌড়ঝাঁপ ও দেখাশোনা করে কোনো ফল হলো না।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ সংসদ নির্বাচন হয়ে গেলে বিরোধী দল ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। সচিবালয়ের সামনে তোপখানা রোডে জনতার মঞ্চ নির্মাণ করে। সচিবালয়ের কর্মকর্তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে সরকারের প্রতি অনাস্থা জানায়। কর্মকর্তা সমিতির এক প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সরকার সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করেন। এমন অবস্থায় মন্ত্রীদের পক্ষেও সচিবালয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

ষষ্ঠ সংসদের নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হলেও এর মাঝে সংকট-উত্তরণের একটা সুযোগও দেখা দেয়। ষষ্ঠ সংসদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন পাস করে, সেই অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হলে তার অধীনে নতুন করে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধনী) আইন ১৯৯৬-এর বিধানে বলা হয়, সংসদ ভেঙে দেওয়ার পর বা মেয়াদ অবসানের কারণে ভঙ্গ হওয়ার পর যে তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণ করেন, সেই তারিখ থেকে সংসদ গঠিত হওয়ার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী তাঁর পদের কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকবে।

প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রধান উপদেষ্টা এবং অপর অনধিক ১০ জন উপদেষ্টার সমন্বয়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে, যাঁরা রাষ্ট্রপতি-কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিদের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং যিনি উপদেষ্টা নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য তাঁকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। যদি এই রকম অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তবে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির অব্যবহিত আগে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করতে পারবেন। যদি কোনো অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তবে রাষ্ট্রপতি আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্যে সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং উপদেষ্টা নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য তাঁকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। যদি এ রকম অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তবে রাষ্ট্রপতি আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্যে

www.pathagar.com

সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত অনুরূপ বিচারকের অব্যবহিত আগে অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। যদি আপিল বিভাগের কোনো অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত থাকেন, তাহলে রাষ্ট্রপতি যদ্দুর সম্ভব প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনাক্রমে, বাংলাদেশের যেসব নাগরিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য তাঁদের মধ্য থেকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। যদি এই বিধানগুলোর কোনোটিকেই কার্যকর করা না যায়, তবে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের অধীনে তাঁর স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্য উপদেষ্টারা অনধিক ৭২ বছর বয়স্ক হবেন। তাঁরা সংসদ সদস্য হিসেবে রাজনৈতিক দল অথবা কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত বা অঙ্গীভূত কোনো সংগঠনের সদস্য হবেন না। তাঁরা সংসদ সদস্যদের আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এবং প্রার্থী হবেন না—এই মর্মে লিখিতভাবে সম্মত হবেন।

রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী উপদেষ্টাদের নিয়োগ দান করবেন। রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে স্বহস্তে লিখিত ও স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে প্রধান উপদেষ্টা বা কোনো উপদেষ্টা স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন। প্রধান উপদেষ্টা বা কোনো উপদেষ্টা নিয়োগের যোগ্যতা হারালে তিনি ওই পদে বহাল থাকবেন না। প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করবেন এবং উপদেষ্টা মন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করবেন। নতুন সংসদ গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে তাঁর পদের কার্যভার গ্রহণ করেন, সেই তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হবে।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাহায্য ও সহযোগিতায় সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদন করবে এবং এ ধরনের কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজন ছাড়া কোনো নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যে ধরনের সাহায্য ও সহায়তা প্রয়োজন হবে, নির্বাচন কমিশনকে সে ধরনের সব সম্ভাব্য সাহায্য ও সহায়তা দেবে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী বা তার প্রতিস্বাক্ষর গ্রহণান্তে কার্য করার বিধানগুলো অকার্যকর হবে।

১৯৯০ সালে যে সংবিধান সুপারিশ কমিটি নেপালের প্রথম গণতান্ত্রিক সংবিধানের খসড়া তৈরি করেছিল, সেই সুপারিশ কমিটির নেতৃত্ব দেন নেপালের সাবেক প্রধান বিচারপতি বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। ১৯৯৬ সালের জুনে বাংলাদেশে যে

www.pathagar.com

সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তিনি তা পরিদর্শনে এসেছিলেন। বাংলাদেশের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী সম্পর্কে তিনি বলেন :

> সংশোধনীতে অন্তর্বর্তীকালীন সময়টুকুতে রাষ্ট্রপতি আর প্রধান উপদেষ্টাকে একে অপরের থেকে স্বাধীনভাবে তাঁদের নিজ নিজ সীমিত সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।
>
> রাষ্ট্রপতি তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টার উপদেশ মোতাবেক চলতে বাধ্য থাকবেন না। সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে যে ৫৮ খ(২) অনুচ্ছেদ সন্নিবেশ করা হয়েছে তাতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে রাষ্ট্রপতির প্রতি দায়বদ্ধ থাকার কথা বলা হলেও কীভাবে এ বিধান কার্যকর হবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। এই অনুচ্ছেদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে প্রয়োজন ছাড়া নীতিনির্ধারণী কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বারণ করা হয়েছে। কিন্তু "নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত" এবং "প্রয়োজন" দুটি কথার একেকজন একেক অর্থ করতে পারেন এবং এর ফলে ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে...। ৫৮ (খ) (৩) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এই সংশোধনীতে প্রতিরক্ষা বিভাগ হতে সম্পর্কিত আইনগুলো প্রয়োগের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা বিভাগ সম্পর্কিত আইনগুলোর প্রয়োগ অবশ্যই নির্বাহী ক্ষেত্রের বিষয় বিধায় এই সংশোধনীর মাধ্যমে সামরিক বিষয়ে একপ্রকার অনভিপ্রেত দ্বিরাভাস সৃষ্টি করা হয়েছে।...উপদেষ্টা এবং রাষ্ট্রপতি উভয়ে যুগপৎ তাঁদের ব্যাখ্যা-অনুযায়ী তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিলে সরকার পরিচালনায় রীতিমতো সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।
>
> যদিও তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে এই সব দ্বিরাভাস এবং দ্বিরাভাসিক কাঠামোর ভেতরেই কাজ করতে হয়েছে, তবু তাঁরা তাঁদের সাংবিধানিক দায়দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেছেন। তাঁরা সময়ের প্রয়োজন পূরণ করেছেন। তবু এই অঞ্চলের অন্য দেশগুলোর নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে এটিকে কি একটি মডেল হিসেবে নেওয়া যায়?
>
> প্রতিবার সংসদ ভেঙে দেওয়ার পর অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের খাতিরে স্বল্পকালীন হলেও একটি অপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বন্দোবস্ত নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি অযৌক্তিক ছেদ। যদি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থিতিশীল না হয়, যদি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সাংবিধানিক দায়দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, কোনো অন্তর্বর্তীকালীন সরকারই গণতন্ত্রকে বাঁচাতে পারবে না। (*গভারন্যান্স অ্যান্ড দ্য ইলেকটোরাল প্রসেস ইন বাংলাদেশ, পার্লামেন্টারি ইলেকশনস ১৯৯৬*, 'রিপোর্ট অব সার্ক-এনজিও অবজার্ভারস্',/বাংলাদেশের সরকার পরিচালনা ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া, সংসদীয় নির্বাচন ১৯৯৬, সার্ক-এনজিও পরিদর্শন প্রতিবেদন, পৃ. ২৫-২৮)।

কঠোর সমালোচনা করে কবি ফরহাদ মজহার বলেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি এমন এক শান্তিপ্রিয় আহাম্মকের অন্বেষণ যিনি ফেরেশতাদের দিব্যভাব নিয়ে এক ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে সুষ্ঠু নির্বাচন করবেন, যে নির্বাচনে সন্ত্রাসীরা অংশগ্রহণ করবে। তিনি তাঁর *সংবিধান ও গণতন্ত্র* গ্রন্থে বলেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অপরিণত, পশ্চাৎপদ, সংকটাপন্ন ও অসুস্থ রাষ্ট্রের লক্ষণ। যে দেশে শুধু রাজনীতিবিদেরাই অপরিণত, অপরিণামদর্শী, সন্ত্রাসী বা

www.pathagar.com

গণবিরোধী নয়, এমনকি বুদ্ধিজীবীরাও দলবাজ, সন্ত্রাসী, মাস্তানপ্রিয় ও গণবিরোধী; সেই দেশে রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও গণমাধ্যমের ক্রমাগত দলবাজি ও গণতন্ত্রবিরোধী ভূমিকার কারণে অধিকাংশ মানুষই গণতন্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ ও অসচেতন থাকে। লাঠিপেটা ও মাস্তানিকেই তারা রাজনীতি কিংবা শাসন বা প্রশাসন বলে ভক্তি-ভয় করে। অন্যদিকে ধরে নেয় নির্বাচনই বুঝি গণতন্ত্র। এই পরিস্থিতিতেই 'তত্ত্বাবধায়ক' সরকারের মতো বিকৃত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।'

ত্রয়োদশ সংশোধনী : একটি প্রাথমিক ভাষ্য

'নির্দলীয় নিরপেক্ষ' ব্যক্তিদের সমন্বয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ভিত্তি যখন বিরোধী দলগুলো দাবি করছিল, তখন অনেকে চিন্তা করেছিল যে এ জন্য 'গণভোটের' আয়োজন করতে হবে। দ্বাদশ সংশোধনী পাসের পর রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছাড়া অন্য কারও হাতে দেওয়ার সুযোগ সংবিধানে ছিল না। তাই অনেকে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগসংক্রান্ত সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তন আনতে হলে ১৪২ (১ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে গণভোটের প্রয়োজন ছিল বাধ্যতামূলক।'

ত্রয়োদশ সংশোধনী সংসদে পাস হলে গণভোট ছাড়াই দুই দিনের মাথায় রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি দিলেন। ১৯৯৪ সালের মার্চ থেকে যে তিনটি প্রধান বিরোধী দল—তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি করে ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে ওই তিনটি দল জনগণের প্রায় ৬৮ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে। ১২ জুনের নির্বাচনকে 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' বিষয়ে জনগণের একটি 'গণভোট' হিসেবে বিবেচনা করলে দেখা যায় জনগণের একটি বিপুল অংশ এ ধরনের 'নির্বাচনকালীন' সরকার পছন্দ করে। সাংবিধানিক ব্যবস্থায় এ ধরনের পরোক্ষ গণভোটের কোনো অবকাশ নেই। ত্রয়োদশ সংশোধনী পাস করার সময় অবশ্য দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি গণভোট আয়োজনের অনুকূল ছিল না।

পার্লামেন্ট বাতিলের পর ১৯৯৬ সালের ১৮ জানুয়ারি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করার আহ্বান জানালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিরোধী দল তার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ১৫ দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনার আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে রাষ্ট্রপতি ১৯৯৬ সালের ১৯ মার্চ ষষ্ঠ সংসদের প্রথম ও একমাত্র অধিবেশন আহ্বান করেন। সেই অধিবেশনে ২১ মার্চ তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল উত্থাপিত হয় এবং ২৫ মার্চ তা পাস হলে ত্রয়োদশ সংশোধনী হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়। সংবিধান সংশোধন হলেও যেহেতু বিরোধী দলের মূল দাবি ছিল প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পদত্যাগ, তাই

www.pathagar.com

আন্দোলন অব্যাহত থাকে। অসহযোগ আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে, যোগাযোগব্যবস্থা অচল ও চট্টগ্রাম বন্দর বন্ধ হয়ে যায়। পেশাজীবী ও সচিবালয় থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আসেন। ঢাকা ও চট্টগ্রামের নির্বাচিত মেয়রদ্বয়ের নেতৃত্বে জনতার মঞ্চ স্থাপিত হয়।

খালেদা জিয়া ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ সংসদ বিলুপ্ত করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেন এবং তিনি পদত্যাগ করেন।

ত্রয়োদশ সংশোধনী : রাজনীতিকদের অবস্থান

২৬ এপ্রিল ১৯৯৬ সালে *ভোরের কাগজ*-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সাইফুর রহমান বলেন, 'আমরা তো পরাজিত হইনি। ক্ষমতা হস্তান্তর করেছি মাত্র।...গণতন্ত্রে অনমনীয়তা বলে কোনো কথা নেই। গণতন্ত্র মানেই হচ্ছে নমনীয়তা, সহনশীলতা ও পারস্পরিক সমঝোতা। যখন আস্তে আস্তে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টি সাধারণের গ্রহণযোগ্য ধারণায় রূপ নিল এবং বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন-অসহযোগ, হরতাল, অবরোধের ফলে দেশের অর্থনীতি যখন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকল, তখন একটা বিষয় আমরা বুঝতে পারি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টি গ্রহণ করার মতো একটি মোটামুটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।...আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের মধ্যে এত অবিশ্বাস এবং তাদের মধ্যে সংঘাত-সন্দেহ এত প্রবল যে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের অবমূল্যায়ন করে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কতগুলো অনির্বাচিত লোক এসে যদি নির্বাচন করে দেয়, তবে সে নির্বাচন ভালো হবে।...আমাদের ধরে নিতে হচ্ছে, কোনো সময়েই আমরা সংসদে ৩০০ জন ভালো লোক নির্বাচন করতে পারব না। এখন ৯০ দিনের জন্য ১০ জন "ফেরেশতা" এসেছেন। এই ১০ ফেরেশতা একটা নির্বাচন করে ৩০০ জন মন্দ লোককে এমপি নির্বাচিত করবেন। পাঁচ বছর পর এই এমপিদের ওপরও আমাদের কোনো বিশ্বাস থাকবে না এবং আমাদের আবার অনির্বাচিত লোকজনের মাধ্যমেই একটা নির্বাচন করতে হবে।...ইংরেজিতে যাকে বলে "রাস্কেল", সংসদ সদস্য হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধ্যান-ধারণা থেকে আমরা তা-ই। ১০ জন ফেরেশতা এখন ৩০০ জন সংসদ সদস্য নির্বাচন করবেন, যারা পাঁচ বছর পর অবিশ্বাসী, অসৎ, দুর্নীতিবাজ বলে আখ্যায়িত হবেন। তখন আবার আল্লাহর তরফ থেকে ১০ জনের আরেক দল ফেরেশতা আসবেন, যাঁরা আবার ৩০০ জন এমপি নির্বাচন করবেন এবং একইভাবে পাঁচ বছর পর এই এমপিরাও অসৎ হয়ে পড়বেন। কেউ তাঁদের বিশ্বাস করবে না। এটা তো কোনো গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হতে পারে না।...একমাত্র আমরাই বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছি। বরং এত দিন যাঁরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলে চিৎকার করেছেন, এখন তাঁরাই বলছেন, এই

www.pathagar.com

সরকারের গঠন পুরো সঠিক হয়নি। তাঁরাই বলছেন, ফেরেশতাদের মধ্যে কয়েকজন আছেন, যাঁরা সঠিক ফেরেশতা নন। কিন্তু আমরা বলছি, সবাই ফেরেশতা, আমরা এই ফেরেশতাদের বিশ্বাস করি এবং তাঁদের পূর্ণ সমর্থন দিয়েছি, যাতে তাঁরা আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে যে বার্তা নিয়ে এসেছেন একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সে বার্তা যেন পৌঁছাতে পারেন।...যাঁরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য আন্দোলন করেছেন, তাঁরাই এখন সেই সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে সন্দেহ প্রকাশ করছেন।

'...যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টি আমরা ধারণাগতভাবে মেনেই নিয়েছিলাম, তাই এ ব্যাপারে এখন মনে হচ্ছে, এক বছর আগে সিদ্ধান্ত নিলে পরিস্থিতি আমাদের জন্য যে অনেক ভালো হতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

৩০ মার্চ পর্যন্ত বিরোধী দলগুলোর সর্বাত্মক অসহযোগ কর্মসূচি চলতে থাকায় নির্দিষ্টভাবে ত্রয়োদশ সংশোধনীবিষয়ক কোনো বক্তব্য বা মন্তব্য ওই দলগুলোর পক্ষ থেকে করা হয়নি। ৩০ মার্চ রাত নয়টা ৪৩ মিনিটে প্রধান উপদেষ্টার শপথ নেওয়ার পর সাংবাদিকদের কাছে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা, জাতীয় পার্টির নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী ও জামায়াতে ইসলামীর নেতা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা তাঁদের আন্দোলনের সাফল্যের প্রথম স্তর। একই দিনে এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনগত মর্যাদা সম্বন্ধে অনেকের মনে নানা প্রশ্ন রয়েছে। এসব প্রশ্নে আমরাও সচেতন।...তাই জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এসব আইনগত প্রশ্ন সমাধানের বিষয়টি পরবর্তী জাতীয় সংসদের নিকট অর্পণ করাই সমীচীন হবে।'

তত্ত্বাবধায়ক সরকার তথা ত্রয়োদশ সংশোধনী সম্পর্কে শেখ হাসিনার ৩০ মার্চের বিবৃতির প্রায় দুই সপ্তাহ পরে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়: 'আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সভায় অবিলম্বে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার হাতে ন্যস্ত করার দাবি জানানো হয়েছে। সভায় এক প্রস্তাবে এ সম্পর্কে বলা হয় যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রপতির হাতে রেখে প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন। কারণ এটা সংসদীয় গণতন্ত্র ও সংবিধানের মৌল চেতনার পরিপন্থী। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রপতির হাতে থাকলে সেনাবাহিনীকে বিতর্কিত করা হবে। প্রতিরক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে থাকায় নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যাপারে জনমনে সংশয় দেখা দিয়েছে।' পরদিন এক বৈঠকে 'আওয়ামী লীগসহ তিন দল (জাতীয় পার্টি ও জামায়াত) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ অবিলম্বে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার হাতে হস্তান্তর করার দাবি জানায়।'

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ সংশোধনীতে সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদের (সর্বাধিনায়কতা) সংশোধন করে বিধান করা হয়েছে: 'সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদের "নিয়ন্ত্রিত হইবে" শব্দগুলির পরিবর্তে "নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং যে মেয়াদে ৫৮খ অনুচ্ছেদের অধীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকিবে সেই মেয়াদে উক্ত আইন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিচালিত হইবে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।' এই সংশোধনীর মাধ্যমে কার্যত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকালে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয় এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাসম্পন্ন প্রধান উপদেষ্টার আনুষ্ঠানিক পরামর্শ ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ ছাড়াই রাষ্ট্রপতি এই নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। একই সঙ্গে সংবিধানের ১৪১ক(১) ও ১৪১গ(১) অনুচ্ছেদের কার্যকারিতা রহিত করার (৫৮ঙ অনুচ্ছেদ) মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে এককভাবে জরুরি অবস্থা ঘোষণা ও সে সময় মৌলিক অধিকারগুলো স্থগিতকরণের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

বিএনপির মহাসচিব আবদুস সালাম তালুকদার বলেন, 'কোনো দলীয় উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রপতির হাতে রাখা হয়নি। রাষ্ট্রপতি একজন নির্বাচিত ব্যক্তিই শুধু নন, তিনি সুপ্রিম কমান্ডার। কাজেই সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতো একটি স্পর্শকাতর মন্ত্রণালয় শুধু রাষ্ট্রপতির হাতে রাখা হয়েছে। এতে সেনাবাহিনীর সুনাম ক্ষুণ্ন বা অবমূল্যায়ন হয়নি।'

জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির ১০ সদস্যের প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলে, 'প্রতিরক্ষা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির অধীনে ন্যস্ত হওয়ায় জাতি আস্থাশীল ও নিরাপদ বোধ করছে।' রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস বলেন, 'প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ সংবিধানের ভিত্তিতে আইনতই তাঁর অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, এ দায়িত্ব অন্য কারো হাতে ছেড়ে দেয়ার কোন আইনসঙ্গত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নেই।'

অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী তাঁর *যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে ছিলাম* গ্রন্থের ভূমিকায় ১৯৯০-১৯৯১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং সংবিধানের অধীনে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে বলেন, 'দুটি সরকারের গঠনে মিল ও অমিল দুই-ই ছিল। মূল সাদৃশ্য ছিল এদের নির্দলীয় চরিত্রে। মূল বৈসাদৃশ্য ছিল এদের সাংবিধানিক পরিচয়ে, যার উৎস ছিল রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি ও সংসদীয় পদ্ধতির মধ্যকার ভিন্নতায়। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ছিল পরিপূর্ণ ঐক্য: অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। বাংলাদেশের রাজনীতির মধ্যে জটিলতার সমাধান বাঙালিরা এভাবেই করেছিল। অনেকের মতে, তৃতীয় বিশ্বে বাংলাদেশের এ দৃষ্টান্ত অনেক দেশের জন্যই অনুকরণযোগ্য। রাজনৈতিকভাবে অনগ্রসর যে-কোনো দেশে প্রধান সমস্যা সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে ক্ষমতাসীন শক্তি যে দুস্তর বাধার সৃষ্টি করে। এই বাধা অতিক্রমণের যে-পথ আমরা খুঁজে পেয়েছি, পাঁচ

www.pathagar.com

বছর অন্তর দুটি নির্দলীয় সরকার গঠন ও অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান তার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করেছে।'

২০০১ সালের সংসদীয় নির্বাচন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকগণ সুষ্ঠুতার প্রত্যয়নপত্র দিলেও, তার বিরুদ্ধে দেশে নানা প্রশ্ন ওঠে। যেহেতু প্রধান পরাজিত দলের শাসনকালে তাঁদের নির্বাচিত ব্যক্তিরাই রাষ্ট্রপতি, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনারগণ এবং অন্য নির্বাচন কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিয়েছিলেন, তাঁদের আপত্তি তেমন জোর পায়নি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান চ্যালেঞ্জ করে এক ব্যক্তি—সৈয়দ মশিউর রহমান—১৯৯৬ সালে একটি রিট আবেদন পেশ করেন। হাইকোর্ট বিভাগ সরাসরি তা নাকচ করে দেন। পরে ২০০৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের একজন অ্যাডভোকেট এম সলিমুল্লাহ আর একটি রিট আবেদন পেশ করলে বেঞ্চ আগের মামলায় বর্তমান দরখাস্তকারী কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগ যে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী সংবিধানের মূল কাঠামোর পরিপন্থী আলোচিত হয়নি অন্য একটি বেঞ্চ বর্তমান মামলা শুনানিযোগ্য বলে মনে করেন এবং যেহেতু আগের মামলায় ভিন্ন রায় দেওয়ায় হয় সেজন্য ব্যাপারটি প্রধান বিচারপতির নিকট প্রেরণ করা হয়। বিচারপতি মো. জয়নাল আবেদীন, বিচারপতি আওলাদ আলী ও বিচারপতি মির্জা হুসেন হায়দার সমন্বয়ে প্রধান বিচারপতি এক ফুল বেঞ্চ গঠন করেন। রুল জারির পর আমানুল্লাহ কবীর এবং দুই প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টির সাধারণ সম্পাদকদ্বয়কে রেসপন্ডেন্ট হিসেবে যুক্ত করা হয়। দরখাস্তকারীর প্রধান বক্তব্য ছিল যে, গণতন্ত্র-সংবিধানের একটি মূল কাঠামো এবং সেই বৈশিষ্ট্য ত্রয়োদশ সংশোধনী অনির্বাচিত সরকারের বিধান দিয়ে তা ৯০ দিনের হলেও, সেই মূল কাঠামোর পরিবর্তন ও ক্ষতিসাধন করেছে। ত্রয়োদশ সংশোধনী বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে এবং বিচার বিভাগকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বলেও নিবেদন করা হয়। পৃথক পৃথক রায়ে তিনজন বিজ্ঞ বিচারক কিছু ভিন্ন মত পোষণ করলেও, একমত হয়ে ত্রয়োদশ সংশোধনী বৈধ বলে ঘোষণা দেন। মামলাটির সঙ্গে সংবিধান ব্যাখ্যার বিষয়ে আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত রয়েছে বলে হাইকোর্ট দরখাস্তকারীকে আপিল বিভাগ আপিল করার জন্য অনুমতি দান করেন। সেই ব্যাপারটি আপিল বিভাগে এখনো বিচারাধীন রয়েছে—*এম. সলিম উল্লাহ বনাম বাংলাদেশ ৫৭ ডিএলআর (২০০৫) (এডি) ১৭১*।

অষ্টম জাতীয় সংসদের সমাপনী অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেন, '১৯৯৬ সালে আমরা একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করি। এই পদ্ধতি সব ভীতি, সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করে সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের

www.pathagar.com

পথ প্রশস্ত করেছে। ১৯৯৬ সালে এই পদ্ধতি কার্যকর হওয়ার পর দেশে দুটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ নির্বাচন দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। এতে গণতন্ত্রের ভিত্তি আরও মজবুত হয়েছে। কিন্তু বিরোধীদল এখন সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এই সংসদে প্রতিনিধিত্ব নেই এমন কিছু রাজনৈতিক দলও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তাঁরা বলছেন, সংবিধান অনুযায়ী সবকিছু হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বদলাতে হবে। আওয়ামী লীগ ঠিক করে দেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান কে হবেন, চিফ ইলেকশন কমিশনার কে হবেন সেটাও তাঁরাই বলে দেবেন। এটা কি কোনো যুক্তির কথা? এটা কি গণতন্ত্রের কথা?'

২০০৬ সালে অষ্টম সংসদের মেয়াদ শেষে নির্বাচন পরিচালনার ভার বিচারপতি কে এম হাসান নেওয়ার কথা থাকলেও তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তিনি বিএনপির রাজনৈতিক দলের একসময় সদস্য ছিলেন এবং সেই দলে আন্তর্জাতিক সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সব অতীতের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয়, যখন ২০০৪ সালে বিচারপতিদের চাকরির বয়ঃসীমা দুই বছর বৃদ্ধি করা হয়। তখন আওয়ামী লীগ থেকে আপত্তি করা হয় যে ওই বয়ঃসীমা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ছিল, যেন বিচারপতি কে এম হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পান। বিচারপতি কে এম হাসান সম্পর্কে আওয়ামী লীগ থেকে আরও অভিযোগ করা হয় যে বঙ্গবন্ধু হত্যার দুজন আসামি—কর্নেল ফারুক ও কর্নেল রশিদ—বৈবাহিকসূত্রে তাঁর আত্মীয়। দুই প্রধান দলের মধ্যে এ সম্পর্কে ব্যর্থ সংলাপের কারণে রাজনৈতিক উত্তাপ বৃদ্ধি পায় এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষে কিছু প্রাণহানি ঘটে।

২৮ অক্টোবর ২০০৬ বিচারপতি কে এম হাসান স্ব-উদ্যোগে ঘোষণা দেন যে তিনি প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিতে চান না। এরপর অন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তাড়াহুড়ো করে বাদ দিয়ে ২৯ অক্টোবর ২০০৬ রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নিজেই প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণ করেন। সংবিধানের সব বিকল্প শেষ না করেই রাষ্ট্রপতির এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে একাধিক রিট আবেদন করা হয়। চারজন উপদেষ্টা পদত্যাগ করায় সংকট আরও ঘনীভূত হয়।

যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির জন্য আমরা বড় মুখ করে অহংকার করি, সে তো নির্বাচিত সরকারের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান করার অপারগমতার জন্য। পৃথিবীর এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে নির্বাচিত সরকারের তদারকিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আমরা আল্লাহর এমন পেয়ারা বান্দা যে, জনগণের হিতার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি অবতীর্ণ হলো। এ এমন মান্না যে দুটি মেয়াদেই তা বিতর্কিত হলো। এখন তা এমন অকার্যকর হতে চলেছে যে ব্যর্থ রাষ্ট্রের কলঙ্কটা মাথার ওপর দামাস্কাসের তলোয়ারের মতো ঝুলছে।

www.pathagar.com

সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদ সব কটি বিধান নিঃশেষিত না করে একেবারে আলটপকা রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হলেন। তাঁর সমর্থনে তৎক্ষণাৎ প্রতিধ্বনি গর্জে উঠল, 'রাষ্ট্রপতির কথাই মানতে হবে।' দিশেহারা মানুষ রজ্জুভ্রমে সেই সর্প সদিচ্ছায় ও শান্তির আশায় শর্ত সাপেক্ষে মেনে নিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, প্রাসঙ্গিক সাংবিধানিক বিধান, আইন এবং রেওয়াজ ক্ষুণ্ন করে প্রধান উপদেষ্টার একক শাসন চালু হলো। সত্যিই, এ শাসন কি তাঁর একক শাসন? এ শাসন তো তাঁর নয়। হলে কেমন করে সকাল-বিকাল হুকুম বদলায়। প্রধান উপদেষ্টাসহ ১১ জন উপদেষ্টার সমঝোতায় প্রণীত প্যাকেজ প্রস্তাবে স্বাক্ষর দিয়ে সহমত পোষণ করে প্রধান উপদেষ্টা যে পশ্চাদপসরণ করলেন, তা কার পরামর্শে বা অঙ্গুলিহেলনে? একে কি সহজ, স্বাভাবিক বা সাধারণ সিদ্ধান্ত পালটানো বলা যাবে? সাধারণ সিদ্ধান্ত হলে ঘটা করে প্যাকেজ বা গুচ্ছ প্রস্তাবে ১১ জন উপদেষ্টারই স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছিল কেন? এমন পথভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তির সঙ্গে কাজ চালিয়ে নিয়ে উপদেষ্টারা অশেষ ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রধান উপদেষ্টার সম্মতিক্রমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজ করতে গিয়ে অন্যায়ভাবে মিথ্যা অপবাদে কেউ কেউ সমালোচিত হলেন এবং পরোক্ষে মিথ্যাবাদে নিন্দিত হলেন। আসল মিথ্যাবাদী ছুটিতে গেলেন। আর সত্যবাদী সত্য পালনে উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। ইতিমধ্যে প্রধান উপদেষ্টা তাঁর হিমালয়তুহিন নীরবতা ভঙ্গ করলেন না। সাধারণ বিবেকসম্পন্ন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর সহকর্মীদের পক্ষে তাঁদের বিরুদ্ধে আরোপিত মিথ্যার প্রতিবাদ করলেন না। একেবারে হালাকান হয়ে চারজন উপদেষ্টা পদত্যাগ করলেন। নানা কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ ছিল সেনা মোতায়েন সিদ্ধান্তের যথাযথতা। প্রধান উপদেষ্টার সিদ্ধান্ত এতই সঠিক ছিল দুদিন পরই তা পালটাতে হলো। উপদেষ্টা যদি স্বাধীনভাবে উপদেশ দিতে গিয়ে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ না করতে পারেন, তবে হুজুর প্রধান উপদেষ্টার জন্য ১০ জন জি-হুজুর উপদেষ্টার প্রয়োজন আছে কি?

অবশেষে ১১ জানুয়ারি ২০০৭ রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পদ ত্যাগ করে জাতির উদ্দেশে বলেন, 'গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের স্বার্থে পদত্যাগ করেছি। আমাদের প্রায় প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ সকল রাজনৈতিক দল কর্তৃক সমাদৃত হয়নি।...৯০ দিন সময়সীমার মধ্যে একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়।'

দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা দেওয়া হয়। পরের দিন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফখরুদ্দীন আহমদ প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক দলগুলো যথাশিগগির নির্বাচন চাইলেও সেনাবাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং নির্বাচনী আইন সংস্কার ও নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়নের পূর্বে কোনো নির্বাচন সম্ভব নয় বলে একাধিকবার উল্লেখ

www.pathagar.com

করে এবং জাতিকে আশ্বস্ত করে যে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নবম সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দেশে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও সংবিধানব্যবস্থা নিয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান শেষ পর্যন্ত টিকবে কি না, তা এবং দেশ কী কী সাংবিধানিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হবে, তা এখনো পরিষ্কার নয়।

২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ নবম সংসদের নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৬ জুন ২০০৯ সংসদে অর্থমন্ত্রী মুহিত বলেন, 'বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশকে একটা দীর্ঘমেয়াদি সামরিক শাসনের হাত থেকে রক্ষা করেছে।' বর্তমান সরকারের আইনমন্ত্রী মনে করেন, তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি বিলোপ করে নির্বাচন কমিশনকে আরও শক্তিশালী করা যায়, যাতে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ জুন ২০০৯ সংসদে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী ওই ব্যবস্থা বাতিলের দাবি জানালে টেবিল চাপড়ে তাঁকে সমর্থন জানানো হয়। সাবেক রাষ্ট্রপতি, সংসদ সদস্য এরশাদ এই ব্যবস্থাকে রাজনীতির কলঙ্ক বলে অভিহিত করে বলেন, 'এই কলঙ্ক মুছে ফেলতে হবে। এই ব্যবস্থা আমরা আগামীতে দেখতে চাই না।'

বিএনপির মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন বলেন, 'আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করে আবার ক্ষমতায় আসতে চায়। আমরা এখন আর তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার বাতিলের দাবি করছি না।'

মওদুদ আহমদ বলেন, 'সরকারের ছয় মাসের অপশাসনের বিতর্ক থেকে জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন খাতে নেওয়ার জন্যই তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিলের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য নির্বাচনের সাড়ে চার বছর আগে এ প্রস্তাব মানুষ ভালোভাবে গ্রহণ করবে না। কমপক্ষে আরও ১০ থেকে ১৫ বছর এ পদ্ধতি বহাল রাখতে হবে। যখন বিএনপি আওয়ামী লীগের এবং আওয়ামী লীগ বিএনপির অধীনে নির্বাচনের আস্থা আনতে পারবে, তখন এ পদ্ধতি বাতিল করা যেতে পারে।...দলীয় প্রশাসন দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব, তা ভাবাই যায় না। এসব সরকারি কর্মকর্তা নির্বাচিত সরকারের অধীনে থেকে নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন করবেন, তাও অকল্পনীয়।'

আওয়ামী লীগের কারো কারো মতে অবসরপ্রাপ্ত আমলা, বিচারপতি, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা নিরপেক্ষতা প্রমাণে সচেষ্ট, তাঁদের অধিকাংশই বর্ণচোরা এবং তাদের দিয়ে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রেই বুমেরাং হতে পারে।

আওয়ামী লীগের অনেকে মনে করেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়াই আগামী নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে। নির্বাচন কমিশন স্বাধীন ও শক্তিশালী হলে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমান সরকারের অধীনে সংসদের শূন্য

www.pathagar.com

আসনের উপনির্বাচন ও উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নির্বাচনে সরকারের বিরুদ্ধে কেউ হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ করেনি।

ড. ফখরুদ্দীন আহমদকে প্রধান উপদেষ্টা করে গঠিত বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দীর্ঘায়িত হতে হতে প্রায় দুই বছর পার করে দিলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ ও সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েন রাজনীতিকেরা। জরুরি অবস্থার নামে দেশের বড় দুই দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রধান নেত্রীদ্বয় শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াসহ রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার, ও নানাবিধ মামলা করা হয়। এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হচ্ছিল যে তার জন্য স্বাধীনতার পর সাড়ে তিন দশকে দেশ কাঙ্ক্ষিত উন্নতির সোপানে উন্নীত হতে পারেনি।

যে জনগণের দোহাই দিয়ে নানাবিধ সংস্কারসহ বিরাজনৈতিকীকরণের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয় সেই জনগণের সমর্থনে ধন্য হয়ে রাজনীতির প্রত্যাবর্তন ঘটে।

১ জুলাই ২০০৯ দৈনিক *জনকণ্ঠ*-এ নাসিরুদ্দিন চৌধুরী 'গিলোটিনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ও বাঙালির দোলাচলবৃত্তি' শীর্ষক এক উপসম্পাদকীয়তে আবেগময় ভাষায় লেখেন :

> তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার মধ্যে যদি কোনো ত্রুটি কিংবা সীমাবদ্ধতা থেকে থাকে, তাকে সংশোধন করে এই ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও সময়োপযোগী করে তোলার কথা উঠতে পারে। কিন্তু একেবারে বাতিল করে আবার সেই দলীয় প্রথায় ফিরে যাওয়ার চিন্তা বোধ হয় মানসিক স্থৈর্য ও সুস্থতার লক্ষণ নয়। কবিগুরুর সেই কথাই তাহলে সত্য যে 'বাঙালি প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহসে দুর্জয়।'
>
> ওয়ান-ইলেভেনের ওপর রাগ করে আজ যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা থেকে সরে যাই, তাহলে সেলিম-দেলোয়ার, বসুনিয়া, তাজুল, জেহাদ, নূর হোসেন, ডা. শামসুল আলম মিলনের আত্মা কি কেঁদে উঠবে না? আরও অসংখ্য নাম না জানা শহীদ যে বুকের তাজা রক্তে রাজপথে আল্পনা এঁকে গেছেন, তাঁদের কবরের শান্তি ও নৈঃশব্দ্য কি টুটে যাবে না? একাত্তরে ইয়াহিয়া জানোয়ারের ছবি এঁকে মুক্তিযোদ্ধাদের শত্রু হননে উদ্দীপ্ত করেছিলেন যে পটুয়া কামরুল হাসান, তিনিই আবার আশির দশকে 'বিশ্ব বেহায়া'র ব্যঙ্গচিত্র এঁকে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে নৈতিক বল সঞ্চার করতে এগিয়ে আসেন তাঁর ব্যায়ামপুষ্ট শরীর নিয়ে। প্রিয় স্বদেশকে উল্টট উটের পিঠের যাত্রী হতে দেখে কবি শামসুর রাহমান সখেদে লিখেছিলেন শাণিত পঙ্‌ক্তিমালা। এসব কি মিথ্যা হয়ে যাবে?

যখন গণতান্ত্রিক সরকার হিটলারের স্বৈরশাসনের স্থলাভিষিক্ত হয় তখন অনেকে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুর্ভাবনা করেন। জার্মানরা বড় অধ্যবসায়ী এবং আইন মান্যকারী নাগরিক। আইন, বিশেষ করে নির্বাচনী আইন এবং তার তদারকিতে যে সাংবিধানিক আদালত গঠিত হয় তার সাফল্যের জন্য সেদেশে গণতন্ত্র সাফল্য লাভ করে। রাজনৈতিক দলগুলো বিশ্বস্ততার সঙ্গে আইন ও বিধি মেনে চলে। ২০০৭-০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমাদের নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী

www.pathagar.com

করার কিছু বিধান প্রণয়ন করেন। বর্তমান নির্বাচিত সরকার সব আইন-বিধি সংসদ দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নেয়নি। নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করে ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করার যে কথাবার্তা চলছে সাম্প্রতিক রাজনীতির হালচাল দেখে তেমন উৎসাহব্যঞ্জক মনে হয় না।

নদী পার হওয়ার পর নৌকাযাত্রীরা যে চোখে পাটনিকে দেখে, আমাদের দেশে নির্বাচন কমিশনকে অনেকেই সেই চোখেই দেখে থাকে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার অবস্থাও তথৈবচ। সপ্তম জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনে তাঁকে নিমন্ত্রণ করার কথা কারো স্মরণে ছিল না।

দেশের নাগরিকদের পরস্পরের প্রতি আস্থা এবং দেশের আইনকানুন রেওয়াজ মানার অভ্যাসগত প্রবণতা থাকলে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো বিশেষ ব্যবস্থার প্রশ্ন উঠবে না। নির্বাচন নিয়ে বহু দেশে সংঘর্ষ হয়েছে। জনরোষে নির্বাচনের ফলাফল অকার্যকর বা বাতিল হয়ে গেছে বহু দেশে। আবার এমনকি গৃহযুদ্ধ-বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কাতেও তুলনামূলকভাবে শান্তিশৃঙ্খলায় নির্বাচন হয়েছে এবং ক্ষমতার হাতবদল ঘটেছে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নামে খ্যাত প্রতিবেশী ভারতবর্ষে সাম্পদায়িক দাঙ্গা ও জনজাতিগত সংঘাত-সংঘর্ষ প্রায়শ ঘটে থাকলেও নির্বাচনের মাধ্যমে সেখানেও ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটেছে।

বাংলাদেশের নির্বাচনে হুজ্জুতে বাঙালিরা কাউকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। নির্বাচন কমিশনের বারবার হেনস্থা ঘটেছে। ফুটবল খেলা নিয়ে ইংরেজ দর্শকরা ক্রীড়াসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যে দক্ষযজ্ঞের সৃষ্টি করে আমাদের কাছে তেমন আচরণ অকল্পিত নয় বলেই আমরা ভোটডাকাতি কথাটা নির্মাণ করেছি। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে দেশ যে বিরল ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছিল তার সুযোগ নিয়ে নতুন করে সংবিধান প্রণয়ন করে আমরা স্থায়ী সমাধান খুঁজিনি। পরিশ্রমকাতর সহজ-সমাধান-অভিলাষী ক্ষমতার সোপানে আরোহণের জন্য অস্থির নেতৃবৃন্দ জোড়াতালি দিয়ে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনকে মধ্যস্থতা করতে বলেন। তারপর বহু অনিয়ম ও আইনশৃঙ্খলা লঙ্ঘনের সম্মুখীন হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক পক্ষ বাধ্য হয়ে ত্রয়োদশ সংশোধনী পাস করে।

যারা ত্রয়োদশ সংশোধনী প্রণয়ন করেন তাদের অশুভবুদ্ধিপ্রসূত সম্ভাব্য প্রধান উপদেষ্টার বয়সের মেয়াদ বৃদ্ধিতে সন্দেহ ঘনীভূত হয়। ২০০৭ সালের ১০ মে টেলিভিশন চ্যানেল এটিএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ঢাকার মেয়র সাদেক হোসেন খোকা বলেন, 'বিচারপতিদের অবসরের বয়ঃসীমা বাড়ানো, রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের অধীনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার স্বাধীনভাবে কাজ করতে না দেওয়া এবং ২২ জানুয়ারির একতরফা নির্বাচনের পথে এগোনোর কারণেই দেশে আজ এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।'

www.pathagar.com

২০০৭ সালের ১২ মে বিএনপির সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বলেন, 'বিচারপতি মাহমুদুল আমিনের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতিকে প্রধান উপদেষ্টা করা ছিল মারাত্মক ভুল।'

সেই ত্রয়োদশ সংশোধনীর বিধান দুবার প্রয়োগ করার পর তৃতীয়বার সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে পড়ে। আমরা কি পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস রেখে, দেশের আইনকানুন মেনে এবং নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করে ক্ষমতা হস্তান্তরের মহাযজ্ঞ একদা নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের তত্ত্বাবধান ও পৌরহিত্যে পালন করতে পারব? আমাদের দেশে একটা কথা আছে লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না। আমাদের লাখ লাখ টাকা না হলে নির্বাচনও হয় না। সেই প্রেক্ষিতে আমার উপরোক্ত প্রশ্নটি কোটি টাকার প্রশ্ন, যার উত্তর আমার জানা নেই।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ১

তত্ত্বাবধায়ক
সরকারের
প্রধান উপদেষ্টার
ভাষণ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জাতির উদ্দেশে প্রথম ভাষণ

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহর নামে
পরম করুণাময় আমাদের ওপর প্রসন্ন হোন

প্রিয় দেশবাসী,
আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রেসিডেন্টের আহ্বানে আমি গতকাল রাতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টারূপে শপথ গ্রহণ করি। প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি নির্বাচিত ব্যক্তি নই। আমি মনে করি, সরকারের দায়িত্ব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া উচিত। এই ভেবে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে আমি মনে মনে কিছুটা সংশয়িত ছিলাম। মাননীয় প্রেসিডেন্টের উৎসাহে এবং দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতার আশ্বাসে আমি অত্যন্ত স্বস্তি বোধ করছি।

দক্ষিণ এশিয়ায় তথা এশিয়ায় আমাদের নির্বাচনের অভিজ্ঞতা বেশ দীর্ঘকালের। ১৮৮৫ সালে আমাদের দেশে অতি সীমিতভাবে স্বায়ত্তশাসনের জন্য নির্বাচন প্রথার সূত্রপাত হয়। আজ সেই নির্বাচনপ্রক্রিয়া প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারে পূর্ণতা লাভ করেছে। কিংবদন্তি—ইতিকথায় আমরা শুনি বাংলাদেশে দুটি স্বর্ণময় যুগের সূচনা হয় এক ধরনের নির্বাচনের মাধ্যমে। পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা গোপাল এবং স্বাধীন হুসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন হুসেন শাহ উভয়ই এক ধরনের মনোনয়ন—নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধান প্রশাসক হিসেবে জনগণের কাছে গৃহীত ও সমাদৃত হন।

ফরাসি দার্শনিক ঝঁ ঝাক রুশো বলতেন, ইংল্যান্ডের লোক স্বাধীন কেবল পার্লামেন্ট নির্বাচনের দিন। সারা পৃথিবীতে আজ গণতন্ত্র নিয়ে নানা পরীক্ষা-

www.pathagar.com

নিরীক্ষা চলছে। প্রশাসনে জনগণের পূর্ণ শরিকানা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জবাবদিহিতার সমন্বয়ে কল্যাণকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রশাসনে যেমন জনগণের পূর্ণ শরিকানার বিধান থাকবে, তেমনি থাকবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জবাবদিহিতার বিধান। আমাদের দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ প্রজাস্বত্ব আইন, ঋণসালিশি আইন, মহাজনী আইন পাস করে সাধারণ মানুষের দুঃখ লাঘব করার চেষ্টা করেছিলেন। নির্বাচনের মাধ্যমেই আমরা ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করি।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের মুখবন্ধ একটি নিদারুণ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। মানবিক অধিকারকে সংরক্ষিত করতে না পারলে মানুষ অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য হতে পারে। এ ধরনের দুঃসময় এসেছিল ১৯৭০ সালে। সেই সময় নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দেশ শাসনে এবং সংবিধান প্রণয়নে অন্যায়ভাবে ব্যাহত হন, তখন সেই নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেদের উৎসর্গ করেন। স্বাধিকার ও স্বাধীনতার জন্য একাত্তরের মুক্তি সংগ্রামে এবং তার আগে ও পরে যে অমর ও মহান শহীদরা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের প্রতি আমি আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাই। আমি তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করি।

নানা কারণে দেশে কিছুটা অস্থিরতা বিরাজ করলেও আমাদের তেমন দুর্ভাবনা করার কিছু নেই। অতি শিগগির আমরা সকলে নিজ নিজ কর্ম নির্বিঘ্নে সমাধা করার সুযোগ পাব। এক্ষণে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সদিচ্ছা ও সহযোগিতার আশ্বাস বাণী উচ্চারণ করেছেন। আমি আশা করি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীবৃন্দ তাঁদের নেতৃবৃন্দের শান্তির ডাকে এগিয়ে আসবেন। তাঁরা তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনে শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করলে তা শুধু তাঁদের দলের নয়, সারা জাতির জন্য মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসবে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর অপার মহিমায় মানুষকে শ্রেষ্ঠ অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষকে তাঁর খলিফা নির্বাচিত করেছেন। সেই মানুষ সকল ধর্মের মানুষ। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রচেষ্টায় দেশে সুখী ও সম্পদশালী সমাজ গড়ে উঠবে।

শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্ত হচ্ছে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। নির্বাচন কমিশন যাতে সুচারুরূপে তাদের কর্ম সম্পাদন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে আমরা আশঙ্কিত বা বিচলিত নই। দেশের লোক শান্তি চায়। শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য আমরা কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কোনো রকম দ্বিধা করব না। অপরাধ দমনে দেশের কেবল প্রচলিত আইন অনুযায়ী নিশ্চিত অভিযোগের ভিত্তিতে এবং তদন্ত করার পরই ফৌজদারিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সোপর্দ করা হবে। কাউকে অহেতুক কোনোরকম হয়রানি করা হবে না।

www.pathagar.com

আদালতে যে সকল আইনজীবী তাঁদের মূল্যবান পেশায় নিয়োজিত আছেন, তাঁদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ—তাঁরা যেন আদালতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেন। অযথা শুনানি মুলতবি হলে অর্থ ও সময়ের অপব্যয় ঘটে এবং মামলায় উভয় পক্ষের অশেষ ভোগান্তি হয়। কোর্ট-কাচারি সম্পর্কে বা প্রশাসনের ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তার আশু তদন্ত করা হবে।

সরকারের কাজ অসহ্য রকম দুরূহ না করা হলে বিশেষ আইন পারতপক্ষে প্রয়োগ করা হবে না। পরিবারের পিতা-মাতা এবং অগ্রজ-মুরব্বিদের সহায়তায় আমাদের দেশে শান্তির নীড় গড়ে তুলতে হবে। আমাদের ছেলেরা আবার ঘরে ফিরে এসে তাদের স্ব স্ব কর্মে মনোনিবেশ করুন—আমি এই আশা করি।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও মাঝেমধ্যে সুতো ছিঁড়ে যায়। ছেঁড়া সুতো সংস্কার করে জোড়া দিতে হয়। পুরোনো ক্ষয়-ক্ষতির ওপর হা-হুতাশ করলে জীবন থেমে থাকে না। জাতীয় জীবনে কোনো কারণে রাজনৈতিক সূত্র ছিন্ন হলে তা সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমেই সংস্কার করতে হবে।

নির্বাচনে জয়-পরাজয় আছে। যিনি জয়ী হন না তিনিও তাঁর ব্যবহার আচরণের মাধ্যমে বিজয়ীর চেয়েও লোকমানসে বেশি স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারেন।

আগেই বলেছি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্য দল-মত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। আমরা সংবিধানে যে অঙ্গীকার করেছি, তা পালন করার দায়িত্ব সকলের। নাগরিক কর্তব্য একদিক থেকে সরকারি কর্মচারীর কর্তব্যের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র একাধিক দেশে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছে। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা কোনো মতেই যেন বিঘ্নিত না হয়, তার জন্য আমাদের কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

দেশে শান্তি ফিরে এলে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কেবল এগার জন উপদেষ্টা যথেষ্ট নন। প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সকল দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষ আমাদের যে সমর্থন জানিয়েছিলেন, তা আমরা ভুলিনি। বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতির যে তহবিল তিলে তিলে গড়ে উঠেছে, তা আমরা কোনোমতেই হারাতে পারি না।

প্রিয় দেশবাসী,

স্বাধীনতার দায়ভার প্রবল। আমরা ততটুকুই ভোগ করব, যতটুকু আমরা অর্জন করব।

আমাদের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি হচ্ছে, সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক নিশ্চিত করা, মুসলিম দেশসমূহের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববোধ জোরদার করা, বৈদেশিক বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সহায়তার মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করা। জাতিসংঘ,

www.pathagar.com

কমনওয়েলথ, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, সার্ক, ওআইসিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

আমাদের দেশের মানুষের চাহিদা অতি সামান্য। সেই সামান্য চাহিদা আমরা মেটাতে না পারলে আমরা এক বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হব। দেশের খেটে-খাওয়া মানুষই হচ্ছে আমাদের আদর্শ। আমরা তাদের অনুকরণ করার চেষ্টা করব। চাষি, কামার, কুমোর, জেলেদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশে আজ সমৃদ্ধির সূচনা হয়েছে। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমাদের স্থিতি ও সমৃদ্ধির পথে এগোতে হবে। দুই হাত বাড়িয়ে আমি আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

পরম করুণাময় আমাদের সকলের সহায় হোন।

ঢাকা, ১৭ চৈত্র ১৪০২/৩১ মার্চ ১৯৯৬

www.pathagar.com

বাংলা নববর্ষের স্বাগত ভাষণ

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহর নামে
পরম করুণাময় আমাদের সকলের প্রতি প্রসন্ন হোন

প্রিয় দেশবাসী,
আসসালামু আলাইকুম।

নতুন বাংলা বছরের শুভ সূচনায় আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। নববর্ষের এই শুভ ক্ষণে নতুন প্রেরণায়, নতুন উদ্দীপনায় দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে যাওয়ার আজ শপথ নিতে হবে আমাদের। সম্মিলিতভাবে গড়ে তুলতে হবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

প্রিয় দেশবাসী,

মাত্র পনেরো দিন আগে গত ১৬ চৈত্র (৩০ মার্চ) আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টারূপে শপথ গ্রহণ করি। এরপর আপনাদের সরকার দেশের আইনশৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এরপর এসব ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। এ পর্যন্ত পরিস্থিতির পরিবর্তন অত্যন্ত সীমিত এবং এতে আমাদের আত্মতুষ্টির কোনো কারণ নেই। এই প্রচেষ্টাকে সুসংহত ও দৃঢ়তর করার লক্ষ্যে আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। সরকারের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করার অধিকার বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিকের রয়েছে। দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দেরও সমালোচনা করার অধিকার রয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কষ্টসাধ্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত এবং ভবিষ্যতে তাঁদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত সরকার গঠিত হবে।

www.pathagar.com

আপনাদের সরকার সংবিধান ও আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং তার কর্মকাণ্ড সংবিধান ও আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত। সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত প্রতিটি ব্যক্তি তাঁর স্ব স্ব অবস্থান থেকে সংবিধান ও আইনের প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা জানেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বর্তমানে এক সাংবিধানিক আয়োজনের মাধ্যমে দেশ শাসন করছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীসমূহের সক্রিয় সহায়তায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার কাজ করে যাচ্ছে। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনসহ দেশে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানকল্পে যথাযথ সাংবিধানিক এবং আইনগত ক্ষমতা ও এখতিয়ার সম্পূর্ণভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রয়েছে। এই দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি এবং যথাযোগ্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দ, তাঁদের কর্মীবৃন্দ এবং সকল নাগরিকের সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহনশীলতা আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

দেশের সরকারের গৃহীত নীতি ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত থাকা স্বাভাবিক। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার অত্যন্ত সীমিত কালের মধ্যে কতকগুলো সীমিত উদ্দেশ্য পালনের জন্য গঠিত। দেশের বিরাজমান বিভিন্নমুখী সমস্যার পুরোপুরি সমাধান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য নির্ধারিত স্বল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব নয় এবং তা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণও নয়। জনগণের নির্বাচিত সরকার যথাসময়ে দেশের বিরাজমান সমস্যার উপযুক্ত সমাধান খুঁজে বের করবে। আপনাদের সকলের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ—আপনারা এমন কোনো বিতর্ক উত্থাপন করবেন না, যা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা শুনে খুশি হবেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার পূর্ণাঙ্গরূপে গঠিত হওয়ার পর রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা, মতবিনিময় ও সমঝোতার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো আমরা পূরণ করেছি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে একটি ঐকমত্য এবং সমঝোতার মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের হাতে সময় অত্যন্ত কম। আলোচনা, মতবিনিময় এবং একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠাকল্পে অনেক ক্ষেত্রে বেশ সময় লাগে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটা ন্যূনতম ঐকমত্যের মাধ্যমে কাজ করার প্রয়াস চালিয়ে যাবে। যখন প্রয়োজন হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিজ বিবেচনায় স্বাধীনভাবে তাদের কর্তব্য পালন করতে দ্বিধা করবে না।

www.pathagar.com

আপনাদের সরকার সংবিধান-বহির্ভূত বা আইন-বহির্ভূত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, দেশের আইন অনুযায়ী দেশের জনগণ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় এবং সংবাদপত্রের গঠনমূলক সমালোচনায় ও পরামর্শে তা পালন করতে তারা সক্ষম হবে। এই বিষয়ে আমরা বিশেষ করে আহ্বান করছি, যেন কোনো বেআইনি অস্ত্রধারী কোনো দলের আশ্রয় বা প্রশ্রয় না পায়। আমি আপনাদের সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করি।

দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতির চাকা সচল করাও বর্তমান সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। দেশের সীমিত সম্পদ যাতে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়, সেই লক্ষ্যে সকল খাতে ব্যয় সংকোচনের নীতি এই সরকার গ্রহণ করেছে। শিল্প খাতে বিশেষ করে পোশাক শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ ইত্যাদির সরবরাহ যাতে অক্ষুণ্ন থাকে, সেদিকে আমরা দৃষ্টি রাখছি। দেশের বন্দরগুলো এখন পুরোদমে কাজ করছে। উত্তরাঞ্চলে সার ও ডিজেল যাতে সুষ্ঠুভাবে সরবরাহ করা হয় তার জন্য আমরা জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

দেশের সকল নাগরিক আমাদের যে সমর্থন দিয়েছেন, তাতে আমি এবং আমার সহকর্মীবৃন্দ অভিভূত হয়েছি। আপনাদের এই সমর্থন অব্যাহত থাকলে আমরা আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সফলভাবে পালন করতে পারব।

নতুন বাংলা বছর আপনাদের সকলের জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক।

বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

পরম করুণাময় আমাদের সকলের সহায় হোন।

ঢাকা, ৩১ চৈত্র ১৪০২/১৩ এপ্রিল ১৯৯৬

www.pathagar.com

জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারদের উদ্দেশে ভাষণ

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহর নামে
পরম করুণাময় আমাদের সকলের প্রতি প্রসন্ন হোন
আসসালামু আলাইকুম।

মুক্তিযুদ্ধে যেসব সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী শহীদ হন এবং পরে যাঁরা কর্মরত অবস্থায় কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনকালে হিংসাত্মক কার্যকলাপের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেন, তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এবং তাঁদের পরিবার-পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে আমি আজকের বক্তব্য শুরু করছি। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিশেষ করে প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগে নিয়োজিত যাঁরা দায়িত্ব পালনকালে নিহত বা নিগৃহীত হয়েছেন তাঁদের প্রতিও আমি সমবেদনা জানাই।

আজ আমি প্রথমেই আপনাদের পরিষ্কার করে বলে দিতে চাই, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গুরুদায়িত্ব পালনে বর্তমান সরকারের নির্বাহী ক্ষমতা নিরঙ্কুশ ও প্রশ্নাতীত। নির্বাচন কমিশনকে সুষ্ঠু নির্বাচনে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রজাতন্ত্রের পরিসম্পদ ও নিরাপত্তা বাহিনীসহ প্রয়োজনীয় জনবল নির্বাচনে নিয়োজিত করার পূর্ণ ক্ষমতা এই সরকারের রয়েছে। নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের প্রয়োজন একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশের। এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার গুরুদায়িত্ব আপনাদের। নির্বাচন সুষ্ঠু ও পক্ষপাতহীন পরিচালনায় আপনারা ইতিবাচক ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবেন, আপনাদের নিকট আমাদের এবং সমগ্র জাতির এই প্রত্যাশা।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অব্যবহিত পূর্বে যে সরকার দেশে প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করেছিল আমরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছি। সরকার পরিবর্তনের

www.pathagar.com

সঙ্গে সঙ্গে দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাংবিধানিক ও আইনি রেওয়াজ অনুযায়ী পরিবর্তন হয় না।

দেশের স্বার্থে, সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ধারাবাহিকতার লক্ষ্যে এবং বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আমরা পূর্ববর্তী সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা ও কর্মকাণ্ডে কোনো পরিবর্তন আনয়ন করিনি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলী পূর্ণভাবে গঠিত হওয়ার পর প্রায় এক পক্ষকাল নানাভাবে যাচাই পরীক্ষা করার পর আমরা প্রশাসনে কিছু রদবদল করেছি। এই পরিবর্তনের জন্য পূর্বের সরকারের প্রতি বা কোনো সরকারি কর্মচারীর প্রতি কোনো দোষ বা গুণ আরোপ করা সমীচীন হবে না। এটি কোনো শুদ্ধিকরণ ব্যবস্থা নয় বা কাউকে জনসমক্ষে হেয় করার জন্যও নয়। যেকোনো নতুন সরকারকে প্রশাসনের কিছু পরিবর্তন আনতেই হয়। যেকোনো নতুন সরকারের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থাকবেই—বিশেষ করে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশাসন ভিন্ন হবে—এটাই দেশের সকল মানুষের আশা।

সরকারের নিরপেক্ষতার কথা কেবল মুখে পুনরুক্তি করলে আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। আমাদের নিরপেক্ষতা যাতে সরকারের সব কর্মে সহজেই প্রতিভাত হয়, সেই উদ্দেশ্যকল্পে একটি নির্দিষ্ট বিধিমালার মাধ্যমে প্রশাসনে আমরা কিছু পরিবর্তন এনেছি। নিরপেক্ষ মাপকাঠির ভিত্তিতে সরকারি কর্মের কিছু কিছু পদে নতুন নিয়োগ, বদলি বা স্থানান্তরের আমরা আদেশ দিয়েছি। মাপকাঠিগুলো যাতে একপেশে না হয় সেই জন্য বিভিন্ন মাত্রা যোগ করে ভারসাম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা ব্যক্তিবিশেষের নাম জানতে চাইনি। নির্ধারিত মাপকাঠি বা নির্ণায়কের প্রয়োগে যাঁদের বদলিযোগ্য মনে হয়েছে, কেবল তাঁদেরই বদলি করা হয়েছে। আমরা আমাদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করেছি। বদলি বা স্থানান্তরের জন্য কিছু যে অসুবিধার সৃষ্টি হয় সে কথাও আমরা সারাক্ষণ মনে রেখেছি।

প্রশাসনের সকল পদই রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সৃষ্ট। সমমানের এক পদ থেকে আর এক পদে বদলি হওয়ার কারণে কেউ শাস্তিমূলক ব্যবস্থার শিকার হয়েছেন এমন মনে করার কোনো কারণ নেই—এ কথা আমি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই। নির্বাচনের দিন সুষ্ঠু পরিবেশ ও প্রশাসনিক ভারসাম্য সৃষ্টির জন্য সাম্প্রতিককালে যাঁদের বদলি করা হয়েছে বা নিকট-ভবিষ্যতে বদলি করা হবে, তাঁদের সকলকে নতুন পদের দায়িত্ব ঐকান্তিকতার সঙ্গে পালন করে জাতীয় জীবনে নিজ নিজ অবদান রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। আপনারা মনে রাখবেন, সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ কর্মকর্তাগণ জনগণের হৃদয়ে সমাসীন থাকেন। সর্বক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্যের জয় অবধারিত—এই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে সকল বিতর্কের উর্ধ্বে থেকে

www.pathagar.com

নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করলেই আপনারা নিজেদের সেই আসনে স্থায়ীভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।

প্রশাসনের প্রধানতম দায়িত্ব আইনশৃঙ্খলা নিশ্চিত করা। নাগরিকদের জীবন শঙ্কামুক্ত রাখা। আইন ভঙ্গকারীকে অনতিবিলম্বে চিহ্নিত করা এবং দ্রুত উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা। প্রশাসন করদাতাদের অর্থে পরিচালিত। করদাতাদের জীবন যদি প্রশাসন সন্ত্রাসমুক্ত করতে ব্যর্থ হয়, ভীতিমুক্ত করতে ব্যর্থ হয়, দুর্ভাবনামুক্ত করতে ব্যর্থ হয় তাহলে করদাতারা প্রশাসনকে পুষবেন কেন? তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিষ্কারভাবে জনগণের কাছে প্রমাণ করতে চায়—প্রশাসন আইন মান্যকারীর বন্ধু এবং একমাত্র আইন মান্যকারীর বন্ধু। যাঁরা আইন ভঙ্গ করবেন, তাঁরা এ সরকারের হাত থেকে কোনো আস্কারা, প্রশ্রয় বা রেহাই পাবেন না।

আজ আমাদের পরিতাপের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, সমাজে সহিংসতা ও সশস্ত্র সংঘাত এক চরম ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। রাহাজানি, মাস্তানি, চাঁদাবাজি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ভাষায় স্থান পেয়েছে। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে এ লজ্জা আমরা রাখব কোথায়? পুরো জাতি আজ সন্ত্রাসী অস্ত্রধারীদের হাতে জিম্মি। আইনশৃঙ্খলা প্রশাসকদের অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের পূর্ণ ব্যবহার করে আমাদের সন্ত্রাসের মোকাবিলা করতে হবে। সারা দেশে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের জন্য একটা অভূতপূর্ব ঐকমত্য সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে আজ বিরাজমান। শান্তির সংগ্রামে আজ যেখানে সংহতিবোধ এমন সর্বজনীনভাবে সোচ্চার, সেখানে আপনাদের সকলের সহায়তায় দেশে আমরা শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে নিশ্চয় সক্ষম হব।

গত কয়েক সপ্তাহে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। আমার মনে হয়, লোকমানসে একটা ধারণা আছে, কারা অস্ত্রবাজ, তাদের ঠিকানা কী, মাস্তানরা কোথায় বিচরণ করে, চাঁদাবাজ কোথা থেকে চাঁদা নেয়, কার কাছ থেকে নেয়, কেন নেয়—প্রশাসনের কাছে তা একেবারে অজানা নয়। সাধারণ মানুষের এই দুর্ভাবনাজড়িত ধারণার পেছনে একটা প্রত্যাশা রয়েছে। অবৈধ অস্ত্র সম্পর্কে আপনাদের যা জানা তার ওপর কাজ করুন এবং যা জানা নয় তার আশু অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। লোকে ভাবে, আপনারা জানেন সন্ত্রাসীদের অস্ত্র কোথায়, কোথা থেকে, কীভাবে, কার মাধ্যমে তাদের হাতে আসে বা হাত বদল হয় বা ভাড়া খাটে।

নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সমাজকে আমাদের সন্ত্রাসমুক্ত করতেই হবে। ভোটকেন্দ্র দখল, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, জালভোট প্রদান ইত্যাদি অপতৎপরতা রোধকল্পে সর্বশক্তি দিয়ে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। আমি এবং আমার নেতৃত্বে উপদেষ্টামণ্ডলীর সকল সদস্য আপনাদের পাশে রয়েছি। প্রশাসনের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আমরা সুস্পষ্ট নির্দেশ

www.pathagar.com

দিচ্ছি—দেশকে অস্ত্রমুক্ত করুন। সমাজের সকল সমস্যা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্বল্প মেয়াদের মধ্যে আপনারা সমাধান করে দেবেন—এ প্রত্যাশা দেশের জনগণও করে না, আমরাও করি না। কিন্তু প্রশাসন দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হলে দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করা যায়—এটা দেশের মানুষও বিশ্বাস করে, আমরাও বিশ্বাস করি।

আমরা খবর নেব কোথায় অস্ত্রবাজ, চাঁদাবাজ ও মাস্তান সন্ত্রাসীরা নাগরিকদের জীবন দুর্বিষহ করছে। এখন থেকে যেখানে এ ধরনের কোনো তৎপরতার খবর পাওয়া যাবে, আমরা তার জন্য সে এলাকার প্রশাসনকে দায়ী করব। তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে—কেন তাঁরা তাঁদের এলাকাকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে পারছেন না। কারও কোনো খোঁড়া অজুহাত গ্রহণ করা হবে না। আমরা পরিষ্কার ফলাফল দেখতে চাই। বর্তমান অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষ প্রতিটি জেলায় টাস্কফোর্স ও প্রতিটি মহানগর এলাকায় বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করছে। পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণের জন্য আমরা সচিবালয়ে একটি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করেছি।

সন্ত্রাসীরা অনেক সময় রাজনৈতিক দলের নাম ব্যবহার করে। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আমার অনুরোধ, যারা আপনাদের নাম ভাঙিয়ে সন্ত্রাসী কর্মে উদ্যোগ নেয়, তাদের সঙ্গে যে আপনাদের কোনো যোগাযোগ নেই সেটা সকলের সামনে তুলে ধরুন। সন্ত্রাসীরা সমাজের শত্রু। আমার বিশ্বাস, আগামী নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দল সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত কিংবা সন্ত্রাসকে প্রশ্রয়-আশ্রয় দেয়, এমন কাউকে মনোনয়ন দান করবে না। এ ব্যাপারে দেশের সচেতন নাগরিক সমাজ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে মনোনয়ন দানকারীদের ওপর শুভ প্রভাব বিস্তারে প্রয়াস পাবেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার মনে করে, আমাদের কিছুরই অভাব নেই—শুধু ইচ্ছার অভাব ছাড়া। আমরা প্রশাসনের মনে সেই ইচ্ছাকে প্রবলভাবে জাগিয়ে দিতে চাই। প্রশাসনের সর্বস্তরে শুভ তাগিদের সৃষ্টি হয়েছে দেখতে চাই। আপনাদের এই কাজে কোনো পিছুটান আসবে না। এই সরকারের কোনো জায়গা থেকে উল্টো সুরের আওয়াজ পাবেন না। অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটির জন্য কারও বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট যেকোনো কাজের জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করা হবে—এ ব্যাপারেও আমি সকলকে সতর্ক করে দিচ্ছি।

আপনাদের যে জ্ঞান, যে অভিজ্ঞতা, যে স্বদেশপ্রেম এবং যে ক্ষমতা আছে তা যদি একাগ্রচিত্তে প্রয়োগ করেন তবে আপনারা যে কামিয়াব হবেন সে বিষয়ে সকল মানুষ নিশ্চিত। দেশের মানুষ আপনাদের জাতীয় বীরের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে, যদি আপনারা এই বৈশাখ মাস শেষ হওয়ার আগেই দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে পারেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জেলা প্রশাসনের অবস্থান ও গুরুত্ব সর্বজনবিদিত। ম্যাজিস্ট্রেসি ও পুলিশের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের ওপর এই প্রশাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, দুর্যোগ মোকাবিলা, ত্রাণতৎপরতা, নির্বাচন অনুষ্ঠানসহ সকল উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নের জন্য দেশের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা হচ্ছে আবশ্যিক পূর্বশর্ত। কর্তব্যে অবিচল, ন্যায়পরায়ণ, নিষ্ঠাবান সৎ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষেই এই পটভূমি সৃষ্টি করা সম্ভব। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনারা অভূতপূর্ব সাড়া দিয়ে দেশসেবার মহান ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানেও আপনাদের রয়েছে গৌরবদীপ্ত ভূমিকা। এবার জাতীয় জীবনের এক ক্রান্তিলগ্নে আপনাদের ওপর অর্পিত মহান দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করে দেশবাসী ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের সামনে এই ঐতিহ্য ও গৌরবকে আপনারা উজ্জ্বলতর করবেন বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আপনারা সচেষ্ট হবেন, যেন জাতি আপনাদের ওপর আস্থা না হারায়।

বিভিন্ন দেশে অগণতান্ত্রিক সরকারের মাধ্যমে দেশ শাসনের প্রচেষ্টা হয়েছে। আমাদের দেশেও। নানা টানাপোড়েনের পর বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে আমরা একটা নিশ্চিত স্থির বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে দেশ শাসনে জনগণের শরিকানার বিকল্প নেই। সকলের মত নিয়ে সমন্বয় সাধন করে সরকারের কাজ করতে বিলম্ব হয়। সেদিক থেকে গণতন্ত্র একটা বড়ই ঝকমারি সরকার। অনুরূপ ঝকমারি ব্যাপার আইনের শাসন—যা হচ্ছে গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড। গণতন্ত্র ও আইনের শাসন রক্ষাকল্পে বাংলাদেশের জনগণ সংবিধানে অঙ্গীকার করেছেন। সেই অঙ্গীকার পালনে দেশের সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও বদ্ধপরিকর। গণতন্ত্রে আইনের শাসন বজায় রাখতে ও টেকসই উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রয়োজন।

আইনের শাসনের মূল কথাটা সাধারণ মানুষের কথায় অতি সহজভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। আইনের একটা গুরুদায়িত্ব হচ্ছে দুষ্টের দমনার্থে দণ্ডদান। সেই দণ্ডদান প্রক্রিয়ায় এক দারুণতা আছে। সেই প্রক্রিয়াকে সফল করার জন্য অনুরাগ, বিরাগ ও রাগদ্বেষ পরিশূন্য হয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আইনের শাসনের তত্ত্ব আজ সারা বিশ্বে গৃহীত হয়েছে। দণ্ডযন্ত্র ও ন্যায়দণ্ডের মধ্যে আইনের শাসন যে পার্থক্য বিচার করে, সে সম্পর্কে আমাদের সবিশেষ অবহিত থাকতে হবে।

বিশেষ ক্ষমতা আইনের যাতে করে কোনো রকমের অপপ্রয়োগ না হয়, সে জন্য আইন মন্ত্রণালয় কিছু নির্দেশিকা আপনাদের দেবে। আপনারা সবিশেষ লক্ষ রাখবেন, এই আইনের প্রয়োগে কেউ যেন অযথা হয়রানির শিকার না হয়।

সাধারণত একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিনের অধিকার রয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে মারাত্মক অপরাধের অভিযোগ রয়েছে এবং যেসব অপরাধ অজামিনযোগ্য,

www.pathagar.com

সেখানে আদালতের জামিন দেওয়ার এখতিয়ার আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আপাতদৃষ্টিতে গুরুতর অভিযোগে আদালত জামিন দিলেই আইনশৃঙ্খলায় নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের অস্থির হওয়ার প্রয়োজন নেই। সরকারি উকিল জামিন-নাকচ করার জন্য জামিনদাতা আদালতের সম্মুখে আবেদন করবেন বা উর্ধ্বতন আদালতে জামিনের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করবেন। আপনারা নিশ্চয় জানেন, আইনশৃঙ্খলা লঙ্ঘন বা ভঙ্গের অভিযোগ পরীক্ষা করার সময় প্রত্যেক আদালতই দেশের শান্তিশৃঙ্খলার প্রাসঙ্গিক বিষয় স্বীয় বিবেচনায় রাখেন। আমাদের দেশের প্রতিটি আদালত বিচারকার্যে স্বাধীন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিচার বিভাগের প্রশাসনের উন্নতিকল্পে নির্বাচিত সরকার আগামীতে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌করণের ব্যবস্থা নেবে।

নাগরিকদের ন্যূনতম মানবাধিকার যাতে লঙ্ঘিত না হয় সেই দিকে লক্ষ রেখেই আমাদের দেশে আইন রচিত হয়েছে। সেই কল্যাণকামী আইনের প্রয়োগে কোনো ব্যত্যয়ের প্রয়োজন নেই। আইনশৃঙ্খলার উন্নতিকল্পে কড়া আইনের ভূমিকা সব সময় আশাব্যঞ্জক ফল লাভ হয় না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, দক্ষতা ও সুবিবেচনার ওপর আমাদের ভরসা করতে হবে।

আদালত তাঁর নিজের নিয়মে চলবেন। আদালত আইনশৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের যেমন সহায়ক, তেমনি অভিযুক্ত ব্যক্তির সাংবিধানিক ও আইনি অধিকারের অভিভাবক ও সংরক্ষণকারী। প্রশাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে একটা সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করার জন্য আমাদের সারাক্ষণ কাজ করে যেতে হবে। গত কয়েক দশকে সরকারের বিবিধ কার্যাবলি বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের আইনি কাঠামোর ওপর প্রচণ্ড প্রচাপ সৃষ্টি হয়েছে। আমি আশা করি, আগামীতে নির্বাচিত সরকার দেশের টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে এবং আইনশৃঙ্খলার উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় সংস্কারের চেষ্টা করবে।

আপনাদের এবং আপনাদের মাধ্যমে দেশের সকল স্তরের প্রশাসন ও পুলিশ কর্মকর্তাদের আরেকটি দায়িত্বের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দিতে চাই। এবং তা হলো, অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করুন। সবল যেন দুর্বলকে বিধ্বস্ত করতে না পারে, সেদিকে দৃষ্টি রাখুন। ছোটখাটো বিরোধের ক্ষেত্রে গ্রামগঞ্জে আমাদের সমাজপতিরা সালিস করে শান্তি-সোলেহ প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। সালিসের মাধ্যমে কেউ কাউকে দণ্ডদান করলে কঠোর হস্তে তা দমন করা হবে। শাস্তিদানের অধিকার আদালতের, কেবল আদালতেরই রয়েছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো, অনগ্রসর শ্রেণীসহ সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করা। দেশের জনগোষ্ঠীর অর্ধেককে অবহেলিত, অশিক্ষিত এবং অযৌক্তিক ও অন্যায় সামাজিক বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আটকে রেখে জাতি হিসেবে আমরা কোনোদিনই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব না।

www.pathagar.com

আপনারা জানেন, দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা মহিলা। তাঁরা দেশের নাগরিক এবং মোট ভোটার সংখ্যার ৪৮ শতাংশ। প্রত্যেক মহিলার মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রচলিত আইনের মাধ্যমে সমস্ত মহিলা নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। আপনাদের অধীনস্থ কোনো কর্মচারী যদি কোনো ধরনের মহিলা নির্যাতনে লিপ্ত হন, তাহলে আমার কঠোর নির্দেশ হবে, এই অপরাধ আপনারা অমার্জনীয় দৃষ্টিতে দেখবেন। আপনাদের বিবেক এবং দেশে প্রচলিত আইনের সহায়তায় আপনারা অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবেন। আপনারা মনে রাখবেন যে আপনারা শুধু প্রশাসন এবং পুলিশের কর্মকর্তাই নন, আপনাদের সকলের নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে সামাজিক দিক দিয়েও নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রয়েছে। আপনাদের এলাকায় নারী উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীলতার লক্ষ্যে যে সমস্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন কার্যরত রয়েছে, প্রয়োজনবোধে তাদের সাহায্য নেবেন। কম্যুনিটি পর্যায়ে আপনারা মহিলার প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার ও বৈষম্য নিরসনে ব্রতী হবেন।

আমাদের দেশে খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু ও অন্যান্য সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শান্তিতে তাঁদের জীবনযাপন ও ধর্ম পালন করে আসছেন। সামনের নির্বাচনে সকল সম্প্রদায় যেন শরিক হতে উৎসাহিত বোধ করেন এবং স্বাধীনভাবে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সেদিকে আপনারা সবিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। দেশের সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, আদিবাসী ও উপজাতিদের নির্বাচন চলাকালে এবং নির্বাচনোত্তরকালে যাতে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয় সেদিকে আপনারা লক্ষ রাখবেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের সমান অধিকার যেন সমান স্বীকৃতি পায়।

আমাদের সংবিধানে মানবাধিকার এবং ব্যক্তি ও বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেসব অধিকার সমুন্নত রাখবে। তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্বশীলতার প্রশ্নও জড়িত।

আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ চরম দারিদ্র্য ও প্রতিকূলতার মধ্যে বাস করে। পল্লী অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণ সম্পর্কে এই কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। খরা, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে ফসলের হানি হলে এঁরাই সর্বস্বান্ত হন। রাজনৈতিক বা অন্যবিধ কারণে দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হলে এই সকল খেটে খাওয়া মানুষই অনাহারের শিকার হন। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যাঁরা সরকারের কোষাগার থেকে মাস গেলে একটা নির্দিষ্ট আয় হাতে পান তাঁদের কর্তব্য হবে দেশের এই দরিদ্র অথচ পরিশ্রমী জনগোষ্ঠীকে একটি শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের নিশ্চয়তা বিধান করা।

সামনের অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন জাতির জীবনে একটি মাইল-ফলক। আমরা, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা, আমাদের দায়িত্ব শেষে স্ব স্ব কর্মজগতে ফিরে যাব।

www.pathagar.com

কিন্তু প্রশাসন কার্য আপনাদের চালিয়ে যেতে হবে সুবিবেচনা, সুনীতি এবং সুবিচারের মাধ্যমে। আমরা আশা করব, আপনারা এবং আপনাদের অনুসরণে আপনাদের উত্তরসূরিরা, এই দেশে শান্তি ও ন্যায়নীতির ভিত্তি তৈরি করে দেবেন। ভবিষ্যতে কোন রাজনৈতিক দল জয়লাভ করবে এবং আপনাদের অবস্থানের ওপর তা কী প্রভাব ফেলবে, সে কথা ভেবে আপনারা অযথা কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না। পরম করুণাময় যিনি আমাদের সকলের অভিভাবক, তিনিই তাঁর অপার অনুগ্রহে আমাদের সকলকে হেফাজত করবেন।

আপনারা সকলেই ভালো থাকুন।

বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

পরম করুণাময় আমাদের সকলের সহায় হোন।

ঢাকা, ১২ বৈশাখ ১৪০৩/২৫ এপ্রিল ১৯৯৬

www.pathagar.com

বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে ভাষণ

প্রিয় বৌদ্ধ বোন ও ভাইয়েরা
এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

এমনই এক বৈশাখী পূর্ণিমায় আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দে নেপালের কপিলাবস্তুর লুম্বিনী উদ্যানে শাক্যসিংহের জন্ম হয়। তাঁর পিতা এক ক্ষুদ্র পার্বত্যরাজ্য কপিলাবস্তুর রাজা শাক্যবংশীয় শুদ্ধোধন। মাতার নাম মহামায়া, সন্তানের জন্মের সাত দিন পর যিনি দেহত্যাগ করেন। আদরের সন্তানের যেমন নানা নাম হয়, তেমনি বাল্যকালে বুদ্ধের একাধিক নাম ছিল, শাক্যসিংহ, গৌতম ও সিদ্ধার্থ। পরে ভক্তরা তাঁকে আরও নানা নামে বিশেষিত করেছেন। বৌদ্ধ কিংবদন্তিতে রয়েছে, জ্যোতিষীরা নাকি ঘোষণা করেন নবজাতক বিশ্বের শাসক বা শিক্ষক হবেন।

এমনই এক বৈশাখী পূর্ণিমায় গয়ার উরুবিল্ব গ্রামের এক অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সিদ্ধার্থ সম্বোধি লাভ করেন। কঠোর সাধনার বলে ৩৫ বছর বয়সে এমনই এক বৈশাখী পূর্ণিমায় রাত্রির প্রথম ভাগে পূর্বনিবাসতত্ত্বজ্ঞান, দ্বিতীয় ভাগে দিব্যচক্ষু ও তৃতীয় ভাগে চতুর্মহাসত্যের সন্ধান পেয়ে তিনি সম্বোধি বা বুদ্ধত্ব লাভ করেন। আবার এমনই এক বৈশাখী পূর্ণিমায় ৮০ বছর বয়সে তাঁর জন্মস্থানের অনতিদূরে কুশীনগরে বুদ্ধ মহানির্বাণ লাভ করেন। বুদ্ধ বলেছিলেন, 'তাঁর ধর্ম অকালিক'। তাঁর জীবদ্দশায় অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠান ছাড়া নির্দিষ্ট দিনকে কেন্দ্র করে বুদ্ধপূর্ণিমার কোনো উল্লেখ নেই।

এক বড় মাপের মানুষের জীবনে এমন তিনটি অবিস্মরণীয় ঘটনা তিথিকৃত্য হিসেবে বৌদ্ধমানসে ভাস্বর হয়ে থাকবে—তাতে আর আশ্চর্য কী।

www.pathagar.com

রাজার একমাত্র সন্তান হিসেবে ভবিষ্যৎ রাজাসন যাঁর জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তিনি ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা লক্ষ করে ক্ষমতা, বিলাস ও প্রাচুর্য থেকে দূরে সরে গেলেন। বাংলাদেশের পুণ্ড্রবর্ধনে ও সমতটে তিনি ধর্ম প্রচার করেন। যোগী হয়ে পরিভ্রমণ করেন নানান দেশ। দশ পারমিতার বলে তিনি ছলনাময় ও ঘোরদর্শন মায়ের শয়তানি থেকে নিজেকে মুক্ত করে গয়ার এক বোধিবৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন হন।

বুদ্ধের সেই চতুর্মহাসত্য হচ্ছে: অস্তিত্বই দুঃখের কারণ, বাসনাই দুঃখের মূল, দুঃখের নিবৃত্তি বাসনার নিবৃত্তিতে এবং অষ্টনীতি অনুসরণে, বাসনার নিবৃত্তি বা নির্বাণ। সৎ বিশ্বাস, সৎ সংকল্প, সৎ বাক্য, সৎ আচরণ, সৎ বৃত্তি, সৎ চেষ্টা, সৎ চিন্তা এবং সৎ সাধনা—এই অষ্টনীতি অনুসরণের জন্য তিনি মানুষকে ডাক দেন। এই হচ্ছে বুদ্ধের মধ্যপন্থা। একদিন ধর্ম প্রচার শেষে মঠে প্রত্যাবর্তন করে বুদ্ধ দেখেন, ভিক্ষুরা আলোচনা করছে কোন পথ—মসৃণ না বন্ধুর পথ—পরিত্রাণের পথ। বুদ্ধ তখন তাঁদের মধ্যপন্থা অনুসরণ করার কথা বললেন। পরে আমি উল্লেখ করছি, এই পথের দিকনির্দেশনায় ইসলাম ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে একটা সাদৃশ্য রয়েছে।

অবিদ্যা ও অজ্ঞানতার কারণে লোভ, দ্বেষ ও মোহের তৃষ্ণায় আক্রান্ত হয় মানুষ, সত্যভ্রষ্ট হয়। মরীচিকা, অসত্য ও অকুশলের আশ্রয় গ্রহণ করে জন্মজন্মান্তরের দুঃখ চক্রের মধ্যে সে আবর্তিত হতে থাকে। এই দুঃসহ অবস্থা থেকে নাজাত-নির্বাণের উপায় হচ্ছে চিত্তের পরিশুদ্ধিতা সাধন, কল্যাণ ও পরহিতব্রতে সচেষ্ট থাকা। বুদ্ধের কথা 'ঘৃণায় ঘৃণা নিবৃত্ত হয় না, ঘৃণার নিবৃত্তি হয় প্রেমে, এই তো পুরাতন বিধি।' ইসলাম ধর্ম বলছে, 'ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই। তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার।' তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সকলেই বিশ্বাস করত। আর যারা আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে আহ্বান করে তাদের তোমরা গালাগাল করবে না। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নিয়ম-কানুন নির্ধারিত করেছেন।

কোরআন শরিফে উল্লেখ রয়েছে, মানুষকে শ্রেষ্ঠ অবয়বে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সর্বোৎকৃষ্ট আকৃতি দান করা হয়েছে। কিন্তু সেই মানুষ সৃষ্টিগতভাবে অত্যন্ত দুর্বল। মানুষ বড় অস্থিরচিত্ত। মানুষ নিজের ওপর জুলুম করে। পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে সে দৌরাত্ম্যে লিপ্ত হয়। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এক বড় পরীক্ষার জন্য। দুরারোহ পথে মানুষের সেই পরীক্ষা। ঘাড়ের বোঝা লাঘব করে, দুর্ভিক্ষের দিনে পিতৃহীন আত্মীয়কে ও দুর্দশাগ্রস্ত অভাবীকে অন্নদান করে আমাদের সরল পথের অনুসরণ করতে হবে। যে মানুষ অমিতব্যয়ী বা কৃপণ নয়, যে অতি উচ্চ স্বরে বা অতি নিম্ন স্বরে প্রার্থনা করে না, যে কোনো কিছু হারিয়ে বিমর্ষ হয় না এবং যে কোনো কিছু পেয়ে উল্লসিত হয় না, এমন মধ্যপন্থা যাঁরা

www.pathagar.com

অবলম্বন করেন, সেই মুসলমানদের মধ্যপন্থী জাতি হিসেবে কোরআন শরিফে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

মানুষ ছিল এক জাতি। পরে তাদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক দল নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট। মানুষকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করা হয়েছে। যাতে করে বিভিন্ন সম্প্রদায় একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।

আমি সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বলতে চাইনি। আমি অন্যত্র বলেছি, ধর্ম অনেক সময় মানুষের সপ্তরিপু হয়ে দাঁড়ায়, যখন পরধর্ম কেবল ভয়াবহ মনে হয় না, হননযোগ্যও বলে বিবেচিত হয়। ধর্ম যার-যার তার-তার হয়েও রাষ্ট্র সকলের হতে পারে, রাষ্ট্র যদি সকলকে সমান চোখে দেখে এবং সকলে আইনের সমান আশ্রয় পায়।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অতীত গৌরব ও ঐতিহ্যের নিদর্শন আজ সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে রয়েছে। এ দেশের বৌদ্ধ ভিক্ষু ও দার্শনিক অতীশ দীপঙ্কর, শীলভদ্র, কমলশীল, তিলোপা, নরোগা, নাগার্জুন প্রমুখ সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিকিৎসা, ধর্ম-দর্শনের উন্নয়ন ও গবেষণায় যে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন তা এক আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও মর্যাদা লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে সেই অমূল্য অবদানের একটা সহায়ক ভূমিকা রয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে এ দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভূমিকা বাংলাদেশের জনগণের স্মরণে চিরদিন জাগরূক থাকবে। সামাজিক কল্যাণ ও গঠনমূলক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছেন। উন্নয়নসহ দুস্থ মানবতার সেবায় 'বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ' অবৈতনিক বিদ্যালয় এবং অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনাসহ বিভিন্ন সৎকর্মে নিজেদের নিবেদিত করেছেন। এই সংগঠনের প্রয়াত সভাপতি শ্রীসদধর্মভানক বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে স্বনির্ভর জাতি গঠনে এক স্মরণীয় ভূমিকা রেখে গেছেন।

আজ সারা বিশ্বে যেখানে জাতিগত সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে, সেখানে বাংলাদেশে আমরা তুলনামূলকভাবে সকল সম্প্রদায় মিলে শান্তিতে বসবাস করছি। দেশের এই সুনাম যাতে রক্ষা হয় সেদিকে আমাদের সারাক্ষণ সচেষ্ট থাকতে হবে। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে কোনো আত্মতুষ্টির বা শৈথিল্যের অবকাশ নেই। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় ও পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যদি আমরা মিটিয়ে ফেলতে পারি, তবে বিশ্বের এক বিরাট জনবহুল অংশে একটা বড় উদ্যোগপর্বের মহাসূচনা হবে। মানবকল্যাণ ও মানবাধিকার সংরক্ষণে এই অঞ্চলে মহাসমারোহে একটা বড় বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। সেই আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিনিয়োগ ও বিনিময়ে সুযোগের সদ্ব্যবহারে আমরা সকল শান্তিপ্রিয় দেশের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ

www.pathagar.com

করে যেতে চাই। আজকে এশিয়ার স্বপ্ন বলে যে কথাটা উঠেছে, তা দেশের সকল সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় আমরা সফল করে তুলব।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

দেশের এক ক্রান্তিলগ্নে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমি জানি, সমাজে আপনাদের বেশ প্রভাব রয়েছে এবং দেশের লোক আপনাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন। আপনাদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, দেশে যেন সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যায় তার জন্য স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের সুপ্রভাব বিস্তার করবেন।

আপনারা সকলেই ভালো থাকুন ও সুখী হোন।

বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

ঢাকা, ১৯ বৈশাখ ১৪০৩/২ মে ১৯৯৬

www.pathagar.com

জাতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্র-জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভাষণ

সুধীবৃন্দ

আসসালামু আলাইকুম

আমি গত বছর এই দিনে এখানেই বলেছিলাম, প্রতি বছর একজনের জন্মবার্ষিকী জাতীয় পর্যায়ে পালন করা এক বিরল ব্যাপার। রাষ্ট্রীয় সীমানার গণ্ডি পেরিয়ে যে বিরল প্রতিভার জন্মবার্ষিকী আমরা গত কয়েক বছর ধরে পালন করে আসছি, তিনি বিশ্ববিহারি রবীন্দ্রনাথ। এই জন্মবার্ষিকী পালন করে শ্রদ্ধাভরে আমরা তাঁকে যা দিই তার চেয়ে আমরা অনেক বেশি তাঁর কাছ থেকে পেয়ে এসেছি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় হেরিটেজের এক উল্লেখযোগ্য অংশ।

তাঁর *জীবনস্মৃতি*তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশি প্রথার চলন ছিল, কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থিত দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনে সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ন ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত, সে-সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়।'

সংকীর্ণ সংস্কার ও ভেদবুদ্ধিমুক্ত পারিবারিক আবহাওয়ায় যাঁর জন্ম, যাঁর ব্যারিস্টার হওয়ার কথা, তাঁকে ঠাকুর জমিদারির তহসিলদারি ও খাজনা আদায়ের কাজে পিতার নির্দেশে নিজেকে নিয়োজিত করতে হয়। যেখানে বিধি বাম হওয়ার কথা, সেখানে জীবনদেবতার আশীর্বাদে তিনি অভূতপূর্ব এক সুযোগ পেলেন বাংলাদেশের পৃথিবী ও মানুষকে আবিষ্কার করার। দেশের আর্ট, সাহিত্য ও সংগীতে নানা নতুন মাত্রা ও বৈচিত্র্য সংযোজিত হলো।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসতেন পৃথিবীকে ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে। তাঁর কথায় 'আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালোবাসি। এর মুখে ভারি একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে—যেন এর মনে মনে আছে, আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালোবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারিনে। আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারিনে। জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারিনে। এইজন্য স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালোবাসি—এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ, ভালোবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর বলেই।' তাঁর মতে, 'মানুষের মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই আছে বলিয়া মানুষ বড়ো। মানুষ জড়ের সহিত জড়, তরুলতার সঙ্গে তরুলতা, মৃগপক্ষীর সঙ্গে মৃগপক্ষী।' তাই, 'অনুভূ হয়েই মানুষ বড়ো হয়ে উঠেছে, প্রভু হয়ে নয়।' রবীন্দ্রনাথের চোখে, 'মানুষ এক দিকে প্রকৃতি আর-এক দিকে আত্মা—এক দিকে রাজার খাজনা জোগায়, আর-এক দিকে বন্ধুর ডালি সাজায়। এক দিকে সত্যের সাহায্যে তাকে মঙ্গল পেতে হয়, আর-এক দিকে মঙ্গলের ভিতর দিয়ে তাকে সুন্দর হয়ে উঠতে হয়।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনাদর্শ সম্পর্কে বলেন, 'যখন যে কর্ত্তব্যটা স্কন্ধে এসে পড়ে তাকে ফেলে না দিয়ে সহিষ্ণুভাবে বহন করা। যে অবস্থা দ্বারা পরিবৃত হওয়া যায় সেই অবস্থার মধ্যে যে সমস্ত উপস্থিত কর্ত্তব্য সেগুলো পালন করা। তাই আমি প্রতি মাসে নতশিরে সাধনার লেখা লিখে যাচ্ছি এবং প্রতিদিন জমিদারীর সমস্ত খুচরো কাজ মনোযোগপূর্বক করচি।' তাঁর জীবন তাঁর কথায় তিন ভাগে বিভক্ত ছিল—কাজে, বাজে কাজে এবং অকাজে। কাজের দিকে কর্তব্য বিভাগে ছিল স্কুলমাস্টারি, লেখা, বিশ্বভারতী ইত্যাদি। তাঁর যতকিছু নেশার সরঞ্জাম—কাব্য, গান এবং ছবি ছিল অনাবশ্যক বিভাগে। হালকা মেজাজে তিনি একবার বলেছিলেন, 'আমার পেশা জমিদারী, নেশা আসমানদারি।' তিনি বলতেন, 'আমার কাছে ভাবের দাবি এবং চিন্তার দাবি দুইই খুব প্রবল। আমি ভালো করে চেয়ে দেখায় সুখ পাই, ভালো করে ভেবে না দেখেও থাকতে পারিনে। যেমন আমার চেয়ে-দেখাকে কাজে লাগিয়েছি সাহিত্যে, তেমনি আমার ভেবে-দেখাকেও কাজে লাগিয়েছি নানা প্রতিষ্ঠানে।'

জতুগৃহসম বাংলাদেশ, যেখানে আগুন লাগাতে বেশিক্ষণ লাগে না, সেখানকার অধিবাসীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিরন্তর সমালোচনা করে গেছেন। তার সমকালীন আন্দোলন আলোচনার মধ্যে কলহ লক্ষ করে তিনি অন্তরে অন্তরে লজ্জা অনুভব করতেন। তিনি বলতেন, কলহ 'অক্ষমের উত্তেজনা প্রকাশ, তাহা অকর্মণ্যের এক প্রকার আত্মবিনোদন।' বয়কট সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'বয়কট দুর্বলের প্রয়াস নহে, ইহা দুর্বলের কলহ।' শান্তিনিকেতনের শিক্ষার অঙ্গন যাতে ছাত্রধর্মঘট দ্বারা উপদ্রুত না হয়, তার জন্য রবীন্দ্রনাথ সারাক্ষণ সচেষ্ট থাকতেন।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'রাজনৈতিক সাধনার' চরম উদ্দেশ্য, একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। আজ সারা পৃথিবীতে সরকারের দায়িত্ব এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে সেই পুরাতন কথা 'ছোট সরকারই ভালো সরকার' আবার উচ্চারিত হচ্ছে। রাজার শাসনের চেয়ে আত্মশাসনের গুরুত্ব তাই অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'রাজার শাসন অস্বীকার করিবার কোনো প্রয়োজন নাই—তা কখনো শুভ কখনো অশুভ, কখনো সুখের কখনো অসুখের আকারে আমাদের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইবে, কিন্তু আমাদের নিজের প্রতি নিজের যে শাসন তাহাই গভীর তাহাই সত্য, তাহাই চিরস্থায়ী।

সেই শাসনেই জাতি যথার্থ ভাঙে-গড়ে, বাহিরের শাসনে নহে।" তাঁর মতে, 'বুদ্ধির সাহস এবং জনসাধারণের প্রতি দরদবোধ এই উভয়ের অভাব ঘটাতেই দুঃখীর দুঃখ আমাদের দেশে ঘোচানো এতো কঠিন হয়েছে।'

গত এক দশকে সোভিয়েত রাশিয়ায় যে পরিবর্তন ঘটে গেল তার কিছু পূর্বাভাস আমরা পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টিময় রচনায়, যদিও তাঁর রাজনীতির সঙ্গে কোনো সক্রিয় সম্পর্ক ছিল না। সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির উপেক্ষা বড় হওয়ার ফলে এক রুগ্‌ণ অবস্থায় যে বলশেভিক নীতিকে চিকিৎসা হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, সে সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'চিকিৎসা তো নিত্যকালের হতে পারে না, বস্তুত ডাক্তারদের শাসন যেদিন ঘুচবে সেদিনই রোগীর শুভদিন।' তাঁর মতে, 'ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয় তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না।'

সন্ত্রাস দমনে রবীন্দ্রনাথ নিবর্তনমূলক আইনের অপরিহার্য আবশ্যকীয়তা লক্ষ করেন, কিন্তু তিনি রাষ্ট্র ও নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা উভয়ের দিকে সমান দৃষ্টি দেন। 'অবিচার করতে চাইলে, রাজ্যশাসন মাত্রই ল অ্যান্ড অর্ডার চাই। নিতান্ত স্নেহপ্রেমের এলাকাতেও কানমলার বরাদ্দ থাকে। রাজ্যে ছটফটানি বৃদ্ধি হলে সাধারণ দণ্ডবিধি অসাধারণ অবৈধ হয়ে উঠলেও দোষ দেই না। একপক্ষে দুরন্তপনা ঘটলে অন্যপক্ষে দৌরাত্ম্য ঘটা শক্তিমানের পক্ষে গৌরবের বিষয় না হলেও সেটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়া যেতে পারে।'

আজ পৃথিবীতে ব্যক্তির সঙ্গে হানাহানি, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষ, জাতিতে জাতিতে হিংসা যে উন্মত্ত রূপ গ্রহণ করেছে, মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র চেতনা ও সত্তা দিয়ে এসবের বিরুদ্ধে নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। প্রত্যেকটি মানুষ যেন স্বকীয় মর্যাদায় বিকাশ লাভ করতে পারে, তার জন্য দেশে আমাদের শান্তি প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের আদর্শের কথা মনে রেখেই সন্ত্রাসকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য আজ আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালাতে হবে। এই শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রথম কাজ হবে, যা ১৯৯৫ সালে ইউনেস্কোর এক প্রস্তাবনায় বলা হয়, 'যেহেতু যুদ্ধের সূত্রপাত হয় মনে, সেহেতু মানুষের মনে

www.pathagar.com

শান্তির প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তুলতে হবে।' শান্তির দুর্গ গড়ে তোলার জন্য চায় বিদ্যার বিকিরণ।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের ও জাতির মধ্যে পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধের সংহতিকল্পে এবং শক্তিমানের অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বশান্তি সুনিশ্চিত করার কথা বলতেন। তিনি বিশ্বজাতীয়তাবাদের কথা বলতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও জাপানে সমালোচনা ও পরিহাসের সম্মুখীন হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শ কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে। গত ছয়-সাত বছরে পৃথিবীতে যতটা সশস্ত্র সংঘাত ঘটেছে প্রায় নব্বইটি, তার অর্ধেকের বেশি ঘটেছে—রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে। রবীন্দ্রনাথ যে সভ্যতার সংকটের কথা বলেছেন, তা অনেক দেশের অভ্যন্তরে বিপজ্জনকভাবে ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। সন্ত্রাস দমনের প্রতিকারের কথা ভেবে সমাজবিজ্ঞানীরা আজ হিমশিম খাচ্ছেন। এই পরিবেশে 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'—এই আপ্তবাক্যে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি তাঁর শেষ জন্মদিনের অভিভাষণে এহেন সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কথা উচ্চারণ করেন।

অবিদ্যার অন্ধকার দূর করতে হলে আমাদের মাতৃভাষার মাধ্যমেই বিদ্যাবিস্তার করতে হবে। চিত্তবিকাশের সবচেয়ে আপন আয়োজন হওয়া উচিত মাতৃভাষায়। 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ'—এই ধরনের কথা রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরে পুনরাবৃত্তি করেছেন। জাপানের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, উচ্চশিক্ষায় অমাতৃভাষার মধ্যবর্তিতা আমাদের জন্য মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসবে না।

রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'যে বিজ্ঞান মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রকে অধিকার করে কর্মের ক্ষেত্রে জয়ী হয়েছে সে একটা বিপুল শক্তি। এইখানে তার চাওয়ার অন্ত নেই, তার পাওয়াও সেই পরিমাণে।...বিজ্ঞান যে বিশুদ্ধ, তপস্যার প্রবর্তন করেছে সে সকল দেশের, সকল কালের, সকল মানুষের,—এই জন্যই মানুষকে তাতে দেবতার শক্তি দিয়েছে, সকল রকম দুঃখদৈন্য পীড়াকে মানবলোক থেকে দূর করার জন্য সে অস্ত্র গড়ছে, মানুষের অমরাবতী নির্মাণের বিশ্বকর্মা এই বিজ্ঞান।' বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা ও বিজ্ঞান-সাধনা আপন ভাষায় হওয়া উচিত। এই ভেবে পাঁচ দরজা থেকে সংগ্রহ করে 'কর্তব্যবোধে' রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বপরিচয়' লিখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় অপরিহার্য প্রয়োজন হিসেবে ইংরেজির একটা সম্মানের স্থান থাকা দরকার। সে কথা ভেবে এবং নিজে শিক্ষকতার সময় যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা দূর করার জন্য *ইংরেজি-সহজ শিক্ষা, অনুবাদ-চর্চা* ইত্যাদি একাধিক পাঠ্যপুস্তক তিনি রচনা করেছেন। তবে তাঁর কথার মূল সূত্র হচ্ছে, 'দূরদেশী ভাষার থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র, কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্য প্রভাত-আলো বিকির্ণ হয় আপন ভাষায়।'

www.pathagar.com

সুধীবৃন্দ,

আমরা গণতান্ত্রিক পরিবেশে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের প্রশাসনে জনগণের শরিকানা প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আসন্ন নির্বাচনের পর নির্বাচিত সরকার আমাদের শুভংকর নির্দেশনা দেবে, যার মধ্যে সাধারণ মানুষের ন্যূনতম আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ-প্রতিপোষণের প্রতিফলন ঘটবে। স্বাধীনতার পর আমাদের চলমানতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘরকুনো বাঙালি আজ সম্মানজনক জীবিকার উদ্দেশ্যে সারা বিশ্বপানে ধাবিত। খাদ্যে আমরা প্রায় স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেছি। আশানুরূপ না হলেও শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। বিশুদ্ধ পানীয়জল আজ বহুজনের নাগালের মধ্যে। মহামারির ব্যাপকতা রোধ করা হয়েছে। রোগ প্রতিষেধক, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি স্বাস্থ্যোন্নয়নের ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি হয়েছে। দেশে মাথাপিছু আয় বেড়েছে, শিশুর মৃত্যুহার কমেছে, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। আসন্ন নির্বাচনে স্বায়ত্তশাসনের দুরূহ পরীক্ষায় আমাদের কেমন উত্তরণ ঘটবে, তার দিকে সারা দেশ তাকিয়ে রয়েছে। সেদিন দূরে নয়, যেদিন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীন সত্তায় ঈর্ষণীয় সমৃদ্ধি লাভ করবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বদেশী সমাজে' যে কঠিন প্রয়াসলব্ধ স্বপ্নের কথা বলেছেন, তার বাস্তবায়ন ঘটবে।

আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। রবীন্দ্রনাথের ১৩৫তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানের বিদগ্ধ অধিকারীদের অশেষ ধন্যবাদ। আপনারা ভালো থাকুন।

বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

ঢাকা, ২৫ বৈশাখ ১৪০৩/৮ মে ১৯৯৬

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনে ভাষণ

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহর নামে

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানিত সদস্য ও সম্মানিত সুধীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম।

আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯ জন প্রাক্তন অধ্যাপককে তাঁদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা জ্ঞাপনের জন্য এই মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। একজন প্রাক্তন ছাত্র ও প্রাক্তন শিক্ষক হিসেবে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই ধরনের অনুষ্ঠানের একান্ত প্রয়োজন ছিল। আজ সর্বজনশ্রদ্ধেয় ২৯ জন প্রাক্তন অধ্যাপককে সম্মাননা জ্ঞাপন করে আমরা একটা বড় কর্তব্য পালন করলাম। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও এবং সাক্ষর-শিক্ষিতের সংখ্যা স্বল্প হলেও বিদ্বজ্জনের প্রতি সম্ভ্রমবোধ ও শ্রদ্ধাশীলতা আমাদের সংস্কৃতিতে আবহমানকাল থেকে বিদ্যমান। ইউরোপীয়দের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হওয়ার বহু আগে থেকে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে—মঠে-বিহারে ও মক্তব-মাদ্রাসায় বিদ্যাচর্চা অব্যাহত ছিল। বলা বাহুল্য, শুধু আমাদের দেশে নয়, ইউরোপেও উচ্চশিক্ষায় ধর্ম ও চিকিৎসাশাস্ত্র প্রাধান্য পেয়ে আসছিল ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস একদিক থেকে অনেক প্রাচীন। যুক্তিবাদের ঐতিহ্যে লালিত বিজ্ঞানচর্চা বয়সে তেমন প্রবীণ নয়।

www.pathagar.com

অফিস-আদালতে ফাঁসি উঠে যাওয়ার পর আমাদের দেশের বৃহত্তম ধর্মীয় গোষ্ঠী বড় ফাঁপরে পড়ে। রাজভাষা ও মাতৃভাষা শেখার মধ্যে তাঁদের মধ্যে একটা দোটানা ভাব ছিল। ইংরেজি শিখে ব্রাহ্মণসন্তান যখন স্বধর্ম ছেড়ে রাজধর্ম গ্রহণ করেন তখন অহিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেও আতঙ্কগ্রস্ত হয়। আসল কথা কিন্তু শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে না পারায় দুনিয়াদারির জন্য যে ইংরেজি শেখা একান্ত আবশ্যকীয় হয়ে উঠেছিল, তা অনেক মুসলমান পরিবারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশক থেকে যখন অর্থকরী ফসলের কাঁচা টাকা কৃষকদের ঘরে এল, তখন থেকে শিক্ষার আন্দোলনে মুসলমানেরা ব্যাপৃত হলেন। লক্ষণীয়, রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়ে শিক্ষা প্রসারের আন্দোলনে তাঁরা বেশি আগ্রহী ছিলেন। 'দারুল হারব' ও 'দারুস সালাম'-এর দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত মুসলমান তাঁর সন্তানকে শিক্ষা দিতে চাইল। শিক্ষার প্রতি সম্ভ্রমবশত দরিদ্র মুসলমানের ঘরেও জায়গির মাস্টার সাহেবের জন্য একটা জায়গা নির্দিষ্ট ছিল।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করার ১০ বছর পর ১৯২১ সালে Splendid imperial compensation চমৎকার সাম্রাজ্যিক খেসারত হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে এই অঞ্চলের অবহেলিত জনগণের মধ্যে যে আশার সঞ্চার হয়েছিল, বঙ্গভঙ্গ রদ করার ফলে সে আশা ও সে স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। মুসলমান সমাজে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন দাবি-দাওয়া বেশ জোরের সঙ্গে পেশ করা হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশক থেকে। ব্রিটিশ সরকার ১৯১২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। তৎকালীন নেতৃস্থানীয় হিন্দু সমাজ বিশেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ এর বিরোধিতা করে। তাঁদের ধারণা ছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে একটি ধর্মভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এর শিক্ষার মান ভালো হবে না এবং এটা হবে ব্রিটিশের Divide and Rule নীতিরই অংশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কোর্টের সভায় ইংরেজ ভাইস-চ্যান্সেলর হার্টগ বলেছিলেন যে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অধ্যয়নই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে। এসব কথা লক্ষ্য করে বিদূষকেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মক্কা বিশ্ববিদ্যালয় বলত। ১৯২১ সালের ৭ জানুয়ারি সুধী সমাবেশে বক্তৃতাকালে হার্টগ শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের পশ্চাৎপদতা এবং অধিক হারে তাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে জোর দিয়ে বলেছিলেন যে এটা কোনো মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিকে এখানে হিন্দু শিক্ষার্থীরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ মাইল পরিধির মধ্যে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৮০০। আজ যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান সংকুচিত সেখানে মোট ছাত্রের সংখ্যা ২৬ হাজার। অতিসম্প্রসারণে যেমন সাম্রাজ্য ভেঙে যায়, তেমনি অতি সম্প্রসারণে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানও বিনষ্ট হতে পারে।

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠার দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান-গরিমার খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া।

এক প্রজন্মের মানুষ তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শিক্ষার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেয়। এভাবে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করেছে। মানব সমাজ স্থিতু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মানুষ উপলব্ধি করে। তবে মানব-ইতিহাসে উচ্চশিক্ষার এত প্রয়োজন আর কোনোদিন এত বড় হয়ে দেখা দেয়নি। শিক্ষিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছাড়া রাষ্ট্রকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে না। একদিকে যেমন জ্ঞানের পরিধি যত বাড়ছে, তেমনি সমাজসংস্থার সংগঠন রক্ষা করার জন্য তত শিক্ষিত লোকের প্রয়োজনও বাড়ছে। মহান ব্যক্তিত্ব, বৃহৎ সমাজব্যবস্থা, বিরাট সাম্রাজ্য, যা কিছু বড় সব উচ্চশিক্ষার সাহায্য ছাড়া সম্ভব হয়নি। হামুরাব্বির সময়ও দক্ষ খোদাইকারের প্রয়োজন ছিল শিলানুশাসন রচনা করার জন্য। প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের দান সুস্পষ্ট। দিগ্বিজয়ী সেকান্দার শাহের সৈন্যবাহিনীর সফরসঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিকেরা। নওরতনের সমাবেশ ঘটেছিল উম্মি আকবরের সভায়। কেবল তলোয়ারের জোরে সাম্রাজ্য টেকে না। মুঘল শাসক-প্রশাসকেরা তাঁদের তাজিক-তাওয়ারিখে ও আইন ফতোয়ায় এবং ইংরেজ শাসকেরা তাঁদের রিপোর্ট-ডেসপ্যাচে ও ডায়েরিতে তাঁদের পরিশীলিত মনের পরিচয় রেখে গেছেন।

এই শিক্ষার আন্দোলন অবশেষে সামান্য প্রজা-খাতকের অধিকার-রেয়াতের দাবির সঙ্গে, উদীয়মান মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষা ও অধিকারের দাবির সঙ্গে মিশে গিয়ে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় মুসলমানদের সুসংহত করে। পাকিস্তানের দাবিতে প্রায় সবাই সেদিন সোচ্চার ছিল।

এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যমণ্ডিত ভূমিকা সর্বজনবিদিত। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তর সালের স্বাধীনতাযুদ্ধ ইত্যাদি গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ও আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সমাজের শিক্ষিতশ্রেণীর প্রতিভূ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক সমাজকে অবশ্যই সমাজ-সচেতন ও রাজনীতি-সচেতন হতে হবে। তবে স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে রাজনীতি চর্চার অনেক নেতিবাচক দিক ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকেরা আদর্শহীন পেশাদার রাজনীতির শিকার হবেন না, বরং আদর্শভিত্তিক রাজনীতির পথপ্রদর্শক হবেন, এটাই সবার আশা। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে মেধাবী ছাত্রদের যেভাবে ছাত্ররাজনীতির নেতৃত্ব দিতে দেখা যেত, এখন আর তেমনটি দেখা যায় না। মেধাবী ছাত্ররাই কি বড় স্বার্থপর ও সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, নাকি ছাত্ররাজনীতিতে কোথায়ও ধস নেমেছে?

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রাজনীতি চর্চা এবং কর্তব্যপরায়ণতা ও দায়িত্বসচেতনতা সম্পর্কে আজকাল যে সমালোচনা শোনা যায়, তার পেছনে রয়েছে এক বড় প্রত্যাশার অপূরণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে বড় মুখ করে অনেক আশা করা হয় বলেই তাঁদের সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতি বা সামান্যতম স্খলন বড় হয়ে দেখা দেয়। আমি জানি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অনেক নিবেদিতপ্রাণ ও প্রতিভাবান শিক্ষক রয়েছেন, যাঁরা পৃথিবীর যেকোনো শীর্ষস্থানীয় বিদ্যাপীঠের জন্য গৌরবের কারণ হতে পারেন। চতুষ্পার্শ্বস্থ আবহাওয়ার জন্য অনেক প্রতিভাধর শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংসারের ভার বহন করতে চান না, অকালে বানপ্রস্থের পথ তাঁরা বেছে নিয়েছেন এবং কেবল অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় নিজেদের সীমিত বা খণ্ডিত করে রেখেছেন। আজ যাঁরা সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষক, তাঁরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের পরিচালনায় ও শিক্ষক সমাজের নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে তেমন উৎসাহ বোধ করেন না। শিক্ষকদের বর্তমান রাজনীতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিভাবান শিক্ষকদের উদ্যোগী ভূমিকা পালনের হয়তো বা অনুকূল নয়।

প্রতিবছর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সেরা ছাত্রদের একটা বড় অংশ উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে চলে যান। এঁদের অধিকাংশই উচ্চশিক্ষা লাভের পর আর দেশে ফিরে আসেন না। যাঁরা ফিরে আসেন, তাঁদের অনেকেরই কিছুদিনের মধ্যেই আশাভঙ্গ হয়। তাঁরা আবার বিদেশে পাড়ি দেন। এ প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে ক্রমেই বাড়ছে। এই বিপুলসংখ্যক মেধাবী ব্যক্তির পরবাস আমাদের উচ্চশিক্ষার ও গবেষণার প্রসার ও মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্নাতকোত্তর, বিশেষত ডক্টরেট পর্যায়ের শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ ও মান এখনো খুব আশাব্যঞ্জক নয়। মেধাবী ছাত্রদের আকৃষ্ট করার জন্য এ সুযোগ যথেষ্ট নয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত কিছু কিছু বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক মানের centers of excellence ঔৎকর্ষ-কেন্দ্র স্থাপন করা যায় কি না, তার সম্ভাবনা সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা দরকার। এ ধরনের ঔৎকর্ষ-কেন্দ্র তৈরি করা গেলে আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ অনেক প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ওপর উন্নতমানের মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা সম্ভব হবে। উন্নতমানের গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে সমাজ লাভবান হবে। তখন হয়তো বা বিদেশে বসবাসরত প্রতিভাবান ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকেরাও গৃহে প্রত্যাবর্তনে আকৃষ্ট হবেন।

শিক্ষা মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা, আবার শিক্ষা একধরনের বিনিয়োগও। আমি আশা করব, সীমিত সম্পদের দেশে শিক্ষার বিনিয়োগ থেকে সমাজ কীভাবে সবচেয়ে লাভবান হতে পারে, সেদিকে শিক্ষা-পরিকল্পনাবিদেরা দৃষ্টি দেবেন। স্কুল-

www.pathagar.com

কলেজের শিক্ষার মান উন্নত করা না গেলে উচ্চশিক্ষার মান উন্নত করা যাবে না। ক্রমবর্ধমান সামাজিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটাতে গিয়ে শিক্ষার মানের ওপর যাতে কোনো বিরূপ প্রভাব না পড়ে, সেদিকে আমাদের অনুক্ষণ লক্ষ রাখতে হবে। উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রম আমাদের আর্থসামাজিক পরিবর্তনশীল চাহিদার সঙ্গে কতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাও গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা দরকার। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা এখনো পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী। বিদেশের গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে আত্মস্থ করে কী করে তা আমাদের সমাজের সঙ্গে সাঙ্গীকরণ করা যায়, সে বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তাভাবনার অবকাশ আছে। আমরা উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার প্রচলন করেছি। অথচ সে অনুযায়ী বাংলা ভাষায় উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ব্যবস্থা করতে পারিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এর আবাসিক চরিত্র। নানা কারণে ১৯৪৭ সালের পর সেই চরিত্র বদলে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে ছাত্র আহত হলে কাউকে হুকুম না দিয়ে টার্নার সাহেব ছুটে গিয়ে নিজে বালতি ভরে পানি নিয়ে আসেন। ছাত্র রাত জেগে পড়ছে এবং ঠিক সময়ে বাতি নেভায়নি দেখে ল্যাংলে সাহেব কাজী মোতাহার হোসেনকে বলেন, 'নো নো। এটা ভারি অন্যায়। রীতিমতো সময়ে তোমরা ঘুমাবে। রীতিমতো সময়ে তোমরা উঠবে।' আবার সেই কাজী মোতাহার হোসেনের বইয়ের ভূমিকা পড়ে খুশি হয়ে সত্যেন বসু সবাইকে শুনিয়ে বলেন, 'দেখ, তোমরা কেউ লিখতে পারতে? পারতে না। এ আমার ছেলে!' এমনটি আজ হয়তো বা হয় না, কিন্তু ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের স্নেহ আজও সম্পূর্ণ উবে যায়নি। অর্থনীতির উদীয়মান অধ্যাপক আমার পুত্রবৎ নুবান আহমেদ যেদিন অপঘাতে মৃত্যুবরণ করেন, সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষক বেদনায় ভেঙে পড়েন। আমি তাঁর মরণোত্তর সব ধর্মীয় কর্মে যোগদান করি। আজ সরকারপ্রধান হিসেবে এখনো তাঁর হত্যার কোনো কিনারা আমি করতে পারছি না। তাঁর জন্য আমি নিজের কাছে বড় ছোট হয়ে আছি। যখনই কোনো নরহত্যা ঘটে, তখন তার প্রতিবিধান করা সরকারের একান্ত কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। সরকারের অপারগতার ফলে সমাজে যে বিষবৃক্ষের জন্ম হবে, তার কুফল কিন্তু বড় সুদূরপ্রসারী।

অধ্যাপক রাজ্জাক, যাঁর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সব নাড়িনক্ষত্র জানা, তিনি পুরোনো দিনের একটা কথা আমাকে বলছিলেন। একজন অধ্যাপক শখের হোমিওপ্যাথি করতেন। তাঁর হাতযশ ছিল। তৎকালীন ইংরেজ উপাচার্য তাঁকে ডেকে বলেন, আপনি দাতব্য চিকিৎসা করছেন ভালো কথা, কিন্তু যে সময়টা এ ব্যাপারে ব্যয়িত হচ্ছে, সেটা তো অধ্যাপনার খাতে ব্যয় করা উচিত।

একসময় ছিল যখন ১০ টাকা সম্মানীতে রেডিও প্রোগ্রাম করতে হলে

www.pathagar.com

কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন লাগত। কনসালট্যান্সির যুগে এসব কথা বড় অপ্রাসঙ্গিক শোনাবে। যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম, আবাসিক বা অনাবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের সংসারের কাজ সেরে অধ্যাপকের যে সময়টা বাড়তি হয়, সেটা সাধারণত অধ্যাপনার স্বার্থে ব্যয়িত হওয়ার একসময় রেওয়াজ ছিল। মুষ্টিমেয় শ্বাপদ ও সরীসৃপের দৌরাত্ম্যে আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অতিষ্ঠ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে আজ যেন সারা বাংলাদেশ জিম্মি। সমাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধান্যের যে কী গুরুত্ব, তা এই বেদনাদায়ক অবস্থা থেকেই বোঝা যায়। হাতেগোনা কিছু সশস্ত্র সন্ত্রাসী, যার সবাই শিক্ষার্থীও নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অভয়ারণ্য ভেবে যেভাবে বিচরণ করত, তারা হয়তো এখন তা আর পারছে না। এই সন্ত্রাসীদের দোসররা আবার ফিরে এসে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ন না করতে পারে, তার জন্য আমাদের সব প্রচেষ্টা নিতে হবে।

জাতি হিসেবে গৌরবময় ঐতিহ্য ধরে রাখা, তাকে সমৃদ্ধতর করে তোলা এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য উচ্চশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। সমাজ থেকে আলাদা করে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়, যাতে বাইরের ঝুটঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে ছাত্র ও শিক্ষকেরা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন। সমাজে নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে ঝড়ঝাপটা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়াল টপকে আঘাত হানবে। নতুন সামাজিক প্রশ্ন সাধারণত তরুণ মনে প্রথম আলোড়নের সৃষ্টি করে। সমাজের ভেতরকার অস্থিরতার কিছু প্রতিফলন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়বে, তা আর বিচিত্র কী। সে অস্থিরতার ফলে যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অনিয়মিতভাবে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে গোটা জাতিই অন্ধকারে নিপতিত হবে। আপনাদের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ, দেশের এই সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠকে সন্ত্রাসমুক্ত করুন, আগামী প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব অক্ষুণ্ন থাক
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

ঢাকা, ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩/১৬ মে ১৯৯৬

www.pathagar.com

জাতির উদ্দেশে ভাষণ

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহর নামে
পরম করুণাময় আমাদের সবার ওপর প্রসন্ন হোন

প্রিয় দেশবাসী,
আসসালামু আলাইকুম।

আপনারা জানেন, একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা ও নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করার জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। এই লক্ষ্যে আমি এবং আমার সহকর্মীরা নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছি।

মাননীয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সেনাবাহিনীর দুজন কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের পর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সে সম্পর্কে আমি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তার সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা করেছি। এসব আলোচনায় দেশের স্থিতিশীলতা ও শান্তিশৃঙ্খলা যাতে বিঘ্নিত না হয়, তার ওপর আমি গুরুত্বারোপ করি। বর্তমান সাংবিধানিক প্রয়োজনে মাননীয় রাষ্ট্রপতির ওপর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। মাননীয় রাষ্ট্রপতি স্বীয় বিবেচনায় এবং নিজ সিদ্ধান্তে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর ভাষণ রেডিও-টেলিভিশনে ইতিমধ্যেই প্রচারিত হয়েছে।

বর্তমান মুহূর্তে দেশের শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্ন হওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে বলে কেউ কেউ আশঙ্কা করেছেন। দেশবাসীকে এ সময় ধৈর্যের সঙ্গে শান্ত থাকার জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি। জাতির সম্মুখে এটি একটি পরীক্ষা এবং এ পরীক্ষায় আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের প্রতি আমি একটি আকুল আবেদন জানাতে চাই। আপনারা সেনাবাহিনীর গৌরবময় ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখুন। সেনাবাহিনীর

www.pathagar.com

সদস্যরা দেশের বিপদে-আপদে, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার্থে, ত্রাণ তৎপরতায় ও বিভিন্ন কল্যাণকর কর্মকাণ্ডে বরাবরই জনগণের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বাংলাদেশের সৈনিকেরা ভাইয়ের মতো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পরস্পরকে সহায়তা দেবেন ও মদদ জোগাবেন, দেশ আপনাদের কাছে এই আশা করে। তাঁরা মুখোমুখি কোনো রেষারেষির মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন না, যেন বড় দুঃখী এই বাংলাদেশের মাটি ভাইয়ের রক্তে কলঙ্কিত না হয়।

পরম করুণাময় আমাদের সবার সহায় হোন।

বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩/২০ মে ১৯৯৬

www.pathagar.com

জাতীয় পর্যায়ে নজরুল-জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভাষণ

পরম করুণাময় দয়াময় আল্লাহর নামে

সুধীবৃন্দ

আসসালামু আলাইকুম।

দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশের সমালোচনা একটা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে বহুকাল ধরে। বাংলাদেশে হৃদয়ে যে একটা বড় ঔদার্য রয়েছে, তা অনেকে খেয়াল করেন না। আমরা বড় মাপের মানুষকে পেলে মাথায় তুলে নাচি, প্রশ্ন করি না তাঁর জন্ম কোথায় বা তাঁর বয়স কত। একাধারে কবি, গীতিকার, সুরকার, গায়ক, অনুবাদক, ভাষাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী—আজ যে স্কুল পালানো ছেলেটার ৯৭তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছি, তা আমাদের হৃদয় হতে উৎসারিত। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর গান সব দেশপ্রেমিককে উৎসাহ যুগিয়েছে। আমরা তাঁর কাছে আমাদের সমরসংগীতের জন্য ঋণী। তিনি আমাদের আনন্দ-বেদনার সঙ্গী। আমরা তাঁকে জাতীয় কবি হিসেবে অভিহিত করে ধন্য হয়েছি। ধন্য কাজী নজরুল ইসলামের নাম। নজরুল তুমি আমাদের ধন্য করেছ। আমরা তোমারই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে জয়ধ্বনি করি। তুমিই আমাদের শিখিয়েছ মানুষকে ভালোবাসতে, দেশের দুঃখী মানুষের কথা ভাবতে। কে এমন সহজভাবে গেয়েছে 'চাষার গান' বা 'জেলের গান'।

২৩ বছরের এক তরুণ একটিমাত্র কবিতার গুণে সহসা সেদিন ১৯২১ সালে প্রায় নজিরবিহীন খ্যাতির অধিকারী হলেন। 'একদা সকালে করিয়া গাত্রোত্থান, দেখিলাম আমি হইয়াছি খ্যাতিমান'—ইংরেজ কবি বায়রন এমন একটা কথা বলেছিলেন। বায়রনের সঙ্গে নজরুলের কিছু সাদৃশ্য আছে। তবে ২৩ বছর বয়সে

www.pathagar.com

মাত্র একটি কবিতার জন্য 'বিদ্রোহী' কবিতার গুণে সহসা সেদিন ১৯২১ সালে নজরুল যে সুখ্যাতির অধিকারী হন তা প্রায় নজিরবিহীন। একটি কবিতার শিরোনাম তাঁর পিতৃদত্ত নামের আগের চিরকালের জন্য স্থান করে নিল।

নজরুল (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬-১২ ভাদ্র ১৮৮৩) প্রায় ৭৭ বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম ২৬ বছর পর স্তব্ধ হয়ে যায়। আমার মাঝেমধ্যে মনে হয়েছে, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে নজরুল যদি সব বাঁধ ভেঙে নিজেকে বিলিয়ে না দিতেন তাহলে তাঁর সাহিত্যকর্ম কী রূপই না নিতে পারত। আমরা জানি না, প্রবীণের প্রজ্ঞায় তিনি কী ফসল ফলাতেন আমাদের জন্য। আমার এই ইচ্ছাপূরণাশ্রয়ী স্বগতোক্তির কোনো হেতু নেই। দণ্ডবিধির ভ্রূকুটির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে এবং দমকলবাহিনীর দিকে নিরাপত্তার জন্য তাকিয়ে থেকে অগ্নিবীণায় যে বহ্নিরাগে বেদন-বেহাগ বাজে না আমার সে খেয়াল থাকা উচিত ছিল।

প্রায় সাত দশক আগে ১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতা অ্যালবার্ট হলে আমাদের জাতীয় কবি নজরুলকে যখন জাতীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় তখন তিনি ৩১ বছরের যুবক। এত অল্প বয়সে এরূপ সংবর্ধনা এক বিরল ব্যাপার। সেই সংবর্ধনাসভায় বিপুল জনসমাবেশ হয়েছিল। সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছিলেন: 'নজরুল কবি প্রতিভাবান মৌলিক কবি। রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয় নাই; তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে কবি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।'

নজরুল সংবর্ধনা সমিতি সভাপতি এস ওয়াজেদ আলী বলেন, 'ধুলার আসনে বসিয়া মাটির মানুষের গান গাহিয়াছ তুমি। সে-গান অনাগত ভবিষ্যতের। তোমার নয়ন সায়রে তাহার ছায়াপাত হইয়াছে। মানুষের ব্যথা বিষে নীল হইয়া যে তোমার কণ্ঠে দেখা দিয়াছে। ভবিষ্যতের ঋষি তুমি, চিরঞ্জীব মনীষী তুমি।'

সভাপতির অনুরোধক্রমে সুভাষচন্দ্র বসু বলেন, 'নজরুলকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়—এটা সত্য কথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে! আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব। আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে বেড়াই; বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সংগীত শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের 'দুর্গম-গিরি-কান্তার-মরু'র মতো প্রাণ মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না।'

উপসংহারে প্রফুল্লচন্দ্র বড় আশা করে বলেন, 'ফরাসি বিপ্লবের সময়কার কথা একখানি বইয়ে সেদিন পড়িতেছিলাম। তাহাতে লেখা দেখিলাম, সে সময় প্রত্যেক মানুষ অতি-মানুষে পরিণত হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, নজরুল ইসলামের কবিতা পাঠে আমাদের ভাবী বংশধরেরা এক একটি অতি-মানুষে পরিণত হইবে।'

www.pathagar.com

নজরুল সেই সংবর্ধনার উত্তরে দু-একটি তুলির টানে তাঁর আত্মপ্রকৃতির ছবি এঁকেছিলেন, 'বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরি অভিযান সেনাদলের তূর্যবাদকের একজন আমি—এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমি জানি, এই পথ-যাত্রার পাকে পাকে, বাঁকে বাঁকে কুটিল-ফণা ভুজঙ্গ, প্রখর-দংশন শার্দূল পশুরাজের ভ্রূকুটি! এবং তাদের নখর-দংশনের ক্ষত আজো আমার অঙ্গে অঙ্গে। তবু ওই আমার পথ, ওই আমার গতি, ওই আমার ধ্রুব। আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্ম ফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখভরা জলও দেখেছি।'

প্রায় সাত দশক আগে আমাদের জাতীয় কবিকে কী ভাষায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছিল তার কিছু নিদর্শন আপনাদের সম্মুখে আমি পেশ করলাম।

নজরুল বলেছিলেন, 'আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল। আমি মানি না কো কোন আইন...।' তিনিই তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় জবানবন্দীতে বলেন, 'আমি যা বলেছি, যা লিখেছি তা ভগবানের চোখে অন্যায় নয়, ন্যায়ের এজলাসে মিথ্যা নয়।' এমন বাউণ্ডুলে, বেপরোয়া বিদ্রোহী কবি আইন ও ন্যায়ের মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্যটি কত সুন্দরভাবেই না বুঝেছিলেন। আমাদের দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানে যেসব মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে, তা জগতসভার মধ্যে ১৯৪৮ সালে সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ হিসেবে গৃহীত হওয়ার আগেই আমরা নজরুলের কাছ থেকে পেয়েছি। সংবিধানের ২৭, ২৮ ও অন্যান্য অনুচ্ছেদের কথাগুলো সাদরে গ্রহণ করার জন্য নজরুল আমাদের মন ঠিক করে গিয়েছিলেন। সব নাগরিকের আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী। কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রবৈষম্য প্রদর্শন করবে না। এসব বিধান আমরা সংবিধানে সংবলিত করতে পেরেছি, যিনি আইন মানতেন না এবং ন্যায়কে আইনের ওপরে স্থান দিয়েছিলেন, তাঁর কাছে। তিনি না আমাদের শুনিয়েছেন, 'গাহি সাম্যের গান, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই। নহে কিছু মহীয়ান।'

নজরুলের মন যে কত বড় ছিল তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। শিল্পী-সাহিত্যিকের মধ্যে আর সব মানুষের চেয়ে হয়তো রেষারেষি ও হিংসাবোধ একটু বেশি থাকে। নিজের লেখার প্রতি নজরুলের তেমন কোনো সম্পত্তিজ্ঞান ছিল না। প্রকাশক থেকে সাধারণ যাচক পর্যন্ত সবাই তাঁকে কতবার ফাঁকি দিয়েছে। তিনি ভাবতেন তাঁর লেখার ওপর সবার অধিকার রয়েছে, এমনকি কুম্ভীলকেরও। তাঁর দুখানা চুরি করা গানের খাতা এক বিখ্যাত কবি ও গীতিকারের বাসায় দেখা গেছে বলে যখন তাঁকে খবর দেওয়া হলো, তখন তিনি বললেন, 'চেপে যা, যেনো আর কাউকে বলিস না...সাগর থেকে দু'কলস নিলে সাগরের জল কি আর কমে যায় রে পাগল।'

www.pathagar.com

যে সমাজতন্ত্রের কথা আমরা সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করেছিলাম এবং পরে সংশোধন করে একটা ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়েছি—'সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার', তার প্রথম পাঠ আমরা পেয়েছি নজরুলের লেখা থেকে।

কাজী নজরুল ইসলাম মানুষে মানুষে ভেদাভেদের বিরুদ্ধে যেমন লিখেছেন, তেমনি নারী-পুরুষের ভেদাভেদ, নারীর অবমাননা, নারীর পরাধীনতার বিরুদ্ধেও অবিরাম লিখে গেছেন। তিনি না বলেছিলেন :

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।'

নারীর মুক্তি ছাড়া সমাজের সামগ্রিক উন্নতি অসম্ভব, এই উপলব্ধি থেকেই শুধু কবিতা-সংগীতে নয়, গদ্য, সম্পাদকীয় ও বিভিন্ন ভাষণে নারীমুক্তির কথা তিনি পুনরাবৃত্তি করেছেন। এই উপলব্ধিতেই নজরুল বারবার তরুণদের ডাক দিয়েছেন।

দক্ষিণ এশিয়ায় নজরুলই প্রথম সাহিত্যিক, দ্বিধাহীনকণ্ঠে স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন এবং ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রকাশ্য ডাক দিয়েছিলেন। ইংরেজ সরকার তাঁর সাত সাতখানা গ্রন্থ *বিষের বাঁশী, ভাঙার গান, প্রলয়শিখা, চন্দ্রবিন্দু, যুগবাণী, দুর্দিনের যাত্রী* ও *রুদ্রমঙ্গল* বাজেয়াপ্ত করে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগের জবাবে তাঁর 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'তে তিনি বলেছিলেন : 'আমি পরম আত্মবিশ্বাসী। তাই যা অন্যায় বলে বুঝেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি—কাহারো তোষামদ করি নাই, প্রশংসা বা প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পোঁ ধরি নাই—আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য-তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে,—তার জন্য ঘরে বাইরের বিদ্রূপ, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত আমার উপর অপর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোন কিছুর ভয়ে নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে হীন করি নাই; লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম-উপলব্ধিকে বিক্রয় করি না...।'

যে অতিসঞ্চয় ও কার্পণ্যের বিরুদ্ধে কোরআনে বারবার বলা হয়েছে সে সম্পর্কে নজরুল উল্লেখ করেছেন—

'ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই,
সুখ-দুখ-সম-ভাগ ক'রে নেব সকলে ভাই,
নাই অধিকার সঞ্চয়ের!' [নজরুল-রচনাবলি (১ম খণ্ড) পৃ. ৪৫৬]

বাংলার তরুণদের উদ্দেশ করে তিনি বলেন :

'ওরা দুর্জয় ভয়-হারা
ওদের ভ্রান্ত কয় কারা?

www.pathagar.com

এই মর্ত্যের ভোগের গর্তে যারা মরে?
অমৃত আনিতে যায়—তারে অনাদর করে?
এক আল্লার সৃষ্টিতে
এক আল্লার দৃষ্টিতে
দেখিবে সবারে দুনিয়াতে নৌজোয়ান
তলোয়ার তার বক্ষে লুকানো
নববধূ সম শয্যাতে—
নৌজোয়ান।
নৌজোয়ান।' [নজরুল-রচনাবলি (২য় খণ্ড) পৃ.-৬]

মুক্তিবাহিনীর জানকবুল তরুণদের জন্যই কি তিনি লিখেছিলেন? :

'মৃত্যু মোদের অগ্র-নায়ক, এসেছে নতুন ঈদ,
ফির্‌দৌসের দরজা খুলিব আমরা হয়ে শহীদ।
আমাদের ঘিরে চলে বাঙলার সেনারা নৌ-জোয়ান,
জানি না, তাহারা হিন্দু কি ক্রিশ্চান কি মুসলমান।
নির্যাতিতের জাতি নাই, জানি মোরা মজ্‌লুম ভাই—
জুলুমের জিন্দানে জনগণে আজাদ করিতে চাই।'
[নজরুল-রচনাবলি (২য় খণ্ড) পৃ.-৩৯]

যাঁর ছেলেবেলার নাম দুখু মিয়া তিনি সারা জীবন দুঃখী মানুষের কথা বলে গেছেন। তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে ডাক দিয়েছেন সেই ঈদ-উৎসবের যেদিন খুশির সওগাত দেশের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে যাবে। নজরুলের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমাদের কঠিন সাধনা করতে হবে। দেশের ক্রান্তিলগ্নে আমি সেই মহান মানবদরদি কবির দোহাই দিয়ে আমি আকুল আবেদন জানাই, আপনারা সবাই মিলে সব রেষারেষি ভুলে গিয়ে শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করবেন।

প্রজাতন্ত্রের সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। সরকার ছাড়া সরকারের পক্ষে কারও কোনো মন্তব্য বা বক্তব্য দেওয়ার অধিকার নেই। সাংবিধানিক শক্তির প্রতিটি কেন্দ্র এবং সাংবিধানিক কর্তব্য পালনরত প্রতিটি অঙ্গ নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে। এক সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আমরা সব পরিস্থিতির মোকাবিলা করব। এখানে কোনো ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ নেই। নিরন্তর বোঝাপড়ার মাধ্যমে দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে পূর্ণ মতৈক্য রক্ষা করার আমরা চেষ্টা করেছি। এ পর্যন্ত সেই কঠিন কর্মে আমরা যে সাফল্য অর্জন করেছি তার ফসল আমরা ঘরে তুলতে চাই। লাটাই ছাড়া বিনি সুতোর ঘুড়ি আকাশে উড়িয়ে যাঁরা নিজের অজান্তে, সদিচ্ছা সত্ত্বেও নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছেন তাঁদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ, আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের সংযত করুন। এখন সর্বপ্রকার দুর্ভাবনাবিলাস পরিহার করা কর্তব্য। শান্তির জন্য স্বপ্ন দেখা দুর্ভাবনার চেয়ে শ্রেয়। একটু সবুর করুন, আর ১৮ দিনের মাথায় জাতিকে স্থিতপ্রজ্ঞায় রায় দিতে সাহায্য করুন।

www.pathagar.com

বর্তমান সরকার গঠনের প্রাক্কালে দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল সরকারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এটা আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, সৎউদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে যাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, তাঁরা তাঁদের ওয়াদার বরখেলাপ করেন না। আমি পরিষ্কার করে এই হুঁশিয়ারি দিতে চাই দেশে বিরাজমান স্বাভাবিক অবস্থাকে কেউ ব্যাহত করতে চাইলে সেই অপপ্রয়াসকে আপনাদের সরকার কোনো প্রশ্রয় দেবে না এবং কঠোর হস্তে তা দমন করবে। আমরা একটা ভালো কাজ শুরু করেছি, ইনশাআল্লাহ আমরা তা শেষ করে যাব।

বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

ঢাকা, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩/২৫ মে ১৯৯৬

www.pathagar.com

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ ভাষণ

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহর নামে

মাননীয় সহকর্মীবৃন্দ, ভবদীয় সদ্‌গুণান্বিত রাষ্ট্রদূতবৃন্দ, বিশিষ্ট বিজ্ঞানীবৃন্দ, নবীন বিজ্ঞানীরা ও সুধীবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

বিজ্ঞানচর্চা অন্যান্য নানা দেশের মতো আমাদের দেশেও বহুদিন ধরে ধর্মাশ্রিত ছিল। বিজ্ঞানসাধক গ্যালিলিওকে স্বাধীনভাবে বিজ্ঞানচর্চার জন্য কি জিল্লতি ভোগ করতে হয়েছিল আপনারা তা জানেন। কোরআন শরিফে সৃষ্টির, আকাশ ও পৃথিবীর এবং তাদের মধ্যকার নানা নিদর্শনের প্রতি বারবার বিশ্বাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মুসলমান সমাজে তাই আলকেমি থেকে নক্ষত্ররাজি পর্যন্ত বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার একটা আবহ বহুদিন ধরে বিদ্যমান। অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানচর্চা আমাদের দেশে সূচনা হয়েছে ইউরোপীয় সভ্যতার অভিঘাতে। গত দুই শতকে ইউরোপের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্য তো ঘটেছে বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কারের ফলে।

আজ সারা বিশ্বে, মর্ত্যধামে যে কল্যাণকর স্বর্গরাজ্য গড়ার চিন্তায় তরুণমন আলোড়িত এবং নিবেদিতসাধনায় উদ্বুদ্ধ, তার প্রেরণা তো বিজ্ঞানেরই বদৌলতে। বিজ্ঞানের শক্তি আবিষ্কার করার ফলেই যা এতদিন অসাধ্য সাধন মনে হয়েছে তার সাধনকল্পে মানুষ উৎসাহিত বোধ করছে। মানুষ দারিদ্র্যকে আর বিধিলিপি হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি নয়। অনাগতকালের স্বর্গরাজ্যে দরিদ্ররা রাজত্ব করবে, এ কথায় আর তরুণরা আশ্বস্ত হয় না। এক নতুন ইহজাগতিকতার প্রত্যয়ে বিজ্ঞানের সহায়তায় তারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চায়।

www.pathagar.com

বিজ্ঞান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথা তাদের জন্য হবে প্রণিধানযোগ্য : 'যাকে বলি বিজ্ঞান, সায়েন্স, তার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে জ্ঞানের জন্য অপরাজিত যত্ন। কোথাও আন্দাজ খাটবে না, খেয়াল মানবে না, বলবে না 'ধরে নেওয়া যাক', বলবে না, 'সর্বজ্ঞ ঋষি এই কথা বলে গেছেন'।"

যে আগুন আবিষ্কার একসময় সমাজকে পাল্টে দিয়েছিল, পারমাণবিক শক্তি সেই সমাজে যুগপৎ আশীর্বাদ ও অভিশাপের বিষয় হয়ে হাজির হয়েছে। বর্তমানকালের মানুষকে স্থির করতে হবে বিজ্ঞানের অপরিমেয় শক্তিকে কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করবে, না সে আত্মহত্যাসম কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে সমগ্র মানবজাতি ও তার পরিবেশকে বিনষ্ট করবে। আমাদের জীবনে বিজ্ঞানের প্রতিশ্রুতি পূর্ণভাবে চরিতার্থ করতে হলে তার হুঁশিয়ারিকেও মনে রাখতে হবে।

বিজ্ঞান একদিকে সীমাহীন দুর্গতির কারণ, আবার অফুরান প্রাপ্তি ও প্রগতির উৎস। বিজ্ঞান যদি আমাদের কেবলই শক্তি বৃদ্ধি করে তবে তা ষড়রিপুর দাস মানুষের হাতে অমঙ্গল বয়ে আনবে। রাষ্ট্রবিপ্লব, পতাকা পরিবর্তন এবং নানা ধরনের রাজনৈতিক শিকস্তি-পয়োস্তির ফলে যে অস্থিরতা জন্মায় তা বিদ্যাচর্চার জন্য অনুকূল না হলেও এই বাংলাদেশে জ্ঞানচর্চা অব্যাহত আছে। বহু যুগ ধরে আধুনিক বিজ্ঞানকে মাতৃভাষায় বাংলাদেশে প্রথম সাদর স্বাগতম জানানো হয়।

অনুমান, প্রকল্প, প্রমাণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিবেদিত বিজ্ঞানের জগতে নাকি লক্ষ্য-উপলক্ষ, নন্দনতত্ত্ব, আবেগপ্রবণতা বা নৈতিকতার কোনো স্থান নেই। আমি মনে করি, মানুষের সব মঙ্গলকর্মে ও সব সুকুমারবৃত্তির সঙ্গে বিজ্ঞানের একটা মর্যাদাময় স্থান রয়েছে। বিজ্ঞানের দিকে আমরা কেবল অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকব না, বিজ্ঞানকে আমরা আমাদের জীবনে কমরেড হিসেবে দেখতে চাই। বিজ্ঞান তো আমাদের জন্য শান্তির আলয়, জ্ঞানের আধার। যুগপৎ শুভ ও অশুভ নিয়ে যে বিজ্ঞান, তার ভালোর দিকটার দিকে আমরা জোর দেব। তরুণ বিজ্ঞানীদের কাছে বিজ্ঞানের ভয়াবহতার চেয়ে বিজ্ঞানের বিস্ময়করতা বেশি করে আকর্ষণ করানো দরকার। সেই আকর্ষণ হবে আমাদের জন্য মঙ্গলকর, ফলে আমাদের সম্মুখে নতুন প্রতিকার-প্রতিবিধানের পথ খুলে যাবে।

বিজ্ঞানমনস্কতা সৃষ্টি ও বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যাঁরা আমাদের জীবনে বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন, এই সুযোগে তাঁদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই। বেতারবিদ্যার অন্যতম আবিষ্কারক জগদীশচন্দ্র বসু গাছেরও প্রাণ আছে এই তত্ত্বটি আমাদের শেখালেন। 'বোস ও আইনস্টাইন' তত্ত্বের প্রবর্তনা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যেন বসুর গবেষণায়। রসায়ন বিজ্ঞানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ড. কুদরাত-এ-খুদা, ড. মফিজুদ্দিন আহমদ এবং পরমাণু বিজ্ঞানে ড. এম ইন্নাস আলী প্রমুখের নাম আপনাদের সবার জানা। দেশ-বিদেশে আমাদের বিজ্ঞানীরা সুনাম অর্জন করেছেন। ডা. কাজী আবুল মনসুর 'মনসুর মিডিয়া' উদ্ভাবন করে

www.pathagar.com

কলেরা রোগ চিকিৎসায় বিশেষ অবদান রাখেন। অস্ট্রেলিয়াতে কর্মরত ড. রফিকুল ইসলাম খান কাজ করছেন প্লান্ট জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর। যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত ড. ফজলে হোসেন টার্বুলান্সের ওপর একজন নামকরা বিশেষজ্ঞ। স্থপতি ড. এফ আর খান পৃথিবীর সর্বোচ্চ ইমারত ডিজাইন করেন। 'খানস মেথড' আজ স্থপতিবিদ্যায় সমধিক পরিচিত। সবুজ পাটগাছ থেকে কাগজ তৈরির মণ্ড প্রস্তুতপ্রণালী আবিষ্কার করেছেন ড. মো. আমিরুল ইসলাম ও ড. মিয়াজান আলী। প্লান্ট টিস্যু কালচারের ওপর কাজ করছেন অধ্যাপক আহমেদ শামসুল ইসলাম। বায়োগ্যাস এবং উন্নত চুলা আবিষ্কার করেছেন ড. এম ইউসুফ এবং ড. হাসান রশিদ খান। আপনারা জানেন, নির্বাচনে অমোচনীয় কালির ফর্মুলা আবিষ্কার করেছেন ড. এরফান আলী। আজ ঘরে ঘরে যে ওরস্যালাইন পরিচিত তার উদ্ভাবন হয়েছে আমাদেরই দেশে। সামনে চলার পথে আমাদের শুভযাত্রা শুরু হয়ে গেছে। এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা, গত ১৯ মে তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে যে ২৯ জন শ্রদ্ধার্হ অধ্যাপককে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে তাঁদের মধ্যে ১২ জন হলেন বিজ্ঞানের সাধক। ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা দেশে ও বিদেশে বিজ্ঞানের জগতে যে অবদান রেখেছেন তার একটা প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন সাধারণ পাঠকের জন্য রচিত হলে বড় ভালো হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখতে পারেন।

বিজ্ঞান চালিকাশক্তি হতে পারে, কিন্তু মানুষ সেই চালিকাশক্তির পরিচালক। বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ-পরিচয় হয় রোগের চিকিৎসায় বা নিত্যকার কর্মকাণ্ডে যন্ত্রের প্রয়োগে।

আমি যখন ১৯৪৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিই তখন ১০০ নম্বরের একটা সাধারণ বিজ্ঞানের আবশ্যকীয় পাঠ্যবিষয় ছিল। সেই সময় বিজ্ঞানের দুনিয়ার জিনিস আমাদের পড়ানো হতো। তার রেশ এখনো কিছু কিছু আমার মনে গেঁথে আছে। শোনা যায়, এখনকার বিশেষজ্ঞদের যুগে ডান চোখের চিকিৎসায় পারদর্শী ডাক্তার বাম চোখের চিকিৎসা নাকি করতে পারেন না। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে আমি যখন অধ্যাপনা করতাম তখন একবার একটি সেমিনারে যেতে হয়েছিল। সব ছাত্রকে সর্ববিদ্যায় কিছু প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়ার একটা কথা উঠেছিল। আপনারা ভেবে দেখবেন, পাঠ্যনির্বাচনে এমন কিছু করা যায় কি না যে বিজ্ঞান, মানবিক বা বাণিজ্যিক সব স্কুলছাত্রের জন্য দুটো বিষয় অবশ্যপাঠ্য হিসেবে রাখা যায় কি না। একটি দেশের ইতিহাস-সংস্কৃতি এবং অপরটি হবে বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে। আকর্ষণীয় সম্মানী দিয়ে দেশের বরেণ্য লেখকদের কাছ থেকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এমন দুটি পাঠ্যবই শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে বেছে নিতে হবে। আমাদের দেশে সাধারণ পাঠকের জন্য ড. আবদুল্লাহ আলমুতী শরফুদ্দীন, ড. শমশের আলী প্রমুখ গুণীজন অত্যন্ত সুখপাঠ্য

www.pathagar.com

গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন এবং তাঁদের অবদানের জন্য তাঁরা পুরস্কৃতও হয়েছেন। আমি মনে করি, প্রস্তাবিত লোকশিক্ষার উদ্যোগ নিয়ে সব সুকুমার মনকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির দিকে উৎসাহিত করতে হবে। 'কর্তব্যবোধে' কবি রবীন্দ্রনাথও লোকশিক্ষার জন্য বিজ্ঞানের যে *বিশ্বপরিচয়* গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন তা তিনি সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন আমি তার পুনরুক্তি করি : 'শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের... না হোক, বিজ্ঞানের আঙ্গিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।' দেশে বিজ্ঞানের সেই আঙ্গিনা নির্মাণ ও প্রসারের লক্ষ্যে আমাদের নিরন্তর কাজ করে যেতে হবে।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা কেমন করে মর্মে পৌঁছে, তার একটা উদাহরণ আমার নিজের ঘর থেকে দিই। আগের রাতে আমি টিভিতে *দ্য সাউন্ড অব মিউজিক* ছবিটি দেখি। পরের দিন সকালে আমি যখন বললাম, 'ফিল্মটা দেখার পর আমার মনে হয় আমার বয়স বিশ বছর কমে গেছে', তখন আমার কনিষ্ঠা কন্যা একটা মন্তব্য করলো যা আমি ভালো করে শুনতে পাইনি। আমার কন্যা খুব ছোটবেলা থেকে বেশ শক্ত শক্ত বাংলা বলে। তাই আমি বললাম, 'মানে না বুঝে কী যে বলিস?' বোনেরা বোনেরা বেশ ওকালতি করতে পারে, তাদের মধ্যে রেষারেষি থাকলেও। আমার মধ্যমা কন্যা কনিষ্ঠার দিকে টান টেনে বলল, 'আব্বা, ও তো ঠিকই বলেছে।' আমি বললাম, 'ও কী বলেছে?' আমার গলায় অভিযুক্তের কণ্ঠস্বর। উত্তরটা শুনে আমি একেবারে লাজওয়াব, 'তোমার পরাগায়ণ হয়েছে।' আমার নিজের প্রয়োজনে বাংলাদেশে রচিত পাঠ্যপুস্তক থেকে বহু বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ ঋণ করেছি আমার কন্যাদের সহায়তায়। আপনারা হয়তো অনেকে জানেন না বাংলায় লেখা বাংলাদেশের বিজ্ঞানের বই দেশের বাইরে বেশ সমাদর লাভ করেছে।

আধুনিক বিজ্ঞানচর্চা দেশের সার্বিক মঙ্গলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নকামী দেশে জাতীয় অগ্রগতি, প্রগতি ও সমৃদ্ধি অনেকখানি নির্ভর করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের ওপর। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশকে সমৃদ্ধ করে তুলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার একান্ত অপরিহার্য। এর জন্য প্রয়োজন বাস্তবভিত্তিক সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও তার সার্থক বাস্তবায়ন।

দেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা চালু আছে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এ রকম একটি অনানুষ্ঠানিক আয়োজন। ঊনবিংশ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের মূল বাণীটি বড়ই যথার্থ হয়েছে : 'উদ্ভাবন ও উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি'—এই সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে আমরা সর্বস্তরে বিজ্ঞান-অনুরাগ ও বিজ্ঞান-সাক্ষরতা বৃদ্ধির প্রয়াস পাব। বিজ্ঞানের আশীর্বাদ দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগের জন্য দেশের মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে।

www.pathagar.com

শিশু-কিশোর-তরুণদের মধ্যে উদ্ভাবনামূলক কর্মকাণ্ডে আগ্রহ সৃষ্টি করবে। সর্বোপরি, দেশীয় সম্পদের সাহায্যে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে খুদে উদ্ভাবক থেকে বিজ্ঞসমুদ্ভাবক পর্যন্ত সকলে উৎসাহিত বোধ করবে। বিজ্ঞানের সত্যনিষ্ঠা, বস্তুনিষ্ঠা ও তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে প্রযুক্তির প্রায়োগিক সম্ভাবনাকে দেশের উন্নয়নকর্মে কী করে কলম বাঁধা যায়, সে ব্যাপারে আমরা গভীরভাবে চিন্তা করব। বিজ্ঞানের শুভ সম্ভাবনার চরিতার্থতার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আমাদের শান্তি বজায় রাখতে হবে। বিজ্ঞানকে অনুসরণ করে আমাদের জয়যাত্রার পথে যে অভিযান সেই পথে দেশের সকল তরুণমনকে আকৃষ্ট করতে হবে।

সকলের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আমরা যে ভালো কাজ শুরু করেছি, তা ভণ্ডুল করার চেষ্টা করবেন না।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে নবীন বিজ্ঞানীদের সুপ্ত প্রতিভার উন্মেষ ঘটবে। আমি আশা করি, দেশের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি নবীন বিজ্ঞানীরাও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর সমাজ নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নিরন্তর অগ্রগতি সাধিত হোক, এই কামনা করে ঊনবিংশ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

ঢাকা, ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩/২৬ মে, ১৯৯৬

www.pathagar.com

জাতির উদ্দেশে ভাষণ

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহর নামে
পরম করুণাময় আমাদের সকলের প্রতি প্রসন্ন হোন

প্রিয় দেশবাসী,
আসসালামু আলাইকুম।

আগামীকাল সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এটা আমাদের আনন্দের দিন। আগামীকাল জাতি তার রায় ঘোষণা করবে। এ রায় আমাদেরকে শুভ দিনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাক।

এক নির্দলীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে দেশে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এই সাংবিধানিক অনুমোদন দেওয়া হয় গত ২৮ মার্চ। সেই সাংবিধানিক আয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বাংলাদেশের মাননীয় রাষ্ট্রপতির আহ্বানে গত ৩০ মার্চ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করি। শপথ নেওয়ার পূর্বে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল আমাকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তাঁদের আশ্বাস এবং দেশের সকল মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থনে বলীয়ান হয়ে আমরা আমাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলাম।

রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত নিয়ে একটা সমঝোতার মাধ্যমে উপদেষ্টাবর্গ ও নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। পরবর্তীতে, সকলের মতামতকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দান করে স্বীয় বিবেচনায় এই সরকার যেসব পদক্ষেপ নেন, তা সকলের কাছে সব সময় হয়তো গ্রহণযোগ্য হয়নি। তবে আমরা নিশ্চিত ছিলাম এবং এখনো নিশ্চিতি বোধ করি যে, আমরা সরকারের নির্দলীয় ভাবমূর্তি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা সমালোচনার উর্ধ্বে নই। মাঝে মাঝে পত্রপত্রিকা, চিঠিপত্র এবং

www.pathagar.com

টেলিফোনে আমরা যে সমালোচনা ও পরামর্শ পেয়েছি, তা আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বড় সহায়ক হয়েছে।

বিভিন্ন সংবাদপত্রে আমার ও নির্দলীয় সরকার সম্পর্কে যে আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে, তা আমাকে জনমত যাচাই করতে এবং সরকারের কার্যধারাকে সঠিক নির্দেশনা দিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ব্যতিরেকে গণতন্ত্র সম্ভব নয়। সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমাদের যা জানা নেই, তা আমরা জানতে পারি এবং আমাদের যা জানানো হয় না, অথচ আমাদের জানা উচিত, তা আমরা জানতে পারি। এই ক্রান্তিলগ্নে দেশের সংবাদপত্র একটি উল্লেখযোগ্য গঠনমূলক কাজ করেছেন। এ জন্য আমি সাংবাদিকদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার একান্ত অনুরোধ, এই মুহূর্তে দলমত নির্বিশেষে দলমত অবস্থানের উর্ধ্বে থেকে সাংবাদিকগণ তাঁদের প্রতিবেদন, বর্ণনা ও বিশ্লেষণে একটি স্বস্তিব্যঞ্জক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে, একটা শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া এখন আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য আমরা সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিয়েছি। দুই-আড়াই মাসের মধ্যে রেকর্ড-প্রমাণ বিপুলসংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। আপনারা নিজেরাই দেখেছেন, দেশে অস্ত্রের ব্যবহার অপ্রত্যাশিতভাবে হ্রাস পেয়েছে। এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, কতিপয় মুষ্টিমেয় পথভ্রষ্ট ছাড়া দেশের শান্তিপ্রিয় জনগণ সন্ত্রাস বড়ই অপছন্দ করেন। দেশের শান্তিশৃঙ্খলার অতন্দ্র প্রহরী পুলিশ, বিডিআর ও আনসার বাহিনীর চার লক্ষ সদস্য সদাপ্রস্তুত রয়েছেন। বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য সারা দেশে সশস্ত্র বাহিনীর ৪০ হাজার সদস্য মোতায়েন রয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতে আমাদের পুলিশ ও প্রতিরক্ষা বিভাগের সদস্যগণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করে এক ঈর্ষণীয় সুনাম অর্জন করেছেন। আমি আশা করি, নির্বাচন উপলক্ষে তাঁরা তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে তাঁদের সেই সুনাম অক্ষুণ্ন রাখবেন।

প্রিয় দেশবাসী,

নির্বাচনী আইন আমাদের সকলকে মানতে হবে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত আচরণবিধি সরকার এবং সরকারের রেডিও-টিভি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও মানতে বাধ্য। নির্বাচন কর্মসূচি ঘোষণার পর রেডিও-টিভিতে প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলোতে যাতে আচরণবিধি পরোক্ষভাবেও লঙ্ঘিত না হয় তার জন্য আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হয়। আপনাদের স্বাধীন নির্বাচন কমিশন দেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের যে প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং জনগণের কাছ থেকে যে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা পেয়ে আসছেন তার জন্য আমাদের দায়িত্ব পালন বহুল পরিমাণে সহজ হয়েছে।

www.pathagar.com

চার-পাঁচ মাসের মধ্যে দুটো নির্বাচন করা দরিদ্র বাংলাদেশের পক্ষে অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার। একটি মাঝারি ধরনের ভোটকেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যা ব্যয় হয়, তা দিয়ে তিনটি অগভীর নলকূপ স্থাপন করা যায় এবং তার দ্বারা ৩০টি কৃষক পরিবার উপকৃত হতে পারে। আপনাদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা এমন কোনো কাজে উৎসাহ দেবেন না, যাতে করে নির্বাচন কমিশনকে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিতে হয়। একটি কথা আমি স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, নির্বাচনে গোলযোগ করে কেউ পার পাবেন না। গোলযোগের কারণে কোনো কেন্দ্রে নির্বাচন ব্যাহত হলে, পুনর্নির্বাচন এবং প্রয়োজন হলে একাধিকবার পুনর্নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছেন।

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে গঠিত পর্যবেক্ষকগণ আমাদের দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও পরিচালনা সরেজমিনে দেখতে এসেছেন। সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় নির্দলীয় ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তার দিকে বিশ্বের গণতন্ত্রকামী মানুষ তাকিয়ে রয়েছেন। আমি আশা করি, দেশের জনগণ আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম পর্যবেক্ষকগণকে নিরাশ করবেন না। তাঁরা কাঙ্ক্ষিত সুষ্ঠু নির্বাচনের ও আর এক গণতন্ত্রের জয়ের সুখবর নিয়ে স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন।

আমাদের দেশে পাঁচ থেকে আঠারো বছরের নিচের জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে চার কোটি। এসব সুকুমার কিশোর-কিশোরী এবার ভোট দেবে না। তারা অবশ্য লক্ষ করবে প্রার্থীরা কেমন করে ভোট চান, তাঁরা কি প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট দাবি করেন, ভোটাররাই বা কীভাবে ভোট দেন। তাদের কৌতূহল থাকবে নির্বাচন কমিশন কী কাজ করেন এবং সরকার নির্বাচন কমিশনকে কী সাহায্য ও সহায়তাই বা দেন। এই খুদে পর্যবেক্ষকগণ বিদেশি পর্যবেক্ষকদের চেয়ে অনেক কাছ থেকে এই নির্বাচন প্রত্যক্ষ করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জাতির এসব ভাবি উত্তরাধিকারীদের সামনে এবারের নির্বাচনপ্রার্থীগণ সংযম, সহনশীলতা ও মানসিক ঔদার্যের এমন একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন, যা আমাদের দেশের ইতিহাসে গৌরবের বিষয় হয়ে থাকবে।

প্রিয় দেশবাসী,

নির্বাচন একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় কিছুটা উত্তাপ সৃষ্টি হয়। গণতন্ত্রকামী সমাজে তা সহজে সহ্য করা হয়। সব বিরোধ ভুলে গিয়ে এবং সব প্রতিহিংসা পরিহার করে আমরা সকলে নির্বাচনের রায় জাতির রায় হিসাবে গ্রহণ করব। আমি যে ধর্মে মানুষ হয়েছি, সেই ধর্মের মহাগ্রন্থ কোরআন শরিফের সূরা শুরার চল্লিশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'ফামান আ'ফা ওয়া আসলাহা ফা-আজরোহু আ'লাল্লাহে'। অর্থাৎ যে ক্ষমা করে দেয় ও আপস নিষ্পত্তি করে তার

www.pathagar.com

পুরস্কার আছে আল্লাহর কাছে। আমরা আশা করি, আগামীতে নির্বাচিত সাংসদগণ একটা সুস্থ সমঝোতার মাধ্যমে, সংসদে এবং সংসদের বাইরে দেশের বৃহত্তর স্বার্থসংরক্ষণে, সকলে মিলে সবিশেষ তৎপর হবেন।

আসন্ন নির্বাচনে যাঁরা জয়লাভ করবেন আমি তাঁদের পূর্বাহ্নে মোবারকবাদ জানাই। যাঁদের জয়লাভ করা সম্ভব হবে না, পরবর্তী নির্বাচনে তাঁরা আবার সুযোগ পাবেন সংসদে যাওয়ার। আর জনগণের সেবা করার সুযোগ তো তাঁদের সব সময়ই রয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

আগামীকাল জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। দেশের সকল মানুষ তাঁদের ব্যক্তিগত রায় ঘোষণা করবেন। আপনারা কার ওপর দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেবেন, সেটা নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে সুস্পষ্ট জানিয়ে দেবেন। আমাদের প্রার্থনা, এই নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা যেন আমাদের নতুন জীবনের, শান্তিময় জীবনের, সমৃদ্ধিমণ্ডিত জীবনের ভিত রচনা করতে পারি। আমাদের সকলের স্বপ্ন বাস্তবে রূপলাভ করুক। আপনি নিজে ভোট দিন। আপনার পরিবারের সবাই মিলে ভোটকেন্দ্রে যান। পাড়া-পড়শি সবাইকে নিয়ে ভোটকেন্দ্রে যান। নির্বাচনের মহোৎসবে সবাই শরিক হোন। হিংসা-বিদ্বেষ থেকে সবাইকে মুক্ত রাখুন।

আপনারা সবাই ভালো থাকুন। শান্তিতে থাকুন। পরম করুণাময় আমাদের সকলের সহায় হোন।

বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

ঢাকা, ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩/১১ জুন, ১৯৯৬

www.pathagar.com

জাতির উদ্দেশে বিদায়ী ভাষণ

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহর নামে
পরম করুণাময় আমাদের সকলের প্রতি প্রসন্ন হোন

প্রিয় দেশবাসী,
আসসালামু আলাইকুম।

আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে নতুন প্রধানমন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজ শেষ হবে। আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে আমি দুটো সমাপনী কথা বলে যেতে চাই।

দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমুন্নত রাখতে গিয়েই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার স্বাভাবিকতা ও ন্যায্যতার বিরুদ্ধে যে স্বৈরাচারী অপচেষ্টা চালানো হয়, তাকে রুখে দাঁড়াতে গিয়েই মুক্তিযুদ্ধের সূচনা। জন্মলগ্ন থেকে আমরা গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শকে সংরক্ষণ করব বলে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক পরস্পর পরস্পরের কাছে দায়বদ্ধ। দেশের মোট ভোটারের শতকরা ৭৩ জন রোদে তেতে ও বৃষ্টিতে ভিজে ভোট দিয়ে সেই দায় পরিশোধ করেছেন। সাধারণ নির্বাচনে জনগণের এই সক্রিয় শরিকানা বিশ্বের গণতন্ত্রী দেশসমূহের মধ্যে এক রেকর্ড হয়ে রইল।

মোট ভোটার সংখ্যার প্রায় অর্ধেক ভোটার হচ্ছেন নারী। নির্বাচনে বিপুল নারীদের অংশগ্রহণ দেশের জন্য এক চমৎকার আশাব্যঞ্জক ঘটনা। যেখানে আমাদের মা-বোনদের একজন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছিলেন এবং অতিশীঘ্রই আর একজনও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেতে যাচ্ছেন—সেখানে এটা অত্যন্ত প্রত্যাশিত ব্যাপার ছিল। আমাদের কোনো সন্দেহ ছিল না যে, এবার মা-বোনেরা সোৎসাহে নির্বাচন উৎসবে যোগ দেবেন। তাঁদের

www.pathagar.com

প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি আশা করি, সর্বপ্রকার নারী নির্যাতন এ দেশ থেকে অন্তর্হিত হবে।

গত মার্চ মাসে যখন দেশের রাজনৈতিক নিম্নচাপজনিত এক গুমোট আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় তখন আমরা কায়মনোবাক্যে কামনা করেছিলাম দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী মোতাবেক মাননীয় রাষ্ট্রপতি আমাকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যখন আহ্বান জানান, তখন সংবিধানে অর্পিত কর্তব্য পালনকে আমার পবিত্র দায়িত্ব ভেবে সেই আহ্বানে আমি সাড়া দিই। আমার দশজন সহকর্মীও একইভাবে সাড়া দিয়ে আমার অনুরোধে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। বর্ষারম্ভে বৈশাখের বর্ষণশেষে রৌদ্রস্নাত নিম-দেবদারুর সোনালি কিশলয়ের মতো হঠাৎ আবহাওয়া ঝলমল করে উঠল।

একটি সাংবিধানিক বিধানের নানান ব্যাখ্যা হতে পারে। একটি বিধান প্রণয়নের পশ্চাতে প্রণয়নকারীদের কী ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য কাজ করছিল, তা অনেক সময় নির্ণয় করা সহজ নয়। আপাতদৃষ্টিতে একটি সহজ ও সরল বিধানও আইনের কূটতর্কে বিরোধগর্ভ হয়ে ওঠে। ত্রয়োদশ সংশোধনী সম্পর্কে জনমনে নানা মতের সৃষ্টি হয়। দেশে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহায়তাদানকে আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য জেনে এবং সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমরা অনলস সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে কাজ করেছি। আমরা সরকারের সাংবিধানিক কর্তৃত্বকেও অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সারাক্ষণ চেষ্টা করেছি এবং এ সম্পর্কে কোনো ক্ষতিকর জল্পনা-কল্পনাকে প্রশ্রয় দিইনি।

আমাদের সামনে তিনটি কাজ ছিল : প্রায় অচল হয়ে পড়া অর্থনীতির চাকাকে সচল করা, সন্ত্রাস দমন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং দেশে শান্তিপূর্ণ অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান। অর্থনীতি নিয়ে দেশের সবার মনে যে কালো মেঘ দেখা দিয়েছিল, সেটা এই বারো সপ্তাহে সম্পূর্ণ কেটে গেছে। দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকে এ পর্যন্ত আমরা ১১ জনে ৩৫টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়ে ১২ সপ্তাহ দেশ পরিচালনা করেছি। আমাদের তেমন কোনো পূর্ব প্রস্তুতি বা অভিজ্ঞতাও ছিল না। শুধু দেশের সকল মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা এবং সমর্থনকে সম্বল করে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয়েছিলাম। আমাদের কাজে যদি কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে থাকে তার জন্য আমাদের অনভিজ্ঞতাই দায়ী—আমাদের আন্তরিকতার ঘাটতি কিংবা চেষ্টার অভাব নয়। অর্থনীতিকে পুনরায় স্বাভাবিক ও সচল করার লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার সীমাবদ্ধতার মধ্যে বেশকিছু সাময়িক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ইতিমধ্যেই মূল্যস্ফীতির হার কমে এসেছে। খাদ্যশস্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ক্রমাবনতিশীল পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।

www.pathagar.com

ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতিও অনেকাংশে লাঘব করা সম্ভব হয়েছে। আমি আশা করি, নির্বাচনের মাধ্যমে যে একটা স্বাস্থ্যপ্রদ প্রক্ষালন হয়ে গেল তার ফলে দেশের অবস্থা ও অর্থনীতি আবার সতেজ ও চাঙা হয়ে উঠবে।

প্রিয় দেশবাসী,

গত বারো সপ্তাহে নানা নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে দেশের মানুষ যে অবিচল সমর্থন এবং আস্থা অকুণ্ঠচিত্তে আমাদের জুগিয়ে এসেছেন তার জন্য আজ বিদায় বেলায় আমি এবং আমার সহকর্মীদের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনাদের এই ভালোবাসা আমাদের জীবনের পরম পাওয়া, আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরদিন তা ভাস্বর হয়ে থাকবে।

অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেও এবং বিরুদ্ধ অবস্থান নিয়েও আলোচনার মাধ্যমে আমি ও আমার দশজন মাননীয় উপদেষ্টা প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐকমত্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। সরকারের প্রতিটি বক্তব্যের ক্ষেত্রে মাননীয় উপদেষ্টাবর্গের মূল্যবান পরামর্শ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।

নির্দলীয় সরকারের প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দেশের আইন ও বিধি অনুসরণ করে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি। মাঝে-মধ্যে আমরা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করেছি বা কিছু নির্দেশনা দিয়েছি। প্রশাসনের প্রতিটি কর্মীর প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে আমরা অত্যন্ত লাভবান হয়েছি। মন্ত্রণালয় এবং মাঠ পর্যায়ে সরকারের সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাঁদের দায়িত্ব পালনে যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে দেশে প্রশাসনে যে একটি নতুন আবহ সৃষ্টি করেছেন তার জন্য তাঁদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিশেষভাবে আমি ধন্যবাদ জানাই পুলিশ বাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস ও আনসার ভাইবোনদের প্রতি। আপনারা স্বল্প সময়ে দেশের সামনে যে নজির স্থাপন করেছেন তাতে দেশে সবার মনে নতুন আশা জেগেছে। পুলিশ বাহিনীর মধ্যে যে দৃঢ়তা, দক্ষতা ও দায়িত্বপরায়ণতা রয়েছে তা ব্যবহার করার সুযোগ পেলে দেশকে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে সন্ত্রাসমুক্ত করতে পারবেন। সন্ত্রাস পরিপূর্ণরূপে নির্বাসিত না হলেও অন্তত ফণা তুলে সর্বত্র বিচরণ করার ক্ষমতা তার আর নেই।

নির্বাচনকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও অবাধ করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করার জন্য সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর অফিসার ও সৈনিকদের আমি সরকারের পক্ষ হতে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের সদস্যরা দেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দেশকে সংকটমুক্ত রাখার যে ঐতিহ্য গড়ে তুলেছেন, তা আরও বলবান হয়েছে সাম্প্রতিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে।

সর্বোপরি, সাফল্যের সঙ্গে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আমি প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনারদ্বয় এবং নির্বাচন

www.pathagar.com

কমিশনের সচিবসহ কমিশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

অতি স্বল্পকালের জন্য সরকার পরিচালনায় আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা আপনাদের জানানো দরকার। প্রথমত, দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একান্ত প্রয়োজন। সংযম ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে বিভিন্ন মতামতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দেশকে এগোতে হবে। দ্বিতীয়ত, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিকে সারাক্ষণ দৃষ্টি দিতে হবে, যাতে সামান্যমাত্র অবক্ষয়ের দেখা দিলে তাৎক্ষণিক প্রতিবিধান করা সম্ভব হয়। সদিচ্ছা থাকলেও কেবল আইনশৃঙ্খলার অভাবে সব ভালো কাজ ভেস্তে যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, মুষ্টিমেয় পথভ্রষ্টের হাতে উন্নয়নকর্ম নিমিষেই ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে। প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে দেশের ভাবি উত্তরাধিকারী যেন নিশ্চিন্তে লেখাপড়া করতে পারে, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। তৃতীয়ত, রাষ্ট্র পরিচালনায় যে মূলনীতিগুলো সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে, তা বাস্তবায়নের জন্য অনুক্ষণ আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে। সামাজিক ন্যায়নীতির দিকে লক্ষ রেখে আমাদের কর্মকাণ্ডের পরিসর ও অবধি নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। জনগণের মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থাকল্পে সংবিধানে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার দিকে লক্ষ রাখতে হবে। অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের কথা মনে রেখে জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। এর জন্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন দেশের সম্পদের সকল প্রকার অপচয় বন্ধ করা ও প্রশাসনের ব্যয় সঙ্কোচনের নীতি অনুসরণ করা এবং প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অসরকারি কাজে ব্যবহার না করা। সর্বোপরি, সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনগণকে সঙ্গে রাখতে হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষ থেকে আমি জাতীয় সংসদের নবনির্বাচিত সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিপুল জনসমর্থন পেয়েও যাঁরা নির্বাচিত হতে পারেননি তাঁদেরও আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। মানুষ যে ভালোবাসা আপনাদের জন্য প্রকাশ করেছে, তা অমূল্য সম্পদ। যে মানুষ আপনাদের প্রতি সম্মান জানালো তাদের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা অক্ষুণ্ন থাকুক, আপনাদের দৈনন্দিন জীবন তাঁদের সেবায় উৎসর্গিত থাকুক—এই আমি কামনা করছি।

আজ যে জাতীয় সংসদ আপনাদের নিয়ে গঠিত হলো এবং যে সরকার আপনারা রচনা করতে যাচ্ছেন, তা এই জাতিকে একবিংশ শতাব্দীতে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পালন করবে। আমরা দারিদ্র্যমুক্ত, নিরক্ষরতামুক্ত, পরসাহায্যমুক্ত, আত্মনির্ভরশীল, পরিশ্রমী এবং সৃজনশীল জাতি হিসেবে যেন নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ করতে পারি তার ভিত্তি রচনার দায়িত্ব আপনাদের ওপর রইল। প্রসঙ্গক্রমে আমি বলতে চাই, আমাদের দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক রেওয়াজ ব্যবহারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে দারিদ্র্য-বিমোচন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেবল

www.pathagar.com

মুনাফামুখী দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে কোনো নিরীক্ষা হলে তা অসম্পূর্ণ হবে। দেশের সমস্যার সুরাহার দায়িত্ব দেশের সন্তানদের নিজ হাতে তুলে নিতে হবে। যার ব্যথা সে ছাড়া তার বেদনা কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না।

বিদায়ের মুহূর্তে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি আমার একটি বিশেষ আবেদন রইল। নতুন জাতীয় সংসদকে কেন্দ্র করে আপনারা এমন রাজনৈতিক রীতি-রেওয়াজ গড়ে তুলুন, যেন ভবিষ্যতে আর কোনোদিন রাজনৈতিক কোনো সমস্যা সমাধানে রাজপথের আশ্রয় নিতে না হয়, সন্ত্রাসী শক্তি পোষণ করতে না হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণদের হাতে মারণাস্ত্র তুলে দিতে না হয়। অল্প কিছুদিন সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে যে সীমাহীন অসহিষ্ণুতা দেখেছি, ভবিষ্যতেও যেন আর কাউকে অসহিষ্ণুতা ও উত্তেজনা দেখতে না হয় তার প্রক্রিয়া সৃষ্টি করুন।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত বহু দেশদরদি ব্যক্তি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার চেয়েছিলেন। সরকারি কর্মকাণ্ডের সীমাবদ্ধতা ও সময়ের অভাবে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রাথমিক কর্তব্যে আমরা ব্যস্ত থাকায় দেশের নানা বিষয়ে আমরা দেশপ্রেমিক সুধীজনের কাছ থেকে যে পরামর্শ পেয়েছি, তা বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে পারিনি। আমরা কিছু সুপারিশ রেখে গিয়েছি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নথিতে। আমাদের সীমিত কর্মসূচির দিকে লক্ষ রেখে দেশের কাঠামো যাতে কোনো রকমেই দুর্বল না হয়ে যায় সেদিকে মনোযোগ দিয়েছিলাম। বিভিন্ন পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরির ব্যাপারে বিদ্যমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কিছু অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আইনশৃঙ্খলা সংস্থাগুলোর উন্নয়নকল্পে, আইন সংস্কারের জন্য স্থায়ী কমিশন এবং অধস্তন আদালতের বিচারকের জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আধুনিক ব্যবস্থাপনাবিদ্যায় ক্রমাগত প্রশিক্ষণের জন্য উন্নততর কিছু প্রকল্প-প্রতিষ্ঠানের কথা নিয়ে আমরা চিন্তাভাবনা করেছিলাম। অবশেষে, আমরা এই প্রত্যয়ে উপনীত হই যে, দেশের কী প্রয়োজন ও কীভাবে তা মেটানো যায় এবং দেশের মঙ্গল কীভাবে সাধন করা সম্ভব, তা আমাদের চেয়ে নির্বাচিত সরকার ভালো বুঝবেন এবং এ ব্যাপারে তাঁরা যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নেবেন। আমরা আর একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন না হলে আমরা মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে অধ্যাদেশ জারি করার জন্য অনুরোধ করব না। আমি মনে করি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অধ্যাদেশ প্রণয়ন-ক্ষমতার ব্যবহার সাংবিধানিকভাবে নির্দেশিত কেবল সীমিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সমীচীন। জাতীয় সংসদের আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা পরোক্ষভাবে

www.pathagar.com

ব্যাহত হলে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য পরিপোষণের ক্ষেত্রে কল্যাণকর হবে না বলে আমার কাছে অনুমিত হয়।

এবারের নির্বাচনে যে কয়েকটি অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে তার জন্য আমরা মর্মাহত। মৃত ব্যক্তিদের শোকসন্তপ্ত পরিবারদের আমরা গভীর সমবেদনা জানাই। অপঘাতে একটি মৃত্যুও সমাজ ও রাষ্ট্রের দারুণ ক্ষতি। আমরা আশা করি, সেদিন দূরে নয়, যেদিন কোনো নির্বাচনে অপঘাতে একটিও মৃত্যু ঘটবে না এবং বিশৃঙ্খলার জন্য কোনো পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন হবে না এবং দেশের সকল সাক্ষর নাগরিকের জন্য ভোটপত্রে কোনো নির্বাচনী প্রতীকের প্রয়োজন হবে না। সেই দিন হবে বাংলাদেশের আর একটি বিজয় দিবস এবং গণতন্ত্রের জয়োল্লাসের দিন। ইতিমধ্যে কয়েকশত বিদেশি পর্যটক সেই সম্ভাবনার সুখবর দুনিয়ার গণতন্ত্রকামী মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

বাংলাদেশের প্রবাসী নাগরিকদের কাছ থেকে সরকারের কাছে একাধিক অনুরোধ এসেছিল যেন আমরা তাঁদের ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দিই। সীমিত সময় ও সাজসরঞ্জামের অভাবের জন্য তাঁদের সেই অনুরোধ আমরা রক্ষা করতে পারিনি বলে দুঃখিত। আগামী সাধারণ নির্বাচনে দুনিয়ার যে যেখানে বাংলাদেশের নাগরিক রয়েছেন, তাঁরা ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন। আমি আশা করি, এই লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন আগামীতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের নাগরিকদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, পরিশ্রম ও মেধার বদৌলতে উপকৃত হচ্ছে। যখন আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে যে ভূমণ্ডলায়ন ঘটতে যাচ্ছে তখন বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা ভাগ্যোন্নয়নে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়বেন, তাতে আশ্চর্য কি! তবে আমি প্রবাসে অবস্থিত বাংলাদেশের নাগরিকদের কাছে আকুল আবেদন রাখব তাঁরা তাঁদের শ্রম, মেধা, সঞ্চয় ও বিত্তের কিয়দংশ দেশে বিনিয়োগ করে জন্মসূত্রজনিত দেশমাতৃকার ঋণ পরিশোধ করতে উৎসাহিত বোধ করবেন। দেশে বিনিয়োগের চমৎকার আবহাওয়ার সৃষ্টি হতে যাচ্ছে।

সকল মানুষের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনিই ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্যের সৃষ্টিকর্তা। সেই করুণাময়ের কৃপালাভে মানুষ নানা ভাষায় প্রার্থনা করে ও নিত্যকর্ম সম্পাদন করে। সরকারপ্রধান হিসেবে প্রদত্ত প্রতিটি ভাষণ-বক্তৃতা আমি রাষ্ট্রভাষায় শুরু করেছি এবং রাষ্ট্রভাষায় শেষ করেছি। রাষ্ট্রকর্মে দেয় বক্তৃতা-ভাষণ জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেকে কীভাবে শুরু করবেন এবং কীভাবে শেষ করবেন সে সম্পর্কে সংসদ আইন-প্রণয়ন বা প্রস্তাবের মাধ্যমে একটা দিকনির্দেশনা দিলে বড়ই ভালো হয়। লক্ষণীয়, সংবিধানের ১৪০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণের পূর্বে যে শপথ বা ঘোষণা করেন সেই শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে কোনো ধর্মাশ্রয়ী শব্দাবলির উচ্চারণের প্রয়োজন হয় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

www.pathagar.com

কিছু অবিবেচ্য ও একান্ত অবজ্ঞেয় প্রশ্ন আমাদের মধ্যে নিরন্তর কলহের সৃষ্টি করছে। যেখানে বিরোধ থাকা উচিত নয় সেখানে বিরোধ সৃষ্টি করছে। বেশকিছু অতীত-কথাও আমাদের মধ্যে তিক্ততার জন্ম দিয়েছে। অতীতের অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক গবেষণা ঐতিহাসিকদের জিম্মায় আমরা রেখে দিই না কেন। এই বর্তমানে, ভবিষ্যতের কথা ভেবে ন্যূনতম হলেও একটা নির্দিষ্ট পরিসরে রাষ্ট্রের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্য দেশের সকল রাজনৈতিক দল একটা ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারলে বড় ভালো হয়।

প্রিয় দেশবাসী,

আমরা সবাই সোনার বাংলাদেশকে ভালোবাসি। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সকলের জন্য সম্মানজনক ও সুখী জীবনযাপনের পরিবেশ আমরা নিশ্চয়ই সৃষ্টি করতে পারব। আসুন, আজ থেকে আমাদের সকলের যাত্রা সেই অভীষ্টের লক্ষ্যেই নির্দিষ্ট হোক।

আমাকে সরকারের দায়িত্ব পালনে মাননীয় রাষ্ট্রপতি বরাবর উৎসাহ দিয়ে এসেছেন সরকারি সকল কর্মে সর্বপ্রকারে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন। আমি আমার পক্ষ থেকে ও উপদেষ্টাবর্গের পক্ষ থেকে তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। আমি আমার ভ্রাতৃপ্রতিম উপদেষ্টাগণকে, নির্বাচন কমিশনের প্রধান কমিশনার ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দের, অসামরিক ও প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এবং সর্বোপরি দেশের মালিক জনগণকে পুনর্বার আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।

পরম করুণাময় আমাদের সকলের সহায় হোন
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

ঢাকা, ০৮ আষাঢ় ১৪০৩/২২ জুন ১৯৯৬

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ২

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দেওয়া সাক্ষাৎকার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাদিও ফ্রঁস অ্যাঁতারনাশিওনাল

এই মাত্র ১০০ ঘণ্টা পার হয়েছে এবং এই ১০০ ঘণ্টার মধ্যে আমি মোটের ওপর একটা শ্রদ্ধার্হ উপদেষ্টাবর্গ গঠন করতে পেরেছি। অবস্থার উন্নতি হয়েছে। আইনশৃঙ্খলারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে, একটা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, জনসাধারণ আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। আর রাজনৈতিক দলগুলো এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি এক ধরনের আনুগত্য প্রদর্শন করেছে।

আমাদের নির্বাচনযন্ত্রের পুনর্গঠন করতে হবে—যাতে জনগণ বিশ্বাস করতে শুরু করে যে সবকিছু আইন মোতাবেক চলবে। যারা নির্বাচন করতে চায় তাদের সঙ্গে আমরা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। আমরা সরকারি যন্ত্রেরও উন্নতিবিধান করার চেষ্টা করছি। আমি বলেছি, আপনাদের আশঙ্কা করার কোনো কারণ নেই। আমার কোনো উদ্দেশ্য নেই, কোনো স্বার্থও নেই এবং ৯০ দিন পর আমি আমার ব্যক্তিক জীবনে ফিরে যাব। আমার নিজের এ ব্যাপারে কোনো ব্যক্তিগত ঝুঁকিও নেই। এ দেশের জন্য এবং গণতন্ত্রের জন্য, আমরা আশা করি সফল হব।

প্রশ্ন : *আপনি কি নির্বাচনের তারিখ ঠিক করেছেন?*

উত্তর : আমরা ধরুন দুই-তিন দিনের মধ্যে এটা ঠিক করব। ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ করতে আমার সময় লেগেছে। উপদেষ্টাদের নাম করলেই বোঝা যাবে দৃশ্যত তাঁদের কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি সংস্পর্শ নেই। বিভিন্ন প্রত্যাশার মাঝে আমি একটা ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। আমার মনে হয়, আমার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যাঁদের আমি উপদেষ্টা হিসেবে নিয়ে এসেছি তাঁরা দেশে

www.pathagar.com

এক ধরনের ভালো ভাবের সৃষ্টি করেছেন। একটা ভালো আদর্শ তৈরি করতে আমরা বেশ সাফল্য লাভ করতে পেরেছি।

প্রশ্ন : *আচ্ছা, তাহলে আপনি তো মনে করেন যে বাংলাদেশে ফিরে আসা এবং এই দেশে বিনিয়োগ করার জন্য বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য এখন সময়টা ভালোই?*

উত্তর : অবস্থার দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। আমি নিশ্চিত যে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আর মুনাফাসন্ধানী প্রতিষ্ঠানগুলোও আবহাওয়ার বিচার করে তাঁরা আসবেন যদি তাঁদের আশ্বস্ত করা যায় যে তাঁরা মুনাফা ঘরে নিয়ে যেতে পারবেন, তাঁদের মালের একটা বাজার পাবেন এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে তাঁরা মালও কিনতে পারবেন ইত্যাদি। ব্যবসা তো ব্যবসা।

৪ এপ্রিল ১৯৯৬ সম্প্রচারিত

www.pathagar.com

ডব্লিউটিএন

প্রশ্ন : *তত্ত্বাবধায়ক সরকার কীভাবে কাজ করতে চাইছে?*

উত্তর : নির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চেয়ে বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ নির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য দায়িত্ব পালন করে। আমাদের সরকার নির্দলীয়। আমাদের নিরপেক্ষতা আমাদের শক্তি; কেউ বলতে পারেন, এটা আমাদের দুর্বলতা। আমি সাংবিধানিক বিধি মোতাবেক প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছি। উপদেষ্টামণ্ডলী এবং নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের ব্যাপক সমঝোতার ভিত্তিতে।

এসব প্রয়াসের কিছু অন্তর্নিহিত দুর্বলতা রয়েছে। যা-ই হোক, একটি প্রতিষ্ঠিত সরকার হিসেবে, দেশের সংবিধান ও আইন অনুযায়ী আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। প্রশাসনকে জোরদার করা হয়েছে। আমরা বেসামরিক কর্মকর্তাদের সক্রিয় করে তুলেছি। আমরা তাঁদের মধ্যে দ্রুত কর্তব্য সম্পাদনের মনোভাব জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। আমরা আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর।

প্রশ্ন : *তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনায় আপনি কী ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করছেন?*

উত্তর : আমরা যখন প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করি, তখন দেশে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছিল। আমাদের ক্ষমতা গ্রহণের পর জনগণের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে। উত্তেজনা প্রশমিত হয়। বর্তমানে দেশের সব মানুষ আমাদের পেছনে রয়েছে। আমাদের ভাবমূর্তির কোনো সমস্যা নেই। প্রাথমিক কঠিন সমস্যাগুলো দূর হয়ে গেছে। অর্থনীতির চাকা সচল হয়েছে। সন্তুষ্টিমতো অস্ত্র উদ্ধার আমরা করতে পারিনি বটে, তবে অস্ত্রের মহড়া লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। আমরা পরিস্থিতির ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখছি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : *আসন্ন নির্বাচনকে দেশবাসী ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য পূর্ববর্তী সরকারের চেয়ে কী কী ভিন্ন পদক্ষেপ আপনারা গ্রহণ করেছেন?*

উত্তর : বর্তমান প্রশাসন সংবিধানের অধীনে গঠিত নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। কমিশন নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম দূর করার জন্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং জরুরি কর্মসূচির ভিত্তিতে পোলিং এজেন্ট ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল নির্বাচন-পরবর্তী অভিযোগসমূহ নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষা করবে। নির্বাচন সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য সরকার কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেবে।

নির্বাচনকে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণভিত্তিক করার জন্য আমরা সব ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছি। আমাদের তথ্য বিভাগ গণমাধ্যমে ভোটারদের শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করবে। ভোটারদের ৪৮ শতাংশ নারী। আপনি জানেন, আমাদের দুই প্রধান নেত্রীও নারী। নারী ভোটারদের ব্যাপক উপস্থিতি আশা করা হচ্ছে। আমরা নিজেরা এই নির্বাচনে বিজয়ী হতে চাই না, কিন্তু আমাদের সুনাম এখন প্রশ্নের সম্মুখীন। আমরা চাই যাঁরা আসল ক্ষমতার মালিক সেই জনগণের বিজয়। এবং চাই তাঁরা যেন ভয়-ভীতিমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

প্রশ্ন : *সশস্ত্র সংঘাত এড়িয়ে দুই প্রধান দলের নেতাদের (আওয়ামী লীগ ও বিএনপি) কীভাবে নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর প্রস্তাব করেন?*

উত্তর : আপনি যে দুটি নাম বললেন, সে দুটিসহ সব রাজনৈতিক দল আমাদের সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। তারা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা কোনো মহলেরই সশস্ত্র সংঘাত বরদাশত করব না।

প্রশ্ন : *নির্বাচনের কঠিন সময়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আপনার ক্ষমতা কীভাবে প্রয়োগের পরিকল্পনা করেছেন?*

উত্তর : প্রজাতন্ত্রের সব শক্তি আমাদের পেছনে রয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে প্রশাসনযন্ত্রকে সুশৃঙ্খল ও গতিশীল করে তুলেছি। নির্বাচনের সময় বিশেষ করে নির্বাচনের দিন আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গোটা প্রশাসনকেই পূর্ণোদ্যমে কাজে লাগানো হবে।

প্রশ্ন : *আপনি কি মনে করেন সব রাজনৈতিক দলের কাছেই নির্বাচনী ফলাফল গ্রহণযোগ্য হবে?*

উত্তর : একজন ভালো খেলোয়াড় খেলার ফলাফল মেনে নেন, যদি তাতে তিনি পরাজিতও হন। কিন্তু রেফারির অবশ্য কর্তব্য হলো খেলা সঠিকভাবে পরিচালনা করা। সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চয়ই সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

www.pathagar.com

নির্বাচন একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়া। কেউ জিতবেন, কেউ হারবেন। আমি নিশ্চিত যে রাজনৈতিক দলগুলো বিষয়টিকে সেভাবে নেবে। তারা মহানুভবতার পরিচয় দেবে এবং জাতীয় ঐকমত্যের জন্য কাজ করে যাবে, যা খুবই প্রয়োজন। মানুষ স্বস্তি চায়।

প্রশ্ন: *আপনি কি নিশ্চিত যে আপনি একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারবেন?*

উত্তর: হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমরা প্রাথমিকভাবে একবার ব্যবহারযোগ্য একটি লক্ষ্য হাসিলের সরকার। আমরা একটি অবাধ, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমার সহকর্মীরাও এ কাজের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা এমন একটি নির্বাচন উপহার দেব, যার জন্য সবাই গর্ব করতে পারবেন।

৪ মে ১৯৯৬
মূল ইংরেজি থেকে অনূদিত

www.pathagar.com

জার্মান বেতার তরঙ্গ

প্রশ্ন : *বিচারপতি হাবিবুর রহমান, আবার এসেছে পঁচিশে বৈশাখ। এই দিনটি বাঙালির বোধ, তার চেতনার সঙ্গে এত গভীরভাবে মিশে আছে কেন?*

উত্তর : কারণ আজ যেসব বিষয় আমাদের চেতনাকে আঘাত করে; জনগণের প্রতি অবিশ্বাস, আবার জনতা মহারাজের প্রতি নতজানু সম্ভ্রমবোধ, জাতীয়তাবাদের অভিশাপ, সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রের অপূর্ণতা, দেশহিতৈষা, পরিবেশ, পরিবার পরিকল্পনা, আমলার দৌরাত্ম্য, বিচারের বিলম্বিত বিপত্তি, সমবায়-স্বয়ম্ভর আন্দোলন, শিক্ষা ও শিক্ষার মাধ্যম, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, প্রেম ও পরকীয়া, নর-নারীর সম্পর্ক ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ে রবীন্দ্র-রচনাবলি সমৃদ্ধ। তাই আমাদের সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য একাংশ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ মিশে আছেন আমাদের চেতনার সঙ্গে।

প্রশ্ন : *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'—এই গানখানি মানুষের মুখে উঠে আসে এবং তা স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অস্ত্র হয়ে যায়। কী আছে এই গানে, যার ফলে এমনটি সম্ভব হয়েছিল?*

উত্তর : আমাদের দেশের পোশাকি নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, কিন্তু আমরা আদর করে নিজের দেশকে 'সোনার বাংলা' বলি। রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' গানের অনেক আগে থেকে এই আদরের নাম এ দেশে প্রচলিত আছে। ঝট করে আমি বলতে পারি হুতোম প্যাঁচার নকশায় আছে—'হ্যাঁ লো সোনার বাংলা খান, পোড়ালে নীল হনুমানে।' সোনার বাংলার মতোই বড় মায়াভরা নাম রয়েছে, যেমন—ইংল্যান্ডের মেরি ইংল্যান্ড বা জার্মানির শোনে ডয়েচলান্ড শব্দাবলিতে। আমার 'সোনার বাংলা' বড় বেদনার গান। মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবশত্রুদের কারণে আমার মায়ের মুখ যখন মলিনবদন ধারণ করে

www.pathagar.com

তখন এই গান আমাদের বড় আপন হয়ে দেখা দিয়েছিল। দেশের শোভা, ছায়া, স্নেহ ও মায়ার টানে দেশকে ভালোবেসে নয়নজলে ভেসে এই গান আমরা গেয়েছিলাম।

প্রশ্ন: *বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায়, স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি রয়েছে অনেক আগে থেকেই। যেমন ধরা যাক, ১৯৬১ সালে তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকদের বিরোধিতা এবং পাকিস্তানপন্থী একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর প্রবল বিরুদ্ধাচরণের মুখে সাফল্যের সঙ্গে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন। আপনি নিজেও সেই উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কেন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ পালনের সেই উদ্যোগ?*

উত্তর: রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনে যখন দেশের শত্রুদের কাছ থেকে বাধা আসে তখন চিত্তের স্বাধীনতা, আমাদের মনন-চর্চার স্বাধীনতা ব্যাহত হয়। তাই সেদিন আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

প্রশ্ন: *শতবর্ষ উদ্‌যাপনের সেই ঘটনা বাঙালির চেতনায় কী ধরনের অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল?*

উত্তর: হীরের টুকরো বাংলাদেশ যে অন্ধকারে ছিল তা বিভিন্ন ধর্মের আলোকে এবং লালন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখ প্রতিভার কিরণের প্রাণস্পর্শে আবার জেগে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ কবি য়েট্‌স-এর প্রসঙ্গে একটা কথা বলেছিলেন। 'হীরার টুকরা যেমন আকাশের আলোককে প্রকাশ করার দ্বারাই আপনাকে প্রকাশ করে তেমনি মানুষের হৃদয় কেবল নিজের ব্যক্তিগত সত্তায় প্রকাশই পায় না, সেখানে সে অন্ধকার। যখনই সে আপনাকে দিয়া আপনার চেয়ে বড়োকে প্রতিফলিত করিতে পারে তখনই সে আলোকে সে প্রকাশ পায়...সেই আলোককে সে প্রকাশ করে।' এই কথাগুলোর মর্ম উপলব্ধি করলে সহজেই বোঝা যাবে আমাদের মনে রবীন্দ্রনাথ কী প্রভাব বিস্তার করেছিল সেই রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের দিন।

প্রশ্ন: *আজকের বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চার রূপটি সম্পর্কে কিছু বলবেন?*

উত্তর: বাংলাদেশে এখন রবীন্দ্রচর্চা বেশ ব্যাপকতা লাভ করেছে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে শখানেক গ্রন্থ ও কয়েক হাজার প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ওপর প্রবন্ধাদি পঁচিশে বৈশাখ ও বাইশে শ্রাবণ নিয়মিত ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথ আছেন বাংলাদেশের হৃদয়জুড়ে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের ষড়্‌ঋতুর বৈতালিক, আমাদের আনন্দ-বেদনার সঙ্গী।

প্রশ্ন: *বিচারপতি হাবিবুর রহমান, আপনার নিজের রবীন্দ্রচর্চার প্রসঙ্গে আসা যাক। রবীন্দ্রনাথ নিয়ে চারখানা গ্রন্থ আপনার। বিষয়-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ নিয়ে লেখালেখির শুরু কীভাবে? রবীন্দ্রনাথ কি আপনাকে ভাবনায় উদ্দীপিত করে?*

www.pathagar.com

উত্তর: এ সম্পর্কে মাস আটেক আগে একটা ছোট্ট লেখায় 'আমার রবীন্দ্রনাথের কড়চায় কিছু কথা বলেছি। পঞ্চাশ পার হওয়ার পূর্বে অবরে-সবরে কালেভদ্রে যা রবীন্দ্রনাথ আমি পড়তাম, তার চেয়ে শুনতাম বেশি তাঁর গান। বাংলাদেশে সব কটি ঋতু নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য ঋতু-পার্বণের যে গান লিখে গেছেন তা ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলে গাইতে পারে এবং শুনে আনন্দ পায়।' আমি বলেছিলাম: " 'এসো এসো এসো হে বৈশাখ', 'আজি বরষণ মুখরিত শ্রাবণ রাত্রি', 'হৃদয়, আমার নাচেরে আজিকে', 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে', 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি', 'হিমের রাতে ঐ গগনের', 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে', 'প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায়', 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' ইত্যাদি প্রকৃতি-পার্বণের গান আমাদের মনের গহনে কখন স্থান করে নিয়েছে। যেসব গানে রয়েছে দুই নয়ন মেলে অপরূপা জগৎকে দেখার কথা, 'জীবনের পরম লগন কোরো না হেলা', 'জীবনে যত পূজা হল না সারা' বা 'যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যায়' অথবা যেসব সুরে রয়েছে অতিজগতের ইঙ্গিত, 'সীমার মাঝে অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর', 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরান সখা হে বন্ধু আমার' বা 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো', সেই সব গান, সেই সব সুর মনে এক অব্যক্ত বেদনার সঞ্চার করে অবশেষে কখন যে শমে আমাদের মাঝে পৌঁছে দেয় আমরা তার খেয়াল পাইনে।" ১৯৮০ সালের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলা একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত এক সভায় সভাপতিত্ব করার পূর্বে প্রস্তুতিস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের কিছু লেখা আমি পড়ি। সেদিন এক ধরনের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটে। সেই থেকে, সেই থেকে শুরু আমার রবীন্দ্রপাঠ। রবীন্দ্রনাথকে আমি গুরু হিসেবে কোনোদিন দেখি না। আমি অন্যত্র বলেছি, রবীন্দ্রবাক্য আনন্দলহরী, শিরোধার্য গুরুবচন নয়। বিদেশি লেখকদের লেখা যেভাবে পড়ি তেমনিভাবে আমি রবীন্দ্রনাথ পড়ি, কিন্তু বাংলা উচ্চারণমাত্রই মনে যে সুর বাজে, তার অনুরণন বিদেশি উৎকৃষ্ট সাহিত্য পড়েও ঘটে না।

৭ মে ১৯৯৬

www.pathagar.com

বিবিসি রেডিও

প্রশ্ন : *বে-আইনি অস্ত্র উদ্ধার সম্পর্কে জোর দেওয়া হলেও অভিযোগ করা হচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে না। যদি তা ঠিক হয় তবে নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখবেন কী করে?*

উত্তর : বে-আইনি অস্ত্র উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এ অভিযানকে আমরা আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ জন্য রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্র এবং নিরাপত্তা বাহিনীসমূহকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে পুরোপুরি নিয়োগ করা হবে। বে-আইনি অস্ত্রধারীরা যাতে কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থন বা ছত্রচ্ছায়া না পায়, এ বিষয়ে আমরা রাজনৈতিক দলসমূহের সমর্থন চেয়েছি। তারা এ বিষয়ে সরকারকে যথাযথ সমর্থন দেবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। আশা করা যায়, এসব ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হবে এবং নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে। অস্ত্রের ব্যবহার লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। দেশে মোটামুটি শান্তি বিরাজ করছে।

প্রশ্ন : *নির্বাচনের সময় কি কোনো গোলমালের আশঙ্কা আছে? সে ধরনের কোনো আভাস পাচ্ছেন কি?*

উত্তর : না। আমরা বড় ধরনের কোনো গোলমালের আশঙ্কা করছি না। দেশের সব রাজনৈতিক দলই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তা ছাড়া, নির্বাচন কমিশন, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলসমূহ এবং প্রার্থীদের জন্য একটি নির্বাচনী আচরণবিধি প্রণয়ন করেছে। এ আচরণবিধির যথাযথ প্রয়োগ অবশ্যই নির্বাচনে কোনোরূপ গোলমাল পরিহার করতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আমরা কিছু

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় আইন সংস্কারও করেছি। নির্বাচন-পূর্ব ও নির্বাচন-পর বে-আইনি কর্মকাণ্ডের জন্য দেশের আইনি কাঠামো জোরদার করা হয়েছে।

প্রশ্ন : *তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি কোনো রাজনৈতিক চাপের মুখে আছে? থাকলে কী ধরনের?*

উত্তর : বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছে রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে। এই সরকার যাদের নিয়ে গঠিত হয়েছে তারা কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিপক্ষ নন এবং ভবিষ্যতেও রাজনীতি করবেন না। এই প্রেক্ষিতে এই সরকারের ওপর কোনো রাজনৈতিক চাপ আছে বলে আমার মনে হয় না বা তা থাকারও কোনো অবকাশ নেই। তবে রাজনৈতিক দলের বা গোষ্ঠীর কিছু দাবি-দাওয়া থাকতে পারে, যা মূলত কিছু কিছু সমস্যাকে ঘিরে। যেমন—প্রায় সব দলই দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ওপর জোর দিয়ে যাচ্ছে। তারা চাচ্ছে আগামী নির্বাচনে যাতে বে-আইনি অস্ত্র বা পেশিশক্তি ব্যবহার না হয়। এ বিষয়ে কারও কোনো দ্বিমত নেই। দেশে সমস্যা নানান ধরনের রয়েছে। সীমিত সময়ের মধ্যে এসব সমস্যার সমাধান দেওয়া বা অনেক ক্ষেত্রে কোনো প্রচেষ্টা নেওয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে না। এই সীমিত সময়ের মধ্যে আমাদের যে মূল লক্ষ্য তা সুষ্ঠুভাবে পালনের ওপর আমরা জোর দিচ্ছি। একই সঙ্গে অবশ্যই যেসব দাবি-দাওয়া বা সমস্যার কথা বলা হচ্ছে সেগুলোর দিকে আমরা সাধ্যমতো দৃষ্টি দিচ্ছি।

প্রশ্ন : *একটি দল অভিযোগ করছে যে ব্যাপক প্রশাসনিক রদবদলের মাধ্যমে তাদের কোণঠাসা করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এসব রদবদলে কি কোনো পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে?*

উত্তর : এরূপ অভিযোগ ঠিক এসেছে কি না তা আমার জানা নেই এবং যদিও এসে থাকে এর কোনো ভিত্তিও নেই। যেকোনো নতুন সরকারের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশাসন ভিন্ন হবে—এটাই দেশের সব মানুষের আশা। আমাদের নিরপেক্ষতা যাতে সহজেই প্রতিভাত হয়, সেই উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট বিধিমালার মাধ্যমে প্রশাসনে আমরা কিছু পরিবর্তন এনেছি। নিরপেক্ষ মাপকাঠির সঙ্গে বিভিন্ন মাত্রা যোগ করে ভারসাম্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি। যাদের বদলিযোগ্য মনে হয়েছে কেবল তাদেরই বদলি করা হয়েছে। এ রদবদল শুদ্ধিকরণ নয় বা কারও ওপর দোষারোপের জন্য নয়। প্রশাসনের উন্নতিবিধানে নানান বিবেচনা করে একান্ত আবশ্যকীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালে ৪৮ জন জেলা প্রশাসক এবং পরে নির্বাচিত সরকার ১৯৯১ সালে ৪৫ জন জেলা প্রশাসককে বদলি করে। আমরা মাত্র ২৭ জন জেলা প্রশাসকের বদলির নির্দেশ দিয়েছি। ১৯৯০ সালে ৫২ জন পুলিশ সুপারকে বদলি করা হয়েছিল, আমরা ৩৩ জনকে বদলি করেছি।

প্রশ্ন : *অন্য একটি দল বলছে প্রতিরক্ষা দপ্তর প্রেসিডেন্টের হাতে থাকাটা*

www.pathagar.com

সাধারণভাবে সাংবিধানিক আচরণের বহির্ভূত কাজ। আপনার কি মনে হয় এর ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনো ধরনের চাপের সম্মুখীন হতে পারে?

উত্তর : সাংবিধানিক আয়োজনের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রেসিডেন্টের হাতে ন্যস্ত রয়েছে। এর ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বর্তমানে কোনোরূপ চাপের সম্মুখীন হয়নি এবং পরে হবে বলে আমি মনে করি না। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানকল্পে দেশের সব শক্তি সাংবিধানিকভাবে দায়বদ্ধ। সদ্‌বিবেচনা, সদিচ্ছা ও কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে যাব।

প্রশ্ন : *তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি সাবেক সরকারের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতিসংক্রান্ত আইনগত ব্যবস্থা নেবে?*

উত্তর : দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমাদের দেশে স্থায়ী আইনগত প্রক্রিয়া রয়েছে। এ সাধারণ প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে অব্যাহত থাকবে। এ ব্যাপারে কোনো দল, গোষ্ঠী বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো বিশেষ তৎপরতা চালানোর আমাদের কোনো ইচ্ছা নেই।

প্রশ্ন : *তত্ত্বাবধায়ক সরকার চালাতে গিয়ে আপনার কি অভিজ্ঞতা হয়েছে?*

উত্তর : নির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চেয়ে বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ নির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য দায়িত্ব পালন করে। আমাদের সরকার নির্দলীয় সরকার। সীমিত সময়ের জন্য গঠিত আমাদের শক্তি আমাদের নির্দলীয় নিরপেক্ষতা, কেউ আবার বলতে পারেন তা আমাদের দুর্বলতা। আমি প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছি সাংবিধানিক বিধি মোতাবেক। উপদেষ্টামণ্ডলী এবং নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের ব্যাপক সমঝোতার ভিত্তিতে। সংবিধান এবং দেশের আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত সরকার হিসেবে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। সম্প্রতি আমরা প্রশাসনকে জোরদার করেছি। আমরা সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে দ্রুত কর্তব্য সম্পাদনের মনোভাব জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। আমরা আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনে বদ্ধপরিকর। এই সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আমরা এই মূল লক্ষ্যের ওপর বেশি নজর দিচ্ছি। এই সরকার সীমিত আকারে গঠিত বলে এবং সময়ও অনেক সীমিত হওয়ার কারণে আমাদের প্রচণ্ড চাপের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। দেশে বহুবিধ সমস্যা সম্পর্কে আমরা অবহিত হয়েছি এবং যথাসম্ভব সেগুলোর সমাধান বা প্রতিকার করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। আগামীতে যে নির্বাচিত সরকার আসবে তাদের জন্য অনেক কিছুই করার থাকবে। অনেক সমস্যারও তারা সম্মুখীন হবে, যা আমরা বেশ বুঝতে পারছি। আমরা শুধু আশা করব যে দেশ ও জাতির কল্যাণে, তারা নিয়োজিত হবে এবং সব সমস্যার সমাধানে তারা সফলকাম হবে।

৯ মে ১৯৯৬

www.pathagar.com

ভয়েস অব আমেরিকা

প্রশ্ন : *বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে আপনি সোমবার ২০ শে মে যে ভাষণ দিয়েছেন এবং দেশে যাতে কোনোরকম রক্তপাত না হয়, যাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকে এ জন্য যে আবেদন রেখেছেন, অনেক মহলেই তা প্রশংসিত হয়েছে। তবে সেনাবাহিনীর ব্যাপারে যা কিছু ঘটে গেল, তা নিয়ে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রপতির নেওয়া পদক্ষেপের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রকাশ্যে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছে, জনসভা-মিছিল করেছে, প্রতিবাদ ও পাল্টা প্রতিবাদ জানিয়েছে। এ সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন, বিশেষত এসব ঘটনা আসন্ন নির্বাচনের ওপর কতটা প্রভাব রাখবে?*

উত্তর : সেনাবাহিনীতে উদ্ভূত ঘটনায় দেশের শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এতে আসন্ন নির্বাচনের ওপর অবশ্যই মারাত্মক প্রতিকূল প্রভাব পড়ত। কিন্তু পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক এবং নিয়ন্ত্রণাধীন। এ অবস্থায় আমি মনে করি, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোনো অসুবিধা হবে না। আমি আশা করি, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ আমাদের প্রধান লক্ষ্য সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে মনোনিবেশ করবেন এবং এ লক্ষ্যে ইতিবাচক ভূমিকা অব্যাহত রাখবেন। দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বজায় রাখতে হলে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের জনগণও তা-ই চান।

প্রশ্ন : *তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন পরিচালনার ব্যাপারে সামরিক বাহিনীর সহায়তা নেবেন বলে শোনা গিয়েছিল। বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতির আলোকে এ ব্যাপারে আপনার সরকার কী করবেন? নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের*

www.pathagar.com

জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি সামরিক বাহিনীকে কাজে লাগাতে চান, তাহলে সুনির্দিষ্ট কি দায়িত্ব তাদের দেওয়া হবে?

উত্তর : সংসদ নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা দানের জন্য প্রয়োজনবোধে দেশের সাধারণ আইন অনুযায়ী সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তখন সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব আইনশৃঙ্খলা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার কাজেই সীমিত থাকবে। প্রয়োজনবোধে উপকূলবর্তী মনপুরা, সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া, মহেশখালী ও হাতিয়া থানায় কিছুসংখ্যক নৌবাহিনীর সদস্য ভ্রাম্যমাণ ফোর্স হিসেবেও কাজ করতে পারে।

প্রশ্ন : *১৯৯১-এর নির্বাচনের তুলনায় এবারকার নির্বাচন পরিচালনা এবং সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে ভোটাভুটির আয়োজন করা আরও কঠিন হবে বলে অনেকে মনে করেন। হিংসা, হানাহানি, সন্ত্রাসমুক্ত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আপনি বিশেষ কী পদক্ষেপ নিচ্ছেন এবং আরও নেবেন?*

উত্তর : এ জন্য আমরা অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারসহ সকল ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও অপরাধ দমনে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছি। এর ফলে ইতিমধ্যে দেশব্যাপী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে। বিপুল পরিমাণ অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপও অনেক কমে এসেছে। এ বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং নির্বাচনের সময় তা আরও জোরদার করা হবে। তা ছাড়া, নির্বাচন কমিশন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলসমূহ এবং প্রার্থীদের জন্য একটি নির্বাচনী আচরণবিধি প্রণয়ন করেছে। এ আচরণবিধি অবশ্যই হিংসা, হানাহানি ও সন্ত্রাসমুক্ত সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিশেষ সহায়ক হবে।

প্রশ্ন : *সামগ্রিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব পরিচালনায় আপনার সরকার সকলের সহযোগিতা পাচ্ছেন কি? এ ক্ষেত্রে অসামরিক সরকারি কর্মচারী এবং সেই সঙ্গে সামরিক বাহিনীর তরফে সহযোগিতা কতটা লক্ষ করছেন?*

উত্তর : হ্যাঁ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব পরিচালনায় আমরা সকলেরই সহযোগিতা পাচ্ছি। তবে রাজনৈতিক দলসমূহের পক্ষ থেকে আমাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী, তা মোকাবিলা করতে হচ্ছে। অসামরিক সরকারি কর্মচারীরা সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। সামরিক বাহিনীও নিষ্ঠার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন বলে আমি আস্থাবান।

প্রশ্ন : *অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়াই আপনার সরকারের মূল দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে আপনারা কতটা সফল হবেন বলে আপনি মনে করেন?*

www.pathagar.com

উত্তর : আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে অবশ্যই সফল হব বলে আমি মনে করি। এ লক্ষ্য অর্জনে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং দৃঢ়সংকল্প। আমরা একটি অবাধ, স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বদ্ধপরিকর। এ জন্য আমাদের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে এবং আমি ও আমার সহকর্মীগণ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সবশেষে, আপনাদের মাধ্যমে সকল দেশি এবং বিদেশি রেডিও, টিভি ও অন্যান্য সংবাদ এবং জনসংযোগ সংস্থার কাছে একটি সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে চাই যে আপনারা এমনভাবে কোনো অসমর্থিত তথ্য বা মন্তব্য পরিবেশন করবেন না, যাতে আমাদের নির্বাচনী কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ বৈদেশিক সংবাদদাতা সমিতির (ওকাব) সঙ্গে বৈঠক

ফোর্থ এস্টেট (সংবাদপত্র-জগৎ)-এর ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

সম্ভবত আপনাদের অধিকাংশই এ দেশের নাগরিক। আর তা যদি নাও হন, আপনারা নিশ্চয়ই এ দেশের সমস্যাবলির সঙ্গে পরিচিত। আপনারা পরিচিত সেসব প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের সাথে, যা আমরা সযত্নে লালন করি।

সাতটি ইংরেজি শব্দ—রত্নের জন্য আমি এখানে: The last retiring Chief Justice of Bangladesh—বাংলাদেশের সর্বশেষ অবসরগ্রহণকারী প্রধান বিচারপতি।

ছাত্রজীবনে বন্ধুরা আমাকে বলত, রাজনীতিই নাকি আমার জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু এসএম হল ছাত্রসংসদের এক অতি ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, এ পথ আমার জন্য নয়। আপনারা জানেন, যেকোনো উন্নয়নশীল দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠান এক বিশাল দুরূহ ব্যাপার। সে কাজটা আরও বেশি কঠিন হয়ে পড়ে যখন চার মাসের মধ্যে দু-দুটো নির্বাচনের আয়োজন করতে হয়। বাংলাদেশের ভোটারের সংখ্যা পাঁচ কোটি ৬০ লাখ। এই নির্বাচন উপলক্ষে তিন লাখ ৭০ হাজার কর্মকর্তা ও কর্মচারী কাজ করবেন। বিপুলসংখ্যক পুলিশ, আনসার ও বিডিআর আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত থাকবেন। প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪০ হাজার সদস্যকে মোতায়েন করা হবে। আমাদের গরিব দেশে এসব অনতিক্রম্য সমস্যা আমাদের এখন মোকাবিলা করতে হবে।

আইন-প্রয়োগকারী সংস্থার প্রত্যেক সদস্যের হাতে আমরা রাইফেল তুলে দিতে পারিনি। আমরা আনসারদের সবাইকে ইউনিফর্মও দিতে পারিনি। আমরা

www.pathagar.com

অবশ্য পোলিং এজেন্টদের সম্মানী বাড়িয়ে দিয়েছি, যাদের অধিকাংশই স্কুলশিক্ষক। ভোটকেন্দ্রে বেড়া নির্মাণ ইত্যাদি কাজের খরচের অঙ্কও আমরা বাড়িয়ে দিয়েছি। গোটা দেশ এখন নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত। আমি প্রায়ই বারবার বলছি যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পেছনে রয়েছে প্রজাতন্ত্রের সমস্ত শক্তি। রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মচারী পর্যন্ত সকল নির্বাহী ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির সাংবিধানিক দায়িত্ব হচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা দেওয়া। নির্বাচন কমিশন একদল অতি নিবেদিতপ্রাণ কর্মচারীকে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশে অনেক পত্রপত্রিকা আছে। অনেক সমস্যাও আছে। তবে আমি মনে করি না, দেশে তেমন কোনো বিরোধের অস্তিত্ব আছে, যা সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। এই নির্বাচন সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে বলে আমি আশা রাখি। আমার পক্ষে আপনাদের আর সময় নেওয়া ঠিক হবে না। এবার আপনারা প্রশ্ন করুন।

প্রশ্ন: *কোনো কোনো রাজনৈতিক দল ও সংবাদপত্র এই বলে জল্পনা করে থাকেন যে বর্তমান সরকারের অভ্যন্তরে দ্বৈত শাসন চলছে। আপনি কি বর্তমান সরকারের প্রকৃত অবস্থাটা ব্যাখ্যা করবেন?*

উত্তর: দেখুন, গরিবের পৃষ্ঠপোষক অনেক। আর বাংলাদেশ সম্পর্কে যেমন আশঙ্কা আছে, তেমনি উপদেশদাতারও অভাব নেই। উন্নয়নশীল যেকোনো দেশে নির্বাচন-মরশুমে আপনারা অসংখ্য ভবিষ্যদ্বক্তা দেখবেন, যাঁরা কেবল অমঙ্গল দেখতে পান। আমার দিক থেকে এটুকু বলতে পারি, আমার তেমন কোনো রকম আশঙ্কা নেই। আমরা একটা সাংবিধানিক আয়োজনের মধ্যে কাজ করছি। বর্তমানে যে সাংবিধানিক ব্যবস্থাটি রয়েছে, তা শুধু আপনাদের কাছেই নয়, আমাদের নিজেদের কাছেও অপরিচিত। তবে আমার কাছ থেকে জেনে নিন যে এ দেশে সরকার একটাই আছে। এখানে কোনো দ্বৈত শাসন নেই। সাংবিধানিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন কর্মকর্তা এখানে অবশ্য বিভিন্ন দায়িত্ব সম্পাদন করে থাকেন। কিন্তু এক সরকার হিসাবে একই ছন্দে কাজ করার ব্যাপারে আমার জন্য এটা কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না এবং দাঁড়াবেও না। আপনার প্রশ্নের যদি যথাযথ উত্তর না দিয়ে থাকি, তাহলে আমাকে অনুপূরক প্রশ্ন করতে পারেন।

প্রশ্ন: *আপনার ও মহামান্য রাষ্ট্রপতির মধ্যে সম্পর্ক কেমন? সেই সম্পর্ক কি ভালো ও কার্যোপযোগী?*

উত্তর: রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমার সম্পর্ক, আমি দুই দশকের বেশি সময় ধরে রাষ্ট্রপতিকে চিনি। আমরা দুজনে একই পেশায় ছিলাম। আমি যখন জজ ছিলাম, উনি আমার কোর্টে মামলা পরিচালনা করেছেন। উনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর আমি

www.pathagar.com

তাঁকে শপথ পাঠ করিয়েছিলাম। আবার আমি দেশের প্রধান বিচারপতি হওয়ার পর উনি আমাকে শপথ পাঠ করিয়েছিলেন। আলাপ-আলোচনার জন্য আমাদের দুজনার মধ্যে বেশ ভালো সম্পর্ক রয়েছে।

প্রশ্ন : *কেউ কেউ বলেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করার জন্য সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীতে অন্যতম সুনির্দিষ্ট যে বিধান রাখা হয়েছে, আপনার তা জানা ছিল না। এ সম্পর্কে অনুগ্রহ করে কিছু মন্তব্য করবেন কি?*

উত্তর : নির্বোধেরাই বলবে আমি তা জানতাম না। এই সাংবিধানিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোরও কোনো অর্থ নেই। তবে আমি যেটার ওপর জোর দিয়েছিলাম তা হচ্ছে, আমি বলেছিলাম প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে আমার সঙ্গে অবশ্যই সহযোগিতা করতে হবে। আমি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলাম যে আমাকে পূর্ণ সহযোগিতা দেওয়া না হলে আমি এ দায়িত্বভার নেব না। কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী পত্রিকার মারফতে জানান যে আমাকে সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়া হবে। আবার কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে আমার সাথে দেখা করেন, কোনো কোনো সময় টেলিফোন করে বলেন যে আমাকে পূর্ণ সহযোগিতা দেওয়া হবে। আমার কোনো বন্ধু এমনও বলেছিলেন, তুমি ওনাদের কাছ থেকে লিখিত অঙ্গীকার নিয়ে রাখো না কেন। আমি তাঁদের বলেছিলাম, মুখের কথাই তো যথেষ্ট। দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধেই এ ব্যাপারে আমার কোনো অভিযোগ নেই। তাঁরা আমার সঙ্গে কতখানি সহযোগিতা করছেন, সেটা প্রশ্ন নয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকলকে আমি সরকারের সহযোগিতা কতদূর পৌঁছে দিতে পারছি, সেটাই হলো আমার ভাবনার ব্যাপার, যা আমি আগেও আরেকটি বার্তা সংস্থার কাছে বলেছি।

প্রশ্ন : *পত্রিকার খবরে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় কূটনীতিকরা যেখানে-সেখানে যাচ্ছেন এবং ভারত থেকে কিছু টাকা-পয়সাও আসছে, এ প্রশ্নে আপনার কাছ থেকে কি সত্যিকারের চিত্রটা প্রত্যাশা করা যেতে পারে?*

উত্তর : তাঁরা কোন ধরনের লোকের কথা বলছেন আমি জানি না। অধিকাংশ কূটনীতিক কোথাও গেলে কোন জায়গায় যাবেন এবং কতক্ষণ থাকবেন—সে সম্পর্কে প্রায়ই আগে থেকে আমাদের জানিয়ে থাকেন। সুতরাং এখানে অবস্থানরত বিদেশি কূটনীতিকদের গতিবিধির ব্যাপারে আমার বিশেষ কোনো উদ্বেগের কারণ নেই।

প্রশ্ন : *কিছু কিছু রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ আমাদের প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন এবং কিছু বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। আপনি কি এ সম্পর্কে কিছু বলবেন? এই দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যকার সম্পর্কের ওপর আপনার মন্তব্য জানাবেন?*

www.pathagar.com

উত্তর: ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার এক বড় বন্ধু। ভারত আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী দেশ। তবে দুই প্রতিবেশী-ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের মধ্যে অনেক রকম সমস্যাও দেখা দেয়। অনেক সময় বোনরাও মরিয়া হয়ে ঝগড়া করে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যেও কিছু খুঁটিনাটি সমস্যা রয়েছে। আমি নিশ্চিত যে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার এসব কঠিন সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে সক্ষম হবেন। ভারতে নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছেন। সেই সরকারের নতুন প্রধানমন্ত্রীকে আমি ইতিমধ্যেই অভিনন্দন জানিয়েছি। আমার স্থিরবিশ্বাস যে ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের ভাবী প্রধানমন্ত্রী—যাঁকে আমি নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরপরই ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি—তাঁরা দুজনে মিলে দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাবেন। তার ফলে এশিয়ার স্বপ্ন বলে যে কথা লোকমুখে শোনা যায়, সে স্বপ্ন একদিন বাস্তবে রূপায়িত হবে সার্কের পতাকাতলে কর্মরত বন্ধুদেশগুলোরই হাত দিয়ে। আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে আমার বিশেষ কোনো আশঙ্কার কারণ নেই।

প্রশ্ন: *আপনার কি মনে হয় নির্বাচনের পর ক্ষমতা-হস্তান্তর শান্তিপূর্ণভাবে হবে?*

উত্তর: বাচ্চাদের গল্প বলার সময় মাঝে মধ্যে আপনারা এবং আমাদের দেশে দাদা-দাদিরা বলেন, 'হুঁ বলবে, ঘুমিয়ে পড়ো না, ঘুমিয়ে পড়লে কিন্তু গল্প বলব না।' গল্পের শেষে বলা হয়, 'তারা সুখে বসবাস করতে লাগল।' আমাদের রাজনীতিকেরা তাঁদের প্রত্যাশিত ভূমিকাটি পালন করবেন। নির্বাচনের বৈরী পরিবেশে সৃষ্ট উত্তাপ ভুলে গিয়ে তাঁরা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও তা বিকশিত করে তোলার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

প্রশ্ন: *আসন্ন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটা ঝুলন্ত সংসদ গঠিত হবে, এমন একটা জল্পনা আছে। তাহলে সে ক্ষেত্রে আপনি কীভাবে কার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন?*

উত্তর: সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন আদায় করতে পারবেন, এমন একজন সংসদ নেতাকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব থাকবে রাষ্ট্রপতির। আমার মনে হয় না ঘটকালির ব্যাপারে আমার কোনো ভূমিকা থাকা উচিত। আমার অবস্থানটা তখন হবে মঞ্চের পাশে।

প্রশ্ন: *কোনো রাজনৈতিক দল, বিশেষত একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল আপনার নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে। এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?*

উত্তর: সব রাজনৈতিক দলই সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। ছোটখাটো প্রায় সকল ব্যাপারেই প্রশ্ন উঠেছে—টেলিভিশনে কী দেখানো হবে, কোথায় জনসভা হবে, বিশেষ কোনো ঘটনার কথা কেন প্রকাশ করা হয়নি, নির্বাচন কমিশন কেন বিশেষ অভিযোগটি সময়মতো গ্রহণ করেননি,

www.pathagar.com

ঋণখেলাপিদের কেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে—এমনি অনেক বিষয়। এসব প্রশ্নে আমার জবাবটা হলো সোজা। আমাদের একটা আইনগত ব্যবস্থা আছে। আমাদের একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থা আছে। আমাদের একটা বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা আছে। সুতরাং আমাদের কোনো বিরোধ থাকলে...

প্রশ্ন: *১৮-২০ মে সেনাবাহিনীতে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত কমিটি আজকালের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে যাচ্ছে। এই রিপোর্ট প্রকাশিত হলে কি আসন্ন নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ বিঘ্নিত হবে না?*

উত্তর: রিপোর্ট এখনো প্রকাশিত হয়নি। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে এবং আমার মনে হয় ওটা হবে এক ধরনের রিপোর্ট, যা সোপর্দ করার আগে দেওয়া হয়। সুতরাং এই ধরনের রিপোর্ট কীভাবে বিচার করে দেখা হবে, কীভাবে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে—আমার মনে হয় সে সম্পর্কে আগাম কিছু না বলাই উচিত। আমার মনে হয়, এমন কিছু ঘটবে না, যার ফলে আমাদের পরিচালনাধীন অবাধ নির্বাচন ব্যাহত বা প্রভাবান্বিত হবে।

প্রশ্ন: *জেনারেল নাসিম সম্পর্কিত তদন্ত রিপোর্ট ও বিচারের ব্যাপারে আজকের পত্রপত্রিকায় তাঁর মায়ের যে আবেদন ছাপা হয়েছে, তা আমরা দেখেছি। আপনি কি মনে করেন তাঁর এই আবেদন দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি রাখে?*

উত্তর: মায়ের যা করার তাঁর মা ঠিক সে কাজই করছেন। মা-বাবা, শিক্ষক, এঁরা অবশ্যই তাঁদের প্রতিপাল্যের পাশে এসে দাঁড়াবেন। আমার স্থির বিশ্বাস, তাঁর আবেদন বিবেচিত হবে এবং পরীক্ষা করে দেখা হবে, যাতে কেউ সুষ্ঠু বিচার ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।

প্রশ্ন: *তদন্তের পদ্ধতি কী হবে, তা কি জানাবেন? অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কি আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার থাকবে?*

উত্তর: এ মুহূর্তে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ সুনিশ্চিত করে তোলাই এখনকার প্রয়োজন। আমি নিশ্চিত, এ ব্যাপারে তাঁদেরকে যুক্তিসংগত সুযোগ দেওয়া হবে, যাতে করে তাঁরা প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন।

প্রশ্ন: *আমার প্রশ্নটা স্পষ্ট। রিপোর্টটা কি কাল প্রকাশ করা হবে, নাকি নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হবে?*

উত্তর: আমি জানি না।

প্রশ্ন: *কিছু কিছু সরকারি কর্মচারী সম্পর্কে একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে অভিযোগ উঠেছে। তাঁরা বলছেন যে অন্ততপক্ষে দশজন রিটার্নিং অফিসার গত মার্চ মাসের শেষ দিকে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা যেহেতু রিটার্নিং অফিসার হবেন, তাঁদের নিজ নিজ জেলায় নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ না হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কি?*

www.pathagar.com

উত্তর : আমি জানি না। নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন মনে না করলে আমি এখন কোনো অফিসারকে বদলি করব না। কারণ, নির্বাচনের আর বেশি দেরি নেই। এ অবস্থায় যে পটভূমিই থাক না কেন, যে অভিযোগই উত্থাপিত হোক না কেন, কোনো অফিসারকেই আমি বদলি করতে চাই না। কেননা, আমি মনে করি বর্তমান সরকার সরকারি কর্মকর্তাদের মনে এই বোধটুকু সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছে যে তাঁদের নিরপেক্ষ হতেই হবে। তাঁরা নিরপেক্ষ থাকতে বাধ্য। তাঁরা পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করলে সেটা হবে তাঁদের কর্তব্যের লঙ্ঘন।

প্রশ্ন : *কাদের হাতে বে-আইনি অস্ত্র আছে, সংশ্লিষ্ট প্রশাসন তা জানেন বলে আমাদের মনে হয়। কিন্তু বর্তমানে যে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চলছে, তাতে কেন সেই কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না? এ ব্যাপারে আপনার কী মন্তব্য?*

উত্তর : অস্ত্র উদ্ধার বুঝতেই পারছেন এক কঠিন কাজ। আপনি কি বাংলাদেশি? *[উত্তর : হ্যাঁ]*

আপনি যদি আমাদের অতীত ইতিহাস বিবেচনা করেন, কিংবা আপনি যদি ১৯৪৭ সাল থেকে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর ইতিহাস ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখেন, তাহলে নিশ্চয়ই সমস্যাগুলো অনুধাবন করতে পারবেন। যেহেতু আমি প্রধান উপদেষ্টা, তাই তাঁরা মুহূর্তের মধ্যে আমার আদেশ, আমার হুকুম পালন করবেন? তাঁরা অবশ্য নিয়ম-কানুন মেনে চলছেন। তাঁদের সাহায্য ছাড়া আমি বুঝতেই পাচ্ছেন এত সব অস্ত্রও উদ্ধার করতে পারতাম না, এত লোককেও গ্রেপ্তার করতে পারতাম না। সুতরাং আমার মনে হয়, আমার তাঁদের উৎসাহ দেওয়া উচিত। তাঁরা একটা চমৎকার কাজ করছেন।

প্রশ্ন : *এবারের প্রশ্নটা হলো ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি সম্পর্কে। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করে থাকবেন যে এই চুক্তি নিয়ে কথা উঠেছে এবং বিশেষ একটি রাজনৈতিক দল বলছে যে ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান সরকার স্বাক্ষরিত এই দলিলটি হচ্ছে গোলামির দলিল। কিন্তু সাবেক প্রধানমন্ত্রী, যিনি আসলে এই অভিযোগ তুলেছেন ক্ষমতায় থাকাকালে তিনি কখনই তা বলেননি। এই চুক্তির গোপন কোনো বিষয় কি আপনার জানা আছে? জিজ্ঞেস করার কারণ হচ্ছে, এই চুক্তির কপি আমার কাছেও আছে এবং আমি নিজে পড়ে দেখেছি এর মধ্যে এজাতীয় গর্হিত কিছুই নেই। তাই আমি জানতে চাই, আপনি ওই চুক্তির গোপন কোনো ধারা দেখেছেন কি না।*

উত্তর : চুক্তির গোপন ধারার ব্যাপারে আমার কোনো কৌতূহল নেই। আর আমি তা দেখিওনি।

প্রশ্ন : *আপনি বলেছেন, আপনার সরকার ইতিমধ্যে বিভিন্ন অভিযোগে ৪০ হাজার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। পূর্ববর্তী সরকারও এর আগে ২০ হাজার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। তার মানে এ নিয়ে এখন মোট ৬০ হাজার ব্যক্তিকে*

www.pathagar.com

গ্রেপ্তার করা হলো। আমরা জানি, আমাদের জেলখানায় স্থানাভাব কী রকম। তাই আমার প্রশ্ন, কারাগারে এই এতগুলো লোকের থাকার ব্যবস্থা আপনারা কীভাবে করেছেন? অনুগ্রহ করে এ ব্যাপারে কি মন্তব্য করবেন?

উত্তর : আমি ছোটখাটো অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়ার, রাজক্ষমা বা দণ্ড বিরাম ইত্যাদির জন্য স্বরাষ্ট্রসচিবকে নির্দেশ দিয়েছি। আপনার প্রশ্নটা খুব সুন্দর প্রশ্ন। ক্রান্তিকালীন সময়ে কখনো কখনো জেলখানায় সমস্যার পাহাড় জমে ওঠে। ১৯৯১ সালে এ অবস্থা হয়েছিল। আমি সমস্যাটা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন রয়েছি এবং আগামী কয়েক সপ্তাহে আমি সে সমস্যার পুনরাবৃত্তি দেখতে চাই না। এই দুর্ভাগা মানুষগুলোর জন্য আমি জেলখানাকে আরামদায়ক করে তুলতে পারব না। তবে সেই চেষ্টা করব, যাতে তারা স্বাচ্ছন্দ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে এবং সেখানে যেন অত্যধিক ভিড় জমে না ওঠে।

প্রশ্ন : *পত্রিকায় আমরা দেখেছি যে জাতীয় পার্টির নেতাদের মনে হয়েছে এরশাদকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার প্রশ্নে রাষ্ট্রপতির মনোভাব নমনীয়। আবার একই সময় তাঁরা বলেছেন, এ প্রশ্নে আপনার মনোভাব কঠোর। আপনি কি দয়া করে এ ব্যাপারে আপনার মনোভাব খোলাখুলি বলবেন?*

উত্তর : জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দ আমার সঙ্গে চার-পাঁচবার দেখা করেছেন। বেগম রওশন এরশাদ কোনো এক শুক্রবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তখন আমার কোনো মিলিটারি সেক্রেটারি ছিল না। কোনো এডিসি ছিল না। কেউ ছিল না। আমি কিছুটা হতচকিত হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ তাঁর প্রতিক্রিয়া কি হবে আমি আন্দাজ করতে পারছিলাম না। বেলা আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইলেন। অবশেষে আমার অফিসাররা বোঝানোর পর তিনি বাড়ি ফিরে যান। তবে তিনি আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম, দেখুন, আমি এরশাদকে দীর্ঘদিন ধরে চিনি। কিন্তু আমার হাত-পা আইনের বাঁধনে বাঁধা। কেউ জেলে থাকলে বাধ্যবাধকতাজনিত কিছু না কিছু কষ্ট তো তাকে স্বীকার করতেই হয়। তাই আমি জানি না, আমি শক্ত না নরম।

প্রশ্ন : *নির্বাচনের দিন আবহাওয়া খারাপ থাকতে পারে এবং সেই কারণে ভোট দেওয়ার জন্য অনেক ভোটারের ভোটকেন্দ্রে আসতে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। সুতরাং বিপুলসংখ্যক ভোটার অংশগ্রহণ করবে, এমন একটা নির্বাচন কি আপনি উপহার দিতে পারবেন?*

উত্তর : দেখুন, আমার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই আমি বিভিন্ন রিপোর্ট সংগ্রহের চেষ্টা করেছি। সে সময় আবহাওয়ার কিছু কিছু পূর্বাভাসে বলা হয়েছিল বৃষ্টি হবে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের পক্ষে নির্বাচনের দিন-তারিখ নির্বাচন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল। কারণ, আমরা জানি না, কেন কোন দিন কোন কোন রাজনৈতিক

www.pathagar.com

নেতার কাছে অশুভ বলে বিবেচিত হয়েছিল। তাই ১২ই জুন ছাড়া অন্য আর কোনো দিন ধার্য করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা সকল রাজনৈতিক দলকেই খুশি করতে চেয়েছিলাম বলে, বুঝতেই পারছেন, ব্যাপারটা কত বড় ছিল—সেই কর্মভার। আমি উপদেষ্টাবর্গ, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের ব্যাপারে সমঝোতার মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছিলাম। তারপর আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমি তাঁদের বলেছিলাম যে এখন থেকে আমি নিজেই সিদ্ধান্ত নেব। তবে আপনাদের পরামর্শকে স্বাগত জানানো হবে। আপনাদের সমালোচনাকে স্বাগত জানানো হবে এবং আপনারা কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে বদলানোর, কোনোকিছু পরিবর্তন করার অনুরোধ জানালে তাও স্বাগত জানানো হবে। আমি পুনর্বিবেচনা করব, নতুন করে ভেবেচিন্তে দেখব। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের অনুরোধ আমি রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। আমি কোনো এক স্থানে গিয়েছিলাম। সেখানে পৌঁছার পরপরই বেশ ভারী আরামদায়ক বৃষ্টি হয়েছিল। আমি বলেছিলাম, আমি কিন্তু পানির ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না। আমার হেলিকপ্টার খারাপ আবহাওয়ায় এক গহ্বর থেকে আরেক গহ্বরে ছোটাছুটি করে। তারপর আমরা জিয়া বিমানবন্দরে নামি। আমি তখন তাঁদের বলেছিলাম যে এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া উপেক্ষা করে যদি আমাদের পাইলটরা সাফল্যের সঙ্গে বিমান অবতরণ করাতে পারেন, তাহলে এটাও আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে আমাদের নির্বাচন কর্মকর্তারাও জাতিকে একটা সত্যিকারের ভালো ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে পারবেন। আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আর কোনো প্রশ্ন কি আছে?

প্রশ্ন : *যেহেতু এরশাদের মনোনয়নপত্র বৈধতা লাভ করেছে, সেহেতু তাঁর প্যারোলে জামিন পেয়ে ভোটারদের কাছে যাওয়ার অধিকার আছে। আপনি কি তাঁকে প্যারোলে মুক্তি দেবেন?*

উত্তর : না।

[শেষ প্রশ্ন, স্যার!

প্রধান উপদেষ্টা : *শেষ প্রশ্ন নিশ্চয় সবচেয়ে সহজ প্রশ্ন হবে।]*

প্রশ্ন : *আপনার সরকার কি পূর্বতন সরকারের ইস্যুকৃত অস্ত্রের লাইসেন্স বাতিল করার কথা ভাবছেন? যখন আজকের পত্রপত্রিকায় এ সংক্রান্ত একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে?*

উত্তর : আমি মনে করি না। তবে লাইসেন্স জমা দিতে বলা হতে পারে। আপনারাই আমার চেয়ে ভালো জানেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র বহন করা নাগরিকদের একটা সাংবিধানিক অধিকার। কিন্তু আমাদের দেশে গোটা অস্ত্রের ব্যাপারটা আইন অনুযায়ী লাইসেন্সিং ব্যবস্থার অধীনে। এবং লাইসেন্স পরীক্ষা করার জন্য বা এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ দেখা দিলে বা কোনো প্রশ্ন উঠলে লাইসেন্স-

www.pathagar.com

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স দেখতে চাওয়ার কর্তৃত্ব বা অধিকার রয়েছে। তবে আমি এই আশ্বাস দিতে চাই যে যাঁদের কাছে লাইসেন্সপ্রাপ্ত অস্ত্র আছে, তাঁদেরকে আত্মরক্ষার এই হাতিয়ার থেকে বঞ্চিত করা হবে না। হলে নির্বাচনের

আগে বা পরে কয়েক ঘন্টা সময়ের জন্য তা করা হতে পারে। এ ব্যাপারে আমি সুনির্দিষ্ট কিছু বলতে পারছি না।

প্রশ্ন : *ভোটকেন্দ্রে কারোর অস্ত্র বহন করা উচিত নয়। সেখানে তো আত্মরক্ষা করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না, তাই না?*

উত্তর : আমি আপনার সঙ্গে পুরোপুরি একমত।

প্রশ্ন : *এমন কি হতে পারে যে আপনি মাত্র এক দিনের জন্য ওসব লাইসেন্স বাতিল বা বাদ দিতে পারেন?*

উত্তর : এটা একটা বড় বিশদ প্রশ্ন। দেখুন, আমি যদি সংসদে থাকতাম, আমি হয়তো বলতাম, এ ব্যাপারে আমি নোটিশ চাই। আমি মনে করি না এটা খুব একটা, বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আপনি বরং আরও ভালো কোনো প্রশ্ন করুন।

প্রশ্ন : *বর্তমান ভূমিকায় থেকে কি আপনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন? আপনার অনুভূতি কেমন?*

উত্তর : দেখুন, আমার এই কাজটা আরামদায়ক কাজ নয়। বাংলাদেশের একটা সুপরিচিতি আছে যে এখানে প্রায়ই নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। ঝড়-ঝাপটা আঘাত হানে। টর্নেডো ছোবল মারে। কিন্তু যখন আপনি কোনো দায়িত্ব কাঁধে নেন, আপনাকে আপনার পদের আরাম-আয়েসের কথা ভুলে যেতে হয় এবং আমি নিজেও আমার ব্যক্তিগত আরাম-আয়েসের কথা ভাবতে পারছি না। কেন পারছি না, গতকালও এক সাক্ষাৎকারে বলেছি। আমি আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমার সরকারের ৫৩তম দিবসে আমাদের স্টাফরা প্রথম তাঁদের আধবেলা ছুটি পান। এই ৫৩টি দিন তাঁরা সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত কাজ করেছেন। মাঝখানে দুপুরের আহারের জন্য দুই ঘন্টা বিরতি থাকত এবং এই দীর্ঘ সময় তাঁরা কাজ করেছেন, যেটাকে আপনারা বলেন ওভারটাইম, কোনো বাড়তি প্রাপ্তি ছাড়াই।

সাক্ষাৎকারের শুরুতে 'ওকাব' সভাপতি ইহসানুল করিম নির্বাচনের আগে শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও ওকাব সদস্যদের তাঁর মূল্যবান কিছু সময় দেওয়ার জন্য প্রধান উপদেষ্টাকে স্বাগতম জানান। ওকাব সাধারণ সম্পাদক শফিকুল করিম তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রধান উপদেষ্টার মুখ্যসচিব সৈয়দ আহমদ, পররাষ্ট্রসচিব ফারুক সোবহান, তথ্যসচিব কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ এবং প্রেস সেক্রেটারি এম মুহাদ্দিস সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত ছিলেন।

৪ জুন, ১৯৯৬

www.pathagar.com

দাউদ খান মজলিস (ভয়েস অব আমেরিকা)

প্রশ্ন : *প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আপনি বড় ধরনের কী কী সমস্যার মোকাবিলা করছেন বলে মনে করেন?*

উত্তর : আমার সামনে বড় ধরনের কোনো সমস্যা নেই। তবে নির্বাচনের সময় এক হাজার একটা সমস্যা দেখা দেয়। সেগুলো সব সামান্য ব্যাপার। তেমন কোনো উদ্বেগের কিছু নেই।

প্রশ্ন : *আপনি কি মনে করেন যে আপনি সব রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাচ্ছেন?*

উত্তর : সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীতে সাতটি ইংরেজি শব্দের জন্য (The last retired Chief Justice of Bangladesh) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভার আমার কাঁধে এসে পড়েছে। আমি নিজেকে বুঝিয়েছিলাম যে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতার নিশ্চয়তা না পেলে এই ভার গ্রহণ করা আমার উচিত হবে না। আমাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, সহযোগিতার ব্যাপারে আমি যেন রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করি। আমি বলেছিলাম, 'না, মুখের কথাই আমার জন্য যথেষ্ট।' একজন রাজনৈতিক দলপ্রধান প্রেসের মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে পূর্ণ সহযোগিতার কথা জানাতে পছন্দ করেন। অন্যান্য প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতারা আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেন এবং প্রত্যেকে আমাকে তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। কোনো রাজনৈতিক নেতা বা কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের

www.pathagar.com

মতো অত্যন্ত কঠিন এক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাদের প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। আমি সবার কাছ থেকে সহযোগিতা পাচ্ছি কি না, সে সম্পর্কে আমার তেমন কিছু বলা উচিত নয়; বরং তাদের প্রতি সকল প্রকার সরকারি সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করতে পারছি কি না আমি সে ব্যাপারে বড় বেশি উদ্বিগ্ন।

প্রশ্ন: *এটা প্রায়শই বলা হচ্ছে যে নির্বাচনী প্রচারণা এবং ভোট গ্রহণের সময় গুরুতর আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। সে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আপনি কীভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন?*

উত্তর: যেকোনো উন্নয়নশীল দেশে নির্বাচন সম্পর্কে নানা অশুভ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। আমরা আত্মতুষ্ট নই। নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের সময় এবং নির্বাচনের পরের যেকোনো ঘটনা মোকাবিলার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমি বারবার বলেছি যে প্রজাতন্ত্রের সব শক্তি আমাদের পেছনে রয়েছে। আমরা কোনো রকম সন্ত্রাস বরদাশত না করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা সব বাধা অতিক্রম করব। একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে, তা সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে।

প্রশ্ন: *আপনি কি নির্বাচনের সময় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েনের কথা ভাবছেন?*

উত্তর: আমরা ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে নির্বাচনের কয়েক দিন আগে থেকে নির্বাচনের কয়েক দিন পর পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ের জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনী মোতায়েন করা হবে।

প্রশ্ন: *আপনার সরকার কি কোনো সাংবিধানিক সমস্যা মোকাবিলা করছে? তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে সে সমস্যা বা বিষয়গুলো কী?*

উত্তর: আমরা কোনো সাংবিধানিক সমস্যা মোকাবিলা করছি না। সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রতিদিন বহু রকম মতামত প্রকাশিত হচ্ছে। এর কারণ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বৈশিষ্ট্য তো আমাদের কাছে অপরিচিত।

প্রশ্ন: *অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস কী ভূমিকা পালন করছেন? এবং একটি নতুন নির্বাচিত সরকার গঠনের পর তাঁর অবস্থান কী হবে?*

উত্তর: রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের প্রধান। পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তিনিই রাষ্ট্রপতি হিসেবে বহাল থাকবেন। তাঁর নির্দিষ্ট কতকগুলো সাংবিধানিক দায়িত্ব রয়েছে। আমি সরকারপ্রধান। আমারও কতগুলো বিশেষভাবে উল্লিখিত সাংবিধানিক দায়িত্ব রয়েছে। আমরা একসঙ্গে কাজ করছি। নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণভাবে, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে, সে জন্য আমরা নির্বাচন কমিশনকে সম্ভাব্য সব সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : *আপনি কি আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করেন যে জুনের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে?*

উত্তর : নিশ্চয়ই, আমি বিশ্বাস করি। এ ব্যাপারে আমি স্থিরনিশ্চিত। একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মূল দায়িত্ব পালনের জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। নির্বাচনের ফলাফল চূড়ান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

প্রশ্ন : *এখন দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন?*

উত্তর : গত সাত সপ্তাহে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর সপ্তাহ থেকে সপ্তাহান্তরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করছে। এ ব্যাপারে আমরা বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছি। নির্বাচনের সময় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য এ ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হবে।

প্রশ্ন : *বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো কি দলনিরপেক্ষ এবং তারা কি ভয়ভীতি বা পক্ষপাতের উর্ধ্বে থেকে তাদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম?*

উত্তর : আমি মনে করি, আমরা এমন এক পরিবেশ নিশ্চিত করতে পেরেছি, যার ভেতরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ ভয়ভীতি বা পক্ষপাতের উর্ধ্বে থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে। তারা তাদের দায়িত্ব ঠিকমতোই পালন করছে। তাদের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে।

প্রশ্ন : *পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শত শত পর্যবেক্ষক বাংলাদেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষণে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। আপনি কি মনে করেন, তাঁদের সবাইকে প্রয়োজন এবং স্বাগত জানানো দরকার?*

উত্তর : আমি বলব না যে আমাদের বিদেশি পর্যবেক্ষক দরকার। কিন্তু সংখ্যা যা-ই হোক, আমরা তাঁদের স্বাগত জানাব। আমার মনে হয়, তাঁদের উপস্থিতিতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সব অংশগ্রহণকারী উৎসাহবোধ করবেন।

প্রশ্ন : *আপনার সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কি স্থিতি লাভ করেছে এবং তাতে কি অগ্রগতি সাধিত হয়েছে?*

উত্তর : আমাদের সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দৃশ্যত উন্নতি সাধিত হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের কতগুলো ত্বরিত ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে এটা সম্ভব হলো। সামগ্রিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে আরও কিছুটা সময় লাগতে পারে। সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

প্রশ্ন : *পরবর্তী সময়ে যে সরকার ক্ষমতায় আসছে, তাদের আপনি কী উপদেশ দিতে যাচ্ছেন?*

উত্তর : আমি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। বহুদলীয় নির্বাচনের ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে যে সরকার গঠিত হতে যাচ্ছে, তাদের আমি

www.pathagar.com

কোনো উপদেশ দিতে চাই না। আমি আশা করি, তারা তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে এবং বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে পূরণ করতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন: *সবশেষে কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন—আপনার প্রতি যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, সে দায়িত্ব পালনের কাজটি কি আপনি উপভোগ করছেন? তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে আপনার মেয়াদ শেষে আপনি কি করার পরিকল্পনা করছেন? নতুন সরকার যদি আপনাকে কোনো দায়িত্ব দেয়, তাহলে সেটা কি আপনি গ্রহণ করবেন?*

উত্তর: আমাদের সরকারের ৫৩ দিনের মাথায় আমার দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অর্ধদিবস ছুটি ভোগ করলেন। ঘন্টা দুয়েক বিরতি দিয়ে আমরা প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত কাজ করছি। আমার স্ত্রী ঠাট্টা করে বলেন, 'তুমি নিশ্চয়ই তোমার নতুন কাজে বেশ মজা পাচ্ছ।' একদিন সন্ধ্যায় আমার বড় মেয়ে আমাকে অফিসে টেলিফোন করেছিল। সে দেখি কান্নায় ভেঙে পড়ছে, আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ভালো আছ? সব ঠিকঠাক তো, আব্বা?' আমি বললাম, 'আমি ভালো আছি। নয়টার মধ্যে আমি বাসায় আসব এবং আমরা একসঙ্গে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত আমার বক্তব্য শুনব।'

আমাকে যখন এই দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়, তখন আমি এমন একটা উৎসাহব্যঞ্জক কাজে ব্যস্ত ছিলাম, যার মধ্যে অত্যন্ত সন্তোষজনক একটা প্রাপ্তিযোগ ছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দশ সপ্তাহের ঝকমারি আমার জন্য যথেষ্ট। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে নতুন সরকারের কাছ থেকে কোনো প্রস্তাব আসা বা আমার কোনো পদ গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো চিন্তা করা আমার জন্য একেবারেই নিষিদ্ধ।

প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে আমার দায়িত্বের মেয়াদ শেষে আমি আমার নিজ চারণভূমিতে ফিরে যাব, সেখানে সামান্য কিছু পড়ব আর কখনো কখনোবা সামান্য কিছু লিখব।

মূল ইংরেজি থেকে অনূদিত এ সাক্ষাৎকার জুন '৯৬ ভয়েস অব আমেরিকা থেকে প্রচারিত হয়

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

প্রশ্ন : *স্থগিত ২৭টি আসনের পুনর্নির্বাচন সম্পর্কে আপনি কী ভাবছেন? এ ব্যাপারে আপনার বিশেষ কোনো উদ্বেগ রয়েছে?*

উত্তর : আগামী ১৯ জুন দেশে ২৭টি আসনে ১২২টি ভোটকেন্দ্রে স্থগিত নির্বাচনের পুনর্নির্বাচন শান্তিপ্রিয়ভাবে অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে আমার বিশেষ কোনো উদ্বেগ নেই। নির্বাচন কমিশন সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রতিটি কেন্দ্রে প্রয়োজনীয়সংখ্যক পুলিশ, আনসার, বিডিআর মোতায়েন করা হবে। তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবিধানকল্পে ম্যাজিস্ট্রেটরাও ভোটকেন্দ্রের কাছেই উপস্থিত থাকবেন। এ ছাড়া শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় সেনাবাহিনীও নিয়োজিত থাকবে। তাই পুনর্নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে— এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

প্রশ্ন : *কোনো কোনো সংবাদপত্রে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যে পুনর্নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো কোনো রাজনৈতিক দল যেকোনো উপায়েই জয়লাভের চেষ্টা করবে। এ আশঙ্কা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?*

উত্তর : আমার তেমন কোনো আশঙ্কা নেই। নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হবে। জনগণের রায়ই হবে চূড়ান্ত। প্রায় প্রতিটি পুনর্নির্বাচনী এলাকায় বিদেশি পর্যবেক্ষক থাকবেন। তাঁরা নির্বাচন নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করবেন। এই পুনর্নির্বাচন যাতে শান্তিপ্রিয়ভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে যায়, তার জন্য সরকার সব নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা জোরদার করেছে। শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য সরকারের সাবধানতা বা নিরাপত্তা বিধানের চেয়ে বড় বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জনগণের অতন্দ্র প্রহরা। বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় জনগণ যেভাবে

www.pathagar.com

এবার সাধারণ নির্বাচনে শরিক হয়েছেন এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করেছেন, তা সারা দুনিয়ার লোকের প্রশংসা অর্জন করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পুনর্নির্বাচনের সময় গণতন্ত্র ও শান্তির ডাকে ভোটারেরা সাড়া দেবেন এবং তাঁরা দেশের কষ্টার্জিত সুনাম অক্ষুণ্ন রাখবেন। উল্লাসে বেপরোয়া বা হতাশায় মরিয়া হওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

প্রশ্ন: *২৭৩টি আসনে তো নির্বিঘ্নে নির্বাচন হয়েই গেছে। পুনর্নির্বাচনের ফলাফল কি তেমন গুরুত্বপূর্ণ?*

উত্তর: সুস্থ ও শান্তিপ্রিয়ভাবে পুনর্নির্বাচন সংঘটিত হলে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ও তার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখা দেশের জন্য সহজ হবে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সবার সহযোগিতা কামনা করে। শান্তি, উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের পথে দেশের জনগণের যে শুভযাত্রা শুরু হয়েছে, তার অগ্রগতি কেউ রোধ করতে পারবে না। সব বিরোধের ঊর্ধ্বে থেকে এবং সম্ভাব্য সব নাজুক পরিস্থিতি পরিহার করে নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহায়তাদানের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে সরকার বদ্ধপরিকর।

প্রশ্ন: *তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ যে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কোনো কোনো জেলায় জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে বদলি করা হয়নি এবং এর ফলে কোনো কোনো দল বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?*

উত্তর: কয়েকটি জেলা সম্পর্কে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে তা নির্বাচনের ফলাফলে প্রতিফলিত হয়নি। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা নির্বাচনের ফলাফল নিরীক্ষা করে দেখবেন ভোটারেরা যে অবাধে ভোট দিতে পেরেছেন সেটা পরিষ্কারভাবে দেখা যায়।

প্রশ্ন: *এ নির্বাচন থেকে আমাদের কিছু কি শেখার রয়েছে?*

উত্তর: এই নির্বাচনে কথিত অনিয়মগুলোর অভিযোগগুলো পর্যালোচনা করে ভবিষ্যৎ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন অধিকতর সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে বলে আমি আশা করি। নির্বাচনের সাফল্য ও অসাফল্যের একটা তথ্যনির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ সমীক্ষায় আমাদের অনেক কিছু জানার ও শেখার অবকাশ থাকবে।

প্রশ্ন: *আসন্ন পুনর্নির্বাচনে ভোটারদের উদ্দেশে আপনি কি কোনো ভাষণ দেবেন?*

উত্তর: আমি নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে একটা ভাষণ দিই। নতুন করে আমার আর ভাষণ দেওয়ার দরকার নেই। পরিবার-প্রতিবেশীদের সঙ্গে করে যে বিপুলসংখ্যক ভোটার ভোটকেন্দ্রে সোৎসাহে ও সোল্লাসে ভোট দিতে এসেছিলেন, তা অপ্রত্যাশিতভাবে সবাইকে খুশি করেছে। দেশে একটা শান্তির আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। লোকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। দেশে ধর্মীয় সম্প্রদায়

www.pathagar.com

ও উপসম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় আছে। দলগত স্বার্থ বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে সব অশুভ প্ররোচনা ও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে জনগণ রুখে দাঁড়াবে। সরকার দেশের শান্তিপ্রিয় জনগণের পাশে রয়েছে। সব রাজনৈতিক নেতাকে, বিশেষ করে দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক নেতাকে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, যেন তাঁরা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানকল্পে নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন।

১৭ জুন, ১৯৯৬

www.pathagar.com

অ্যা ল বা ম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছেন মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে

৩০ মার্চ ১৯৯৬

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণের আগে বঙ্গভবনের দরবার হলে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার সঙ্গে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

৩০ মার্চ ১৯৯৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

টাঙ্গাইলে টর্নেডোয় আহতদের পাশে

১৫ মে ১৯৯৬

www.pathagar.com

বিদায়ী সাক্ষাতে এসেছেন হাঙ্গেরির রাষ্ট্রদূত লাসলো ভারকোনি

২০ মে ১৯৯৬

সামরিক বাহিনীতে উত্তেজনা, বঙ্গভবনের সামনে ট্যাঙ্ক

২০ মে ১৯৯৬

www.pathagar.com

সামরিক বাহিনীতে উত্তেজনা সৃষ্টির
পর জাতির উদ্দেশে ভাষণ

২০ মে ১৯৯৬

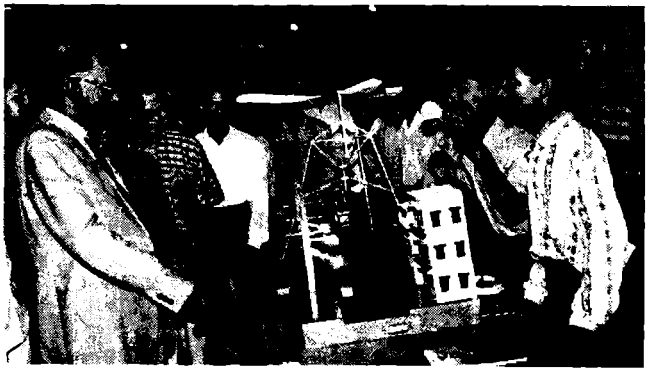

উনবিংশতম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের উদ্বোধনী দিনে

২৬ মে ১৯৯৬

www.pathagar.com

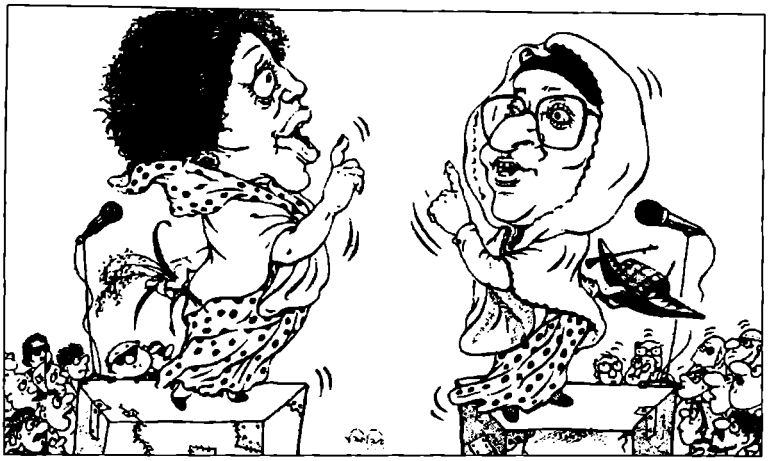

শিশিরের ব্যঙ্গ চিত্র
ভোরের কাগজ

আজকের কাগজ
২৫ মে ১৯৯৬

www.pathagar.com

নির্বাচনের দিন ভিকারুননিসা নূন স্কুল কেন্দ্রে ভোটারদের সঙ্গে

১২ জুন ১৯৯৬

নির্বাচন উপলক্ষে স্থাপিত মিডিয়া সেন্টারে, সঙ্গে দুই উপদেষ্টা সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী ও মুহাম্মদ ইউনূস

১২ জুন ১৯৯৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রপতি ইয়াসির আরাফাতকে স্বাগত জানাতে

১৭ জুন ১৯৯৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

১. *আজকের সূর্যোদয়*, ২৫ জুন-১ জুলাই ১৯৯৬ সংখ্যা

২. ইবরাহিম, মেজর জেনারেল মুহাম্মদ, বীর প্রতীক : *সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে আটাশ বছর* (ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯)

৩. কাইয়ুম, আব্দুল : *তত্ত্বাবধায়ক সরকার : রাজপথ থেকে রাজদরবারে* (ঢাকা, বর্তমান সময়, এপ্রিল ১৯৯৭)

৪. খান, মিজানুর রহমান : *সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক* (ঢাকা, সিটি প্রকাশনী, মার্চ ১৯৯৫)

৫. পারভেজ, আলতাফ : *ফেরেশতাদের শাসন : হাবিবুর রহমান সরকারের ৮৬ দিন* (ঢাকা, মৈত্রী পাবলিকেশনস্, জানুয়ারী ২০০০)

৬. মজহার, ফরহাদ : *সংবিধান ও গণতন্ত্র* (ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, এপ্রিল ২০০৭)

৭. মতিন, মেজর জেনারেল (অব.) এম এ, বীর প্রতীক, পিএসসি : *আমার দেখা ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান '৯৬* (ঢাকা, জ্ঞান বিতরণী ও ইউনিভার্সেল নিউজ এজেন্সির যৌথ প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ—একুশে বইমেলা ২০০১, তৃতীয় প্রকাশ—জুন ২০০৬)

৮. *যায়যায়দিন*, ১৬ এপ্রিল ১৯৯৬; ২১ মে, ২৮ মে ১৯৯৬ ও ৪ জুন ১৯৯৬ সংখ্যা

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, পীযূষ : *নির্বাচন '৯৬ : পর্যালোচনা ও অভিমত* (চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস, বিটা, ডিসেম্বর ১৯৯৭)

১০. রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর : *বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক*, আগামী প্রকাশনী।

১১. *পাকিস্তানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার : সরকার সংবিধান ও অধিকার* (ঢাকা, সময় প্রকাশন, জানুয়ারি ১৯৯৯)

১২. রেহমান, তারেক শামসুর সম্পাদিত : *বাংলাদেশ : রাজনীতির ২৫ বছর* (ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮)

১৩. হাকিম, এম. এ : *একটি সামরিক অভ্যুত্থান : ব্যর্থ প্রয়াস* (ঢাকা, জনতা পাবলিকেশন্স, ডিসেম্বর ২০০২)

১৪. হারুন, খ ম : *সবিনয়ে জানতে চাই* (ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭)

১৫. হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার : *বাংলাদেশ ১৯৯৬ : রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি* (ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, জুলাই ১৯৯৭)

১৬. আহমেদ, ফখরুদ্দীন : *দি কেয়ারটেকারস* (ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৮)

www.pathagar.com

১৭. আহমেদ, নিজাম : *নন-পার্টি কেয়ারটেকার গভার্নমেন্ট ইন বাংলাদেশ* (ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৪)
১৮. করিম, ওয়ারেসুল : *ইলেকশন আন্ডার এ কেয়ারটেকার গভার্নমেন্ট* (ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৪। দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৭)
১৯. *দি পার্লামেন্টারি ইলেকশন ইন বাংলাদেশ*: ১২ জুন ১৯৯৬, দি রিপোর্ট অব দি কমনওয়েলথ অবজার্ভার গ্রুপ (কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট ১৯৯৭)
২০. জে দং, মাও : 'রিপ্লাই টু কমরেড কুও মো-জো', *মাও জে দং পোয়েমস* (বেইজিং, ফরেইন ল্যাংগুয়েজ প্রেস, ১৯৭৬)

www.pathagar.com

নির্ঘণ্ট

অ

অক্সফোর্ড ৪৪
অতীশ দীপঙ্কর ১৯০
অনুবাদ-চর্চা ১৯৫
অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার; তত্ত্বাবধায়ক সরকার; নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৭, ১৮, ২১, ২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ২৯, ৩৪, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪৩, ৪৫, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৬৭, ৭৪, ৭৮, ৮১, ৮৩, ৮৮, ৯০, ৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০৪, ১১৩, ১১৫, ১২০, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫. ১৩৮, ১৩৯, ১৪২, ১৪৪, ১৪৬, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭১, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৬, ২০৩, ২০৯, ২১৬, ২১৮, ২২০, ২২১, ২২৩, ২২৭, ২৩১, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৬, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৭, ২৫৯
অবৈধ অস্ত্র; অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ৯২, ৯৫, ১৮২, ১৮৩, ২৪১
'অভিনব দায়' ৯
অষ্টম জাতীয় সংসদ, অষ্টম সংসদ ১৬৩, ১৬৪
অষ্টাশির নির্বাচন ৭১
অসহযোগ আন্দোলন ২৭, ১৫৯, ১৬০
অসাংবিধানিক উপদ্রব ৩৩
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ১৫৩, ১৫৪
অহিংস বিকল্প ১৫৩
অ্যাটর্নি জেনারেল ১৫, ৩৪, ৬৭
অ্যালবার্ট হল ২০৬

আ

আইএমএফ ১০২
আইনউদ্দিন, মোহাম্মদ (মেজর জেনারেল) ৫৩, ১৫, ১৭, ৩৪, ৪৯, ৫২, ৫৩, ৮৫, ১২৯
আইএসপিআর ৫৪
আইনি রক্ষাকবচ ১৫২

www.pathagar.com

আইভর জেনিংস, স্যার ১৫১, ২৯, ৫৯, ১৫১, ১৫৪, ২৫০
আইসিসি ৪১
আইয়ুবুর রহমান ২৫
আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ ১৩, ২৭, ৪৭, ৫৫, ৬৮, ৭৭, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৮, ৯০, ৯৬, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১০৮, ১১৪, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২৩, ১২৪, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩২, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৮, ১৫৯, ১৬১, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৭, ২৩২
আওলাদ আলী (বিচারপতি) ১৬৩
আকবর আক্তার (কর্নেল) ৩৩
আজকের কাগজ ১৩৫
আজকের সূর্যোদয় ১০৮, ১৩৭
আজিজুল হক ২৫
আতিউর রহমান, ড. ৬৮, ৭২, ৮১
আতিকুস সামাদ ৫৫, ৫৬
আধুনিক বাংলাদেশ ১০১
আনছার আলী, শেখ ৬৯, ৭০
আনসার; আনসার বাহিনী ৮৯, ১১৩, ১৪০, ১৪৫, ২১৭, ২২২, ২৪৩, ২৫৬
আনন্দবাজার পত্রিকা ৯৯
আনিসুজ্জামান (অধ্যাপক) ১১৭
আনোয়ারুল করিম (পুলিশ সার্জেন্ট) ১৩২
আপিল বিভাগ ১৬৩
আফজাল, এ টি এম (বিচারপতি) ২৭
আবুল মনসুর, ডা. কাজী ২১২
আবুল হাসান চৌধুরী ৮১
আবু হেনা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার) ৮৫, ১২৫
আবদুর রহমান খান (মেজর জেনারেল) ১৪, ১৬, ১৭
আবদুর রহমান বিশ্বাস (রাষ্ট্রপতি) ৩৪, ৪৭, ৪৯, ৫৩, ৮৫
আবদুর রহিম (ব্রিগেডিয়ার) ৫০
আবদুল গাফফার চৌধুরী ১২৭, ১৩৭
আবদুল মঈন খান ৭৬, ৭৮
আবদুল মতিন, ভাষা সৈনিক ১২৯
আবদুল মতিন, এম এ (মেজর জেনারেল) ৫৬
আবদুল মান্নান ভুঁইয়া ৭৬, ৭৯, ১২১
আবদুল মোমিন ১৩
আবদুল হাকিম (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব) ৫৬
আব্দুন নূর তুষার ৬৮
আবদুল্লাহ ওমর বারি ৪৫
আবদুস সালাম তালুকদার ১১, ৭৫, ১৬২
আবিদুর রহমান (সাবেক সচিব) ৮৬

ই

ইউটিন্ট লোইন ৪২
ইউরোপীয় ইউনিয়ন ৪৪, ১০৯, ১১০
ইউরোপীয় ইউনিয়ন পর্যবেক্ষক দল ১১০
ইউরোপীয় মানবাধিকার কমিশন ২১
ইউসুফ, ড. এম ২১৩
ইওশিকাজু কানেকো (জাপানের রাষ্ট্রদূত) ৪৪
ইংল্যান্ড ১৫২, ২৩৪
ইকবাল চাচা ১০৮
ইতালি ৪৪, ৮৮, ১১১
ইত্তেফাক, দৈনিক ৫৫, ১৩২
ইনকিলাব ১০৪
ইন্নাস আলী, এম ড. ২১২
ইমামুজ্জামান, (মেজর জেনারেল) ৫০
ইয়াক চা ৪৩
ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ (রাষ্ট্রপতি) ১৬৪, ১৬৮

www.pathagar.com

ইয়াসমিন হত্যা ৩৪
ইয়াসির আরাফাত ৪৮
ইয়াহিয়া ১৬৭
ইয়েল ইউনিভার্সিটি ১৭
ইরান ১০৬, ৪৫
ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং ৮৯
ইশতিয়াক আহমদ, সৈয়দ ১৫, ১৭, ৩৪, ৫০, ৫১, ১৫৬
"ইসমে জাত" ১০৫
ইসরায়েল ৪৮
ইসলামি আইন; ইসলামি আইন কানুন ১০৬
ইসলামি আদর্শ ৬৮, ৭১
ইসলামি বিপ্লব ১০৬
ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা ৭০, ১০৬
ইসলামিক মিশন ১০৪
ইসলামি শরিয়া ল ৭০
ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ৭০
ইসলামী ঐক্যজোট ১৩৭
ইসলামী মোর্চা, বাংলাদেশ ১০৫
'ইসলামী মৌলবাদ' ১৩৭
ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ ১৩৭
ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ১৩৭
ইহসানুল করিম, ওকাব সভাপতি ২৫১

ঈ

ঈশ্বর ১০৫

উ

উইনস্টন লিওনার্দ স্পেন্সার চার্চিল; উইনস্টন চার্চিল; চার্চিল ১৫০, ১৫১
উইমেন অ্যান্ড পলিটিকস ওয়ার্ল্ডওয়াইড ১৭
উত্তর আফ্রিকার মুসলমান দেশ ১০৯
উপদেষ্টার নিরপেক্ষতা ১৩৩
উম্মি আকবরের সভা ১৯৯
উরুবিল্ব ১৮৮

ঊ

ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ১৯৯

ঋ

ঋণখেলাপি ৩৮, ৬৩, ৭৯, ৮৭, ১২৯, ২৪৭
ঋণ সালিশি আইন ৫৮, ১৭৪
ঋণসালিশি বোর্ড ১৫, ৪৬, ৭২

এ

একাত্তরের মুক্তি সংগ্রাম/একাত্তর সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৭৪
একাদশ সংশোধনী ১৫৩
একাদশ এবং দ্বাদশ সংশোধনী ১৫৫
একানব্বইয়ের সংসদ নির্বাচন ৭১
একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ ১০১, ২০২
একুশের বইমেলা ১৫৫
এটিএন ১৬৮
এডওয়ার্ড আর রয়েস ২১
এনজিও ১৬, ১১৫, ১২৫, ১৫৮
এন্ড্রু পিকক ১১২, ১১৬
এনাম, ডা. ২১
এনডিআই ১১০, ১১১, ১১৬
এবিএম মূসা ১৩৩
এরফান আলী, ড. ২১৩
এলিয়েদা ৪৫
এলিস কিলাম, মিস ১১০
এপেক্স ট্যানারি গ্রুপ ১৬
এমপ্লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ১৬
এমার্জিং টাইগার অব এশিয়া ৮০, ৭৭
এমেকা আনিয়াকু (কমনওয়েলথ মহাসচিব) ১১৫
এশিয়া ৩৭, ৫৮, ৬০, ১১০, ১৬৪, ১৭৩, ১৯০, ১৯১, ২০৮, ২৪৬
এসএম হল ছাত্র সংসদ ২৪৩
এসএসএফ ২৬, ৩৩

www.pathagar.com

ও

ওআইসি ১৭৬
ওকাব; ওভারসিজ করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ওকাব) ১৯, ২৪৩, ২৫১
ওয়াজেদ আলী, এস ২০৬
ওয়ান-ইলেভেন ১৬৭
ওয়াসা ১১৩
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, ড. ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ৩৯, ৫০, ৫১
ওয়ার্কার্স পার্টি ১০৩, ১২৮, ১৫৪
ওয়েস্টার্ন পাহাড় ১১৪

ঔ

ঔপনিবেশিক শাসক ৬০, ২০৮

ক

কন্সটেন্স এ মোরেল্লা ২১
কপিলাবস্তু ১৮৮
কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষক গ্রুপ ১১০, ১১৫
কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের সিঙ্গাপুর ঘোষণা ১০৯
কমনওয়েলথ মহাসচিব ১১৫
কমলশীল ১৯০
কমিটি ফর ডেমোক্র্যাসি অ্যান্ড জাস্টিস ইন বাংলাদেশ ২১
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮
কলকাতা মেডিকেল কলেজ ১৬
কল্যাণ রাষ্ট্র ৬৮, ৬৯
কাজী নজরুল ইসলাম; জাতীয় কবি নজরুল; নজরুল ৬০, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২৩৫
কাবাঘর ১০৭
কামরুল হাসান, পটুয়া ১৬৭
কামাল মজুমদার ১০৮
কামাল হোসেন, ড. ৯৭
কায়েতানা ডি জুলুয়েটা (সিনেটর) ১১১
কারচুপির নির্বাচন ১২১, ১২২
কারাম এলাহি ৪৫
কার্পেথিয়ান অঞ্চল ৪৪
কালিয়াকৈর ১১৪
কালো টাকা ৮৭, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৪
কাশ্মীরের পরিণতি ১৩৭
কাশেম চাচা ১০৮
ক্লিমেন্ট রিচার্ড অ্যাটলি ১৫০
কুতুবদিয়া ৯১, ২৪১
কুদরত-ই-খুদা, ড. ২১২
কুমিল্লা ১১২, ১১৪
কুশীনগর ১৮৮
কে জি মুস্তাফা ১২৬
কেনেথ এন অ্যামপিন্যাল ৪৪
কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ১৬
কেয়ারটেকার সরকার ১৫৩
কোম্পানি অ্যাক্ট, ১৮১৩ ১৫
কোম্পানি ল রিফরম কমিটি ১৫
কোয়ালিশন প্রশাসন ১৫০
কোর্ট অব ইনকোয়ারি ৫৩
কোরআন শরিফ ১০৪, ১০৫, ১৪১, ১৮৯, ১৯০, ২১১, ২১৮
ক্ষুদ্রঋণ ২৬

খ

খন্দকার, এ কে (এয়ার ভাইস মার্শাল) ৯৭
খসড়া নির্বাচনী ইশতেহার ৯৯
খশরু চাচা ১০৮
খানজাহান আলী ১০৮
'খান্‌স মেথড' ২১৩
খিলাফত আন্দোলন ১৩৭
খুলনা বিভাগ ১১৩
খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন ১৬৬
খোদা ১০৫, ১৩৫

www.pathagar.com

খোলাফায়ে রাশেদান, খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসন ৭০, ১০৬, ১৩৭
খোলাবাজার নীতি ১০২, ১০৪

গ

গঙ্গাঋদ্ধি ৪৩
গঙ্গার পানি বণ্টন ১০৪
গণতন্ত্রী পার্টি ৮৮
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ২৩৪
গণফোরাম ৯৭, ১০৭, ১২৯
গণভোট ১৫৯
গয়া ১৮৮, ১৮৯
'গরম কথা', খালেদা জিয়ার ১১৩, ১৩৪
গাজালী সাফী, তানশ্রী ড. মো. ১১০, ১১৫
গাফ হুইটলাম ১৫১
গুচ্ছগ্রাম ৪৬, ৭২
গুডবয় সার্টিফেকেট ১২৯
'গিলোটিনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ও বাঙালির দোলাচল বৃত্তি' ১৬৭
গেদুচাচা ১০৮
গোপাল, রাজা ৫৮, ১৭৩
গোপালগঞ্জ ৯৬
গোলাম আযম ৬৫, ৬৮, ৯১
গৌতম ১৮৮
গ্যালপিন, রিচার্ড ১৩২, ১৩৩
গ্যালিলিও ২১১
গ্রামীণ ব্যাংক ১১৫
গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশন ১৬

ঘ

ঘোড়াশাল সার কারখানা ৮০

চ

চট্টগ্রাম ৮৯, ৯৮, ১০৮, ১১৪, ১১৭, ১৬০
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৫, ৪২
চট্টবেশর ১১৪
চরণ সিং, চৌধুরী ১৫১, ১৫২
চাঁদপুর-১ আসন ১১৪
চা ইয়াক ৪৩
চিন্তার স্বাধীনতা ১২৬
চেচনিয়া ১৩৭

ছ

ছয় দফা ৩৬
ছাত্রদল ৬৪, ৯৯
ছিয়ানব্বইর নির্বাচন ৭২

জ

জগজীবন রাম ১৫১
জগদীশচন্দ্র বসু ২১২
জনকণ্ঠ ৯৯, ১৬৭
জনজাতি ১১৪, ১৬৮
জনতা দল ১৫১, ১৫২
জনতার মঞ্চ ২৬, ২৭, ১৩২, ১৫৬, ১৬০
জয়দেবপুর ৫০, ৫৩
জয়নাল হাজারী চাচা ১০৮
জয়নুল আবেদিন ৩২
জয়নাল আবেদীন, মো. (বিচারপতি) ১৬৩
জমিয়তে উলামা ১৩৭
জরুরি অবস্থা ৩২, ১৬২, ১৬৫, ১৬৭
জহিরুল ইসলাম, ডা. ২১
জাংকিও বিইওন (কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত) ৪৫
জাকাতভিত্তিক ইসলামি অর্থনীতি ৬৮
জাকের পার্টি ১৩৭
জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ১২৪
জাতির জনক ৮২
জাতিসংঘ ১৫, ৮১, ১৭৫, ১৯৫
জাতীয়করণ ৩৬, ৮০, ৮১
জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি ১৬২
জাতীয় জাদুঘর ৩২

www.pathagar.com

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ ৬১, ২১৪, ২১৫
জাতীয় ঐকমত্য ৮২, ১২৭
জাতীয় মহিলা সমিতি ৩৪
জাতীয় সংসদ ৬৭, ৬৮, ৭৫, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ১১০, ১১৩, ১৩২, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৬৩, ১৬৮, ২২৩, ২২৪
জাতীয় সংসদ নির্বাচন, সপ্তম; সংসদ নির্বাচন ৬৭, ৬৮, ৭৫, ৮০, ১১০, ১৫৫, ১৬৩; ৭৮, ১২৫; ২৯, ৭১, ৭২, ৯১, ১০২, ১৫৪, ১৫৬, ২৪১
জাতীয় সরকার ১৫০
জাপানি পর্যবেক্ষণ দল ১২৫
জামায়াতে ইসলামী ১৪, ১৮, ৬৫, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৮৮, ১০৫, ১০৬, ১১৯, ১৩৭, ১৫৩, ১৫৪, ১৬১
জামিল আহসান (ব্রিগেডিয়ার জেনারেল) ৩৩
জামিলুর রেজা চৌধুরী ১৩, ১৭
জার্মান সাংবিধানিক কোর্ট ৮৮
জাঁ লুই পটিটি ২১
জাল ভোটের অন্য নাম, জাতির সাথে জালিয়াতি ৮৮
জাস্টিন ম্যাকক্লিয়ার ড্যানিয়েল ১১০
জাহানারা ইমাম ৩৫
জাহান্নালী জয় পুমাপ্তী ১১০
জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন ৮৯
জিডিপি ৩৬, ৩৭, ৭৩
জিয়াউর রহমান, জিয়া (সাবেক রাষ্ট্রপতি) ২৯, ৩০, ৭৫, ১৩৩
জিয়াউল হক (জেনারেল, পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রপতি) ১৫২
জিল্লুর রহমান (ব্রিগেডিয়ার) ৫৩
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (অধ্যাপক) ১০, ১৬২
জিল্লুর রহমান (আওয়ামী লীগ নেতা) ৮০, ৯৯

ঝ

ঝ ঝাক রুশো ১৩৫, ১৭৩
ঝং জু জিয়াং (চীনের রাষ্ট্রদূত) ৪১
ঝিনাইদহ ১১৫
ঝুলন্ত সংসদ ১৪২

ট

টলেমির মানচিত্র ৪৩
টাঙ্গাইল ২৮, ৪৪
টার্নার সাহেব ২০১
টাস্কফোর্স ১৬, ৮৭, ১৮৩
টিঅ্যান্ডটি ১১৩
ট্রিভর উইলসন ১১০
টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন ৭৪, ৭৯

ড

ডব্লিউটিএন ২৩১
ড্র্যারি, মাইকেল ৪৪
ডেইলি স্টার ৩৪
ডিজিএফআই ৫৬
ডিফেন্স কলেজ ৯৭
ডেভ ডুরেনবার্গার (সিনেটর) ২১
ডেভিড এন মেরিল; ডেভিড মেরিল ৪৪
ডেভিড স্টীল ২৯
ডেমোক্রেটিক লীগ ১২৫

ঢ

ঢাকা ৯, ৩২, ৩৩, ৪৩, ৪৪, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫২, ৮৯, ৯৬, ১০১, ১১০, ১১১, ১১৩, ১১৫, ১১৬, ১১৮, ১১৯, ১২৬, ১৩২, ১৫৩
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ৬৭
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৫, ১৬, ২৯, ৩৫, ১৩১, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২১২

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ২৬, ২৯, ১৯৭, ২১৩
ঢাকা সেনানিবাস ৫৩
ঢাকার মেয়র ১৬০, ১৬৮
ঢাকার হাইকোর্ট মাজার ১০৮

ত

তত্ত্বাবধায়ক সরকার তত্ত্ব; তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী ১৪, ১৫০, ১৫২, ১৫৯
তদন্ত আদালত ৫৩
তলাবিহীন ঝুড়ি ৭৭, ৮০
তাজুল ১৬৭
তিলোপা ১৯০
তেঁতুলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১১৫
তোপখানা রোড ১৫৬
তোফায়েল আহমদ ৫৫, ৮১, ৮২, ৮৪

থ

থিম্পু ৪৩

দ

দক্ষিণ এশিয়া; দক্ষিণ এশীয়, ৫৮, ৬০, ১০৩, ১৬৬, ১৭৩, ১৯০, ২০৮, ২৪৬
দক্ষিণ এশীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন ১১০
দক্ষিণপন্থা ১০৩
দাঁড়িপাল্লা ৬৮, ৮৮
দাউদ খান মজলিশ ২৫২
দাপ্তরিক আপত্তি ৩৪
'দারুল হারব' ১৯৮
'দারুস সালাম' ১৯৮
'দিনের পর দিন' ১৩৪
দিল্লি ৪৩, ৪৪, ১০৫, ১৫২
দিল্লির জামে মসজিদ ১০৫
দি সিক্রেট ডায়রি অব জন মেজর ১৩৪
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৫
দুই পার্টি সিস্টেম গণতন্ত্র ১২৭
'দুর্দিনের যাত্রী' ২০৮
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ১৬
'দৃক' (আলোকচিত্র গ্রন্থাগার) ১১১
দেব মুখার্জী (ভারতের হাইকমিশনার) ৪৫
দেলোয়ার ১৬৭
দেশরক্ষা বাহিনী ৫৫, ৭১
দেশাই, মোরারজি ১৫১
দৈনিক বাংলা ১৩৫
দিনকাল, দৈনিক ২৯, ৩৫
দ্য সাউন্ড অব মিউজিক ৬২, ২১৪

ধ

ধর্ম ১৭, ২৪, ৩৯, ৪৬, ৫৯, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৮৬, ১০০, ১০৩, ১০৬, ১০৭, ১২০, ১২৩, ১২৪, ১৪৯, ১৭৪, ১৮৬, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯৭, ১৯৮, ২০৭, ২২৫, ২৩৬
ধর্মনিরপেক্ষ; ধর্মনিরপেক্ষতা ৭২, ৯৬, ১০৩, ১২৪
ধর্মাশ্রয়ী শব্দাবলী ১০৬, ১৪৯, ২২৫
ধর্মীয় অনুভূতি ৮৭, ৯৬
ধানের শীষ ৩২, ৭৫, ৮০, ৮৮, ৯৮
ধীলন পেরেজ (শ্রীলংকার সংসদ সদস্য) ১১০
ধুনট ১১৪

ন

নওরতনের সমাবেশ ১৯৯
নকুয়া ১১৪
নগরবাড়ী ৫২, ৫৩
নজরুল ইসলাম খান ৯৯
নরোগা ১৯০
নাৎসি জার্মানি ১১৫

www.pathagar.com

নাছিরউদ্দিন, এ জেড এম ১৪, ১৬, ১৭
নাগার্জুন ১৯০
নাজমা চৌধুরী, ড. ১৬, ১৭
নারায়ণগঞ্জ ১১৪
নারী নির্যাতন ৭০, ২২১
নাসিম, লে. জেনারেল সৈয়দ আবু সালেহ মুহাম্মদ; জেনারেল নাসিম; সেনাপ্রধান নাসিম; জেনারেল নাসিম ৯, ১৪, ২১, ৩৪, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৪, ৫৭, ১৩৬, ২৪৭
নির্দলীয় ভাবমূর্তি ১৩৯, ২১৬
নির্দলীয় সরকার ৭৮, ৯৯, ১৩৯, ১৪৫, ১৬৩, ২১৬, ২১৭, ২২২, ২৩৯
নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বধায়ক সরকার; নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার; তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৭, ১৮, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩৪, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪৩, ৪৫, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৬৭, ৭৪, ৭৮, ৮১, ৮৩, ৮৮, ৯০, ৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০৫, ১১৩, ১১৫, ১২০, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৮, ১৩৯, ১৪২, ১৪৪, ১৪৬, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৬, ২০৩, ২০৯, ২১৬, ২১৮, ২২০, ২২১, ২২৩, ২৩১, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৬, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৭
নাসিম বিশ্বাস, ডা. ১০০
নাসিরুদ্দিন চৌধুরী, ডা. ১৬৭
নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ১২, ২৭, ৫৮, ১২৯, ১৩৯, ১৪২, ১৫৬, ১৫৭, ১৬১, ১৭৩, ২১৬, ২৫৪
নিনিয়ান স্টিফেন, স্যার ১৫৪
নির্বাচন কমিশন ১৭, ২১, ২৩, ২৬, ৩০, ৩৮, ৬৬, ৬৭, ৭৯, ৮৬, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৪, ১০১, ১০৩, ১০৫, ১০৭, ১১৫, ১২২, ১২৩, ১২৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৫, ১৫৭, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৪, ১৮০, ২০৩, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২২১, ২২২, ২২৫, ২২৬, ২৩১, ২৩২, ২৩৭, ২৩৯, ২৪১, ২৪২, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৮, ২৪৯, ২৫৩, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮
নির্বাচনী আইন ও আচরণবিধি ১০৩, ১১১
নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ২৩২
নির্বাচন তদন্ত কমিটি ৮৭
নির্বাচনী তফসিল ৮৬, ১০০
নির্বাচন বর্জন ৯৭
নির্বাচনী ব্যয় ৮৭, ৮৮
'নির্বাচনী প্রচারণায় মসজিদ প্রসঙ্গ' ১০৪, ১০৭
নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ১২৯, ২৫৫
নির্বাচনী মেনিফস্টো ৬৭
নির্বাচনী ইশতেহার
নির্বাচনী সংঘর্ষ ১০৮, ১১৪
নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষ ১২৭
নিশিন্দা ১১৪
'নীতিগত' বিষয়াদি ১৫১
নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত ৪৫, ১৫১, ১৫৭, ১৫৮

www.pathagar.com

নীরব বিপ্লব ১৩৬
নুবান আহমেদ, অধ্যাপক ২০১
নুরুল্লাহ (অ্যাটর্নি জেনারেল) ৬৭
নুসরাত হাবিব ৪৩
নূর, (এডিসি) ৩২, ৩৪
নূরুল্লাহ, মোহাম্মদ ৩৪
নূর হোসেন ১৬৭
নূরউদ্দীন খান (মেজর জেনারেল) ৯৭
নেপাল ১১০
নৌকা ৮০, ৮৮, ১০৮
ন্যাপ ৮৮, ১২৩
ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইন্সটিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স (এনডিআই), ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউটের পর্যবেক্ষক (এনডিআই) ১১০, ১১১, ১১৬

প

পঁচিশে বৈশাখ ২৩৪, ২৩৫
পঞ্চম জাতীয় সংসদ ৬৮, ১৫৩, ১৫৫
পথকলি ৪৬, ৭২
পবিত্র কোরআন ১০৪, ১০৫
পভার্টি কার্টেন ৭৩
পররাষ্ট্রনীতি ১৭৫
পাঁচসালা পরিকল্পনা ৩৭
পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড ১৬,
পাকিস্তান ১৬, ৩৬, ৪৫, ৪৬, ৬৯, ৮০, ১০৩, ১০৪, ১১০, ১৫২, ১৯৯, ২৩৫
পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ৮১
পাগলা মিয়া ১০৮
পার্বত্য চট্টগ্রাম ৩০, ৮৯
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সচিব ৩১
পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা ১০৪
পাল সাম্রাজ্য ৫৮, ১৭৩
পার্লামেন্ট নির্বাচন ৩৮, ১৭৩
পিকক, ড. ১১২, ১১৬
পিটার জে ফাওলার (যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার) ৪৪
পিটার শোর (ব্রিটিশ সংসদীয় দলীয় নেতা) ১১৬
পুকুর চুপি ১২৭
পুকুর চুরি ১২১
পুণ্ড্রবর্ধন ১৮৯
পুনর্নির্বাচন ১৪০, ১৪৩, ২১৮, ২৫৬, ২৫৭
পোলিং এজেন্ট ১১৭, ২৩২, ২৪৪
প্রজাস্বত্ব আইন ৫৮, ১৭৪
'প্রতি পাঁচ বছরে বিনয়ী' ১৩৫
প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা ৫৬
*প্রথম আলো*র সাহিত্য সাময়িকী ১১৭
প্রধান নির্বাচন কমিশনার ৮৫, ৮৮, ৯০, ১০৫, ১২৫, ১৪৬, ২২২, ২৪৪, ২৫০
প্রধান বিচারপতি ৯, ১২, ২০, ২৭, ৪৩, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৭, ১৬৩, ২৪৩, ২৪৫
প্রধানমন্ত্রী ১০, ১১, ১৮, ৩৪, ৪১, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৯৮, ১২৯, ১৩৪, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৯, ১৬৩, ২৪৬, ২৪৮
প্যারোলে মুক্তি ১৯, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ২৪৯, ২৫০
প্রাইভেট আই ১৩৪

ফ

ফখরুদ্দীন আহমদ (সাবেক পররাষ্ট্র সচিব) ১৫৬
ফজলুর রহমান (ব্রিগেডিয়ার) ৫৩
ফজলুল হক আমিনী, মুফতি ১০৫
ফজলে হোসেন, ড. ২১৩
ফতোয়া; ফতোয়াবাজ ১১৫, ১৯৯

www.pathagar.com

ফয়েজ আহ্‌মদ (সাংবাদিক) ১২৫, ১৫৬
ফরহাদ মজহার (কবি) ১৫৮
'ফরাসি বিপ্লব' ২০৬
ফয়জুর রাজ্জাক (নির্বাচন কমিশনের সচিব) ৮৫
ফাস্কটাস অফিসাইও ৩৫
ফায়ার অব বেঙ্গল ৪৪
ফারাক্কা সমস্যা ১০৩
ফারসি ভাষাভাষী; ফারসি এলাকা ১০৫
ফারুক সোবহান (পররাষ্ট্র সচিব) ২৭, ২৫১
ফিনল্যান্ড ৪৩
ফিনিশ্‌ড্ লেদার এক্সপোটারস অ্যাসোসিয়েশন ১৬
ফিলিস্তিন ৪৮
ফেমা ১১১
ফোর্থ এস্টেট (সংবাদপত্র) ২৪৩
ফ্রান্স ৪৪, ১০২, ১১৮
ফ্ল্যাগ মিটিং ৩৩

ব

বঙ্গবন্ধু ৮২, ১০৮, ১৬৪
বঙ্গভবন ১২, ১৭, ৩২, ৪৯, ৫০, ৫৩, ১০০
বগুড়া ৫২, ৫৩, ১১৪
বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট ৪৯
বটমলেস বাসকেট ৭৭
বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ডা. একিউএম ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ১২৮
বদিউজ্জামান (মেজর জেনারেল) ৯৭
বরিশাল বিএম কলেজ ১০০
বর্ষা-বাদল মানব না, ভোটের সুযোগ ছাড়ব না ৮৮
বাংলা নববর্ষ ৬০, ১৭৭
বাংলাদেশ ৯, ১৫, ১৯, ২৯, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৫৬, ৪৬, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৭, ৮০, ১০১, ১০৪, ১১৮, ১২৩, ১২৬, ১৪৪, ১৫৪, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ১৮৭, ১৯১, ১৯৩, ১৯৬, ২০২, ২০৪, ২১০, ২১৫, ২১৯, ২২৬, ২৩৪, ২৩৫, ২৪৪
বাংলাদেশ অবজারভার ১২৮
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ৮৯
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৬৮, ৮০, ৮১, ৯৬, ১৩৮, ১৬৩
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস (বিটা) ১২০
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ১২৮
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ১৬
বাংলাদেশ-চীন যৌথ উদ্যোগ প্রকল্প ৪১
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)/বিএনপি ২৭, ৪৪, ৬৮, ৭৫, ৭৬, ১২১, ১৬৩
বাংলাদেশ টেলিভিশন ৩০, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ১০৫
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ১৫
বাংলাদেশ ব্যাংক ১৬, ১৬৫
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ১৭
বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ ১১১
বাংলাদেশ সংবিধানের আর্টিকেল ৬২ (১) (খ) ৫৬
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন ১৫
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ৪৯, ৫৬, ২০৩
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আইনের সেকসন-১৮ ৫৬
বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ৭১, ৭৫
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি); সিপিবি ১০২, ১২৩, ১২৪
বাংলাদেশের প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদ ২৭
বাংলাবাজার পত্রিকা ৯৭, ১২৮
বাংলার বাণী ১২৭

www.pathagar.com

বাকশাল ১২৩
বাগেরহাট ৯৬, ৯৭
বাকের, এম এ, (ব্রিগেডিয়ার) ৫৩
বামফ্রন্ট; বামগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট; বাম রাজনীতিক; বাম গণতান্ত্রিক বিকল্প শক্তি ১১৪, ১২৪, ১০২, ১০৩, ১০৭, ১২৫
বারবারা নেলসন (অধ্যাপক) ১৬
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ৩৯
বাহামা ১১০
বিএনপি সরকার ৯৫, ১৩২, ১৫৪, ১৫৫
বিএনপি মেনিফেস্টো ৯৬
'বিদ্রোহী' ২০৬
বিডিআর ৮৯, ১০০, ১১৩, ১৪০, ২১৭, ২৪৩, ২৫৬
বিপুলা পৃথিবী ১১৭
বিপ্লব ১০২, ১০৬, ১৩৬, ১৯২, ২০৬, ২১২
বিবিসি ৫২, ৫৫, ৬৬, ৬৭, ৮৮, ৯৪, ৯৫, ৯৮, ১০৬, ১২৬, ১৩২, ১৩৩, ১৪৩, ২৩৭
বিল রিচার্ডসন (কংগ্রেসম্যান) ৪৫
বিয়র্ন আই স্টানবি (সুইডেনের রাষ্ট্রদূত) ৪৪
বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো ১৯০
বিশ্ব ব্যাংক ১০২
বিসমিল্লাহ ৯, ১০৫, ১০৬
বুদ্ধ, বুদ্ধের ৫৯, ১৮৮, ১৮৯
বেআইনি অস্ত্র ৯৪, ৯৫, ৯৭, ১০৩, ১৭৯
বেঞ্জামিন বাসিন (ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত) ৪৩
বেনজির ভুট্টো (পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী) ৪৬
বেসামরিক সরকার ৫০, ৫১, ৯৩
'বৈশ্যতামূলক চুক্তি' ১২৫
বোমাবাজ-অস্ত্রবাজ, জায়গা তোদের নাই আজ ৮৮
বৌদ্ধ ৬৯, ১১৪, ১২৩, ১৮৬, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০
বৌদ্ধ সম্প্রদায় ১৯০
ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানের নায়ক ৫৪
ব্রিটিশ কমন্সসভা ২৯
ব্রিটিশ হাই কমিশনার ১১৮

ভ

ভয়েস অব আমেরিকা ২১, ৫৫, ৬৩, ৯১, ১০৯, ১১৮
'ভাঙার গান' ২০৮
ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি ৯৬, ১০৪, ১২৫, ২৪৮
ভারত-বিরোধিতা ১০৩
ভারত বিরোধী ৯৬, ১০৪
ভারত-বিরোধী মনোভাব ১০৪
ভারতপন্থী ভাবমূর্তি ১০৪
ভারতীয় সেনাবাহিনী ১০৪
ভাষা সৈনিক ১২৮
ভিক্টোরিয়া শাক পুরস্কার ১৭
ভুটান ৪৩
ভূমণ্ডলায়ন ১৪৮, ২২৫
ভোরের কাগজ ৩৪, ৮৮, ১২৫, ১৬০

ম

মঁসিয়ে মিশেল রুজ ৪৪
মঈন খান, আবদুল ৭৬, ৭৮
মওদুদ আহমেদ ৭২, ৭৩, ৭৪, ১৫৩, ১৬৬
মঞ্জুর এলাহী, সৈয়দ ১৪, ১৬, ১৭
মক্কা বিজয় ১০৭
মণিপুর ৯১
মতিউর রহমান নিজামী ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ১০৬, ১৬১
মতিউর রহমান (সাংবাদিক) ৩৪, ৬৮, ৬৯, ৭৬, ৭৯, ৮১, ১২৭

www.pathagar.com

মতিন, ড. ১৩
মতিন, এম এ (বিচারপতি) ৬৭
মতিন, এম এ, বীর প্রতীক (মেজর জেনারেল) ৫০, ৫৩, ৫৬
মদিনার শাসন ৭০
মধ্যপন্থা ১৮৯
মধ্যপন্থা, বুদ্ধের ১৮৯
মধ্যপ্রাচ্য শান্তিপ্রক্রিয়া ৪৮
মনজুরুল ইসলাম ৬৮
মনপুরা ২৪১
'মনসুর মিডিয়া' ২১২
মফিজুদ্দিন আহমদ, ড. ২১২
মহাজনী আইন ৫৮, ১৭৪
মহান মুক্তিযুদ্ধ ১২৩
মহানির্বাণ ১৮৮
মহামায়া ১৮৮
মহেশখালী ৯১
মা আজার ভাষা ৪৪
মাইকেল ড্র্যারি ৪৪
মাও জে দং ৪২
মাগুরা নির্বাচন; মাগুরা উপনির্বাচন ৮১, ১৫৪
মাদাম তুসোর জাদুঘর ১১২
মান্নান চাচা ১০৮
মার্কিন কংগ্রেস ১১০, ১১২, ১১৬
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৪৪, ৪৫, ৭৩, ৯২, ১০২, ১০৯, ১১০, ১১৮, ১৫২, ১৯৫, ২৫০
মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ৪৫
মালদ্বীপ ১৫
মাস্টারপ্ল্যান ১৭
মাহফুজ আনাম (সম্পাদক : *ডেইলি স্টার*) ৩৪, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৭৬, ৭৮, ৭৯
মাহবুবুর রহমান (সেনাপ্রধান, জেনারেল) ৩৪
মাহমুদ, ড. ১৩
মাহমুদ বায়াত (ইরানি রাষ্ট্রদূত) ৪৫
মাহমুদুল আমিন (বিচারপতি) ১৬৯
'মিডিয়া ক্যু' ১৩৫
মির্জা হুসেন হায়দার (বিচারপতি) ১৬৩
মির্জান শাহ ১০৮
মিয়াজান আলী ২১৩
মিয়ানমার ৪২
মিরপুর মাজার ১০৮
মিলব্রুক কমনওয়েলথ অ্যাকশন প্রোগ্রাম ১০৯
মীরন, হামিদুর রহমান মীরন (ব্রিগেডিয়ার) ৫৩
মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ১০২, ১২৪
মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর ৯৬
মুক্তিযোদ্ধা ২১, ৮২, ১৬৭
মুজিবুল হক ৮৫
মুস্তাক আহমেদ চৌধুরী ৮৬, ৮৭
মুহাদ্দিস, এম ২৫১
মুহাম্মদ ইউনূস, ড.; অধ্যাপক ইউনূস ১৪, ১৫, ১৭
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (বিচারপতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান) ৯, ১৭, ১৩০, ১৩১, ১৩৩, ২৩৪, ২৩৫
মুহিত, আবুল মাল আবদুল ১৬৬
মূল্যবোধ ৭১, ৭২, ১০৪, ১৫৩
মোতাহার হোসেন, কাজী ২০১
মোমিন, আব্দুল ১৩
মোরারজি দেশাই ১৫১
মোরেল্লা, কন্সটেন্স এ ২১
মুস্তাফা কে জি ১২৬
মোস্তাফিজুর রহমান ১৪
মোহাদ্দেস, এম ৩৪
মোহাম্মদে রসুলে সাল্লাললাহে ৭০

য

যথাডায়রি ১৩৩, ১৩৪
যথাশব্দ ৪৪
যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প ১৭

www.pathagar.com

যশোর ৫২, ৫৩
যায়যায়দিন/যাযাদি ১২৯, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫
যুক্তরাজ্য ১৬, ৩২, ৪৪
যুক্তরাষ্ট্র ১৫, ১৭, ২১, ৪৪, ৪৫, ৭৩, ৯২, ১০২, ১০৯, ১১০, ১১৬, ১১৮, ১৫২, ১৯৫, ২১৩, ২৫০
'যুগবাণী' ২০৮
যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ২১
যৌথ বাহিনী ৯৫

য়

য়েট্স (কবি) ২৩৫

র

রওশন এরশাদ, বেগম ৪৭, ৪৮, ৬৪, ৬৫, ১৩২, ২৪৯
রকিবউদ্দীন আহমদ, কাজী ২৫১
রক্ষীবাহিনী ৮২
রফিকুল ইসলাম, ড. ২১৩
রফিক চাচা (মেজর) ১০৮
রবার্ট এ ফোরনিসি ৪৪
রবিন র‍্যাফেল ২১
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ১০, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ২০৬, ২১২, ২১৪, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬
রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী, রবীন্দ্র-রচনাবলি, রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী, রবীন্দ্রচর্চা, রবীন্দ্রপাঠ, রবীন্দ্রবাক্য ১০, ১৯২, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬
রাজনীতির মূলধারা ১২৯
'রাজবন্দীর জবানবন্দী' ২০৮
রাজশাহী ২৯, ৩০, ৩৫, ৮৯
রাজা গোপাল ৫৮, ১৭৩
রাজাকার ৬৯
রাজ্জাক (অধ্যাপক) ২০১
রাদিও ফ্রঁস অ্যাতারনাশিওনাল ৫৯
রাফায়েল মিনিয়েরো ৪৪, ১১১
রামপুরা টিভি ভবন ৯১
রাশেদ খান মেনন ১০৩
রাষ্ট্রধর্ম ৭২, ৭৩, ১৩৪
রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি ১৬২
রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ ৮৭, ১৪৮, ২২৪, ৩৮
রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক ১৫
রাষ্ট্রভাষা ১৪৯, ১৯৯, ২২৫
রিচার্ড গ্যালপিন ১৩২
রিটার্নিং অফিসার ২৭, ৩০, ২৪৭
'রুদ্রমঙ্গল' ২০৮
রুবাবা ৫১
রুবেনটি কাইয়ুলু এমবিই ১১০
রেডিও-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন ৭৪
লতিফুর রহমান (বিচারপতি) ৬৭
লন্ডন ইউনিভার্সিটি ১৬
'লাঙল' ৭১, ৮৮
লাসলো ভারকোনি ৪৪
লিডস বিশ্ববিদ্যালয় ১৫
লিনডিউই মাসেকু, মিস ১১০
লিয়োনপো সোনাম তোবগে ৪৩
লেবানন ১৩৭
লোকসভা ১৫২
ল্যাংলে সাহেব ২০১

শ

শওকত ওসমান ১৮
শফি মোহাম্মদ মেহবুব (ব্রিগেডিয়ার) ৫২, ৫৩
শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন ৯৯
শফিকুল করিম (ওকাব সাধারণ সম্পাদক) ২৫১
শব্দ সন্ত্রাস ১৩৪
শমসের আলী, ড. ৪২
শরিয়ত ৬৯, ১০৭
শাক্যসিংহ ১৮৮

www.pathagar.com

শান্তি নিকেতন ১০
শান্তিবাহিনী ৩১
শামসুল আলম মিলন, ডা. ১৬৭
শামসুল ইসলাম (বিএনপি নেতা) ১১, ২৬, ৬৪
শামসুল ইসলাম (অধ্যাপক) ২১৩
শামসুল হক, মোহাম্মদ (অধ্যাপক) ১৫, ১৭
শাহ শরিফুদ্দিন চিশতি ১০৮
শীলভদ্র ১৯০
শুভংকরের ফাঁক ৮৭
শেখ আনছার আলী ৬৯, ৭০
শেখ হাসিনা ১৪, ১৮, ৩৩, ৪৮, ৫৪, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৯০, ৯১, ৯৬, ৯৭, ১০১, ১০৭, ১০৮, ১২৬, ১৩১, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৮, ১৫৯, ১৬১, ১৬৭
শেশুফতা বখত চৌধুরী ১৫, ১৭
শেরপুর ১১৪
শেরাটন হোটেল ১১১
শেলী; শেলীর চ্যালেঞ্জ ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪
শোনে ডয়েচলান্ড ২৩৪
শ্যাডো গভর্নমেন্ট ৭৯
শ্রম আইন সংস্কার কমিশন ৭৫
শ্রীলঙ্কা ১৫, ১১০, ১৬৮

স

সংখ্যালঘু ভোটার ১১৭
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ৬৬, ১৩৯, ২১৭
সংবিধান ৩১, ৩২, ৩৪, ৫১, ৭০, ৭৪, ৮০, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১২৫, ১৫২, ১৫৩, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৯, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৮, ১৭৪, ১৭৮, ১৭৯, ২৩১, ২৩৯
সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার গুরুত্ব ১৪৫, ২২১
সংশোধিত বাজেট ৩৮
সংসদ নির্বাচন ২৯, ৬৭, ৬৮, ৭১, ৭২, ৭৫, ৮০, ৯১, ১০২, ১১০, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৩, ২৪১
সংসদীয় গণতন্ত্র ৮২, ১৫০, ১৫৩, ১৬১
সত্যেন বসু ২০১, ২১২
সন্ত্রাস ২৪, ৩৯, ৭২, ৭৬, ৭৯, ৮১, ৯২, ১০১, ১২৬, ১২৯, ১৩৪, ১৪০, ১৪৫, ১৮২, ১৮৩, ১৯৪, ১৯৫, ২০২, ২১৭, ২২১, ২২২, ২৪১, ২৫৩
সন্দ্বীপ ৯১, ২৪১
সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৭৫
'সবিনয়ে জানতে চাই' ৬৭, ৬৮, ৮১
সফিউল্লাহ (মেজর জেনারেল) ৯৭
সমতট ১৮৯
সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ৩৬, ৩৭
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ১০২
সম্বোধি ১৮৮
সরকারি কর্মকর্তার 'বিদ্রোহ' ১২৫, ১৬০
সরকারি কর্মচারী আচরণবিধি ২৬, ২৭
সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ/ঘোষণা ৫৮, ৬০, ১৭৪, ২০৭
সর্বধর্মসমন্বয় ১৯০
সলিম উল্লাহ বনাম বাংলাদেশ ৫৭ ডিএলআর (২০০৫) (এডি) (১৭১) ১৬৩
সহিংস আন্দোলন ১৫৫
সাংবিধানিক দায়িত্ব ২১, ২৪, ১৮১, ২৩৯, ২৪৪, ২৫৩, ২৫৭
সাইদুর ৯
সাইফুর রহমান (অর্থমন্ত্রী) ১১, ২৬, ৬৫, ১৬০, ১৬১
সাত দফা প্রোগ্রাম ৭২
সাউদদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয় ১৭
সাদেক হোসেন খোকা (ঢাকার মেয়র) ১৬৮

www.pathagar.com

সাধারণ নির্বাচন ৩২, ৫৩, ১১৫, ১১৬, ১২৫, ১৫০, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৬৪, ১৭৮, ১৯১, ২১৬
সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ১০২
সামরিক বাহিনী ১৪, ৫১
সার্ক; সার্ক বেসরকারি পর্যবেক্ষক দল; সার্কের প্রতিনিধি; সার্ক এনজিও ও পরিদর্শন প্রতিবেদন ১১০, ১১৭, ১৫৮, ১৭৬
সালাম তালুকদার ১১, ৭৫, ১৬২
সাহাবুদ্দীন আহমদ (বিচারপতি) ১২, ৬৭, ১৩২, ১৫৩, ১৫৪
সিটি করপোরেশন নির্বাচন ৮১
সিন সাকুরাই, মি. ১১৭
সিপিবি ১০২, ১২৩, ১২৪
সিরাজগঞ্জ ৯
সুদান ১০৬
সুপ্রিম কোর্ট ৯, ১৫, ২৭, ৩২, ৪৫, ৬৭, ১২৫, ১৫৪, ১৬৩
সুবিদ আলী ভুঁইয়া (মেজর জেনারেল) ৫০
সেকান্দার শাহ ১৯৯
সেন্ট্রাল ব্যাংক পদক ১৫
সেনেগাল ৪১
সৈয়দ আহমেদ (প্রধান উপদেষ্টার মুখ্যসচিব) ২৭, ২৫১
সোনালী ব্যাংক ১৬
স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ, লন্ডন ৩২
স্ক্যান্ডিনেভিয়ান রাষ্ট্রদূতগণ ৪৪
স্টিফেন সোলার্জ (মার্কিন কংগ্রেসম্যান) ১১২, ১১৬
স্বাধীন বাংলাদেশ ৪৩, ১৪৪, ২২০
স্বাধীনতা দিবস পদক ১৫

হ

হজরত মুহাম্মদ (সা.) ১০৬, ১০৭
হজরত শাহ পরানের মাজার ১০৭
হক, এম এম (বিচারপতি) ১০৭
হাইকোর্ট বিভাগ ৬৭
হাইকোর্ট মাজার ১০৮
হাঙ্গেরি; হাঙ্গেরীয়; হাঙ্গেরিয়ান ৪৪
হাজি আহমেদ ওয়াইয়ারাবি আল হাজর (ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত) ৪৫
হামুরাব্বি ১৯৯
হায়দার ১১
হার্টগ ১৯৮
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১৫
হাসান, কে এম (বিচারপতি) ১৬৪
হাসান রশিদ খান, ড. ২১৩
হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ ১১৪
হুমায়ূন রশিদ ১০৮
হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ; জেনারেল এরশাদ; রাষ্ট্রপতি এরশাদ; প্রেসিডেন্ট এরশাদ; জেনারেল এরশাদ; এরশাদ ১৯, ৩৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৬৬, ৬৭, ৭১, ৭৪, ৯১, ১৫৩, ১৫৪, ১৬৬, ২৪৯
হুসেন শাহী/শাহ ৫৮, ১৭৩
হেলাল মোর্শেদ (মেজর জেনারেল) ৫২
হোজে এসকানো, ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত ৪৫
হোসেন জিল্লুর রহমান, ড. ৬৮, ৭৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পাঁয়তারা

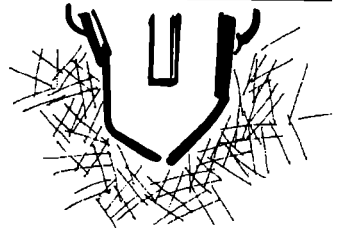

প্রথমা প্রকাশন

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়ভার
গ্রন্থস্বত্ব © লেখক
প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪১৬, একুশে বইমেলা ২০১০
তৃতীয় মুদ্রণ : মাঘ ১৪২০, ফেব্রুয়ারি ২০১৪
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ৪৫০ টাকা

Tattabadhayak Sarkarer Daibhar
by Muhammad Habibur Rahman
Published in Bangladesh by *Prothoma Prokashan*
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone : 8180081
e-mail : prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 450 Only

ISBN 978 984 8765 10 4

www.pathagar.com

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পাঁয়তারা

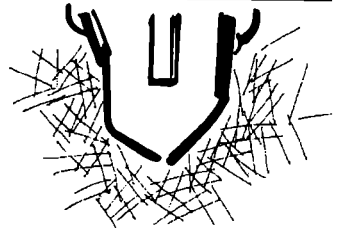

প্রথমা প্রকাশন

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়ভার
গ্রন্থস্বত্ব © লেখক
প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪১৬, একুশে বইমেলা ২০১০
তৃতীয় মুদ্রণ : মাঘ ১৪২০, ফেব্রুয়ারি ২০১৪
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ৪৫০ টাকা

Tattabadhayak Sarkarer Daibhar
by Muhammad Habibur Rahman
Published in Bangladesh by *Prothoma Prokashan*
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone : 8180081
e-mail : prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 450 Only

ISBN 978 984 8765 10 4

www.pathagar.com

১৯৯৬ সালে প্রথম
আনুষ্ঠানিক তত্ত্বাবধায়ক
সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়
বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন।
রাজনৈতিক নেতাদের মতবিরোধ,
এরশাদের মুক্তি নিয়ে উত্তেজনা,
সেনাপ্রধানের অভ্যুত্থান-প্রচেষ্টাসহ
নানা ঘটনা ঘটেছে সেই সময়ে।
অন্তরালের সেই ঘটনাপ্রবাহের
প্রত্যক্ষ বিবরণ লিখেছেন
সে সরকারের প্রধান উপদেষ্টা
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

ISBN 978 984 8765 10 4
Taka 400.00

Prothoma
201308000117
400.00